সূচীপত্র।

—*

প্রথম অধ্যায়। ৶—:১

দ্বিতীয় অধ্যায়। ১—২৪

তৃতীয় অধ্যায়। ২৪—৭৫

জ্যোতিষ-রত্নাকর।

সংজ্ঞা ও পরিভাষা।

অন্তরীক্ষ মণ্ডলে, শুদ্ধবায়ুর উপরে জ্যোতিশ্চক্র অবস্থান করিতেছে। ইহা ৩৬০ সমান ভাগে বিভক্ত; প্রত্যেক ভাগকে এক এক অংশ কহে প্রত্যেক ৩০ অংশ লইয়া এক এক রাশি ও প্রত্যেকরাশি সপাদ (স৩/৪) দুইটী করিয়া নক্ষত্র দ্বারা সংগঠিত;—সুতরাং সর্ব্বসুদ্ধ দ্বাদশটী রাশি ও সপ্তবিংশতিটী নক্ষত্র। ইহার অপর দুই নাম রাশিচক্র ও নক্ষত্র চক্র, রাশির নাম যথা;—ক্রিয়, তাবুরি, জিতুম, কুলীর, লেয়, পাথেয়, যুকং, কৌর্পাথ্য, তৌক্ষিক, আকোকের, হৃদ্রোগ ও রুস্ত্যভ অথবা (১) মেষ; (২) বৃষ; (৩) মিথুন, (৪) কর্কট; (৫) সিংহ, (৬) কন্যা, (৭) তুলা, (৮) বৃশ্চিক, (৯) ধনু, (১০) মকর, (১১) কুম্ভ ও (১২) মীন।

রাশিগণের বিশেষ বিশেষ সংজ্ঞা যথা;—

ক্রুরাদি সংজ্ঞা। মেষ ক্রুর বৃষ সৌম্য মিথুন ক্রুর কর্কট সৌম্য। সিংহ ক্রুর কন্যা সৌম্য তুলা ক্রুর বৃশ্চিক সৌম্য। ধনু ক্রুর মকর সৌম্য এবং কুম্ভ ক্রুর ও মীন সৌম্য।

পুরুষাদি সংজ্ঞা মেষ পুরুষ বৃষ স্ত্রী মিথুন পুরুষ কর্কট স্ত্রী

সিংহ পুরুষ কন্যা স্ত্রী। তুলা পুরুষ বৃশ্চিক স্ত্রী। ধনু পুরুষ মকর স্ত্রী এবং কুম্ভ পুরুষ ও মীন স্ত্রী।

যুগ্মাদি সংজ্ঞা মেষ ওজ বৃষ যুগ্ম মিথুন ওজ কর্কট যুগ্ম সিংহ ওজ কন্যা যুগ্ম তুলা ওজ বৃশ্চিক যুগ্ম। ধনু ও মকর যুগ্ম এবং কুম্ভ ওজ ও মীন যুগ্ম

বিষমাদি সংজ্ঞা। মেষ বিষম বৃষ সম। মিথুন বিষম কর্কট সম। সিংহ বিষম কন্যা সম তুলা বিষম বৃশ্চিক সম। ধনু বিষম মকর সম এবং কুম্ভ বিষম ও মীন সম

চরাদি সংজ্ঞা। মেষ চর বৃষ স্থির মিথুন দ্ব্যাত্মক। কর্কট চর সিংহ স্থির কন্যা দ্ব্যাত্মক তুলা চর বৃশ্চিক স্থির ধনু দ্ব্যাত্মক। এবং মকর চর কুম্ভ স্থির ও মীন দ্ব্যাত্মক

দিবাদি সংজ্ঞা মেষ দি বৃষ রাত্রি। মিথুন দিবা কর্কট রাত্রি। সিংহ দিবা কন্যা রাত্রি তুলা দিবা বৃশ্চিক রাত্রি। ধনু দিবা মকর রাত্রি এবং কুম্ভ দিবা ও মীন রাত্রি

অগ্ন্যাদি সংজ্ঞা। মেষ অগ্নি বৃষ পৃথ্বী মিথুন বায়ু কর্কট জল সিংহ অগ্নি কন্যা পৃথ্বী তুলা বায়ু বৃশ্চিক জল; এবং ধনু অগ্নি মকর পৃথ্বী কুম্ভ বায়ু ও মীন জল

পূর্ব্বাদি সংজ্ঞা। মেষ পূর্ব্ব বৃষ দক্ষিণ মিথুন পশ্চিম কর্কট উত্তর। সিংহ পূর্ব্ব কন্যা দক্ষিণ তুলা পশ্চিম বৃশ্চিক উত্তর। এবং ধনু পূর্ব্ব মকর দক্ষিণ কুম্ভ পশ্চিম ও মীন উত্তর

তাহা হইলেই একত্রসংজ্ঞায়, মেষরাশি ক্রুর, পুরুষ, ওজ, বিষম, চর, দিবা ও অগ্নি জ্ঞাপক এবং পূর্ব্বদিক্ সূচক। বৃষরাশি সৌম্য, স্ত্রী, যুগ্ম, সম স্থির ও রাত্রিবোধক এবং দক্ষিণদিক সূচক। মিথুনাদি অপরাপর রাশিও এইরূপ জানিতে হইবে।

তদ্ভিন্ন, দ্বাদশ রাশির মধ্যে মিথুন, কন্যা, তুলা, ধনুর প্রথমার্দ্ধ ও কুম্ভ রাশি, দ্বিপদ ও সরব। মেষ, বৃষ, সিংহ, ধনুর শেষার্দ্ধ ও মকররাশি চতুষ্পদ ও অতিরব; এবং কর্কট বৃশ্চিক ও মীন-রাশি কীট, সরীসৃপ জলজ জীবরাশি নামে অভিহিত হয়।

দ্বাদশ রাশি, হ্রস্ব দীর্ঘ ও সম এই তিন প্রকারেও বিভক্ত হইয়া থাকে, যথা;—মেষ,বৃষ, কুম্ভ, ও মীন হ্রস্বরাশি; সিংহ কন্যা,তুলা ও বৃশ্চিক দীর্ঘরাশি; এবং মিথুন কর্কট ধনু ও মকর সমরাশি

রাশিদিগের বর্ণ মেষ রাশি অরুণবর্ণ, বৃষরাশি শুক্লবর্ণ, মিথুনরাশি হরিদ্বর্ণ, কর্কট রাশি শ্বেতরক্তমিশ্রিতবর্ণ, সিংহ রাশি পাণ্ডুবর্ণ, কন্যারাশি বিচিত্রবর্ণ, তুলারাশি কৃষ্ণবর্ণ, বৃশ্চিক-রাশি পিঙ্গলবর্ণ, ধনুরাশি অগ্নিবর্ণ, মকররাশি ধবলবর্ণ, কুম্ভরাশি কপিলবর্ণ এবং মীনরাশি কৃষ্ণবর্ণ বলিয়া উক্ত হয়।

পুনশ্চ, কর্কট, বৃশ্চিক ও মীনরাশি বিপ্রবর্ণ; মেষ, সিংহ ও ধনু ক্ষত্রিয়বর্ণ; বৃষ, কন্যা ও মকর বৈশ্যবর্ণ; এবং মিথুন, তুলা ও কুম্ভ শূদ্রবর্ণ হইয়া থাকে

মেষরাশিতে মস্তক ও মুখ, বৃষরাশিতে কণ্ঠ ও গ্রীবা, মিথুন রাশিতে হস্তদ্বয়, কর্কট রাশিতে বক্ষস্থল ও জঠর, সিংহ রাশিতে হৃদয় ও পৃষ্ঠদেশ, কন্যারাশিতে উদর ও কটিদেশ, তুলা রাশিতে বস্তিদেশ, বৃশ্চিক রাশিতে গুহ্যদেশ, ধনুরাশিতে উরুদেশ, মকর রাশিতে জানুদেশ, কুম্ভ রাশিতে জঙ্ঘাদেশ, এবং মীন রাশিতে পাদদ্বয় প্রকাশ করিয়া থাকে।

সপ্তবিংশতি নক্ষত্র (১) অশ্বিনী (২) ভরণী (৩) কৃত্তিকা, (৪) রোহিণী, (৫) মৃগশীরা, (৬) আর্দ্রা, (৭) পুনর্ব্বসু, (৮) পুষ্যা, (৯) অশ্লেষা, (১০) মঘা, (১১) পূর্ব্বফল্গুনী, (১২) উত্তরফল্গুনী,

(১৩) হস্তা, (১৪) চিত্রা, (১৫) স্বাতী, (১৬) বিশাখা, (১৭) অনু-রাধা, (১৮) জ্যেষ্ঠা, (১৯) মূলা, (২০) পূর্ব্বাষাঢ়া, (২১) উত্তরষাঢ়া, (২২) শ্রবণা, (২৩) ধনিষ্ঠা, (২৪) শতভিষা, (২৫) পূর্ব্বভাদ্রপদ, (২৬) উত্তরভাদ্রপদ, ও (২৭) রেবতী

অধিষ্ঠাতা দেবতা যথাক্রমে, অশ্বিনীকুমার, যম, অগ্নি, ব্রহ্মা, চন্দ্র, শিব, অদিতি, বৃহস্পতি, অনন্ত, পিতৃলোক, যোনি, অর্য্যমা, সূর্য্য, ত্বষ্ট, বায়ু, শত্রু এবং অগ্নি, মিত্র, ইন্দ্র, নৈঋতি, তোয়, বিশ্ব, বিষ্ণু, বসু, বরুণ অজৈকপাৎ, অহিব্রধ্ন এবং পুষা। দেবতাদিগের পর্য্যায় দ্বারাও নক্ষত্রের বোধ হইয়া থাকে

ঊর্দ্ধমুখগণ নক্ষত্র। রোহিণী, আর্দ্রা, পুষ্যা, মূলা, ধনিষ্ঠা, শ্রবণা, উত্তরফল্গুনী, উত্তরষাঢ়া ও উত্তরভাদ্রপদ এই নয়টী নক্ষত্রকে ঊর্দ্ধমুখগণ নক্ষত্র কহে *

পার্শ্বমুখগণ নক্ষত্র। অনুরাধা, জ্যেষ্ঠা, মৃগশিরা, হস্তা, অশ্বিনী, চিত্রা, স্বাতী, রেবতী ও পুনর্ব্বসু ইহাদের নাম পার্শ্ব-মুখগণ নক্ষত্র। †

অধোমুখগণ নক্ষত্র অশ্লেষা, কৃত্তিকা, ভরণী, মঘা, পূর্ব্ব-ফল্গুনী, পূর্ব্বাষাঢ়া পূর্ব্বভাদ্রপদ ও শতভিষা ‡

---

* এই নক্ষত্রে চিত্রকর্ম্ম, রৌপ্যকর্ম্ম, আতপত্র, গৃহ, রাজগৃহ সৌধগৃহ, বণিকপণ্য গৃহ, প্রাকার ও বিহার গৃহ, তোরণ ও নগর আরম্ভ প্রশস্ত।

† এই নক্ষত্রে যন্ত্ররথাদি নির্ম্মাণ, নৌকাদি নির্ম্মাণ, গৃহ-প্রবেশ, ও হস্ত্যশ্বগোগর্দ্দভাদির প্রথমদমন এবং শকটাদির যোজন প্রশস্ত।

‡ এই নক্ষত্রে বিদ্যারম্ভ, অর্থ্যকর্ম্ম, ভূমিখনন প্রভৃতি প্রশংসনীয়।

ধ্রুবগণ নক্ষত্র উত্তরফল্গুনী, উত্তরাষাঢ়া, উত্তরভাদ্রপদ ও রোহিণী *

তীক্ষ্ণগণ নক্ষত্র। মূলা, আর্দ্রা, জ্যেষ্ঠাও অশ্লেষা। †

উগ্রগণ নক্ষত্র পূর্ব্বফল্গুনী, পূর্ব্বাষাঢ়া, পূর্ব্বভাদ্রপদ, ভরণী ও মঘা ‡

লঘুগণ নক্ষত্র হস্তা, অশ্বিনী ও পুষ্যা §

মৃদুগণ নক্ষত্র অনুরাধা চিত্রা, রেবতী ও মৃগশিরা ॥

মৃদুতীক্ষ্ণগণ নক্ষত্র। কৃত্তিকা ও বিশাখা

চরগণ নক্ষত্র শ্রবণা, ধনিষ্ঠ, শতভিষা পুনর্ব্বসু ও স্বাতী **

পুন্নাম নক্ষত্র হস্তা, মূলা, শ্রবণা, পুনর্ব্বসু, মৃগশিরা ও পুষ্যা ††

---

* ইহাতে অভিষেক, শান্তি, তরু, ধ্রুব ও বীজবপন প্রভৃতি শুভকর; কাহারও কাহারও মতে অধোমুখ নক্ষত্রবিহিত কর্ম্মও ইহাতে প্রশস্ত

† ইহাতে অভিঘাত, মন্ত্রকার্য্য ও ভূতদানবাদি সাধন সিদ্ধ হয়

‡ ইহাতে উচ্চাটন, দহন, বন্ধন ও অস্ত্রঘাতাদি কার্য্য সিদ্ধ হইয়া থাকে

§ ইহাতে পণ্যকর্ম্ম শিল্পকর্ম্ম, রতি, জ্ঞান, ভূষণকলা ও ঔষধিপানকর্ম্মাদি সিদ্ধ হয়

॥ ইহাতে মিত্র, অর্থ, সুরতবিধি, বস্ত্র, ভূষণ ও গীতাদি মঙ্গল কার্য্য শুভকর হয়

ইহাতে মৃদুগণবিহিত কর্ম্মের মিশ্রফল দান করে এবং পশ্বাদির চর্য্যা ও সেতুকার্য্য সিদ্ধ

** ইহাতে পুষ্পোদ্যান ও উদ্যান নির্ম্মাণ এবং চর ও স্থির উভয় কর্ম্মই বিহিত

†† পুন্নাম নক্ষত্রে পুংসবনাদি কার্য্য করিবে।

গ্রহসংজ্ঞা। সূর্য্য, চন্দ্র, মঙ্গল, বৃহস্পতি ও শনিকে পুরুষ গ্রহ; এবং চন্দ্র, বুধ ও শুক্রকে স্ত্রীগ্রহ কহে ; পুরুষ, ও প্রকৃতি যথাক্রমে স্থাপন করিলে, সূর্য্য চন্দ্র, মঙ্গল বুধ, বৃহস্পতি শুক্র ও শনি এই রূপ সংস্থাপনা হয়, এবং এই ক্রম অনুসারেই সপ্তবার সংগঠিত হইয়াছে।

বারাধিপত্য প্রতি বারেই এই সপ্তগ্রহের ভোগ ও আধিপত্য হইয়া থাকে দিনমানকে অষ্টভাগে বিভক্ত করিলে, প্রত্যেক ভাগকে যামার্দ্ধ কহে ; যে দিন যে বার, সেই গ্রহ সেই দিনের প্রথম যামার্দ্ধের অধিপতি হন ; তৎপরে, সেই গ্রহ হইতে গণনায় ষষ্ঠ যে গ্রহ, তিনি দ্বিতীয় যামার্দ্ধের অধিপতি হন। এইরূপ ঐ ষষ্ঠ ক্রমে অন্যান্য গ্রহ অন্যান্য যামার্দ্ধের অধিপতি হইয়া থাকেন। রাত্রিমানকে অষ্ট ভাগ করিয়া তাহার প্রতি যামার্দ্ধেও ঐরূপে বারাধিপত্য হইয়া থাকে ; কেবল ষষ্ঠ ক্রমে না হইয়া পঞ্চম ক্রমে হয়, এই প্রভেদ। যেমন সোমবার দিবা ভাগে প্রথম যামার্দ্ধের অধিপতি চন্দ্র, দ্বিতীয় অধিপতি শনি, তৃতীয়ের অধিপতি বৃহস্পতি ইত্যাদি এবং নিশাভাগে প্রথমের অধিপতি চন্দ্র, দ্বিতীয়ের অধিপতি শুক্র, তৃতীয়ের অধিপতি মঙ্গল ইত্যাদি।

যেরূপ গ্রহদিগের নামানুসারে সপ্তবারের সৃষ্টি হইয়াছে, সেইরূপ দ্বাদশটি নক্ষত্রের নামানুসারে দ্বাদশমাসের নামকরণ হইয়াছে ; যথা, বিশাখা নক্ষত্র হইতে বৈশাখ, জ্যেষ্ঠা হইতে জ্যৈষ্ঠ, পূর্ব্বাষাঢ়া হইতে আষাঢ়, শ্রবণা হইতে শ্রাবণ, পূর্ব্বভাদ্রপদ হইতে ভাদ্র, অশ্বিনী হইতে আশ্বিন, কৃত্তিকা হইতে কার্ত্তিক মৃগশিরা হইতে মার্গশির অর্থাৎ অগ্রহায়ণ, পুষ্যা হইতে পৌষ

মঘা হইতে মাঘ, উত্তরফল্গুনী হইতে ফাল্গুণ এবং চিত্রা হইতে চৈত্র মাসের নাম উৎপন্ন হইয়াছে

সম্বৎসরে, সূর্য্য, একবার রাশিচক্রে প্রদক্ষিণ করিয়া আইসে। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, রাশিচক্র ৩৬০ সমান অংশে বিভক্ত ও প্রত্যেক ৩০ অংশ লইয়া এক এক রাশি হইয়াছে, এই এক এক রাশিতে এক এক মাস ও এক এক অংশে ন্যূনাধিক এক এক দিন হইয়া থাকে রাশির পর্য্যায়ক্রমে মাস, যথা ;— মেষে বৈশাখ, বৃষে জ্যৈষ্ঠ, মিথুনে আষাঢ়, কর্কটে শ্রাবণ, সিংহে ভাদ্র, কন্যায় আশ্বিন, তুলায় কার্ত্তিক, বৃশ্চিকে অগ্রহায়ণ, ধনুতে পৌষ, মকরে মাঘ, কুম্ভে ফাল্গুণ ও মীনে চৈত্র। জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ রাশির উল্লেখেই মাসের প্রকাশ করিয়া থাকেন

সপ্তবারাধিপতি যেমন প্রতিদিন পর্য্যায়ক্রমে উদয় হয়, দ্বাদশরাশিও সেইরূপ প্রতিদিন পর্য্যায়ক্রমে উদয় হইয়া থাকে, এই বিভিন্ন রাশির উদয়মানকে লগ্নমান কহে যে মাসের যে রাশি, সূর্য্যোদয় কালে সেই রাশির উদয় হইয়া থাকে, পরে পর্য্যায়ক্রমে অপরাপর রাশির উদয় হয় সূর্য্যোদয়কালের লগ্নকে উদয় লগ্ন কহে এবং সূর্য্যের অস্তগমনকালীন ঐ উদয় লগ্ন হইতে যে সপ্তম রাশির উদয় হয়, তাহাকে অস্তলগ্ন কহে। সূর্য্যের গতি অনুসারে প্রতিদিন উদয় ও অস্ত লগ্নের যে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ ক্ষয় হয়, তাহাকে উদয় ও অস্ত লগ্নের রবিভুক্তি কহে। লগ্নমান ও রবিভুক্তি বিষয় বিশেষ করিয়া স্থানান্তরে আলোচিত হইবে

ষড়্‌বর্গ ক্ষেত্র, হোরা, দ্রেক্কাণ, নবাংশ দ্বাদশাংশ ও ত্রিংশাংশ ইহাদের নাম ষড়্‌বর্গ। বর্গ শব্দে ইহাদের এক বা

তদধিককে বুঝাইয়া থাকে। যে যে রাশিতে বা যে রাশির যে যে অংশে থাকিলে গ্রহগণ বিশেষশক্তির প্রকাশ করে তাহাই সেই গ্রহের বর্গ।

যে রাশিতে থাকিলে যে গ্রহ আপনার সম্পূর্ণ শক্তি প্রাপ্ত হয়, সেই রাশি সেই গ্রহের ক্ষেত্র এবং ঐ গ্রহকে ঐ রাশির অধিপতি কহে সিংহ রাশিতে থাকিয়া রবি স্বকীয় পূর্ণ শক্তির প্রকাশ করে, এই হেতু সিংহরাশি রবির ক্ষেত্র এবং সিংহ রাশির অধিপতি রবি। চন্দ্র কর্কট রাশিতে পূর্ণ শক্তি প্রাপ্ত হয়, এই হেতু কর্কট রাশি চন্দ্রের ক্ষেত্র এবং কর্কট রাশির অধিপতি চন্দ্র। এইরূপ মেষ ও বৃশ্চিক রাশি মঙ্গলের ক্ষেত্র এবং মঙ্গল ঐ রাশিদ্বয়ের অধিপতি। মিথুন ও কন্যা বুধের ক্ষেত্র এবং বুধ উহাদের অধিপতি। ধনু ও মীন বৃহস্পতির ক্ষেত্র এবং বৃহস্পতি উহাদের অধিপতি বৃষ ও তুলা শুক্রের ক্ষেত্র এবং শুক্র উহাদের অধিপতি মকর ও কুম্ভ শনির ক্ষেত্র এবং শনি ঐ রাশিদ্বয়ের অধিপতি।

মূলত্রিকোণ। গ্রহগণ যে যে রাশিতে প্রসন্ন থাকে সেই সেই রাশি তাহাদের আনন্দের স্থান বা মূলত্রিকোণ বলিয়া কথিত হয় রবির সিংহ রাশি, চন্দ্রের বৃষ রাশি, মঙ্গলের মেষ রাশি, বুধের কন্যা রাশি, বৃহস্পতির ধনু রাশি, শুক্রের তুলা রাশি এবং শনির কুম্ভ রাশিকে আনন্দের স্থান বা মূলত্রিকোণ কহে।

হোরা। রাশিকে দুই ভাগে বিভক্ত করিলে প্রত্যেক ভাগকে হোরা কহে। প্রতি হোরার পরিমাণ ত্রিশ অংশের অর্দ্ধ অর্থাৎ ১৫ অংশ। গ্রহগণের মধ্যে সূর্য্য ও চন্দ্র এই দুই গ্রহই হোরার অধিপতি হইয়া থাকেন। মেষ, মিথুন, সিংহ,

তুলা, ধনু ও কুম্ভ এই বিষম রাশি সকলের প্রথম হোরার অধিপতি সূর্য্য; ও দ্বিতীয় হোরার অধিপতি চন্দ্র; এবং বৃষ, কর্কট, কন্যা, বৃশ্চিক মকর ও মীন এই সমরাশি সকলের প্রথম হোরার অধিপতি চন্দ্র; ও দ্বিতীয় অর্থাৎ শেষ হোরার অধিপতি সূর্য্য

দ্রেক্কাণ। রাশির এক তৃতীয়াংশকে দ্রেক্কাণ কহে। অর্থাৎ সমান তিন ভাগে রাশিকে ভাগ করিলে তাহার প্রতি ভাগে ১০ অংশে এক দ্রেক্কাণ হয় রাশির অধিপতি গ্রহ প্রথম দ্রেক্কাণের, সেই রাশি হইতে গণনায় পঞ্চম রাশির গ্রহ দ্বিতীয় দ্রেক্কাণের এবং ঐরূপ নবমাধিপতি গ্রহ তৃতীয় বা শেষ দ্রেক্কাণের অধিপতি হয়েন যেমন মেষরাশির প্রথম দ্রেক্কাণের অধিপতি মেষাধিপতি মঙ্গল, দ্বিতীয় দ্রেক্কাণের অধিপতি—মেষ হইতে গণনায় পঞ্চম—সিংহাধিপতি সূর্য্য, এবং তৃতীয় দ্রেক্কাণের অধিপতি ঐরূপ—নবম রাশি ধনুর অধিপতি—বৃহস্পতি।

জলদ্রেক্কাণ।—চন্দ্র বুধ, বৃহস্পতি ও শুক্র এই চারিটী শুভগ্রহ, ইহাঁদের অধীন দ্রেক্কাণের নাম জলদ্রেক্কাণ।

দহনদ্রেক্কাণ রবি, মঙ্গল ও শনি ইহাঁরা অশুভ গ্রহ, ইহাঁদের দ্রেক্কাণের নাম দহন দ্রেক্কাণ

মিশ্রদ্রেক্কাণ শুভগ্রহের দ্রেক্কাণ পাপগ্রহযুক্ত অথবা পাপগ্রহের দ্রেক্কাণ শুভগ্রহযুক্ত হইলে মিশ্রদ্রেক্কাণ নামে অভিহিত হয়।

সৌমরূপ দ্রেক্কাণ মিথুন ও মীন রাশির প্রথম দ্রেক্কাণ, কর্কট ও ধনু রাশির দ্বিতীয় দ্রেক্কাণ এবং ধনু রাশির তৃতীয় দ্রেক্কাণ এই পঞ্চ দ্রেক্কাণের নাম সৌম্যরূপ দ্রেক্কাণ।

ফলপুষ্পযুক্ত দ্রেক্কাণ কর্কটের প্রথম দ্রেক্কাণ ফলপুষ্পযুক্ত বলিয়া খ্যাত হয়।

রত্নভাণ্ডান্বিত দ্রেক্কাণ। ধনুর দ্বিতীয় ও তুলার প্রথম দ্রেক্কাণদ্বয় ভাণ্ডান্বিত বলিয়া কথিত হয়

রৌদ্র দ্রেক্কাণ মেষ মকর ও বৃশ্চিক রাশির দ্বিতীয় ও তৃতীয় দ্রেক্কাণ, সিংহ রাশির প্রথম ও দ্বিতীয় দ্রেক্কাণ কুম্ভ রাশির প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয় দ্রেক্কাণ, মীন রাশির দ্বিতীয় দ্রেক্কাণ এবং তুলা ও মিথুন রাশির তৃতীয় দ্রেক্কাণ এই সকল দ্রেক্কাণকে রৌদ্রদ্রেক্কাণ বলে

উদ্যতাস্ত্র দ্রেক্কাণ মেষ, মিথুন, মকর ও কুম্ভের প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয়, ধনুর প্রথম ও তৃতীয়, সিংহ ও কন্যার দ্বিতীয় এবং তুলার তৃতীয় এই সকল দ্রেক্কাণের নাম উদ্যতাস্ত্র দ্রেক্কাণ

নিগড় দ্রেক্কাণ। বৃশ্চিকের প্রথম ও দ্বিতীয় এবং মীন ও কর্কটের তৃতীয় এই চারি দ্রেক্কাণকে সর্পদ্রেক্কাণ বা নিগড় দ্রেক্কাণ কহে।

ব্যাড় দ্রেক্কাণ বৃশ্চিক ও কুম্ভ রাশির প্রথম ও দ্বিতীয় দ্রেক্কাণ, কর্কট মীন ও মকর রাশির তৃতীয় দ্রেক্কাণ, সিংহ রাশির প্রথম ও তৃতীয় দ্রেক্কাণ এবং তুলা রাশির দ্বিতীয় ও তৃতীয় দ্রেক্কাণ ইহাদের নাম ব্যাড় দ্রেক্কাণ

পাশধর দ্রেক্কাণ বৃষ রাশির প্রথম দ্রেক্কাণ মকর রাশির প্রথম ও তৃতীয় দ্রেক্কাণ ইহাদের নাম পাশধর দ্রেক্কাণ

পক্ষী দ্রেক্কাণ সিংহ ও কুম্ভ রাশির প্রথম দ্রেক্কাণ এবং তুলা রাশির দ্বিতীয় ও তৃতীয় দ্রেক্কাণ এই চারি দ্রেক্কাণকে পক্ষী দ্রেক্কাণ কহে

তুঙ্গ ও সুতুঙ্গ স্থান। রবির মেষরাশি তুঙ্গস্থান এবং মেষের ১০ম অংশ সুতুঙ্গ বা সুচ্চ স্থান । চন্দ্রের বৃষরাশি তুঙ্গ স্থান

ও বুধের ৩য় অংশ সুতুঙ্গ স্থান মঙ্গলের মকর তুঙ্গস্থান ও মকরের ২৮শ অংশ সুতুঙ্গ স্থান বুধের কন্যা তুঙ্গ ও কন্যার ১৫শ অংশ সুতুঙ্গ স্থান, বৃহস্পতির কর্কট তুঙ্গ ও কর্কটের ৫ম অংশ সুতুঙ্গ স্থান। শুক্রের মীন তুঙ্গ ও মীনের ২৭শ অংশ সুতুঙ্গ স্থান শনির তুলা তুঙ্গ ও তুলার ২০শ অংশ সুতুঙ্গ বা সুচ্চ স্থান *

নীচ ও সুনীচ স্থান। যে গ্রহের যে রাশি তুঙ্গ ও তাহার যত অংশে সুতুঙ্গ স্থান, সেই রাশির সপ্তমরাশি সেই গ্রহের নীচ ও তাহার তত অংশে তাহার সুনীচ স্থান; যেমন, রবির তুঙ্গ স্থান মেষরাশি ও সুতুঙ্গ স্থান মেষের ১০ম অংশ;—ঐ মেষ হইতে গণনায় সপ্তমরাশি তুলাই রবির নীচস্থান এবং সুনীচ স্থান ঐ তুলার ১০ম অংশ। চন্দ্র, মঙ্গল, বুধ প্রভৃতির নীচ ও সুনীচ স্থান ঐরূপে অবগত হইবে।†

নবাংশ। রাশিকে ৯ ভাগে বিভক্ত করিলে প্রত্যেক ভাগকে নবাংশ কহে প্রত্যেক নবাংশের পরিমাণ ৩ অংশ ২০ কলা। নবাংশের অধিপতি নির্ণয় এইরূপে হইয়া থাকে; যথা;— প্রত্যেক চর রাশি, তাহার পঞ্চম রাশি, ও নবম রাশি এই তিন রাশির নবাংশের প্রথমাংশের অধিপতি ঐ চর রাশির অধিপতি হইয়া থাকেন এবং দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থাদি অপরাংশের অধিপতি যথাক্রমে পর পর রাশির অধিপতিগণ হয়েন

---

* গ্রহগণ সুতুঙ্গ বা সুচ্চাংশ স্থানীয় হইলে সবিশেষ বলবান্ হইয়া থাকে

† গ্রহগণ নীচ বা সুনীচ স্থানীয় হইলে অমঙ্গলপ্রদ হইয়া থাকে।

মেষ, কর্কট, তুলা ও মকর এই চারিটী চর রাশি, ইহা পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে। এক্ষণে মেষ এই চর রাশি, ইহার পঞ্চম সিংহ রাশি ও ইহার নবম ধনুরাশি এই তিন রাশির নবাংশের প্রথমাংশের অধিপতি, মেষাধিপতি বৃহস্পতি তৎপর পর পর রাশির অধিপতি যথাক্রমে, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ প্রভৃতি অংশ সমূহের অধিপতিরা হন অর্থাৎ মেষের দ্বিতীয়াংশের অধিপতি বৃষাধিপতি শুক্র, তৃতীয়াংশের অধিপতি মিথুনাধিপতি বুধ, চতুর্থাংশের অধিপতি কর্কটাধিপতি চন্দ্র, পঞ্চমাংশের অধিপতি সিংহাধিপতি সূর্য্য, ষষ্ঠাংশের অধিপতি কন্যাধিপতি বুধ, সপ্তমাংশের অধিপতি তুলাধিপতি শুক্র, অষ্টমাংশের অধিপতি বৃশ্চিকাধিপতি মঙ্গল এবং নবমাংশের অধিপতি ধনুর অধিপতি বৃহস্পতি হয়েন এইরূপক্রমে সমস্ত রাশির দ্বিতীয়াদি অংশের অধিপতি নির্ণয় করিতে হইবে।

দ্বাদশাংশ। রাশিকে দ্বাদশ ভাগে বিভাগ করিলে এক এক ভাগকে ইহার দ্বাদশাংশ কহে। প্রত্যেক দ্বাদশাংশের পরিমাণ ২।৩০ দুই অংশ ত্রিশ কলা। যে রাশির দ্বাদশাংশ, সেই রাশির অধিপতি এই দ্বাদশাংশের প্রথমাংশের অধিপতি হন, তৎপরে পর পর রাশির অধিপতি ইহার পর পর অংশের অধিপতি হইয়া থাকেন যেমন মেষের দ্বাদশাংশের প্রথমাংশের অধিপতি মেষাধিপতি মঙ্গল ও দ্বিতীয়াংশের অধিপতি বৃষাধিপতি শুক্র, তৃতীয়াংশের অধিপতি মিথুনাধিপতি বুধ ইত্যাদি

ত্রিংশাংশ। সমান ত্রিশ ভাগে রাশিকে ভাগ করিলে প্রতি ভাগের নাম ত্রিংশাংশ। পরিমাণ ১ অংশ। ত্রিংশাশের অধিপতি এইরূপে নির্ণীত হইয়া থাকে;—বিষম রাশি সকলের

অর্থাৎ মেষ, মিথুন, সিংহ, তুলা, ধনু ও কুম্ভের প্রথম পঞ্চাংশের অধিপতি মঙ্গল, দ্বিতীয় পঞ্চাংশের অধিপতি শনি, তৎপরে অষ্টাংশের অধিপতি বৃহস্পতি, তৎপর সপ্তাংশের অধিপতি বুধ ও শেষ পঞ্চাংশের অধিপতি শুক্র। আর, সমরাশি সকলের অর্থাৎ বৃষ, কর্কট, কন্যা, বৃশ্চিক মকর ও মীনের অধিপতি উহার বিপর্য্যায-নিয়মে অবধারিত হয়, যথা ;—প্রথম পঞ্চাংশের অধিপতি শুক্র, তৎপরে সপ্তাংশের অধিপতি বুধ, তৎপরে অষ্টাংশের অধিপতি বৃহস্পতি তাহার পর পঞ্চাংশের শনি ও শেষ পঞ্চাংশের অধিপতি মঙ্গল

হোরাবিভাগে রবিচন্দ্র ভিন্ন অন্য গ্রহের আধিপত্য নাই, আর এই ত্রিংশাংশ বিভাগে অন্যগ্রহ ভিন্ন রবিচন্দ্রের আধিপত্য হয় না।

মুহূর্ত্তমান অহোরাত্রকে সমান ত্রিংশাংশ করিলে, এক এক অংশকে মুহূর্ত্ত কহে প্রতি মুহূর্ত্তের পরিমাণ ২ দণ্ড। ১৫ মুহূর্ত্তে দিবামান ও ১৫ মুহূর্ত্তে রাত্রিমান হয় নক্ষত্রগণ মুহূর্ত্তের অধিপতি হইয়া থাকে দিবামানে পঞ্চদশ মুহূর্ত্তের অধিপতি যথাক্রমে আর্দ্রা, অশ্লেষা, অনুরাধা, মঘা, ধনিষ্ঠা, পূর্ব্বাষাঢ়া, উত্তরাষাঢ়া, রোহিণী, মৃগশিরা, জ্যেষ্ঠা, বিশাখা, মূলা শতভিষ, উত্তরফল্গুনী ও পূর্ব্বফল্গুনী এই পঞ্চদশ নক্ষত্র ; আর রাত্রিমানে পঞ্চদশ মুহূর্ত্তের অধিপতি যথাক্রমেআর্দ্রা, পূর্ব্বভাদ্রপদ, উত্তরভাদ্রপদ, পূষ্যা, অশ্বিনী, ভরণী, কৃত্তিকা, রোহিণী, মৃগশিরা, পুনর্ব্বসু, শ্রবণা, পুষ্যা, হস্তা চিত্রা ও স্বাতী এই পঞ্চদশ নক্ষত্র হয়

নক্ষত্র-বিভাগ যে নক্ষত্রে মানবের জন্ম হয়, তাহাকে

জন্মনক্ষত্র কহে, এবং ক্রমান্বয়ে জন্ম, সম্পৎ, বিপৎ, ক্ষেম, প্রত্যরি বা পাপ, সাধক বা শুভ, বধ বা কষ্ট, এবং মিত্র, ও অতিমিত্র, ত্রিরাবৃত্তিক্রমে সপ্তবিংশতি নক্ষত্র এই নয় সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

যেমন, যাহার অশ্বিনী নক্ষত্রে জন্ম, তাহার নবতারাচক্র মতে——

নবতারাচক্র।

জন্ম	সম্পৎ,	বিপৎ,	ক্ষেম,	পাপ,	শুভ,	কষ্ট,	মিত্র	অতিমিত্র
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭

জন্মতারা—অশ্বিনী, মঘা ও মূলা

সম্পত্তারা—ভরণী, পূর্ব্বফল্গুনী ও পূর্ব্বাষাঢ়া।

বিপত্তারা—কৃত্তিকা, উত্তরফল্গুনী ও উত্তরাষাঢ়া।

ক্ষেমতারা—রোহিণী, হস্তা ও শ্রবণা।

পাপতারা—মৃগশিরা, চিত্রা ও ধনিষ্ঠা।

শুভতারা—আর্দ্রা, স্বাতী ও শতভিষা।

কষ্টতারা—পুনর্ব্বসু, বিশাখা ও পূর্ব্বভাদ্রপদ।

মিত্রতারা—পুষ্যা, অনুরাধা ও উত্তরভাদ্রপদ

অতিমিত্রতারা—অশ্লেষা, জ্যেষ্ঠা ও রেবতী।

যে কোনও জন্মতারা হইতে এইরূপ ত্রিরাবৃত্তিক্রমে তিন তিনটি করিয়া নক্ষত্র গণনা করিতে হইবে

নাড়ী—নক্ষত্র। সপ্তবিংশতি নক্ষত্রের মধ্যে জন্মনক্ষত্রকে

জন্মনাড়ী, জন্মনক্ষত্র হইতে গণনায় দশম নক্ষত্রকে কর্ম্মনাড়ী, ষোড়শ নক্ষত্রকে সাংঘাতিকনাড়ী, অষ্টাদশ নক্ষত্রকে সমুদয়-নাড়ী, ত্রয়োবিংশ নক্ষত্রকে বিনাশনাড়ী এবং পঞ্চবিংশ নক্ষত্রকে মানসনাড়ী কহে যেমন, যাহার অশ্বিনী নক্ষত্রে জন্ম, তাহার অশ্বিনী জন্মনাড়ী, জন্মনাড়ী হইতে গণনায় দশম মঘা কর্ম্ম-নাড়ী, ষোড়শ বিশাখা সাংঘাতিকনাড়ী, অষ্টাদশ জ্যেষ্ঠা সমুদয়-নাড়ী, ত্রয়োবিংশ ধনিষ্ঠা বিনাশনাড়ী ও পঞ্চবিংশ পূর্ব্বভাদ্রপদ মানসনাড়ী হইয়া থাকে।

কোষ্ঠী প্রকরণে এ সকল সম্বন্ধে বিশেষ পরিচয় প্রদত্ত হইবে।

নক্ষত্র-পাদ নক্ষত্রকে সমান চারিভাগে বিভক্ত করিলে, প্রত্যেক ভাগকে এক এক পাদ কহে সপাদ দুই নক্ষত্রে রাশি, সুতরাং ৯ পাদ নক্ষত্র লইয়া এক এক রাশি হইয়াছে, যেমন,— অশ্বিনীর চারিপাদ, ভরণীর চারিপাদ ও কৃত্তিকার প্রথম পাদ লইয়া মেষরাশি। কৃত্তিকার অবশিষ্ট তিনপাদ, রোহিণীর চারিপাদ ও মৃগশিরার দুইপাদ লইয়া বৃষরাশি এইরূপ নয় নয় পাদ লইয়া পর পর সকল রাশি জানিবে

নক্ষত্রের যে পাদে জন্ম হয়, সেই পাদের নির্দ্ধারিত বর্ণানুসারে আমাদের নামকরণ হইয়া থাকে, অর্থাৎ, সেই নির্দ্ধারিত বর্ণকে আদ্যক্ষর ধরিয়া আমাদের রাশিনাম প্রস্তুত হয় এরূপ নামদ্বারা সহজেই মানবের জন্মরূপ ও জন্মনক্ষত্রের নির্ণয় হইয়া থাকে এই পাদ নির্দ্ধারিত বর্ণপর্য্যায়কে শতপদচক্র কহে পর-পৃষ্ঠায় শতপদচক্র প্রদর্শিত হইল নামকরণের সময়, চক্রলিখিত বর্ণ পর্য্যায়ের হ্রস্বদীর্ঘভেদ ও শকারভেদ গ্রাহ্য হয় না অর্থাৎ ইচ্ছা-ক্রমে হ্রস্ব স্থানে দীর্ঘ স্বর ও শ স্থানে স ব্যবহৃত হয়

শতপদচক্র ।

নক্ষত্র	১ম পাদ	২য় পাদ	৩য় পাদ	৪র্থ পাদ
৩	অ	ই	উ	এ
৪	ও	ব	বি	বু
৫	বে	বো	ক	কি
৬	কু	ঘ	ঙ	ছ
৭	কে	কো	হ	হি
৮	হু	হে	হো	ড
৯	ডি	ডু	ডে	ডো
১০	ম	মি	মু	মে
১১	মো	ট	টি	টু
১২	টে	টো	প	পি
১৩	পু	ষ	ণ	ঠ
১৪	পে	পো	র	রি
১৫	রু	রে	রো	ত
১৬	তি	তু	তে	তো
১৭	ন	নি	নু	নে
১৮	নো	য	যি	যু
১৯	যে	যো	ভ	ভি
২০	ভু	ধ	ফ	ঢ
২১	ভে	ভো	জ	জি
০	জু	জে	জো	খ
২২	খি	খু	খে	খো
২৩	গ	গি	গু	গে
২৪	গো	শ	শি	গু
২৫	শে	শো	দ	দি
২৬	দু	থ	ঝ	ঞ
২৭	দে	দো	চ	চি
১	চু	চে	চো	ল
২	লি	লু	লে	লো

বিষুবরেখা পৃথিবীর বিষুবরেখার ঠিক সমসূত্রপাতে ঊর্দ্ধদেশে, রাশিচক্রের মধ্যে পূর্ব্বপশ্চিমে বিস্তৃত কল্পিত রেখার নাম বিষুবরেখা বা নিরক্ষবৃত্ত।

অয়নমণ্ডল। গ্রহগণ যে পথে রাশিচক্রে পরিভ্রমণ করে, তাহাকে অয়নমণ্ডল কহে।

ক্রান্তিপাত বিষুবরেখার সহিত অয়নমণ্ডলের যে দুই স্থানে প্রতিবৎসর সংমিলন হয়, সেই দুই স্থানকে ক্রান্তিপাত কহে। ৯ই বা ১০ই চৈত্র ও ৯ই বা ১০ই আশ্বিন, এক্ষণে এই দুই দিনে দুই ক্রান্তিপাত হইতেছে; প্রথম ক্রান্তিপাতকে বাসন্তিক ক্রান্তিপাত ও দ্বিতীয় ক্রান্তিপাতকে শারদীয় ক্রান্তি-পাত কহে। এই দুই ক্রান্তিপাতের দিন দিবা ও রাত্রি সমান হয় তৎপরে ক্রমশঃ দিবারাত্রির হ্রাসবৃদ্ধি হইয়া থাকে।

অয়নান্তবিন্দু বিষুবরেখার ২৩ অংশ ৩০ কলা উত্তরে ও ২৩ অংশ ৩০ কলা দক্ষিণে পৃথিবীর মকরক্রান্তি ও কর্কটক্রান্তির ঠিক্ ঊর্দ্ধদেশে, দুই স্থানে যে দুই বিন্দু কল্পনা করা যায়, তাহাকে অয়নান্তবিন্দু কহে।

অয়নান্তবৃত্ত ঐ দুই অয়নান্তবিন্দুর যোজক রেখাকে অয়নান্তবৃত্ত বলা যায়।

উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ণ। যে পথে সূর্য্যের উত্তর দিকে গতি হয়, তাহাকে উত্তরায়ণ ও যে পথে দক্ষিণ দিকে গতি হয়, তাহাকে দক্ষিণায়ণ কহে। উত্তরায়ণান্তবিন্দু সূর্য্যের উত্তরপথের শেষ সীমা ও দক্ষিণায়ণান্তবিন্দু দক্ষিণপথের শেষ উত্তরায়ণের সময় নিরক্ষবৃত্তের উত্তরভাগস্থ পৃথিবীর দিনমানের বৃদ্ধি ও রাত্রিমানের হ্রাস হয়, এবং দক্ষিণভাগে রাত্রিমানের বৃদ্ধি ও দিনমানের

হ্রাস হইয়া থাকে। দক্ষিণায়ণের সময় ঠিক্ ইহার বিপরীত হইয়া থাকে, অর্থাৎ, দক্ষিণভাগে এইরূপ দিনমানের বৃদ্ধি ও রাত্রিমানের হ্রাস, এবং উত্তর দিকে রাত্রিমানের বৃদ্ধি ও দিনমানের হ্রাস হইয়া থাকে।

অয়ন। গ্রহগণ রাশিচক্রে বামাবর্ত্তে অনবরত পরিভ্রমণ করিতেছে, অর্থাৎ, মেষের পর বৃষ তৎপরে মিথুন ইত্যাদি ক্রমে চক্র অতিক্রমণ করিতেছে; কেবল রাহু ও কেতু * দক্ষিণাবর্ত্তে অর্থাৎ মেষের পর মীন তৎপরে কুম্ভ ইত্যাদি বিপর্য্যয়ক্রমে ভ্রমণ করে।

সায়ন ও নিরয়ণ। অচল অশ্বিনী † নক্ষত্রের প্রথমপাদে মেষের সঞ্চার হইতে রাশিচক্রের যে আরম্ভ গণনা করা হয়, তাহাকে নিরয়ণ গণনা কহে। নিরয়ণ মতে রাশিনক্ষত্র চিরকাল সমভাবে স্থির রহিয়াছে।

আর, বিষুবরেখাও অয়নমণ্ডলের মিলনস্থানে, অর্থাৎ, ক্রান্তিপাতে যেখানে সূর্য্যের সম্পাতে দিবা ও রাত্রির পরিমাণ সমান হয়, সেই স্থান হইতে রাশিচক্রের আরম্ভ গণনাকে সায়ন গণনা কহে। অধুনা, বাসন্তিক ক্রান্তিপাত হইতে সায়ন গণনার আরম্ভ হইয়া থাকে। এক্ষণে বাসন্তিক ক্রান্তিপাত মেষ রাশি হইতে ২১ অংশ সরিয়া হইতেছে, সুতরাং, সায়ন ও নিরয়ণ গণনার মধ্যে ২১ অংশের প্রভেদ লক্ষিত হয়।

* রাহু ও কেতু বাস্তবিক গ্রহ নহে, পৃথিবী ও চন্দ্রের কক্ষপথের মিলন স্থান মাত্র। গ্রহগণের ন্যায় ইহাদের গুণ দৃষ্ট হয় বলিয়া ইহারা গ্রহনামে গণ্য।

† নিরয়ণমতে ৩ বিপলের কিঞ্চিদধিক পরিমাণে ইহার বার্ষিক গতি হয়।

অয়নাংশ প্রতিবৎসর বিষুবরেখা ৫৪ কলা করিয়া পশ্চিমাংশে সঞ্চালিত হইতেছে, ইহাকে অয়নাংশ কহে সায়ন গণনায় সুতরাং রাশিনক্ষত্র প্রতিক্ষণ সঞ্চালিত হইতেছে।

বাসন্তিক ক্রান্তিপাত প্রতিবৎসর যতদূর পশ্চিমে সরিয়া হউক না কেন, সায়নমতাবলম্বিগণ সেই স্থান হইতে মেষ রাশির সঞ্চার ধরিয়া রাশিচক্রের আরম্ভ গণনা করেন সুতরাং, সায়ন মতে রাশিগণের স্থানের স্থিরতা নাই

দিনমান ও লগ্নমান প্রভৃতি গণনার জন্য সায়ন মতের অবলম্বন করিতে হয়; নতুবা, নিরয়ণ মতে গণনাই সুবিধাজনক ও সহজ

গ্রহগণের গতি ও রাশিসংক্রমণ গ্রহগণ রাশিচক্রে নিয়ত পরিভ্রমণ করিতেছে, ইহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে; এক্ষণে উহাদের গতি এবং প্রতিরাশিতে প্রবেশ ও স্থিতি কাল ইত্যাদির বিষয় বলা হইতেছে,—

সূর্য্য ৩৬৫ দিন ১৫ দণ্ড ৩১ পল ৩১ বিপল ২৪ অনুপলে রাশিচক্রে একবার ঘুরিয়া আসিতেছে, ইহার গতি ক্রত আর ১ অংশ ১ কলা ৫ বিকলা করিয়া দৈনিক গতি একমাস করিয়া প্রতিরাশিতে সূর্য্যের অবস্থান হয় রাশিচক্রের বক্রতা হেতু সকল গ্রহেরই গতির তারতম্য হইয়া থাকে।

চন্দ্র ২৭ দিন, ১০ দণ্ড, ১৭ পল, ৪২ বিপলে একবার রাশিচক্রে আবর্ত্তন করিয়া আইসে; এবং প্রতিদিন ১৩ অংশ, ১০ কলা, ১৪ বিকলা করিয়া গমন করে, ইহাকে ইহার দৈনিক গতি কহে সপাদ দুই দিবস অর্থাৎ সওয়া দুই দিন করিয়া প্রতি রাশিতে চন্দ্রের অবস্থান হয়

মঙ্গল ৬৮৬ দিন, ৫৮ দণ্ড, ৯ পল, ২০ বিপলে রাশিচক্র আবর্ত্তন করে দৈনিক গতি ৩১ কলা। বক্রাদিভাব * না হইলে, দেড়মাস করিয়া প্রতি রাশিতে ইহার অবস্থান হয়

বুধ ৮৭ দিন, ৫৮ দণ্ড, ৯ পল, ১৭ বিপলে চক্র আবর্ত্তন করে। ইহার গতি একরূপ নহে, শীঘ্রগামী বুধ প্রতিরাশিতে ১৮ দিন করিয়া অবস্থান করে।

বৃহস্পতি ১১ বৎসর, ১০ মাস, ১৫ দিন, ৩৬ দণ্ড, ৮ পলে চক্রাবর্ত্তন করে। গতির স্থিরতা নাই, অর্থাৎ একরূপ গতি নহে অল্লাধিক ১ বৎসর কাল ধরিয়া প্রতিরাশিতে ইহার অবস্থিতি হয়।

শুক্র ৭ মাস, ১৪ দিন, ৪২ দণ্ড, ৩ পলে রাশিচক্রে একবার আবর্ত্তন করে। ইহা কতক দিন সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে পূর্ব্বাকাশে ও কতক দিন সূর্য্যাস্তের পরে পশ্চিমাকাশে উদয় হয়, সেই জন্য, ইহাকে শুকতারা ও সন্ধ্যাতারা কহে। ইহার দৈনিক গতি ১অংশ ১৬ কলা ৭ বিকলা কিন্তু সর্ব্বদা সমান নহে ইহার স্থির গতি ৪ দিন আছে

শনি ২৯ বৎসর, ৫ মাস ১৭ দিন, ১২ দণ্ড, ৩০ পলে রাশি-চক্রে একবার ঘুরিয়া থাকে ইহার মধ্যগতি ৯২ বিকলা। ১০ দিন করিয়া স্থিরস্থিতি প্রতি রাশিতে শনি ন্যূনাধিক ২ বৎসর ৬ মাস করিয়া অবস্থান করে।

---

* সূর্য্য ও চন্দ্রের গতি শীঘ্র রাহু ও কেতুর গতি বক্র, ও অন্যান্য গ্রহগণ কখনও বক্র, কখনও বা অতিবক্র সরল মন্দ অতিচার ও মহাতিচার এই কয় গতির যে কোনও গতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

রাহু ও কেতু ১৮ বৎসর ৭ মাস ১৮ দিন ১৫ দণ্ডে রাশি-চক্রে আবর্ত্তন করিয়া আইসে বৎসরে ১৯ অংশের অধিক করিয়া ইহা রাশিচক্রে সঞ্চালিত হয় ১ বৎসর ৬ মাস ২০ দিন করিয়া প্রত্যেক রাশিতে অবস্থান করে।

এতদ্ভিন্ন, গ্রহগণের সূক্ষ্ম সংক্রমণ আছে, কোনও নির্দ্দিষ্ট সময় অন্তে, প্রত্যেক গ্রহ পুনর্ব্বার পূর্ব্বপ্রস্থানের নিরূপিত স্থানে আসিয়া উপস্থিত হয়। সূর্য্য ২৮ বৎসর পরে পুনর্ব্বার সমান দিনে সমান বারে সমান অংশে প্রত্যাগমন করে। বার, তারিখ সংক্রান্তি ও মাসসংখ্যা আবার তখন ২৮ বৎসরের পূর্ব্বের মত হইতে থাকে।

চন্দ্র ১৯ বৎসর পরে পূর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হয়, তখন তিথি নক্ষত্রাদি ১৯ বৎসর পূর্ব্বের মত পুনর্ব্বার একরূপ হইতে থাকে।

এইরূপ, ৭৯ বৎসর পরে মঙ্গল, ৪৬ বৎসর পরে বুধ, ৮৩ বৎসর পরে বৃহস্পতি, ৮ বৎসর পরে শুক্র, ৫৯ বৎসর পরে শনি, এবং ৯৩ বৎসর পরে রাহু ও কেতু সমান অংশে আসিয়া উপস্থিত হয়।

দীপ্তাংশ রবির ১৫ অংশ, চন্দ্রের ১২ অংশ, মঙ্গল বুধ ও শুক্রের ৭ অংশ, এবং বৃহস্পতি ও শনির ৯ অংশ করিয়া দীপ্তাংশ কহে। গ্রহগণ যে রাশিতে যে স্থানে অবস্থান করে, তথা হইতে অর্দ্ধ পূর্ব্ব অর্দ্ধ পশ্চাৎ এই দীপ্তাংশের বিক্ষেপ করিয়া থাকে।

দগ্ধিত বা অস্তমিত গ্রহ রবির দীপ্তাংশমধ্যে পতিত অপর গ্রহকে দগ্ধিত বা অস্তমিত গ্রহ কহে *

---

* অস্তমিত গ্রহ, দুর্ব্বল ও অশুভকর

পরাজিত গ্রহ তুঙ্গগত গ্রহের দীপ্তাংশমধ্যে পতিত গ্রহকে পরাজিত গ্রহ কহে। *

মার্গগত গ্রহ যে গ্রহ বর্গগত নহে, অর্থাৎ ষড়বর্গের কোনও বর্গ প্রাপ্ত নহে এবং যাহার প্রতি অন্য গ্রহেরও দৃষ্টি নাই, তাহার নাম মার্গগত গ্রহ।

গ্রহের মিত্রামিত্র ও সমসংজ্ঞা গ্রহগণের মধ্যে একটী অপরটীর সহিত মিত্র শত্রু বা সম ভাবাপন্ন হইয়া থাকে, যথা ;—

রবির মিত্র—চন্দ্র মঙ্গল ও বৃহস্পতি ; শত্রু—শুক্র ও শনি ; এবং সম—বুধ।

চন্দ্রের মিত্র—বুধ ও রবি ; ও পদে ; সম—মঙ্গল বৃহস্পতি শুক্র ও শনি

মঙ্গলের মিত্র—রবি চন্দ্র ও বৃহস্পতি ; শত্রু—বুধ ; সম—শুক্র ও শনি

বুধের মিত্র—রবি ও শুক্র ; শত্রু—চন্দ্র ; সম—মঙ্গল বৃহস্পতি ও শনি

বৃহস্পতির মিত্র—রবি চন্দ্র ও ল ; শত্রু—বুধ ও শুক্র ; এবং সম—শনি।

শুক্রের মিত্র—বুধ ও শনি ; শত্রু—বি ও চন্দ্র ; এবং সম—মঙ্গল ও বৃহস্পতি।

শনির মিত্র—বুধ ও শুক্র ; শত্রু—বি চন্দ্র ও মঙ্গল ; এবং সম—বৃহস্পতি।

---

* রাজিত ও মার্গগত গ্রহ দুর্ব্বল ও শুভকর।

প্রত্যেক রাশির অধিপতিগ্রহের পঞ্চম ও নবম রাশির অধিপতিগ্রহ তাহার মিত্র, এবং সপ্তম রাশির অধিপতিগ্রহ তাহার শত্রু সুতরাং, রাশির অধিপতি ধরিয়াও গ্রহগণের শত্রুমিত্রা-ভাব পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায় নিম্ন-লিখিত তালিকায় তাহা দর্শিত হইল।

গ্রহমিত্রচক্র।

রাশি	অধিপতি গ্রহ	পঞ্চম রাশি	অধিপতি মিত্রগ্রহ	নবম রাশি	অধিপতি মিত্রগ্রহ	সপ্তম রাশি	অধিপতি শত্রুগ্রহ
মেষ	মঙ্গল	সিংহ	রবি	ধনু	বৃহ	তুলা	শুক্র
বৃষ	শুক্র	কন্যা	বুধ	মকর	শনি	বৃশ্চিক	মঙ্গল
মিথুন	বুধ	তুলা	শুক্র	কুম্ভ	শনি	ধনু	বৃহ
কর্কট	চন্দ্র	বৃশ্চিক	মঙ্গল	মীন	বৃহ	মকর	শনি
সিংহ	রবি	ধনু	বৃহ	মেষ	মঙ্গল	কুম্ভ	শনি
কন্যা	বুধ	মকর	শনি	বৃষ	শুক্র	মীন	বৃহ
তুলা	শুক্র	কুম্ভ	শনি	মিথুন	বুধ	মেষ	মঙ্গল
বৃশ্চিক	মঙ্গল	মীন	বৃহ	কর্কট	চন্দ্র	বৃষ	শুক্র
ধনু	বৃহ	মেষ	মঙ্গল	সিংহ	রবি	মিথুন	বুধ
মকর	শনি	বৃষ	শুক্র	কন্যা	বুধ	কর্কট	চন্দ্র
কুম্ভ	শনি	মিথুন	বুধ	তুলা	শুক্র	সিংহ	রবি
মীন	বৃহ	কর্কট	চন্দ্র	বৃশ্চিক	মঙ্গল	কন্যা	বুধ

তাৎকালিক মিত্রতা। এতদ্ভিন্ন, লগ্নগতে গ্রহগণের শত্রু-মিত্রভাব পরিদৃষ্ট হয়, যথা;—লগ্ন হইতে দ্বিতীয় ও দ্বাদশ রাশির গ্রহগণ যদি পরস্পরের শত্রু হয়, তাহা হইলে, তাহা সম, এবং সম হইলে তাহা মিত্র, ও মিত্র হইলে তাহা অতিমিত্র সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়। এইরূপে তৃতীয় ও একাদশ রাশিস্থ এবং চতুর্থ ও দশম রাশিস্থ গ্রহগণের ঐরূপ তাৎকালিক মিত্রাদিভাব গৃহীত হয় অপরাপর রাশিতে ইহার ঠিক্ বিপরীত হইয়া থাকে।

চিরপঞ্জিকা।

বার গণনা।

যে বারে বৎসর [illegible], বৎসরের শেষ দিনেও সেইবার হইয়া থাকে, সুতরাং [illegible]র পরের বার হইতে পরের বৎসরের আরম্ভ হয়।

যে কোনও বৎসর কোন্ বারে আরম্ভ হইয়াছে বা হইবে, অর্থাৎ, সেই বৎসর বৈশাখ মাসের ১ম দিনে কি বার তাহা জানিতে হইলে, নিম্নলিখিত মতে গণনা করিলেই জানা যাইবে

যে শকাব্দার * ১ম বৈশাখের বার জানিতে হইবে, সেই শকের অঙ্ক হইতে ১৫১৩ বিয়োগ কর; যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহাদ্বারা ৩৯৪৪৭৯৪৫৭কে গুণ কর; গুণফলে ১৭৯৮২০০ যোগ কর; পরে ঐ যোগফলকে ১০৮০০০০ দিয়া ভাগ কর;

---

* বাঙ্গালা সনে ৫১৫ সংখ্যা যোগ করিলেই শকাব্দা হয়। সন তারিখ গণনা দেখ।

ইহাতে যে অঙ্ক লব্ধ হইল তাহাকে লব্ধাঙ্ক বলে ; এই লব্ধাঙ্ককে ৭ দিয়া হরণ করিলেই বার প্রাপ্ত হইবে ১ থাকিলে সোমবার, ২ থাকিলে মঙ্গলবার, ৩ থাকিলে বুধবার, ৪ থাকিলে বৃহস্পতি-বার, ৫ থাকিলে শুক্রবার, ৬ থাকিলে শনিবার ও শূন্য থাকিলে রবিবার জানিবে এই লব্ধবার শকাব্দার বৈশাখ মাসের ১ম দিনের বার হইল ; সুতরাং, ইহাতে যে কোনও মাসের যে কোনও তারিখের (মধ্যগত দিনসংখ্যা যোগ করিয়া পরে ৭, দ্বারা হরণ করিয়া) বার অবগত হওয়া যায়

উদাহরণ ১২৯৬ সালের প্রথম বৈশাখ কি বার গিয়াছে ?

এখানে, ১২৯৬ সাল শকাব্দা ১৮১১ ; এই শকাঙ্ক ১৮১১ হইতে প্রথম ১৫১৩ বিয়োগ করিলাম ; তাহাতে ২৯৮ হইল ; ইহাকে অব্দপিণ্ড কহে এই অব্দপিণ্ড দ্বারা ধ্রুবাঙ্ক ৩৯৪৪৭৯৫৫৭ ক গুণ করিলাম, গুণফল ১১৭৫৫৪৮৭৮১৮৬ হইল ; ইহার হিত ১৭৯৮২০০ যোগ করিলাম ; তাহাতে ১১৭৫৫৬৬৭৮৩৮৬ যাগফল হইল ; পরে ঐ যোগফলকে ১০৮০০০০ দিয়া হরণ র্থাৎ ভাগ করিয়া ১০৮৮৪৮ লব্ধ হইল, ইহাকে লব্ধাঙ্ক কহে। এই লব্ধাঙ্ককে ৭ দিয়া হরণ করিয়া ভাগশেষ ৬ থাকিল সোম-বার ১ হইলে, ৬ সংখ্যায় শনিবার জানিলাম, সুতরাং ১২৮৬ সালের বৈশাখ মাসের প্রথম দিন শনিবার হইয়াছে।

যে কোনও মাসের যে কোনও তারিখের বার, ইহাদ্বারা অবগত হওয়া যাইবে। মধ্যের দিন সংখ্যা ইহাতে যোগ করিয়া নরায় ৭ দিয়া ভাগ দিলেই ইষ্টবার প্রাপ্ত হইবে ।

প্রকারান্তর।

[সাধারণ বার গণনার সহজ সঙ্কেত]

(শকাব্দা মতে)

মাসাঙ্ক	
বৈশাখ	০
জ্যৈষ্ঠ	৩
আষাঢ়	৬
শ্রাবণ	৩
ভাদ্র	০
আশ্বিন	৩
কার্ত্তিক	[illegible]
অগ্রহায়ণ	০
পৌষ	১
মাঘ	২
ফাল্গুণ	৪
চৈত্র	৬

যে শকাব্দার যে মাসের যে তারিখের বার জ নিতে হইবে, সেই শকাঙ্ক ও তাহার চতুর্থাংশ, এবং পার্শ্বলিখিত সেই মাসের মাসাঙ্ক, যত তারিখ হইয়াছে তাহার অঙ্ক, এবং অতিরিক্ত ২, এই গুলি একত্র যোগ করিয়া সমষ্টিকে ৭ দিয়া হরণ করিবে। ১ রবি, ২ সোম ইত্যাদিক্রমে অভীষ্ট উত্তর উৎপন্ন হইবে।

যে শকাঙ্ক চতুর্থাংশে ভগ্নাংশ উৎপাদন [illegible] অর্থাৎ চারিভাগ করিতে মিলিয়া না যায়, তাহার ভগ্নাঙ্কস্থলে পূর্ণ ১ ধরিয়া লইবে, যেমন শকাব্দা ১৮১১ [illegible] ৪৫২৮ হই[illegible] যে শকাঙ্ক চতুর্থাংশে ভগ্নাঙ্ক না হইয়া মিলিয়া যায়, সেই শকের ভাদ্র ও আশ্বিনের গণনার সময় উহাদের মাসাঙ্ক ০ ও ৩ এর পরিবর্ত্তে ৬ ও ২ ধরিতে হইবে; অন্যান্য মাসের সময় নহে।

উদাহরণ। ১৮১১ শকের ১৭ই আশ্বিন অষ্টমী পূজা হইল, সে দিন কি বার?

এখানে, ১৮১১ শকাঙ্ক, ও তাহার চতুর্থাংশ ভগ্নাঙ্ক স্থলে

পূর্ণ ১ লইয়া ৪৫৩; আশ্বিন মাসের মাসাঙ্ক ৩; তারিখ ১৭; এবং অতিরিক্ত ২; একত্রে ২২৮৬ সমষ্টি হইল তাহাকে ৭ দিয়া হরণ করিয়া ৪ অবশিষ্ট রহিল; ৪ সংখ্যায় বুধবার; সুতরাং, ১৯১১ শকের ১৭ই আশ্বিন অষ্টমীপূজার দিন বুধবার জানিলাম

(বাঙ্গলা সন মতে)।

বাঙ্গলা সনের বার গণনাতেও ঐরূপ প্রক্রিয়া করিয়া ফল প্রাপ্ত হইবে; কেবল প্রভেদ এই যে, যে সনের চতুর্থাংশ করিতে ১ অবশেষ থাকে, যেমন ১২৯১ ৯৫, তাহারই ভাদ্র ও আশ্বিনের মাসাঙ্ক যথাক্রমে ৬।২ হইবে।

উদাহরণ উপরের শকাব্দার উদাহরণটী মনে আনিলে, অর্থাৎ ১৮১১ শকের স্থানে ১২৯৬ সন ধরিলে, ঐ ১৭ই আশ্বিনের অষ্টমী পূজার বুধবার পাওয়া যায় কি না? পূর্ব্বপ্রক্রিয়া-মতে সনাঙ্ক ১২৯৬, চতুর্থাংশ ৩২৪, মাসাঙ্ক ৩, দিনাঙ্ক ১৭, অতিরিক্ত ২, সমষ্টি ১৬৪২ হইল। ৭ দ্বারা ঐ ১৬৪২কে হরণ করিলে পূর্ব্ববৎ ইহাতে ৪ অবশেষ রহিল, সুতরাং ইহাতেও ঐ বুধবার নির্ণীত হইল।

(ইংরেজি সন মতে)।

ইংরেজি সাল মতে বার গণনা করিতে হইলেও প্রায় পূর্ব্ব-বৎ প্রক্রিয়া দ্বারা উত্তর লাভ হয়; কেবল, মাসাঙ্ক ও অতিরিক্ত অঙ্কের বিভিন্ন সংখ্যা ধরিতে হয় ও ঐ অতিরিক্ত সংখ্যা লিপ্ ইয়ারের কয়েক মাসে যোগ করিতে হয় না পরপৃষ্ঠায় নিয়ম প্রদত্ত হইল;—

মাসাঙ্ক	
জানুয়ারি	০
ফেব্রুয়ারি	৩
মার্চ্চ	৩
এপ্রিল	৬
মে	১
জুন	৪
জুলাই	৬
আগষ্ট	২
সেপ্টেম্বর	৫
অক্টোবর	০
নবেম্বর	৩
ডিসেম্বর	৫

ইংরেজি সালের অঙ্ক ও তাহার চতুর্থাংশ, পার্শ্বলিখিত মাসাঙ্ক, তারিখের অঙ্ক, এবং অতিরিক্ত সংখ্যা ৬, একত্র করিয়া তাহার সমষ্টিকে ৭ দিয়া হরণ করিলে যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহাতে ১ থাকিলে রবি, ২ থাকিলে সোম ইত্যাদিক্রমে বার অবগত হইবে

যে ইংরেজি সালে চতুর্থাংশ মিলিয়া যায় তাহাকে লিপ্‌ইয়ার কহে লিপ্‌ইয়ারের মার্চ্চ হইতে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ১০ মাসের বার গণনায় অতিরিক্ত সংখ্যা ৬ যোগ করিতে হইবে না।

উদাহরণ খৃঃ ১৮৮৯, ৫ই অক্টোবর কি বার ?

এখানে, ইংরেজি সালের অঙ্ক ১৮৮৯, চতুর্থাংশ, ভগ্নাঙ্কস্থানে পূর্ণ ১ লইয়া ৪৭৩; পার্শ্বলিখিত মাসাঙ্ক অক্টোবরের ০; তারিখের সংখ্যা ৫; ও অতিরিক্ত ৬; একত্রে সমষ্টি হইল ২৩৭৩; ইহাকে ৭ সাত দিয়া হরণ করিলে অবশিষ্ট কিছুই রহিল না, সুতরাং, ০ শূন্য সাথ্যায় শনিবার জানা গেল। অতএব খৃঃ ১৮৮৯, ৫ই অক্টোবরে শনিবার উত্তর হইল। *

* এই কয় প্রক্রিয়াতেই যদি কদাচিৎ উত্তর না মিলে, তাহা হইলে ১ যোগ বা বিয়োগ করিয়া লইলেই নিশ্চিৎ মিলিবে

তিথি গণনা

যে তিথিতে বৎসর আরম্ভ হয়, তাহার ১১ তিথি অন্তরে সেই বৎসর শেষ হয় সূর্য্য যখন যে রাশিতে যে অংশে অবস্থান করে, তাহার দ্বাদশ অংশের মধ্যে চন্দ্র উপস্থিত হইলেই অমাবস্যা হয় সূর্য্য ও চন্দ্র উভয়ে এক রাশির একাংশ গত হইলে তাহাকে প্রকৃত অমাবস্যা কহে এতদ্বিপরীতে অর্থাৎ সূর্য্য হইতে ঠিক অর্দ্ধ পথ ব্যবধানে ১৬৮ হইতে ১৮০ অংশ মধ্যে চন্দ্র উপস্থিত হইলে তাহাকে পূর্ণিমা কহে, এবং সমসূত্র পাতে ঠিক১৮০অংশে উপস্থিত হইলে প্রকৃত পূর্ণিমা হইয়া থাকে

সূর্য্যের দৈনিক গতি ৫৯ কলা ৮ বিকলা ও ১০ অনুকলা; আর চন্দ্রের দৈনিক গতি ১৩ অংশ ১০ কলা ও ১৪ বিকলা সুতরাং, উভয়ে একাংশগত হইবার পর অর্থাৎ প্রকৃত অমাবস্যার পর প্রতিদিন চন্দ্র সূর্য্যাপেক্ষা ১২ অংশ ১১ কলা ৬ বিকলা করিয়া অগ্রে গমন করে চন্দ্রের এই আপেক্ষিক গতির নামই তিথি এক অমাবস্যার পর হইতে অপর অমাবস্যা পর্য্যন্ত যে মাস তাহাকে মুখ্য চান্দ্র মাস, এবং এক পূর্ণিমার পর হইতে অপর পূর্ণিমা পর্য্যন্ত যে মাস, তাহাকে গৌণ চান্দ্র মাস কহে যে মাসের তারিখের সংখ্যা অপেক্ষা তিথির সংখ্যা বেশী হয়, তাহাকে তৎপূর্ব্ব চান্দ্র মাস কহে গ্রহগণের গতি একরূপ নহে, ইহা পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে, সুতরাং, চন্দ্রের এই আপেক্ষিক গতি বা তিথি, সকল দিন ৬০ দণ্ড ব্যাপী হয় না প্রায়ই ইতর বিশেষ হইয়া থাকে প্রতি ১৯ বৎসরান্তে চন্দ্র পূর্ব্বস্থানে উপস্থিত হয় এবং অমাবস্যা পূর্ণিমা প্রভৃতি তিথি পূর্ব্ববৎ আবার্ত্তিক হইতে থাকে .

বৎসরের ১ম দিনের তিথি হইতে ১১শ তিথিতে বৎসরের শেষ হয়, সুতরাং, পর বৎসর তাহার দ্বাদশ তিথিতে আরম্ভ হইয়া থাকে

যে কোনও বৎসরের বৈশাখ মাসের প্রথম দিনের তিথি, নিম্নলিখিত প্রক্রিয়ামতে অবগত হইতে পারা যায়

প্রশ্নের তিথির শক বা সাল, ও শক ১৮০৫ বা সন ১২৯০, এই উভয়ের বিয়োগফলকে ১১ দিয়া পূরণ করিয়া পৃথক এক স্থানে রাখ প্রথম রাশিকে ১৭০ দিয়া হরণ করিয়া অপর রাশিতে যোগ কর। যদি ১৭০ দিয়া হরণ করা না যায়, তবে ঐ একটী রাশিকে ৩০ দিয়া হরণ করিয়া যাহা অবশিষ্ট থাকিবে তাহা (৬) এই ধ্রুবাঙ্ক হইতে বিয়োগ করিবে, যদি ৬ হইতে বিয়োগ করা অসম্ভব হয়, তবে ঐ ৬ কে ৩০ যোগ করিয়া তাহা হইতে বিয়োগ করিবে, কিন্তু স্মরণ রাখিবে, প্রশ্নের বৎসর ১৮০৫ শক বা ১২৯০ সনের পূর্ব্ববর্ত্তী হয় তবেই এই বিয়োগ করিতে হইবে, নতুবা পরবর্ত্তী হইলে ৬এর সহিত যোগ করিবে এই বিয়োগ বা যোগ ফলই অভীষ্ট তিথি জানিবে, অর্থাৎ, ঐ সংখ্যায় যে তিথি হয়- তাহাই উত্তর যদি এই উত্তর-রাশি ৩০এর অধিক হয়,তবে তাহা হইতে ৩০ বিয়োগ করিয়া লইবে

উদাহরণ শক ১৮১১ বা সন ১২৯৬ সালের বৈশাখ মাসের ১ম তারিখে কোন তিথি ?

এখানে শক ১৮১১ ও শক ১৮০৫ এই উভয়ের বিয়োগ ফল ৬, ইহাকে ১১ দিয়া পূরণ করিলে ৬৬ হইল। ইহাকে ১৭০ দিয়া হরণ করা যায় না, সুতরাং, ৩০ দিয়া ইহাকে হরণ করিয়া ভাগশেষ ৬ পাইলাম; প্রশ্নের শক ১০১১; ধ্রুব শক ১৮০৫

উহার পরবর্ত্তী হওয়ায়, ধ্রুবাঙ্ক ৬ এর সহিত ঐ ৬ কে যোগ করিলাম ১২ সংখ্যা লব্ধ হইল অতএব ১৮১১ শকের বৈশাখের প্রথম তিথি ১২ সংখ্যায় শুক্ল-দ্বাদশী স্থির হইল।

১ম বৈশাখের তিথি অবগত হইলে, যে কোনও মাসের যে কোনও দিনের তিথি সহজেই গণনা করিয়া লইতে পারা যায়

(শকাব্দা মতে)

মাসাঙ্ক	
বৈশাখ	০
জ্যৈষ্ঠ	১
আষাঢ়	৩
শ্রাবণ	৫
ভাদ্র	৭
আশ্বিন	৯
কার্ত্তিক	১০
অগ্রহায়ণ	১০
পৌষ	৯
মাঘ	৯
ফাল্গুণ	১০
চৈত্র	১০

শকের অঙ্ককে চন্দ্রের হারকাঙ্ক ১৯ দিয়া হরণ করিয়া তাহাকে ১১ দিয়া পূরণ (গুণ) কর ; ইহাতে পার্শ্বলিখিত মাসাঙ্ক, তারিখের অঙ্ক, এবং অতিরিক্ত ৬ যোগ করিয় সমষ্টিকে ৩০ দিয়া হরণ কর অবশিষ্ট যাহা থাকিবে সেই অঙ্কের তিথিই * ঐ দিনের তিথি হইবে

উদাহরণ শক ১৮১১ অব্দের ১৭ই আশ্বিন কি তিথি ?

এখানে শকের অঙ্ক ১৮১১ , ইহাকে ১৯ দিয়া হরণ করিয়া ৬ অবশেষ থাকিতেছে, ইহাকে ১১ দিয়া পূরণ করিলে ৬৬ হয় এই ৬৬, পার্শ্বলিখিত মাসাঙ্ক ৯, দিনাঙ্ক ১৭, এবং অতিরিক্ত ৬,এই কয়েকের সমষ্টি হইল ১০০ ; ইহাকে ৩০ দিয়া হরণ করিয়া ১০

---

* তিথির অঙ্ক অমাবস্যার পর দিন অর্থাৎ শুক্ল প্রতিপদ হইতে '১' ধরিয়া পুনরমাবস্যারবধি '৩০' হইবে

অবশেষ থাকে, সুতরাং ১৮১১ শকের ১৭ই আশ্বিন ১০ সংখ্যায় দশমী তিথি উত্তর হইল

(বাঙ্গালা সন মতে)

মাসাঙ্ক	
বৈশাখ	০
জ্যৈষ্ঠ	১
আষাঢ়	৪
শ্রাবণ	৬
ভাদ্র	৮
আশ্বিন	১০
কার্ত্তিক	১০
অগ্রহায়ণ	১০
পৌষ	১০
মাঘ	১০
ফাল্গুণ	১০
চৈত্র	১০

যে সনের যে মাসের যে তারিখের তিথি জানিতে হইবে, সেই তারিখের অঙ্ক, পার্শ্বলিখিত মাসাঙ্ক ও সেই সালের ১ম বৈশাখের তিথির অঙ্ক, এই কয়ের সমষ্টিকে ৩০ দিয়া হরণ করিয়া অবশিষ্ট যাহা থাকিবে সেই সংখ্যার তিথিই সেই তারিখের উত্তরের তিথি হইবে সমষ্টি ৩০এর অনধিক হইলে ঐ সংখ্যাতেই উত্তরের তিথি জানিবে

উদাহরণ বাঙ্গলা ১২৯৬ সালের ২৫শে জ্যৈষ্ঠ তারিখে কোন তিথি ?

১২৯৬ সালের ১ম বৈশাখের তিথি শুক্ল-দ্বাদশী ইহা অগ্রে গণনা করিয়া লইলাম; পরে, ঐ শুক্ল দ্বাদশীর রাশি ১২, পার্শ্বলিখিত মাসাঙ্ক ১, এবং তারিখের সংখ্যা ২৫, ইহা-দের সমষ্টি হইল ৩৮; ইহা ৩০এর অধিক বলিয়া ৩০ দিয়া হরণ করিয়া অবশিষ্ট ৮ লইলাম, ৮এ শুক্ল-অষ্টমী হয়, সুতরাং ইহাই প্রশ্নের উত্তর অর্থাৎ ১২৯৬ সালের ২৫ জ্যৈষ্ঠ তারিখের ইষ্ট তিথি

(ইংরেজি সাল মতে)

মাসাঙ্ক	
জানুয়ারি	০
ফেব্রুয়ারি	২
মার্চ্চ	১
এপ্রিল	৩
মে	৩
জুন	৫
জুলাই	৫
আগষ্ট	৭
সেপ্টেম্বর	৮
অক্টোবর	৯
নবেম্বর	১০
ডিসেম্বর	১১

খৃঃ অব্দে ১ যোগ করিয়া ঐ যোগফলকে ১৯ দিয়া হরণ করিলে ভাগশেষ যে সংখ্যা উৎপন্ন হয়, ইংরেজিতে তাহাকে গোলডন্ নম্বর (Golden number) কহে

Golden number (গোল্ডন্ নম্বর) হইতে ১ বিয়োগ করিয়া যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহাকে ১১ দ্বারা পূরণ করিবে এইরূপে যে অঙ্ক লব্ধ হইবে সেই অঙ্ক, পার্শ্বলিখিত মাসাঙ্ক ও তারিখের অঙ্ক, একত্র করিয়া তাহাকে ৩০ দিয়া হরণ করিবে যে অঙ্ক অবশিষ্ট থাকিবে তাহাই ইষ্টদিবসের তিথি হইবে।

ইংরেজি প্রত্যেক চতুর্থ বৎসরকে লিপ্-ইয়ার (Leap year) বহে যে অব্দকে চারিভাগ করিলে কিছুই অবশেষ না থাকে তাহাই এই চতুর্থবৎসর বা লিপ্ইয়ার, লিপ্ইয়ারের তিথি গণনায় জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারি ভিন্ন অপর ১০ মাসের মাসাঙ্কের পরিবর্ত্তন হইবে, যথা,—মার্চ্চ মাসে ০ শূন্য, এপ্রিল মাসে ২, মে মাসে ২, জুন মাসে ৪, জুলাই মাসে ৪, আগষ্ট মাসে ৬, সেপ্টেম্বর মাসে ৭, অক্টোবরমাসে ৮, নভেম্বর মাসে ৯, ও ডিসেম্বর মাসে ১০ মাসাঙ্ক ধরিতে হইবে।

১ম উদাহরণ ইং ১৮৮৯ সালের ১৩ই সেপ্টেম্বর কোন্ তিথি?

প্রথমে ১৮৯৮৯ অব্দের গোল্ডন্ নম্বর স্থির করিতে হইবে।

হা উপরোক্ত নিয়মে স্থিরীকৃত করিলাম ৯। ৯ হইতে ১, বিয়োগ করিয়া ৮ হইল। ৮কে ১১ দ্বারা পূরণ করিয়া হইল ৮৮ ঐ ৮৮, পার্শ্বলিখিত মাসাঙ্ক ৮, ও তারিখের অঙ্ক ১৬, ইহাদের সমষ্টি ১০৯ কে ৩০ দিয়া হরণ করিলাম ভাগশেষ থাকিল ১৯ ১৯ সংখ্যায় কৃষ্ণপক্ষের চতুর্থী তিথি হয়, অতএব, ১৮৮৯ সালের ১৩ই সেপ্টেম্বর কৃষ্ণ-চতুর্থী তিথি উত্তর স্থির হইল

২য় উদাহরণ ইং ১৮৮৪ সালের ১০ই এপ্রিল কোন তিথি ?

পূর্ব্বমতে গোল্ডন্ নম্বর স্থির হইল ৪। ইহা হইতে ১ বিয়োগ করিয়া থাকিল ৩ ৩ কে ১১ দিয়া পূরণ করিয়া পাইলাম ৩৩। এই ৩৩, দিন সংখ্যা ১০, ও লিপ্‌ইয়ার বলিয়া মাসাঙ্ক ৩ এর পরিবর্ত্তে ২, ইহাদের সমষ্টি হইল ৪৫ ত্রিশ দিয়া হরণ করিয়া ১৫ থাকিল। অতএব উত্তর ১৫ সংখ্যায় পূর্ণিমা-তিথি—স্থিরীকৃত হইল।

বিখ্যাত জ্যোতিষী পোপ গ্রিগারির বার গণনা প্রণালী এই,—খৃঃ অঃ সংখ্যা, তাহার চতুর্থাংশের সংখ্যা, খৃষ্টাব্দের শেষ দুই অঙ্ক ত্যাগ করিলে যাহা থাকে তাহার চতুর্থাংশের সংখ্যা, মাসাঙ্কের সংখ্যা ও তারিখের সংখ্যা, এই সমস্ত একত্র করিয়া তাহা হইতে খৃষ্টাব্দের শেষের দুই অঙ্ক বাদ দিয়া যাহা ছিল, তাহা বিযুক্ত কর, যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহাকে ৭ দিয়া হরণ করিলে পূর্ব্ববৎ বারের অঙ্ক লব্ধ হইবে চতুর্থাংশে যদি ভগ্নাঙ্ক থাকে তাহা ত্যাগ করিবে যেমন ইং ১৮৮৮ সালের ২৫ জুলাই-এর বার নিরূপণ করিতে, খৃঃ অঃ ১৮৮৮, খৃ অব্দের চতুর্থাংশ ৪৭২, অব্দের শেষ দুই অঙ্ক (৮৮) বাদ দিয়া ১৮ এর চতুর্থাংশ ৪,

মাসাঙ্ক ৬, তারিখের অঙ্ক ২৫, ইহাদের সমষ্টি ২৩৯৫, ইহা হইতে ১৮ বিযুক্ত করিয়া, অবশিষ্ট ২৩৭৭কে ৭ দিয়া হরণ করিয়া ৫ সংখ্যায় বুধবার স্থির হইল।

নক্ষত্র গণনা।

মাসাঙ্ক	
বৈশাখ	১
জ্যৈষ্ঠ	৩
আষাঢ়	৫
শ্রাবণ	৭
ভাদ্র	১ী
আশ্বিন	১২
কার্ত্তিক	১৪
অগ্রহায়ণ	১৫
পৌষ	১৯
মাঘ	২১
ফাল্গুণ	২৩
চৈত্র	২৫

কোনও নির্দ্দিষ্ট দিবসের নক্ষত্র গণনার প্রয়োজন হইলে, অগ্রে সেই দিবসের তিথি নির্ণয় কর তাহার পর, বিবেচনা করিয় দেখ, ঐ দিনের তারিখের অঙ্ক অপেক্ষা ঐ তিথির অঙ্ক অধিক কি না; যদি অধিক না হয়, তবে ঐ তিথির অঙ্কে পার্শ্বলিখিত মাসাঙ্ক যোগ কর; যদি অধিক হয়, তবে পূর্ব্ব মাসের মাসাঙ্ক লইয়া যোগ কর, এই যোগফলের সংখ্যাই নির্দ্দিষ্ট দিবসের নক্ষত্র-সংখ্যা হইবে। অর্থাৎ ১ অশ্বিনী, ২ ভরণী, ৩ কৃত্তিকা ইত্যাদিক্রমে ঐ সংখ্যায় যে নক্ষত্র হয়, তাহাই উক্ত দিনের নক্ষত্র জানিবে

যদি যোগফলের সংখ্যা ২৭ হইতে অধিক হয়, তবে ২৭ বাদ দিয়া সংখ্যা গ্রহণ করিবে

উদাহরণ। ১২৯৬ সালের ২৩ যে কার্ত্তিক কি নক্ষত্র?

প্রথমে, উক্ত তারিখের কি তিথি তাহা গণনা করিয়া লইলাম;—তিথি কৃষ্ণ-প্রতিপদ। কৃষ্ণ-প্রতিপদের অঙ্ক ১৬,

মাসের তারিখ ২৩, সুতরাং, তারিখের সংখ্যা হইতে তিথির সংখ্যা অধিক নহে, তাহা হইলেই কার্ত্তিকের মাসিকাঙ্ক ১৪ এর সহিত তিথির অঙ্ক ১৬ যোগ করিলাম, সমষ্টি হইল ৩০, ৩০ সংখ্যা ২৭ হইতে অধিক বলিয়া ২৭ উহা হইতে বাদ দিয়া লইলাম, ৩ থাকিল। ১ অশ্বিনী, ২ ভরণী, ৩ কৃত্তিকা—অতএব ৩ সংখ্যায়, কৃত্তিকা নক্ষত্রই ঐ ২৩এ কার্ত্তিকের নক্ষত্র স্থির হইল।

২য় উদাহরণ ঐ সালের ৩রা ভাদ্র কোন্ নক্ষত্র ?

এ স্থলে, উপরোক্ত মতে, প্রথমে তিথি গণনায় দেখিলাম উক্ত দিবস কৃষ্ণ-অষ্টমী কৃষ্ণ-অষ্টমীর সংখ্যা ২৩, তারিখের সংখ্যা ৩, সুতরাং দিন সংখ্যা হইতে তিথি সংখ্যা অধিক হইতেছে; অতএব উহা পূর্ব্ব চান্দ্র মাস। এ অবস্থায়, উপরের নিয়মানুসারে বর্ত্তমান মাসের মাসাঙ্ক না লইয়া পূর্ব্বমাস শ্রাবণের মাসাঙ্ক ৭ লইয়া ঐ তিথি সংখ্যা ২৩এর সহিত যোগ করিলাম। যোগ ফল ৩০ হইল ৩০ হইতে ২৭ হীন করিলাম,—অবশিষ্ট ৩ সংখ্যায় কৃত্তিকা নক্ষত্র উত্তর স্থির হইল। *

মাস-পরিমাণ

অর্থাৎ

কোন্ মাস কত দিনে শেষ হয় তাহার বিবরণ

বৈশাখাদি দ্বাদশ মাসের মধ্যে কোন্ মাস কত দিনে শেষ

* বার তিথি নক্ষত্র গণনার যে যে প্রণালী প্রদর্শিত হইল, তাহাতে কদাচিৎ না মিলিলে, উত্তর-রাশি হইতে ১ যোগ বা বিয়োগ করিলে নিশ্চিৎ মিলিবে।

হইয়া থাকে, তাহা বুঝাইবার জন্য নিম্নে একটী স্থূল তালিকা প্রদত্ত হইল

৩৬৫ দিন ১৫ দণ্ড ৩১ পল ৩১ বিপল ২৪ অনুপলে বৎসর শেষ হয়, কিন্তু, সাধারণ গণনায় শেষোক্ত ৩১ বিপল ও ২৪ অনুপল পরিত্যক্ত হইয়া পরপৃষ্ঠার মত গৃহীত হইয়া থাকে

মাসমানচক্র।

মাস	দিবা	দণ্ড	পল
বৈশাখ	৩০	৫৬	৪৯
জ্যৈষ্ঠ	৩১	২৫	৩৯
আষাঢ়	৩১	৩৮	৩৫
শ্রাবণ	৩১	২৭	৫৭
ভাদ্র	৩১	০	২০
আশ্বিন	৩০	২৫	৪০
কার্ত্তিক	২৯	৫২	৫১
অগ্রহায়ণ	২৯	২০	১
পৌষ	২৯	১৯	৯
মাঘ	২৯	২৭	২৩
ফাল্গুন	২৯	৫০	৪
চৈত্র	৩০	২২	৩
সম্বৎসর	৩৬৫	১৫	৩১

দিবা-পরিমাণ

অর্থাৎ

প্রত্যেক দিবা কত দণ্ডে শেষ হয় তাহার বিবরণ

যে মাসের যে তারিখের দিবামান জানিবার প্রয়োজন হইবে, পশ্চাল্লিখিত তালিকা দৃষ্টে সেই মাসের পার্শ্ববর্ত্তী মাসিকাঙ্ক দণ্ডপল গ্রহণ কর পরে, প্রশ্নের তারিখ যদি ১১ই তারিখের মধ্যের কোনও তারিখ হয়, তবে, পূর্ব্ববর্ত্তী মাসের ১১ই হইতে উক্ত তারিখ পর্য্যন্ত যে কয় দিন হয় তাহার সংখ্যা, আর, যদি ১১ই তারিখের পরের তারিখ হয়, তবে ঐ বর্ত্তমান মাসের ১১ই হইতে যে কয় দিন হয় তাহার সংখ্যা গ্রহণ কর। এই দিনসংখ্যা দ্বারা তালিকাস্থিত নির্দ্দিষ্ট মাসের পার্শ্ববর্ত্তী দৈনিকাঙ্ক পলবিপলকে পূরণ কর। তৎপরে ঐ দৈনিকাঙ্ক যদি 'ধ' চিহ্নিত হয়, তবে পূর্ব্ব-গৃহীত মাসিকাঙ্কের সহিত যোগ কর; আর, যদি ঋ' চিহ্নিত হয়, তবে বিয়োগ কর;—এই যোগ বা বিয়োগ ফলে যত দণ্ড যত পল হইবে, প্রশ্নের দিবসের পরিমাণ তত দণ্ড তত পল নিশ্চিত জানিবে

পর পৃষ্ঠায় প্রদর্শিত দিবামান চক্রের প্রথমাংশে ইষ্ট দিবসের অগ্রপশ্চাৎবর্ত্তী (১১ হইতে ১০ পর্য্যন্ত) মাস, দ্বিতীয়াংশে ঐ মাসের নিমিত্ত মাসিকাঙ্ক দণ্ডপল এবং তৃতীয়াংশে দিবসের নিমিত্ত দৈনিকাঙ্ক পলবিপল যথাক্রমে লিখিত হইল, একটু অনুধাবন করিয়া দেখিলেই সহজে প্রক্রিয়ার সাধন করা যাইবে।

দিবামানচক্র।

মাস				মাসাঙ্ক		দৈনিকাঙ্ক	
১১ই চৈত্র	হইতে	১০ই	বৈশাখ	৩০ দণ্ড	০ পল	ধ ৩	২৪
,, বৈশাখ	,,	,,	জ্যৈষ্ঠ	৩১	৪২	ধ ২	৪৮
,, জ্যৈষ্ঠ	,,	,,	আষাঢ়	৩৩	৬	ধ ১	৮
,, আষাঢ়	,,	,,	শ্রাবণ	৩৩	৪০	ঋ ১	১৪
,, শ্রাবণ	,,	,,	ভাদ্র	৩৩	৬	ঋ ২	৪৬
,, ভাদ্র	,,	,,	আশ্বিন	৩১	৪০	ঋ ৩	২০
,, আশ্বিন	,,	,,	কার্ত্তিক	৩০	০	ঋ ৩	৩০
,, কার্ত্তিক	,,	,,	অগ্রহায়ণ	২৮	১৭	ঋ ২	৪৬
,, অগ্রহায়ণ	,,	,,	পৌষ	২৬	৫৩'	ঋ ১	[illegible]
,, পৌষ	,,	,,	মাঘ	২৬	২০	ধ ১	১৪
,, মাঘ	,,	,,	ফাল্গুণ	২৬	৫৭	ধ ২	৪৬
,, ফাল্গু	,,	,,	চৈত্র	২৮	২৬	ধ ৩	২০

উদাহরণ ২৮এ জ্যৈষ্ঠ দিনমান কত দণ্ড কত পল?

এখানে, ২৮এ জ্যৈষ্ঠ তারিখ ১১ই তারিখের পর হওয়াতে, ১১ ও ২৮ এর অন্তর ১৭ সংখ্যা গ্রহণ করিলাম উক্ত জ্যৈষ্ঠের পার্শ্ববর্ত্তী দৈনিকাঙ্ক ১ পল ৮ বিপলকে ঐ ১৭ সংখ্যা দ্বারা গুণিত করিয়া, দৈনিকাঙ্ক 'ধ' চিহ্নিত থাকাতে নির্দ্দিষ্ট তারিখের পার্শ্বলিখিত মাসিকাঙ্ক ৩৩ দণ্ড ৬ পলের সহিত ঐ গুং ফল যোগ করিলাম যোগফল ৩৩ দণ্ড ২৫ পল ১৬ বিপল হইল,—ইহাই ২৮এ জ্যৈষ্ঠ তারিখের দিবার পরিমাণ স্থির হইল।

২য় উদাহরণ। ৭ই মাঘের দিবার পরিমাণ কত?

এখানে, ৭ই মাঘ, ১১ই তারিখের মধ্যের তারিখ হওয়াতে, পূর্ব্ব মাসের ১১ই তারিখ হইতে ২৫ দিনসংখ্যা গ্রহণ করিলাম ১১ই পৌষ হইতে ১০ই মাঘ পর্য্যন্ত মাসের পার্শ্বস্থিত দৈনিকাঙ্ক ১ পল ১৪ বিপলকে ঐ ২৫ দ্বারা গুণ করিয়া, দৈনিকাঙ্ক 'ধ' চিহ্নিত হওয়াতে, মাসিকাঙ্ক ২৬ দণ্ড ২০ পলের সহিত ঐ গুণফল যোগ করিলাম। যোগফল ২৬ দণ্ড ৫০ পল ৫০ বিপল ঐ তারিখের দিনের পরিমাণ স্থিরীকৃত হইল।

সূর্য্যের উদয়াস্ত নিরূপণ।

(ঘড়ী মিলাইবার জন্য ঘণ্টা মিনিট হিসাবে)

যে দিবসের উদয় ও অস্তের সময় নির্ণয় করিতে হইবে, অর্থাৎ, ক'টা ক' মিনিটে সূর্য্যের উদয়, ও ক'টা ক' মিনিটে সূর্য্যের অস্তগমন, তাহা জানিতে হইবে, সেই দিনের দিনমান কত দণ্ড কত পল তাহা প্রথমে গণনা করিয়া লও ৩০ দণ্ড হইতে ঐ দিনমান যত অধিক বা অল্প হয়, তাহার দণ্ডকে ১২ দ্বারা পূরণ ও পলকে ৫ দিয়া হরণ কর এই গুণফল ও ভাগফল একত্র যোগ করিলে তাহা মিনিট হইবে। এই মিনিট সংখ্যা, ৬ ঘণ্টার সহিত একবার যোগ কর, অন্য বার ৬ ঘণ্টা হইতে উহা বাদ দাও; ২টী ফল হইল। দিনমান যদি ৩০ দণ্ডের অল্প হইয়া থাকে, তবে, ঐ প্রথম অর্থাৎ যোগ ফলে

সূর্য্যের উদয় ও ভাগফলে অস্ত; আর, যদি অল্প হইয়া থাকে, তবে ঐ দ্বিতীয় অর্থাৎ বিযোগফলে সূর্য্যের উদয় ও যোগফলে সূর্য্যের অস্তগমন হইবে জানিবে।

উদাহরণ ২১এ শ্রাবণ তারিখে কত ঘণ্টা কত মিনিটে সূর্য্যের উদয় ও কত ঘণ্টা কত মিনিটে সূর্য্য অস্ত হইবে?

প্রথমে, ২১এ শ্রাবণের দিবার পরিমাণ গণনা করিয়া লইলাম,—৩২ দণ্ড ৩৫ পল অনন্তর, উপরোক্ত নিয়মানুসারে দেখিলাম ৩০ দণ্ড অপেক্ষা ২ দণ্ড ৩৫ পল দিনমান অধিক হইতেছে। ঐ ২ দণ্ডকে ১২ দ্বারা পূরণ ও ৩৫ পলকে ৫ দিয়া হরণ করিয়া যথাক্রমে, ২৪ ও ৭, এই দুই সংখ্যা হইল। ইহাদের যোগফল ৩১ মিনিট হইল। এই ৩১ মিনিট এবং ৬ ঘণ্টা একবার পরস্পর যোগ ও অন্যবার অন্তর করিলাম, যোগফল হইল ৬ ঘণ্টা ৩১ মিনিট, আর বিয়োগফল হইল ৫ ঘণ্টা ২৯ মিনিট ৩০ দণ্ড অপেক্ষা তারিখের দিনমান অধিক হইতেছে বলিয়া ঐ বিযোগফল ৫টা ২৯ মিনিটে সূর্য্যের উদয় ও যোগফল ৬টা ৩১ মিনিটে সূর্য্যের অস্তগমন স্থির হইল

২য় উদাহরণ ৭ই মাঘের উদয় ও অস্ত কোন্ কোন্ সময়ে হইবে?

পূর্ব্বের ন্যায় প্রথমে দিনমান স্থির করিলাম,—২৭ দণ্ড ৪৩ পল। ৩০ দণ্ড হইতে অন্তর করিয়া হইল ২ দণ্ড ১৭ পল দণ্ডকে ১২ দিয়া পূরণ ও পলকে ৫ দ্বারা হরণ করিয়া দুইটী সংখ্যা পাইলাম,—প্রথমটী হইল ২৪; আর দ্বিতীয়টী ৩ হইয়া ২ ভাগশেষ থাকে; ঐ ২কে দ্বিগুণ করিয়া ৫ দিয়া হরণ করিলাম

২৪ হইল, ইহা সেকেণ্ড বলিয়া জানিবে এই ২৪ ও ৩ এর যোগফল ২৭ মিনিট আর ঐ ২৪ সেকেণ্ড, একত্রে ২৭ মিনিট ২৪ সেকেণ্ড হইল ৬ ঘণ্টা এবং এই ২৭ মিনিট ২৪ সেকেণ্ড একবার পরস্পর যোগ, ও অন্যবার অন্তর করিয়া হইল,— ৬ ঘণ্টা ২৭ মিনিট ২৪ সেকেণ্ড যোগফল, ও ৫ ঘণ্টা ৩২ মিনিট ৩৬ সেকেণ্ড বিয়োগফল ৩০ দণ্ড অপেক্ষা দিনমান অল্প বলিয়া যোগফল ৬টা ২৭ মিনিট ২৪ সেকেণ্ডে সূর্য্যের উদয় এবং বিয়োগফল ৫টা ৩১ মিনিট ৩৬ সেকেণ্ডে সূর্য্যের অস্ত নির্ণীত হইল।

—*—

অয়নাংশ নির্ণয়।

যে শকের যে মাসের সংক্রান্তির অয়নাংশাদি জানিতে হইবে, সেই শকাব্দার সংখ্যা হইতে প্রথমে ৪২১ বিয়োগ কর; অবশিষ্ট সংখ্যাকে ৩ দিয়া পূরণ করিয়া লইবে, ইহ ত্রিগুণাত্মক রাশি হইল এই রাশিকে ২০০ দিয়া হরণ করিয়া যত দিন যত দণ্ড যত পল ইত্যাদি হইবে, উক্ত শকের বৈশাখী সংক্রান্তির অয়নাংশ তত অয়ন তত অংশ তত কলা ইত্যাদি জানিবে, অর্থাৎ, দিনে অয়ন, দণ্ডে অংশ, পলে কলা প্রভৃতিক্রমে হইবে; এই বৈশাখ হইতে ৪ সাড়ে চারি পল প্রতি মাসে ধরিয়া অভীষ্ট মাসাবধি যত পল হইবে, তাহা, এই রাশিতে যোগ করিয়া লইলেই যে কোনও মাসের সংক্রান্তির অয়নাংশ নিরূপিত হইবে।

উদাহরণ ১৮১১ (১২৯৬ সাল) শকের পৌষ সংক্রান্তির অয়নাংশ কত ?

সঙ্কেতমতে, প্রথমে, ১৮১১ হইতে ৩২১ অন্তর করিয়া ১৩৯০ গ্রহণ করিলাম। ১৩৯০ কে ৩ দিয়া পূরণ করিয়া ৪১৭০ হইল। ৪১৭০ কে ২০০ দিয়া হরণ করিয়া, এবং তাহাকে দিন ধরিয়া লওয়ায়, ভাগফল ২০ দিন ৫১ দণ্ড হইল ২০ দিনে ২০ অয়ন ও ৫১ দণ্ডে ৫১ অংশ ধরিয়া নিলাম,—বৈশাখী সংক্রান্তির অয়নাংশ ২০ অয়ন ও ৫১ অংশ স্থির হইল বৈশাখ হইতে অগ্রাহায়ণ পর্য্যন্ত ৮ মাসের ৪ ০ পল হিসাবে ৩৬ পলে ৩৬ কলা উহাতে যোগ করাতে, পৌষ-সংক্রান্তির অয়নাংশ ২০ অয়ন ১৫ অংশ ৩৬ কলা উত্তর হইল

(অন্যমতে)

পূর্ব্ব-প্রক্রিয়ানুযায়ী শকাঙ্ক ১৮১১ হইতে ৪২১ বিয়োগ করিয়া বিয়োগফল ১৩৯০ কে দুই স্থানে রাখ। তাহার পরে উহার এক রাশি কে ১০ দিয়া হরণ করিয়া, হরণফল অন্য রাশি হইতে বিয়োগ কর বিয়োগ ফলকে ৬০ দিয়া হরণ করিয়া লইলেই অভীষ্ট অয়নাংশ ২০ অয়ন ৫১ অংশ হইল। এখন ৮ মাসের ৩৬ কলা উহাতে যোগ করিলেই পূর্ব্বমত ২০ অয়ন ৫১ অংশ ৩৬ কলা উত্তর স্থির হইল।

• পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে প্রতি বৎসর রাশিচক্র ৫৪ বিকল (প্রতি মাসে ০।০ ৪ ৩০ সাড়ে চারি বিকলা ও প্রতিদিন ০ ০।০ ৯ অনুকলা) করিয়া সরিয়া যাইতেছে প্রতি ৬৬ বৎসর ৮ মাসে বিষুবরেখা হইতে রাশিচক্র ১ অংশ করিয়া সরিতেছে। এরূপে সরিয়া সরিয়া প্রায় ২৪০০০ সহস্র বৎসরের পর পুনরায় পূর্ব্বস্থানে

আসিয়া মিলিত হইবে রাশিচক্র গতিশীল বলিয়া, নক্ষত্র ও রাশির ফলাফল প্রভৃতি গণনার জন্য, অগ্রে, সেই গতির নিরূপণ দ্বারা রাশি নক্ষত্রের স্থান নির্ণয় অতি আবশ্যক হয়, সুতরাং, অয়নাংশ গণনা সহজে করিয়া লইবার জন্য নিম্নে তাহার চক্র-রূপ প্রদর্শিত হইল চক্র দেখিয়া অতি সহজে সকলেই উহার নির্ণয় করিতে পারিবেন

৪২১ শকে রাশিচক্র বিষুবরেখা পরিত্যাগ করিয়াছে, সুতরাং, যে কোনও শকের অয়নাংশ জানিতে হইলে, তাহা হইতে ৪২১ বিয়োগ করিয়া যাহা অবশিষ্ট থাকিবে নিম্ন প্রদর্শিত চক্রের সেই সংখ্যার ঘরে তাহা প্রাপ্ত হওয়া যাইবে আবশ্যক মতে দুই তিন খণ্ডার সংখ্যা একত্র যোগ করিয়া অভীষ্ট ফল গ্রহণ করিতে হয়; যেমন,—১৮১১ শকের অয়নাংশ জানিতে পূর্ব্বমত ৪২১ বাদ দিয়া, ১৩৯০ এর ১৩০০ ও ৯০ এই উভয় খণ্ডার অঙ্ক, নিম্ন-চক্র দৃষ্টে, গ্রহণ করিয়া যোগফল ২০ অয়ন ২১ অংশ বা ২০ দিন ২১ দণ্ড উত্তর স্থির হয়

অয়নাংশচক্র।

বৎসর	অংশ	কলা	বিকলা
১	০	০	৫৪
২	০	১	৪৮
৩	০	২	৪২
৪	০	৩	৩৬
৫	০	৪	৩০

বৎসর	অংশ	কলা	বিকলা
৬	০	৫	২৪
৭	০	৬	১৮
৮	০	৭	১২
৯	০	৮	৬
১০	০	৯	০
২০	০	১৮	০
৩০	০	২৭	০
৪০	০	৩৬	০
৫০	০	৪৫	০
৬০	০	৫৪	০
৭০	১	৩	০
৮০	১	১২	০
৯০	১	২১	০
১০০	১	৩০	০
২০০	৩	০	০
৩০০	৪	৩০	০
৪০০	৬	০	০
৫০০	৭	৩০	০
৬০০	৯	০	০
৭০০	১০	৩০	০
৮০০	১২	০	০
৯০০	১৩	৩০	০
১০০০	১৫	০	০

বৎসর	অংশ	কলা	বিকলা
১১০০	১৬	৩০	০
১২০০	১৮	০	০
১৩০০	১৯	৩০	০
১৪০০	২১	০	০

সন তারিখ গণনা।

—*—

বাঙ্গালা ১১৮০ সালের ১০ই চৈত্র ইংরেজি কোন্ সালের কোন্ তারিখ? ১৪০৭ শকে চৈতন্যদেব বাঙ্গালায় জন্ম গ্রহণ করেন, উহা বাঙ্গালা কোন সাল? ইং ১৭৫৮ সালের ২৩ জুন, বাঙ্গালা কোন্ সালের কোন্ মাসের কোন্ তারিখ ও কি বার?—ইত্যাদিরূপ প্রশ্নের বিষয় অনেক সময় আমাদের নিকট ঘটিয়া থাকে এবং অনেকেরই ইহার মীমাংসা করা কষ্টসাধ্য অথবা অসাধ্য হইতে দেখা যায়। নিম্নে, শকাব্দা বাঙ্গালা সন ও ইংরেজি সালের সামঞ্জস্য প্রণালী ও বার তারিখের সম্মিলন-সঙ্কেত অতি সহজ প্রক্রিয়ায় প্রদর্শিত হইল।

শকাব্দকে বাঙ্গালা সন করিতে হইলে, শকসংখ্যা হইতে ৫১৫ বিয়োগ কর, অবশিষ্ট যাহা থাকিবে তাহাই বাঙ্গলা সন হইবে। বাঙ্গালা সনকে শকাব্দ করিতে হইলে উহারি বিপরীত অর্থাৎ সন সংখ্যায় ৫১৫ যোগ করিলেই হইবে

শকাব্দকে ইংরেজি সাল করিতে হইলে, শক সংখ্যায় ৭৮ সংখ্যা যোগ কর, ও ইংরেজি সালকে শকাব্দা করিতে হইলে ইংরেজি সালের সংখ্যা হইতে ৭৮ বিয়োগ কর।

বাঙ্গালা সনকে ইংরেজি করিতে হইলে, বাঙ্গালা সালের সংখ্যায় ৫৯৩ যোগ কর; আর, ইংরেজি সালকে বাঙ্গালা করিতে ইংরেজি হইতে ৫৯৩ বিয়োগ কর।

১ম উদাহরণ ১৪০৭ শক বাঙ্গালা কত?

এখানে, শকাঙ্ক ১৪০৭ হইতে ৫১৫ বিয়োগ করিয়া বিয়োগ-ফল ৮৯২—বাঙ্গালা সন উত্তর হইল। ঐ রূপ বাঙ্গালাকে শক করিতে ৮৯২+৫১৫=১৪০৭ শক।

২য় উদাহরণ ঐ ১৪০৭ শক ইংরেজি কত সাল?

এখানে শকসংখ্যায় ৭৮ যোগ করিয়া ১৪৮৫ ইংরেজি সাল হইল ইংরেজিকে শক করিতে ১৪৮৫—৭৮=১৪০৭ শক।

৩য় উদাহরণ। বাঙ্গালা ১১০৫ সাল-ইংরেজি কত সাল?

এখানে, ১১০৫ সংখ্যায় ৫৯৩ যোগ করিয়া ১৬৯৮ ইংরেজি সাল উত্তর হইল। ইংরেজিকে বাঙ্গালা করিতে ১৬৯৮—৫৯৩ =১১০৫ বাঙ্গালা সন

তারিখ গণনা করিতে হইলে, অর্থাৎ সাল মাস তারিখ ও বার এই সকল গুলির মিলন গণনা করিতে হইলে নিম্নলিখিত মত প্রক্রিয়া অবলম্বন করিবে

ইংরেজি তারিখ জানিতে হইলে, বাঙ্গাল সনসংখ্যা, মাস-সংখ্যা, ও দিনসংখ্যার সহিত যথাক্রমে ৫৯৩ ৩। ১৩ এই তিন সংখ্যা যোগ কর; আর, বাঙ্গালা তারিখ জানিতে হইলে, ইংরেজি সনসংখ্যা, মাসসংখ্যা, ও দিনসংখ্যা হইতে উক্ত ৫৯৩

৩। ১৩ সংখ্যা বিয়োগ কর;—এই যোগ বা বিয়োগ ফলই প্রশ্নের নিশ্চয় উত্তর জানিবে

এ প্রকার গণনার পূর্ব্বে প্রথমে প্রশ্নের তারিখের বার গণনা করিয়া লইতে হয় আর গণনার শেষে উত্তরের তারিখের বার গণনা করিতে হয়, যদি উভয় বার এক হয়, তবেই উত্তর ঠিক হইয়াছে জানিবে যদি উভয় বার এক না হয়, তবে উত্তরের বারের সহিত ১।২।৩ এই তিন সংখ্যার যে কোনও সংখ্যা যোগ বা বিয়োগ করিলে প্রশ্নের বারের সঙ্গে এক হয়, তাহা করিবে, এবং ইহাই উত্তরের অভ্রান্ত তারিখ জানিও।

১ম উদাহরণ ১২৯৪ সালের ৫ই মাঘ ইংরেজি কোন্ তারিখ গিয়াছে?

তারিখ গণনা আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে, প্রশ্নের বার গণনা করিয়া দেখিলাম বুধবার হইল

পরে উপরের নিয়ম মতে ১২৯৪।১০।৫ সংখ্যার সহিত ধ্রুবাঙ্ক ৫৯৩।৩।১৩ যোগ করিলাম, যোগফল ১৮৮৮।১।১৮ হইল; তাহা হইলেই ইংরেজি ১৮৮৮ সালের ১৮ই জানুয়ারি তারিখ হইল তারিখটী মিলিয়াছে কি না জানিবার জন্য ইংরেজি মাসের বার গণনার নিয়মানুসারে ১৮ই জানুয়ারির বার গণিয়া দেখিলাম ঠিক বুধবার উঠিল; অতএব নিশ্চয় জানিলাম ১২৯৪ সালের ৫ই মাঘ ইংরেজি ১৮৮৮ সালের ১৮ই জানুয়ারি গিয়াছে।

পুনশ্চ, ঐ ১২৯৪ সালের ১৮ই কার্ত্তিক তারিখের ইংরেজি তারিখ গণনায়, প্রথমে, প্রশ্ন-তারিখের বার গণিয়া দেখিলাম বৃহস্পতি বার হইল উপরোক্ত নিয়মানুসারে তারিখ গণনা

করিয়া ১৮৮৭ ১০। ৩১ অর্থাৎ ইংরেজি ১৮৮৭ সালের ৩১এ অক্টোবর হইল। তারিখটি মিলাইবার জন্য ইংরেজি ঐ ১৮৮৭ সালের ৩১এ অক্টোবর তারিখের বার গণনা করিয়া দেখিলাম, ২ সংখ্যায় সোমবার উঠিল, প্রশ্নের বার বৃহস্পতি গণিয়াছি, উত্তরের বার সোম হওয়াতে জানিলাম উত্তরের তারিখ ঠিক হয় নাই, ১ ২। ৩ এই তিন সংখ্যার কত যোগ বা বিয়োগ করিলে প্রশ্নের বারের সহিত ঐক্য হয়, অল্প অনুধাবনেই বুঝিলাম, উত্তরের রাশিতে ৩ যোগ করিলেই বার মিলিয়া যাইবে; সুতরাং, তাহাই করিয়া অর্থাৎ উত্তরের রাশি ১৮৮৭। ১০ ৩১ এর ৩১ দিনসংখ্যাতে ৩ যোগ করিয়া ১৮৮৭ সালের ৩ রা নবেম্বর অভ্রান্ত উত্তর নির্ণয় করিলাম

২য় উদাহরণ। ইং ১৮৮৭ সালের ৭ই মে তারিখে বাঙ্গালা কোন্ তারিখ গিয়াছে?

সঙ্কেতমতে ১৮৮৭। ৫। ৭ সংখ্যা হইতে ৫৯৩। ৩। ১৩ সংখ্যা অন্তর করিলে ১২৯৪। ১ ২৪ সংখ্যা হয়, সুতরাং ইহাই অর্থাৎ বাঙ্গালা ১২৯৪ সাল ২৪এ বৈশাখ উত্তর স্থির হইল। উত্তরাঙ্ক মিলাইবার জন্য, প্রশ্নের তারিখের অর্থাৎ ১৮৮৭ সালের ৭ই মের বার গণনা করিয়া দেখিলাম শনিবার উঠিল, আর উত্তরের তারিখের অর্থাৎ ১২৯৪ সালের ২৪ বৈশাখের বার গণনা করিয়া দেখি, শুক্রবার উঠিতেছে, সুতরাং উত্তরটি ঠিক্ হয় নাই, কিন্তু ১ যোগ করিলে শনিবার হইয়া মিলিয়া যায়,—তাহা হইলেই ২৪এর সহিত ১ যোগ করিয়া ২৫এ তারিখ করিলাম, অতএব ইংরেজি ১৮৮৭ সালের ৭ই মে তারিখে বাঙ্গালা ১২৯৪ সাল ২৫এ বৈশাখ তারিখ অভ্রান্ত উত্তর স্থির হইল

৫

সূক্ষ্ম পঞ্চাঙ্গ গণনা

অর্থাৎ

সঞ্চার ও স্থিতি পলাদির সহিত, সংক্রান্তি, বার, তিথি, নক্ষত্র, যোগ ও করণ নিরূপণ।

—*—

সংক্রান্তি নিরূপণ।

যে শকের যে মাসের সংক্রান্তি গণনা করিবার প্রয়োজন হইবে, পশ্চাৎ প্রদর্শিত সংক্রান্তিচক্র হইতে সেই শকের বার্ষিকাঙ্ক এবং মাসিকাঙ্ক গ্রহণ করিয়া একত্র যোগ কর ;—যোগফলের প্রথমাঙ্ক ৭ এর অধিক হইলে তাহাকে ৭ দিয়া হরণ করিয়া লও, এই প্রথমাঙ্ক সংক্রান্তির বার এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় অঙ্কে সংক্রান্তি-সঞ্চারের দণ্ড পলাদি হইবে।

কূট সংক্রান্তি। দ্বিতীয় অঙ্কের দণ্ডের মান যদি ৪৭ এর অধিক হয়, তবে প্রথমাঙ্কে অর্থাৎ বারাঙ্কে অতিরিক্ত ১ যোগ করিবে;—যদি ৪২ এর অধিক এবং ৪৭ এর অনধিক হয় অর্থাৎ ৪৩, ৪৪, ৪৫, ৪৬ বা ৪৭ হয়, তাহা হইলে ঐ দিনের দিনমান নিরূপণ করিয়া তাহার অর্দ্ধেকের সহিত ৩০ দণ্ড যোগ করিয়া দেখিবে, এই যোগফল হইতে পূর্ব্বোক্ত দ্বিতীয়াঙ্কের দণ্ডপল অধিক হয় কি না, যদি অধিক হয়, তবে পূর্ব্ববৎ প্রথমাঙ্কে এক যোগ করিবে। এরূপে নির্ণীত সংক্রান্তিকেই কূট সংক্রান্তি বলে। কূট-সংক্রান্তি বাস্তবিক পর ... প্রথম দিন।

সংক্রান্তিচক্র।

মাসিকাঙ্ক		বার্ষিকাঙ্ক			
মাস	মাসাঙ্ক	শক	শকাঙ্ক	শক	শকাঙ্ক
বৈশাখ	১ ১২ ৫৫	১	১।১৫ ৩২	২০০	৬ ৪৫।৩
		২	২।৩১ ৫	৩০০	৬ ৩৭ ৩৫
জ্যৈষ্ঠ	৪ [illegible]	৩	৩ ৪৬।৩৭	৪০০	৬ ৩০।৭
		৪	৫ ২ ৬	[illegible]	৬।২২ ৩৮
আষাঢ়	০।৩৫ ৪২	৫	৬ ১৭ ৩৮	৬০০	৬।১৫ ১৪
		৬	০ ৩৩ ৯	৭০০	৬ ৭।৪২
শ্রাবণ	৪ ১৪ ২৮	৭	১।৪৮ ৪১	৮০০	৬।০ ১৪
		৮	৩ ৪ ১২	৯০০	৫।৫২।৪৫
ভাদ্র	০।৪২ ২৭	৯	৪ ১৯ ৪৪	১০০০	৫।৪৫।১৭
আশ্বিন	৩ ৪ ১ ৪	১০	৫।৩৫ ১৫	১৭০০	৫।৫২।৫৯
		২০	৪ ১০ ৩০	১৮০০	৪ ৪৫ ৩০
কার্ত্তিক	৬ ৮।৪৪	৩০	২ ৪০ ৪৬	২০০০	৪।৩৫।৩৩
অগ্রহায়ণ	১ ১ ২৮	৪০	১ ২১।১	৩০০০	৩ ১৫ ৫০
পৌষ	২ ৩০ ১৯	৫০	৬ ৫৬ ১৬	৪০০০	২।১ ৬
		৬০	৫ ৩১ ৩১	৫০০০	০ ৪৬ ২৩
মাঘ	৩ ৪৯ ১৪	৭০	৪ ৬ ৪৬	৬০০০	৬ ৩১ ৪০
ফাল্গু°	৫ ১৬ ২৫	৮০	২ ৪২ ২১	৭০০০	৫ ১৬ ৫৬
		৯০	১ ১৭ ১৬	৮০০০	৪।২।১৩
চৈত্র	০ ৬ ২২	১০০	৬।৫২ ৩২	৯০০০	২ ৪৭।৩০

উদাহরণ ১২৯৬ সালের আষাঢ় সংক্রান্তি কি বার গিয়াছে?

এখানে, সন-তারিখ গণন মতে ১২৯৬ সালে ১৮১১ শকাব্দ জানিলাম, পরে সংক্রান্তিচক্রে ১৮১১ শকের বার্ষিকাঙ্ক এক-বারে না পাওয়ায় ১৮০০ + ১০ + ১ যথাক্রমে তিন শকের তিন রাশি লইয়া একত্র যোগ করিলাম, সমষ্টি হইল ১১ ৩৬ ১৭ তাহার পর ঐ চক্র হইতে আষাঢ়ের মাসিকাঙ্ক ০ ৩৫ ৪২ লইয়া উহাতে যোগ করিলাম,—যোগফল হইল ১২ ১১ ৫৯;—প্রথমাঙ্ক (১২) ৭ এর অধিক বলিয়া ৭ উহা হইতে বাদ দিয়া ৫ লইলাম, ৫ সংখ্যায় বৃহস্পতিবার হয়। অতএব বৃহস্পতিবার ১১ দণ্ড ৫৯ পলের সময় আষাঢ় সংক্রান্তির সঞ্চার হইয়াছিল, ইহা গণনায় নিশ্চিৎ অবগত হইলাম।

২য় উদাহরণ ১২৯৬ সালের বৈশাখী সংক্রান্তি কি বারে কোন্ সময়ে সঞ্চার হইয়াছিল?

পূর্ব্ববৎ শকাঙ্ক ১১ ৩৬।১৭ ও বৈশাখের মাসাঙ্ক ১ ১২ ৫৫ যোগ করিয়া ১২ ৪৯ ১২ পাইলাম, প্রথমাঙ্ক (১২) হইতে ৭ পরিত্যাগ করিয়া ৫ হইল, সুতরাং বৃহস্পতিবার ৪৯।১২ পলের সময়ে বৈশাখী সংক্রান্তির সঞ্চার হইয়াছে নিশ্চয় জানিলাম,—কিন্তু, দ্বিতীয়াঙ্ক (৪৯) ৪৭ এর অধিক হওয়াতে, প্রথমাঙ্কে ১ যোগ করিয়া তৎপর দিবস শুক্রবার কূট সংক্রান্তি হইতেছে, গণনা দ্বারা ইহাও অবধাবিত হইল

৩য় উদাহরণ ১২৯৬ সালের কার্ত্তিকী সংক্রান্তি কি বারে কত ক্ষণের সময় সঞ্চার হইয়াছিল?

এখানেও পূর্ব্বমত গণনায় কার্ত্তিক মাসের মাসাঙ্ক ৬ ৮ ৪৪ এবং ঐ শকাঙ্ক (১৮০০) শকের ৪ ৪৪ ৩০,১০ শকের ৫।৩৫।১

৩ ১ শকের ১ ১৫।৩২ একত্র যোগে) ১১।৩৬।১৭ যোগ করিয়া ১৭।৪৫ ১ পাইলাম, ১৭ হইতে ৭ ত্যাগ করিয়া ৩ অঙ্ক অবশিষ্ট থাকায় মঙ্গলবার হইতেছে ; কিন্তু, দ্বিতীয়াঙ্কে ৪২ এর অধিক ৪৭ এর অনধিক এরূপ সংখ্যা (৪৫) থাকায়, সুতরাং, বিবেচনা করিতে হইবে, প্রথমাঙ্কে ১ যোগ হইবে কি না, জানিবার জন্য প্রশ্নের তারিখ কার্ত্তিকী সংক্রান্তি অর্থাৎ ৩১এ আশ্বিনের দিনমান নিরূপণ করিলাম,—২৮ দণ্ড ৪৪ পল, নিয়মানুসারে এই দিনমানের অর্দ্ধেকের (১৪ ২২) সহিত ৩০ দণ্ড যোগ করিয়া যোগফল পাইলাম ৪৪ ২২ চুয়াল্লিস দণ্ড বাইশ পল ; পূর্ব্বে, বারের দণ্ড পল পাইয়াছি ৪৫ ১ পঁয়তাল্লিস দণ্ড এক পল, সুতরাং বারের দণ্ডপল অধিক হইতেছে, অতএব দ্বিতীয়াঙ্ক ৪৫ এর জন্য প্রথমাঙ্কে ১ যোগ করিতে হইল ; তাহা হইলেই পর দিন বুধবার কুট সংক্রান্তি হইতেছে স্থিরীকৃত হইল।

বার গণনা।

সূক্ষ্মমতে বার গণনা করিতে হইলে, সংক্রান্তি গণনার মত সমস্তই করিতে হইবে, কেবল তারিখের সংখ্যা ধরিয়া শকাঙ্ক ও মাসাঙ্কের সহিত প্রথমে যোগ করিয়া লইতে হইবে এইমাত্র প্রভেদ

উদাহরণ। ১২৯৪ সালের ৫ই চৈত্র কি বার গিয়াছে ?

পূর্ব্বমত ১২৯৪ সনে ১৮০৯ শক ধরিয়া, তাহার শকাঙ্ক (১৮০০ + ০৯) ৯ ৫ ১৪ ও চৈত্রের মাসাঙ্ক ০।৬।২২ ও তারিখের অঙ্ক ৫, একত্রযোগে সমষ্টি করিলাম, ১৪ ১১ ৩৬ প্রথমাঙ্ক ১৪ হইতে ৭ পরিত্যাগ করিলে ০ শূন্য মাত্র অবশেষ রহিল, সুতরাং শূন্য সংখ্যায় শনিবার উত্তর স্থির হইল।

বিশেষ সতর্কতার সহিত ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, দ্বিতীয়াঙ্ক ৪৭ হইতে অধিক হইলে প্রথমাঙ্কে ১ যোগ করিতেই হইবে, এবং আরও অধিক স্মরণ রাখিবার বিষয় এই যে, ৪২ ৪৩।৪৪ ৪৫ ৪৬।৪৭ ইহার কোনও সংখ্যা দ্বিতীয়াঙ্কে থাকিলে প্রশ্ন-তারিখের দিবামান গণিয়া লইয়া সংক্রান্তি গণনার ন্যায় পরীক্ষা পূর্ব্বক ১ যোগ করিতে হইবে কি না নিশ্চিত বুঝিয়া প্রশ্নের উত্তর করিবে

তিথি নক্ষত্র ও যোগ গণনা।

তিথি ও নক্ষত্রের পরিচয়, ইতিপূর্ব্বেই একরূপপ্রদত্ত হইয়াছে এক্ষণে যোগের বিষয় উল্লেখ করা যাইতেছে, যে সংখ্যায় যে যোগের প্রকাশ করিয়া থাকে, নিম্নে তাহা প্রদর্শিত হইল ;—

(১) বিষ্কুম্ভ, (২) প্রীতি, (৩) আয়ুষ্মান; (৪) সৌভাগ্য, (৫) শোভন, (৬) অতিগণ্ড, (৭) সুকর্ম্মা (৮) ধৃতি, (৯) শূল, (১০) গণ্ড, (১১) বৃদ্ধি, (১২) ধ্রুব, (১৩) ব্যাঘাত, (১৪) হর্ষণ, (১৫) বজ্র, (১৬) অসৃক, (১৭) ব্যতিপাত, (১৮) বরীয়ান্, (১৯) পরীঘ, (২০) শিব, (২১) সিদ্ধ, (২২) সাধ্য, (২৩) শুভ, (২৪) শুক্র, (২৫) ব্রহ্ম, (২৬) ইন্দ্র, ও (২৭) বৈধৃতি।

সূক্ষ্মরূপে, যে কোন দিনের তিথি নক্ষত্র ও যোগ নিরূপণ করিতে হইলে, নিম্নমত প্রক্রিয়ার সাধন করিবে।

যে বৎসর যে মাস যে দিন প্রশ্নের তারিখ হইবে, তাহার বৎসরকে ইষ্টাব্দ, মাসকে ইষ্টমাস ও দিনকে ইষ্টদিন কহে ।

সূক্ষ্মতিথি বলিলে তিথি নক্ষত্র ও যোগ এই তিনেরই প্রকাশ করিবে

সূক্ষ্মতিথি গণনায় যে কোনও অব্দের একখানি পঞ্জিকা অবলম্বন করিতে হয়,—এই অব্দকে আশ্রিতাব্দ কহে

ইষ্টাব্দ ও আশ্রিতাব্দ এই উভয়ের অন্তরকে অব্দান্তর কহে; এবং ইষ্টাব্দ হইতে আশ্রিতাব্দ পূর্ব্বের হইলে এই অব্দান্তরকে ধনাব্দান্তর ও পশ্চাতের হইলে এই অব্দান্তরকে ঋণাব্দান্তর কহা যায়।

১২৯২ সালের ৭ই আশ্বিনের সূক্ষ্মতিথির প্রয়োজন হইলে, যদি ১২৮৫ সালের পঞ্জিকা অবলম্বনে গণনায় প্রবৃত্ত হওয়া যায়, তাহা হইলে, ১২৯২ ইষ্টাব্দ, আশ্বিন ইষ্টমাস, ৭ই তারিখ ইষ্টদিন, উভয় সনের অন্তর সাত (৭ সংখ্যা ধনাব্দান্তর এবং ১২৮৫ সন আশ্রিতাব্দ হইবে

সর্ব্বাগ্রে ইষ্ট দিবসের বার নিরূপণ কর যে কোনও অব্দের পঞ্জিকা একখানি অবলম্বন কর উভয় অব্দ হইতে ধনাব্দান্তর কি ঋণাব্দান্তর হইল তাহা দেখ তিথিচক্রের মধ্যে এই অব্দান্তরের খণ্ডায় যে সংখ্যা আছে, তাহা ইষ্টদিনের সংখ্যাতে যোগ অথবা ইষ্টদিনের সংখ্যা হইতে উহা বিয়োগ নিয়মমতে বিবেচনা পূর্ব্বক কর;—যদি ধনাব্দান্তর হয়, ও তিথিচক্রে তাহার খণ্ডায় 'ধ' চিহ্নিত অঙ্ক থাকে, তবে, এই 'ধ' চিহ্নিত অঙ্ক ইষ্টদিনের অঙ্কে যোগ কর, আর যদি খণ্ডায় 'ঋ' চিহ্নিত অঙ্ক থাকে, তাহা হইলে এই 'ঋ' চিহ্নিত অঙ্ক ইষ্টদিনের অঙ্ক হইতে বিয়োগ কর; আর—যদি ঋণাব্দান্তর হয়, ও তিথিচক্রে তাহার খণ্ডায় 'ধ' চিহ্নিত অঙ্ক থাকে, তবে, এই 'ধ' চিহ্নিত অঙ্ক ইষ্টদিনের অঙ্ক হইতে

বিয়োগ আর ঋ' চিহ্নিত অঙ্ক উহাতে যোগ কর এই যোগ বা বিয়োগ ফলের যে সংখ্যা হইবে ইষ্ট মাসের সেই সংখ্যা-নির্দ্দিষ্ট তারিখ আশ্রিত পঞ্জিকায় দেখ, যদি সেই মাসের দিন-সংখ্যা হইতে যোগফলের সংখ্যা অধিক হয়, তবে, পরবর্ত্তী মাসের যে তারিখে গিয়া পড়িল সেই তারিখ দেখ, আর যদি 'ধ' বা 'ঋ' চিহ্নিত অঙ্ক অপেক্ষা তারিখের সংখ্যা অল্প হয়, তবে বিয়োগ করিবার সময়, ঐ তারিখের সহিত পূর্ব্ব মাসের দিন-সংখ্যা যোগ করিয়া দিনান্তর অঙ্ক অন্তর কর, অন্তরফলে পূর্ব্ব-মাসের যে তারিখ হয় তাহাই দেখ। আশ্রিত পঞ্জিকার এই নির্দ্দিষ্ট তারিখে যে তিথিবারাঙ্ক আছে, অর্থাৎ, যে বার, ও তিথির পরিমাণ যত দণ্ড যত পল তাহা গ্রহণ কর, পরে, পশ্চাৎ প্রদর্শিত তিথিচক্রের মধ্যে ঐ অব্দান্তরের খণ্ডায় যে তিথিবারাঙ্ক (প্রথমাঙ্ক তিথি, দ্বিতীয়াঙ্ক বার, তৃতীয়াঙ্ক ও চতুর্থাঙ্ক তিথির দণ্ডপল) আছে তাহা গ্রহণ কর, ধনাব্দান্তর স্থলে এই উভয় তিথি বারাঙ্কের যোগফল ও ঋণাব্দান্তর স্থলে ইহাদের বিয়োগফল গ্রহণ কর *। এই যোগ বা বিয়োগ ফল যাহা হইল, তাহার প্রথমাঙ্ক তিথি, দ্বিতীয়াঙ্ক বার ও তৃতীয় ও চতুর্থাঙ্ক তিথির দণ্ড ও পল হইবে

---

* যোগফলের প্রথমাঙ্ক, তিথি গণনার সময় ৩০এর অধিক হইলে ৩০, আর নক্ষত্র বা যোগ গণনার সময় ২৭এর অধিক হইলে ২৭ বাদ দিবে বিয়োগ করিবার সময় উর্দ্ধের রাশির প্রথমাঙ্ক নীচের রাশির প্রথমাঙ্ক অপেক্ষা লঘু হইলে, তিথি গণনার সময় ৩০ ও নক্ষত্রযোগ গণনার সময় ২৭ যোগ করিয়া পরে অন্তর করিবে।

নক্ষত্র গণনার সময়, আশ্রিত পঞ্জিকা হইতে তিথিবারাঙ্ক না লইয়া নক্ষত্রবারাঙ্ক (প্রথমে নক্ষত্র দ্বিতীয়ে বার তৃতীয়ে ও চতুর্থে নক্ষত্রের দণ্ডপল) লইবে তিথিচক্রের খণ্ডা হইতেও তিথিবারাঙ্কের পরিবর্ত্তে নক্ষত্র বারাঙ্ক গ্রহণ করিবে

যোগ গণনার সময়ে, ঐরূপ আশ্রিত পঞ্জিকা ও তিথিচক্র এই উভয় হইতে তিথিবারাঙ্ক ও নক্ষত্রবারাঙ্কের পরিবর্ত্তে যোগ-বারাঙ্ক লইতে হইবে

সূক্ষ্মতিথি গণনার তিন স্থানে এই তিন বারাঙ্ক রাখিয়া একবারে তিথিনক্ষত্র ও যোগের গণনা করা গিয়া থাকে

সূক্ষ্মতিথি গণনায় প্রথমে যে ইষ্টদিনের বার গণনা করা হইয়াছিল, সেই বারের সহিত উত্তরের বারের যদি ঐক্য হয়, তবেই জানিবে গণনা নির্ভুল হইয়াছে, নতুবা, উত্তরের বারে যত সংখ্যা যোগ বা বিয়োগ করিলে প্রথমকার বারের সহিত মিলে, আশ্রিত পঞ্জিকার গৃহীত তারিখের তত সংখ্যক পূর্ব্বের বা পশ্চাতের তারিখ লইয়া পুনরায় গণনা কর, অভ্রান্ত উত্তর পাইবে।

তিথি নক্ষত্র বা যোগ এই তিনের যেটিতে ভুল হইবে, সেই-টির মাত্র পুনর্গণনা করিবে

তিথিচক্র।

অব্দাঙ্ক	দিনধ্রুবাঙ্ক	তিথিধ্রুবাঙ্ক	নক্ষত্রধ্রুবাঙ্ক	যোগধ্রুবাঙ্ক
১	ধ ৭	৪ ১ [illegible] ১৬	৩ ১ ১৩ ৩	৩ ১ ৪২ ২৭
২	ধ ১৪	৮ ২ ৩৬ ৩২	৬ ২ ২৬ ৬	[illegible] ২ ২৮ ৩৩
৩	ধ ৭	১০ ৩ ২৮ ৩১	৯ ২ ৫৮ ২৮	৯ ৩ ২৯ ৪০
৪	ধ ৫	১৪ ৪ ৩৬ ৪৭	১২ ৪ ১১ ৩০	১২ ৪ ৯ ৫২
৫	ধ ৮	১৮ ৬ ৫ ৩	১৫ ৫ ২৪ ৩৩	১৫ ৫ ৫৭ ২০
৬	ধ ১২	১৯ ৫ ৫৭ ১৮	১৮ ৫ ৫৬ ৫৪	১৯ ৬ ১ ১৮
৭	ধ ৬	২৩ ০ ১৬ ১৪	২১ ০ ৯ ৫৭	২২ ০ ৪৪ ৫
৮	ধ ২	২৭ ১ ৩৪ ৩০	২৪ ১ ২৩ ০	২৪ ১ ৩০ ৩
৯	ধ ৯	১ ২ ৫২ ৪৬	০ ২ ৩৬ ৩	০ ৩ ১২ ৩০
১০	ধ ১২	৩ ৩ ৪৪ ৪৫	৪ ৪ ৯ ২৭	৪ ৩ ১৬ ৩৯
১১	ধ ৫	৭ ৫ ৩ ১	৭ ৫ ২২ ১০	৭ ৪ ৫৯ ৬
১২	ধ ২	১১ ৬ ২১ ১৭	১০ ৬ ৩৫ ১৩	১০ ৬ ৪১ ৩৩
১৩	ধ ৯	১৫ ০ ৩৯ ৩৩	১৩ ০ ৪৮ ১৬	১২ ০ ২৭ ২২
১৪	ধ ১২	১৭ ১ ৩৬ ৩২	১৬ ১ ২০ ৩৭	১৭ ১ ২৮ ১০
১৫	ধ ৫	২১ ২ ৪৯ ৪৮	১৯ ২ ৩৩ ৪০	১৯ ২ ১৪ ৮
১৬	ধ ৩	২৪ ৩ ৯ ১	২২ ৩ ৪৬ ৪৩	২২ ৩ ৫৬ ৩৫
১৭	ধ ১০	২৮ ৪ ২৭ ১৭	২৫ ৪ ৫৯ ৪৬	২৪ ৪ ৪২ ৩৬
১৮	ধ ১১	০ ৫ ১৯ ১৬	১ ৫ ৩২ ৮	২ ৫ ৪৩ ৪২

চিরপঞ্জিকা।

তিথিচক্র।

অব্দান্তরাঙ্ক	দিনান্তরাঙ্ক	তিথিবারাঙ্ক	নক্ষত্রবারাঙ্ক	যোগবারাঙ্ক
১৯	ধ ৪	৪ ৬ ৩৭ ৩২	৪।৬ ৪৫ ১১	৪।৬।২৯।৯
[illegible]	ধ ৫	৮ ০ ৫৫ ৪৮	৭।০ ৫৮ ৪	৭ ১ ১১ ৩৬
২১	ধ ১৩	১২ ২ ১৪ ১৪	১০।২।১১ ১৭	৯।১১ ৫৭ ৩৪
২২	ধ ১০	১৪।৩ ৬।২	১৩ ২ ৪৩।৩৮	১৪।২।৫৮।১৩
২৩	ধ ৪	১৮ ৪ ২৪ ১৮	১৬ ৩ ৫৬ ৪১	১৬ ৩ ৪৪ ১১
২৪	ধ ৪	২২ ৫ ৪২ ৩৪	১৯ ৫ ৯ ৪৪	১৯।৫ ২৬ ২৭
২৫	ধ ১১	২৬ ০।০ ৫০	২২।৬ ২২ ৪৭	২১।৬।১২ ৩৬
২৬	ধ ১০	২৭ ৬।৫৩ ৫৬	২৫ ৬ ৫৫ ৯	২৬।০।১৩।১৪
২৭	ধ ৩	১ ১ ১২ ২	১ ১ ২৮ ১২	২ ১।৫৫ ৪২
২৮	ধ ৫	৫ ২ ৩০ ১৮	৪ ২ ২১ ১৫	৪ ২।৪১।৪০
২৯	ধ ১২	৫।৩ ৫৮।৩৪	৭ ৩ ৩৪ ১৮	৭।৪।২৪ ৭
৩০	ধ ৯	১১ ৪ ৪০ ৩৬	১১ ৫।৭ ২০	১১।৪।২৮।১৬
৩১	ধ ২	১৫ ৫ ৫৫ ৪৯	১৪।৬ ২০ ২৩	১৩।৫।১ ৪ ১৪
৩২	ধ ৫	১৯।৫ ১৭।৫	১৭ ০।৩৩।২৬	১৬।৬।৫৬।৫১
৩৩	ধ ১২	২৩ ১ ৩৫।২১	২০।১।৪৬।২৯	১৯।১।৩৯।৮
৩৪	ধ ৮	২৫ ২।২৭।১৯	২৩ ২ ২৮।৫০	২৩ ১ ৪৩।১৭
৩৫	ধ ১০	২৯।৩ ৪৫ ৩৫	২৬।৩।৩১ ১৩	২৬ ৩ ২৫।৪৪
৩৬	ধ ৬	২ ৪।৪ ৪৮	২।৪ ৪৪ ৫৬	১ ৪।১২ ৪২
৩৭	ধ ১৩	৬ ৫ ২৩ ৪	১০।৫।৫।৮ ০	৪।৫।৫৪

তিথিচক্র।

অব্দাঙ্করাঙ্ক	দিনাঙ্করাঙ্ক	তিথিবারাঙ্ক	নক্ষত্রবারাঙ্ক	যোগবারাঙ্ক
৩৮	শু ৮	৮ ৬ ১৫ ৩	৮ ৬ ৩০ ২২	৯ ৬ ৬৪ ৪৮
৩৯	শু ১	১২ ০ ৩৩ ১৯	১১ ০ ৪৩ ২৫	১১ ০ ৪০ ৪৬
৪০	শু ৭	১৬ ১ ৫১ ৩৫	১৪ ১ ৫৬ ২৮	১৪ ২ ২৩ ১২
৪১	শু ১৪	২০ ৩ ৯ ৫১	১৭ ৩ ৯ ৩১	১৭ ৪ ৫ ৪০
৪২	শু ৭	২২ ৪ ১ ৫০	২০ ৩ ৪১ ৫৩	২১ ৪ ৯ ৪৯
৪৩	শু ০	২৬ ৫ ২০ ৬	২৩ ৪ ৫৪ ৫৬	১৩ ৪ ৫৫ ৪৭
৪৪	শু ৭	০ ৬ ৩৮ ২২	২৬ ৬ ৮ ০	২৬ ৬ ৩৮ ১৪
৪৫	শু ১৪	৪ ০ ৫৬ ৩৮	২ ০ ২১ ০	১ ০ ২৪ ১২
৪৬	শু ৭	৫ ০ ৫৩ ২২	৫ ০ ৫৩ ২২	৬ ১ ২৪ ৫১
৪৭	শু ১	৯ ২ ৭ ৪০	৮ ২ ১০ ২৪	৮ ২ ১০ ৪১
৪৮	শু ৮	১৩ ৩ ২৬ ৫	১১ ৩ ১৯ ২৮	১১ ৩ ৫৩ ১৫
৪৯	শু ১৩	১৫ ৪ ১৮ ৪	১৫ ৪ ৫২ ৩০	১৫ ৩ ৫৭ ২৪
৫০	শু ৬	১৯ ৫ ৩৬ ২০	১৮ ৬ ৫ ৩৪	১৮ ৫ ৩৯ ৫১
৫১	শু ১৩	২৩ ৬ ৫৪ ৩৬	২১ ০ ১৮ ৩৭	২০ ৬ ২৫ ৫০
৫২	শু ৮	২৭ ১ ১২ ৫২	২৪ ১ ৩১ ৪০	২৩ ১৮ ১৬
৫৩	শু ১২	২৯ ২ ৪ ৫১	০ ২ ৪ ১	০ ১ ১২ ২৫
৫৪	শু ৬	৩ ৩ ২৩ ৭	৩ ৩ ১৭ ৪	৩ ২ ৬৪ ৫২
৫৫	শু ২	৭ ৪ ৪১ ২৩	৬ ৪ ৩০ ৭	৬ ৪ ৩৭ ১৯
৫৬	শু ৯	১১ ৫ ৫৯ ৩৯	৯ ৫ ৪৩ ১০	৮ ৬ ১৩ ১৭

তিথিচক্র।

অব্দাঙ্করাঙ্ক	দিনাঙ্করাঙ্ক	তিথিবারাঙ্ক	নক্ষত্রবারাঙ্ক	যোগবারাঙ্ক
৫৭	খ ১১	১২ ৫ ৫২ ৩৪	১২ ৬ ১৫ ৩:	১৩ ৬ ২৩।৫৬
৫৮	খ ৪	১৬ ০ ১০।৫০	১৫ ০ ২৮।৩৫	১৫ ০ ৯।৫৪
৫৯	খ ৩	২০ ১।২৯।৬	১৮ ১ ৪১ ৩৫	১৮ ১ ৫৫ ২১
৬০	ধ ১০	২৪ ২ ৪৭ ২২	২১।২ ৫৪ ৪১	২০ ২ ৩ ১
৬১	খ ১১	২৬।৩ ৩৯ ২১	২৪ ৩ ২৭ ২	২৫ ৩ ৩৮ ৫৮
৬২	খ ৪	০ ৪ ৫৭।৩৭	০।৪।৪০।৫	০ ৪।২৪।৫৬
৬৩	ধ ৩	৪।৬ ১৫ ৫৩	৩ ৫।৫৩ ৮	৩ ৬ ৭ ২৩
৬৪	ধ ১০	৮।০ ৩৪ ৯	৬ ০ ৬ ১১	৫ ৬।৫৩ ২১
৬৫	খ ১১	১০।১ ২৬ ৮	৯ ০ ৩৮ ৩৩	১ ০।১।৫৪ ০
৬৬	খ ৪	১৪।২।৪৪ ২৪	১২।১।৫১।৩৪	১২।১।৪।০
৬৭	ধ ৪	১৭ ৩ ৩ ৩৭	১৫ ৩ ৪ ৩৭	১৫ ৩ ২২ ২৫
৬৮	ধ ১১	২১ ৪ ২১ ৫৩	১৮।৪ ১৭।৪০	১৭।৪।৮ ২৩
৬৯	খ ১০	২৩ ৫ ১৩ ৫২	২২ ৫ ৫০।৪৪	২২ ৫ ৯।২
৭০	খ ৩	২৭ ৬ ৩২ ৮	২৫।০ ৩ ৪৭	২ ৫ ৬ ৫১ ২৮
৭১	ধ ৪	১।০ ৫০ ২৪	২।২ ১৬ ৫০	৩।০।৩৭।২৭
৭২	ধ ১১	৫।২ ৮ ৪০	৪ ২ ২৯।৫৩	৩ ২ ১৯ ৫
৭৩	খ ১০০	৭।৩ ০ ৩৯	৭।৩।২ ১৫	৮ ৩ ২০।৩২
৭৪	খ ৩	১১ ৪ ১৮।৫৫	১০ ৪ ১৫ ১৮	১০।৪ ৬।৩১
৭৫	ধ ৫	১৫।৫ ৩৭ ১১	১৩ ৫।২৮ ২১	১৩।৫।৪৮ ৫৮
৭৬	খ ১২	১৯ ৬।৫৫।২৭	১৬ ৬।৪১।২৪	১৬।০ ৩১।২৫

তিথিচক্র।

অব্দাক্ষরাঙ্ক	দিনাক্ষরাঙ্ক	তিথিবারাঙ্ক	নক্ষত্রবারাঙ্ক	যোগবারাঙ্ক
৭৭	ঋ ৮	২০ ৬ ৪৮ ২২	১৯ ০ ১৩।৪৫	২০।০ ৩৫ ৩৪
৭৮	ঋ ২	২৪।১।৬ ৩৮	২২ ১ ২৬ ৪৮	২২।১।১৮।৩২
৭৯	ধ ৬	২৮।২।২৪ ৫৪	২৫।২ ৩৯ ৫১	২৫।৩।১।০
৮০	ধ ১৩	২ ৩।৪৩ ১০	১ ৩ ৫২ ৫৪	১।৪ ৪৯ ২৭
৮১	ধ ৮	৪।৪ ৩৫ ১০	৪।৫ ২৫ ১৬	৫।৪ ৫৪।৫
৮২	ঋ ১	৮ ৫।৫৩ ২৬	৭ ৫।৩৮ ১৯	৮।৬ ৩৬।৩২
৮৩	ধ ৬	১২ ০ ১১।৪২	১০।৬ ৫১।২২	১০ ০ ২২ ৩০
৮৪	ধ ১৩	১৬ ১ ২৯।৫৮	১৩।১।৪।২৫	১৩ ২ ৪।৫৭
৮৫	ঋ ৮	১৮।২ ২১ ৫৭	১৬ ১ ৩৬ ৪৭	১৭ ২ ৯।৬
৮৬	ঋ ১	২২ ৩ ৪০ ১৩	১৯।২ ৪৯ ৫০	২০ ৩।৫১ ৩৩
৮৭	ধ ৭	২৫ ৩ ৫৯ ২৬	২২।৪ ২ ৫৩	২৩ ৪।৩৪।০
৮৮	ধ ১৪	২৯।৫।১৭ ৪২	২৫।৫ ১৫।৫৬	২৫ ৬ ১৯।৫৮
৮৯	ঋ ৭	১।৬।৯ ৪১	২ ৬।৪৯।০	৩।০ ৩০ ৩৭
৯০	ধ ০	৫।০ ২৭।৫৭	৫ ১ ২।৩	৫।১ ৬ ৩৪
৯১	ধ ৭	৯।১ ৪৬।১৩	৮ ২ ১৫ ৬	৮।২।৪৯।২
৯২	ঋ ১৪	১২।২।৩৮।১২	১১ ২।৪৭ ৪৮	১০।[illegible]।৩৫।০
৯৩	ঋ ৬	১৫।৩ ৫৬।২৮	১৪।৪ ০।৩১	১৫ ৪।৩২।৩৮
৯৪	ধ ১	১৯ ৪ ১৪ ৪৪	১৭।৫। ১৩ ৩৪	১৭ ৫।১৮ ১৬
৯৫	ধ ৮	২৩ ৬ ৩৩।০	২০।৬ ২৬ ৩৭	২০ ০ ১।৩
৯৬	ঋ ১৩	২৫ ০ ২৫।০	২৩।১।৫৯ ৫	২৪ ০ ৫ ১২
৯৭	ঋ ৬	২৯ ১।৪৩।১৬	২৬ ১ ১২।২	০ ১।৪৭ ৩৯
৯৮	ধ ১	২।২।২ ২৯	২ ২।২৫ ৫	৩ ৩।৩০ ৬
৯৯	ধ ৮	৬।৩।২০ ৪৫	৫ ৩ ৩৮।৮	৫ ৪ ১৬।৪
১০০	ঋ ১৩	৮।৪ ১২ ৪৪	৮।৪ ১০।৩০	১০।৫।১৬ ৪৩

উদাহরণ। ১২৯৬ সালের ২৫ যে আষাঢ় কি তিথি ?

এখানে ১২৯৬ ইষ্টাব্দ, আষাঢ় ইষ্টমাস ও ২৫ এ ইষ্টতারিখ; যে পঞ্জিকা অবলম্বন করিয়া গণনায় প্রবৃত্ত হইলাম তাহা ১২৯৪ সনের, সুতরাং ১২৯৪ আশ্রিতাব্দ আশ্রিতাব্দ ও ইষ্টাব্দের অন্তরফল অব্দান্তর ২; এবং ইষ্টাব্দ হইতে আশ্রিতাব্দ পূর্ব্ব-কালের হওয়ায় ইহা ধনাব্দান্তর হইল।

এক্ষণে, প্রথমে, প্রশ্নের তারিখের বার গণনা দ্বারা উহা সোমবার অবগত হইয়া পরে গণনা আরম্ভ করিলাম, তিথি-চক্রের মধ্যে অব্দান্তর ২ এর খণ্ডার দিনান্তর ১৪ সংখ্যা লইলাম এবং ইহা 'ধ' চিহ্নিত থাকাতে, ইষ্টতারিখ ২৫ এর সহিত ইহা যোগ করিলাম, যোগফল ৩৯ হইল; আশ্রিতাব্দের আষাঢ় মাসের দিনসংখ্যা ৩২, সুতরাং (৩৯—৩২=৭) আষাঢ়ের দিনসংখ্যা অতিক্রম করিয়া ৭ দিন অধিক হওয়াতে ৭ই শ্রাবণ তারিখ হইল; অতএব আশ্রিত-পঞ্জিকায় ৭ই শ্রাবণের তিথিবারাঙ্ক (প্রথমে তিথির অঙ্ক, তৎপরে বারের অঙ্ক, তৎপরে দণ্ড ও পলের অঙ্ক) ২ ৬। ৪৫। ৪৯ গ্রহণ করিয়া এক স্থানে রাখিলাম, পরে '২' এই অব্দান্তরের খণ্ডার তিথি বারাঙ্ক ৮ ২ ৩৬ ৩২ গ্রহণ করিলাম, অব্দান্তর ধনাব্দান্তর বলিয়া এই উভয় তিথিবারাঙ্ক একত্রে যোগ করিলাম, যোগফল হইল ১০। ৯ ২২। ২১; ইহার প্রথমাঙ্ক ১০ সংখ্যায় শুক্লাদশমী তিথি, দ্বিতীয়াঙ্ক হইতে ৭ বাদ দিয়া অবশিষ্ট '২' সংখ্যায় সোমবার, ও শেষের ২২ ও ২১ সংখ্যায় ঐ দশমী তিথির স্থিতি দণ্ডপল অবগত হইলাম, অর্থাৎ ১২৯৬ সালের ২৫ যে আষাঢ় সোমবার শুক্লদশমী তিথি ২২ দণ্ড ২১ পল পর্য্যন্ত ছিল, ইহা গণনা দ্বারা স্থিরীকৃত করিলাম।

পুনশ্চ, পূর্ব্বে গণনায় সোমবার পাইয়াছিলাম এক্ষণে '২' সংখ্যায়ও সোমবার হইল, সুতরাং উভয় বারের ঐক্য হওয়ায় গণনা যে অভ্রান্ত হইয়াছে তাহাও নিশ্চয় জানিলাম

২য় উদাহরণ। ১২৯৬ সালের ২৫শে আষাঢ় (উপরের তারিখ) কি নক্ষত্র কতক্ষণ ছিল?

এখানে, পূর্ব্বের উদাহরণে প্রদর্শিত তিথিগণনার সমস্ত প্রক্রিয়া করিয়া, কেবল, আশ্রিত পঞ্জিকা ও তিথিচক্রের খণ্ডা হইতে তিথিবারাঙ্কের পরিবর্ত্তে নক্ষত্রবারাঙ্ক গ্রহণ করিয়া যোগ করিলাম, সমষ্টি হইল ১৫ ৯ ৭ ৯; এক্ষণে ইহার মধ্যের বারাঙ্ক ৯ হইতে পূর্ব্ববৎ ৭ বাদ দিয়া সোমবার হইল, সুতরাং গণনা ঠিক হইয়াছে জানা গেল অতএব প্রশ্নের তারিখে অর্থাৎ ঐ ২৫এ আষাঢ় দিনে ১৫ সংখ্যায় স্বাতীনক্ষত্র ৭ দণ্ড ৯ পল পর্য্যন্ত ছিল, পরে পরবর্ত্তী বিশাখা নক্ষত্র পড়িয়াছে জানিলাম

৩য় উদাহরণ। ১২৯৬ সালের ২৫এ আষাঢ় (ঐ তারিখ) কি যোগ হইয়াছিল?

পূর্ব্ববৎ প্রক্রিয়ায় তিথি ও নক্ষত্র বারাঙ্কের পরিবর্ত্তে আশ্রিত-পঞ্জিকা ও তিথিচক্র হইতে যোগবারাঙ্ক গ্রহণ করিয়া একত্র করিলাম, যোগফল হইল ২১। ৮। ৫৪ ৩৯; ইহাই উত্তরের রাশি হইবে, কিন্তু ইহার দ্বিতীয়াঙ্ক বারের সংখ্যা ৮ হওয়াতে রবিবার হইতেছে জানিলাম, আর, পূর্ব্বের গণনায় ইষ্টতারিখের সোমবার জানিয়াছি, অতএব বারাঙ্কের অনৈক্য হওয়াতে উত্তরটী ঠিক হয় নাই। রবিবারে ১ যোগ করিলেই সোমবার মিলিয়া যায়, অতএব আশ্রিত-পঞ্জিকায় ৭ই শ্রাবণ তারিখে ১ যোগ করিয়া তাহার পরবর্ত্তী ৮ই শ্রাবণের যোগবারাঙ্ক লইয়া পুনরায়

গণনা করিলাম, এবার যোগফল হইল, ২২ ২ ৪৮ ৭ ; ২২ সংখ্যক যোগের নাম সাধ্য, অতএব, উক্ত তারিখে অর্থাৎ ১২৯৬ সালের ২৫এ আষাঢ় সোমবার সাধ্য যোগ ৪৮ দণ্ড ৭ পল পর্য্যন্ত ছিল, ইহা অবধারিত হইল

তিথি নক্ষত্র যোগ ও বার এই চারি বিষয়ের নিরূপণ প্রণালী বিবৃত হইল ; এক্ষণে করণ গণনার পরিচয় প্রদত্ত হইতেছে, করণ যথা ;—

(১) বব, (২) বালব, (৩) কৌলব, (৪) তৈতিল, (৫) গর, (৬) বণিজ, (৭) বিষ্টি, (৮) শকুনি, (৯) চতুষ্পাদ, (১০) নাগ, ও (১১) কিন্তুঘ্ন। যোগ ও করণ জনিত শুভাশুভ বিচার 'কোষ্ঠীপকরণ' ও 'শুভদিন' অধ্যায়ে বিবৃত হইবে

করণ গণনা করিতে নিম্ন-লিখিত প্রক্রিয়া অবলম্বন কর।

ইষ্টদিবস ও তৎপূর্ব্ব দিবসের তিথি নিরূপণ কর। '৬০' দণ্ডের সহিত ইষ্টদিনের তিথির দণ্ডপল যোগ করিয়া তৎপূর্ব্ব দিনের তিথির দণ্ডপল ঐ সমষ্টি হইতে বিয়োগ কর, ইহাই তিথির মান, এই তিথির মানকে ২ ভাগ করিলে পূর্ব্বার্দ্ধমান হইবে এক্ষণে বিবেচনা করিয়া দেখ, এই পূর্ব্বার্দ্ধমান অপেক্ষা ইষ্টদিবসের তিথির দণ্ডপল ন্যূন কি অধিক, যদি অধিক হয়, তবে, তিথির সংখ্যাকে দ্বিগুণ করিয়া তাহা হইতে '২' আর যদি ন্যূন হয় তবে '৯' বিয়োগ কর; এই যোগ বা বিয়োগ ফলকে ৭ দিয়া হরণ করিলেই করণ উৎপন্ন হইবে, অর্থাৎ, ভাগাবশেষ '১' থাকিলে বব, '২' থাকিলে বালব, '৩' থাকিলে কৌলব, '৪' থাকিলে তৈতিল, '৫' থাকিলে গর, '৬' থাকিলে বণিজ, ও '৭' বা '০' থাকিলে বিষ্টি করণ হয় ; কৃষ্ণচতুর্দ্দশী

তিথিতে '১' এ শকুনি, অমাবস্যা তিথিতে '২' এ চতুষ্পাদ ও '৩' এ নাগ, এবং শুক্ল প্রতিপদ তিথিতে '০' থাকিলে তাহা কিন্তুঘ্ন করণ বলিয়া অভিহিত হয়

দ্বিগুণিত তিথিসংখ্যা হইতে যদি '১' বিয়োগ করিয়া থাক, তাহা হইলে, করণের দণ্ডপল ঐ তিথির দণ্ডপলের সমান হইবে; আর যদি ২ বিয়োগ করিয়া থাক তবে, তিথির দণ্ডপল হইতে পূর্ব্বার্দ্ধমান বিয়োগ কর, অবশিষ্ট যাহা থাকে তাহাই করণের দণ্ডপল হইবে

শেষোক্ত স্থানে, অর্থাৎ, যথায় পূর্ব্বার্দ্ধমান বিযুক্ত করিয়া করণের দণ্ডপল নিরূপিত হয় তথায়, উক্ত করণের পরবর্ত্তী করণের পরিমাণ ঐ ইষ্ট দিবসের মধ্যেই হইবে, এবং তাহার পরিমাণ ঐ তিথির পরিমাণের সমান হইবে জানিবে।

উদাহরণ। ১২৯৬ সালের ২৫এ আষাঢ় তারিখে কোন করণ হইয়াছিল ও তাহার পরিমাণ কত ছিল?

এখানে সর্ব্বাগ্রে ইষ্টদিবসের ও তৎপূর্ব্ব দিবসের তিথি নিরূপণ করিয়া লইলাম, ইষ্টদিবসের তিথি শুক্ল দশমী ২৪ দণ্ড ১ পল, আর, তৎপূর্ব্ব দিবসের নবমী ২৮ দণ্ড ৪১ পল ইষ্ট-দিনের তিথির দণ্ডপল ২৪।১ এর সহিত '৬০' দণ্ড যোগ করিলাম, ৮৪।১ হইল, পূর্ব্বদিনের তিথির ২৮।৪১ উহা হইতে বিয়োগ করায়, বিয়োগফল ৫৫ ২০ হইল; ইহাই তিথির মান, ইহাকে '২' দিয়া ভাগ করিয়া ২৭।৪০ হইল; ইহা তিথির পূর্ব্বার্দ্ধমান। পরে এই পূর্ব্বার্দ্ধমান হইতে ইষ্টদিনের দণ্ডপল ন্যূন হওয়াতে তিথি সংখ্যা '১০' কে দ্বিগুণ করিয়া যে '২০' গুণফল হইল তাহা হইতে '১' বিয়োগ করিলাম '১৯' থাকিল;

ইহাকে ৭ দিয়া হরণ করিলাম, তাহাতে '৫' অবশিষ্ট থাকায় '৫' সংখ্যায় গরকরণ উত্তব হইল, আর ঐ গর করণের দণ্ডপল তিথির সমান ছিল ইহাও অবধারিত হইল।

২য় উদাহরণ ১২৯৬ সালের ৮ই কার্ত্তিক কোন্ করণ কতক্ষণ ছিল?

ইষ্টদিনের তিথি অমাবস্যা ৩৬ ৩০ এবং পূর্ব্বদিনের তিথি চতুর্দ্দশী ৩৮। ৫৫, ইহা পূর্ব্ববৎ প্রথমেই গণনা করিয়া লইলাম, ৬০ দণ্ডের সহিত ইষ্টদিনের তিথির দণ্ডপল ৩৮ ৫৫ যোগ করিলাম, ৯৬ ৩০ হইল; পূর্ব্বদিনের তিথির দণ্ডপল ৩৮। ৫৬ উহা হইতে বিয়োগ করিলাম, তিথির মান ৫৭।৩৫ হইল; ইহাকে ২ দিয়া ভাগ করিলাম ২৮ ৩৩ পূর্ব্বার্দ্ধমান হইল। ইষ্ট দিনের তিথির দণ্ডপল ৩৬।৩০ এই পূর্ব্বার্দ্ধমান ২৮ ৩৩ হইতে অধিক হইতেছে, অতএব ইষ্টদিনের তিথির সংখ্যা (অমাবস্যার সংখ্যা '০ ও '৩০' কে দ্বিগুণ করিয়া যে ৬০ হইল, তাহা হইতে ২ বিয়োগ করিলাম ৫৮ অবশেষ থাকে, ইহাকে ৭ দ্বারা হরণ করিয়া ভাগাবশের ২ সংখ্যায় বালব করণ উত্তব হয়, কিন্তু অমাবস্যা তিথিতে এই '২' থাকিতেছে বলিয়া উহা প্রক্রিয়ার সূত্রানুসারে চতুষ্পাদ করণ বলিয়া পরিগণিত করিলাম, সুতরাং ইষ্ট তারিখের চতুষ্পাদ করণ স্থিরীকৃত হইল; আর এই করণের দণ্ডপল জানিবার জন্য তিথির দণ্ডপল ৩৬।৩০ হইতে পূর্ব্বার্দ্ধমান ২৮। ৩৩ বিযুক্ত করিলাম, বিয়োগফল ৮ ৫৭ আট দণ্ড সাতান্ন পল, ঐ করণের দণ্ডপল হইল, পরে কিন্তুঘ্ন করণ পড়িবে ও তাহার দণ্ডপল তিথির দণ্ডপলের সমান হইবে ইহাও গণনায় অবগত হওয়া গেল

ত্র্যহস্পর্শ গণনা।

যে দিন অহোরাত্র ৬০ দণ্ডের মধ্যে ক্রমান্বয়ে তিন তিথির সঞ্চার হয় সেই দিনকে ত্র্যহস্পর্শ কহে। ত্র্যহস্পর্শ গণনায় নিয়মত প্রক্রিয়া অবলম্বন কর

যে দিবসের ত্র্যহস্পর্শ গণনা করিতে হইবে, সূক্ষ্মতিথি গণনা দ্বারা প্রথমে অবগত হও সে দিনের তিথি নক্ষত্র ও যোগের দণ্ডস্থান, ৪ এর সমান কি তদপেক্ষা অল্প কি না, যদি তাহা হয় অর্থাৎ উহাদের দণ্ডস্থান ৪ এর অধিক না হয়, তাহা হইলেই জানিবে সেই দিন ত্র্যহস্পর্শ হইবার সম্ভাবনা আছে নিশ্চিৎ জানিবার জন্য, গুপ্তপ্রেস-পঞ্জিকায় যে তারিখ ধরিয়া গণনা হইতেছিল তাহার পরের তারিখ ধরিয়া অন্যবার গণিয়া দেখ, যদি উভয় গণনায় বারের সংখ্যা একরূপ উঠে তবেই উক্ত তারিখে নিশ্চয় ত্র্যহস্পর্শ হইবে

রাশি গণনা।

যে কোনও ব্যক্তির কি রাশি, তাহা নিরূপণ করিতে হইলে প্রথমে তাহার জন্মনক্ষত্র কি তাহা নক্ষত্রগণনা মতে গণনা করিয়া লও, পরে ঐ নক্ষত্রসংখ্যাকে '৪' দিয়া পূরণ করিয়া পূরণফলকে '৯' দিয়া হরণ কর এই হরণফলের সংখ্যাই রাশির সংখ্যা হইবে। যদি হরণের সময় ভাগশেষ ৩ এর অধিক থাকে, তবে, ভাগফলে অতিরিক্ত '১' যোগ কর। যদি ১, ২ বা ৩ ভাগশেষ থাকে তাহা হইলে, নক্ষত্রের ১ ২ বা ৩ পাদ

থাকিতে পরবর্ত্তী রাশির সঞ্চার জানিবে যেমন, কোনও ব্যক্তির রাশিগণনায় প্রথমে তাহার জন্মনক্ষত্র গণনা দ্বারা রেবতী উঠিল, রেবতীর সংখ্যা '২৭', নিয়মানুযায়ী '২৭' কে ৪ দ্বারা পূরিয়া '১০৮' হইল; ১০৮ কে ৯ দ্বারা হরণ করিলাম, '১২' ভাগফল হইয়া মিলিয়া গেল, অবশিষ্ট কিছুই থাকিল না, সুতরাং '১২' সংখ্যায় ঐ ব্যক্তির মীন রাশি স্থিরীকৃত হইল।

২য় উদাহরণ। কাহারও রাশিগণনা করিতে প্রথমে নক্ষত্রগণনা দ্বারা পুষ্যা নক্ষত্র পাইলাম, তাহার কি রাশি হইবে?

পুষ্যা নক্ষত্রের সংখ্যা '৮'; '৮' কে '৪' দিয়া পূরিলা '৩২' হইল, ৩২ কে '৯' দিয়া হরিয়া ভাগফল '৩' এবং ভাগাবশেষ '৫' থাকিতেছে সুতরাং '৫' সংখ্যা '৩' এর অধিক হওয়াতে ভাগফল '৩' এ অতিরিক্ত '১' যোগ করিলাম,—'৪' হইল; অতএব এই '৪' সংখ্যায় ঐ ব্যক্তির কর্কট রাশি নির্দ্ধারিত হইল।

৩য় উদাহরণ যাহার চিত্রা নক্ষত্রে জন্ম তাহার রাশি কি হইবে?

চিত্রার সংখ্যা ১৪, ১৪ কে ৪ গুণ করিয়া ৫৬ হয়, ৫৬ কে ৯ দিয়া ভাগ দিলে ৬ ভাগফল হইয়া ২ অবশেষ থাকে, সুতরাং চিত্রার অর্দ্ধেক পর্য্যন্ত ৬ সংখ্যায় কন্যারাশি ও পরের অর্দ্ধেক অর্থাৎ ২ পল থাকিতে ৭ সংখ্যায় তুলা রাশি হইবে

গ্রহ সঞ্চার গণনা।

(রবি)

গ্রহগণ অনবরত পূর্ব্বাভিমুখে রাশিচক্রে পরিভ্রমণ করিতেছে ইহা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে প্রত্যেক গ্রহেরই এই পরিভ্রমণের নির্দ্দিষ্ট স্বতন্ত্র পথ বা কক্ষা আছে। প্রত্যেক পথ বা কক্ষা রাশিচক্রের অনুরূপ ২৭ নক্ষত্র ও ১২ রাশিতে বিভক্ত কখন কোন গ্রহ কোন্ রাশিতে কোন্ নক্ষত্রে অবস্থান করে, গ্রহসঞ্চার গণনা দ্বারা তাহা পরিজ্ঞাত হইয়া মানবের সাধারণ শুভাশুভ ফল নির্ণয় করা গিয়া থাকে, সুতরাং, কোন্ দিনে কোন্ গ্রহ কোন্ নক্ষত্রে বা রাশিতে অবস্থিতি করে, তাহার নির্ণয় জন্য পরিশিষ্টে রবিচন্দ্রভিন্ন অন্য গ্রহগণের সঞ্চারের তালিকা প্রদত্ত হইয়াছে, এক্ষণে রবি ও চন্দ্রের সঞ্চার গণনা কি রূপে করিতে হয় তাহা প্রদর্শিত হইল

রবিসঞ্চার গণনা করিতে হইলে, সাধারণতঃ, যে মাসের যত তারিখ, সেই মাসাধিষ্ঠিত রাশির প্রায় তত অংশে রবির অবস্থিতি ধরা হয়, রাশির অংশ নির্দ্দিষ্ট হইলে তথায় নক্ষত্রেরও নির্ণয় সহজে হইয়া থাকে ; কিন্তু, নিয়মত প্রক্রিয়া দ্বারা এক রূপেই সূক্ষ্মরূপে উহার নির্ণয় হইতে পারে। নিয়ম যথা ;—

যে মাসের যে তারিখের রবিসঞ্চার গণনা করিতে হইবে সেই মাসের সংখ্যা, অর্থাৎ বৈশাখ হইতে সেই মাস পর্য্যন্ত যে কয়েক মাস গত হইয়াছে তাহার সংখ্যা, গ্রহণ কর ; এই মাস সংখ্যাকে ৩০ দিয়া পূরণ করিয়া গুণফলে তারিখের সংখ্যা যোগ কর, এই যোগফলকে ৩ দিয়া পূরিয়া ১০ দিয়া হরণ কর ; যদি

ভাগশেষ থাকে তবে, ভাগফলে অতিরিক্ত ১ যোগ কর, এরূপে যে অঙ্ক লব্ধ হইবে সেই অঙ্কের নক্ষত্রে উক্ত তারিখে রবির সঞ্চার জানিবে।

পুনশ্চ, যদি গুরুরাশি ভাগশেষ থাকে অর্থাৎ ৩৬, ৩৭, ৩৮ বা ৩৯ থাকে তাহা হইলে, উক্ত দিবসেই, কতক্ষণ পরে, পরবর্ত্তী নক্ষত্রে রবির সঞ্চার হইবে, আর, যদি লঘুরাশি অর্থাৎ ১, ২, ৩ বা ৫ থাকে তাহা হইলে কতক্ষণ পরে রবি ঐ নির্ণীত নক্ষত্রে আগমন করিবেন, মনে রাখিবে

উদাহরণ ২৫এ ফাল্গুণ রবি কোন্ নক্ষত্রে অবস্থিতি করেন। এখানে, মাসসংখ্যা ১১কে ৩০ দিয়া পূরণ করিলাম ৩৩০ হইল, এই গুণফলে তারিখের সংখ্যা ২৫ যোগ করিয়া ৩৫৫ পাইলাম, ইহাকে ৩ দিয়া পূরণ করিয়া ১০৬৫ হইল, এই গুণফলকে ৪০ দিয়া হরণ করিলাম, ২৬ ভাগ ফল হইয়া ২৫ অবশেষ থাকিল; অতিরিক্ত '১' লইয়া ভাগফলের সংখ্যা ২৬ এর সহিত যোগ করিলাম ২৭ হইল, অতএব উক্ত তারিখে রবি ঐ ২৭ সংখ্যক রেবতী নক্ষত্রে অবস্থিত আছেন গণনায় নিশ্চিত অবগত হইলাম।

(চন্দ্র)

চন্দ্রের সঞ্চার গণনা করিতে হইলে, যে মাসের যে তারিখের সঞ্চার গণনা করিতে হইবে, সেই তারিখের তিথি অনুসারে নক্ষত্র নিরূপণ কর (তিথি নক্ষত্র গণনা দেখ) নিরূপিত নক্ষত্রেই চন্দ্রের সে দিবসের সঞ্চার জানিবে। রাশি গণনার সঙ্কেতানুসারে নক্ষত্র হইতে রাশির নির্ণয় হয় এবং উক্তদিনে চন্দ্রকে ঐ নক্ষত্রের চন্দ্র বলিয়া থাকে।

উদাহরণ। ১২৯৬ সালের ৫ই পৌষ তারিখে কোন্ নক্ষত্রে কোন্ রাশিতে চন্দ্রের সঞ্চার ছিল ?

এখানে, তিথি গণনা মতে প্রশ্ন-তারিখের পঞ্চমী তিথি নির্ণয় করিয়া তাহা হইতে নক্ষত্র গণনা মতে ধনিষ্ঠা নক্ষত্র স্থির করিলাম ; রাশিগণনায় ধনিষ্ঠা নক্ষত্রে কুম্ভরাশি উঠিল ;—অত-এব উক্ত দিনে চন্দ্র ধনিষ্ঠা নক্ষত্রে কুম্ভ রাশিতে অবস্থিত এবং কুম্ভের চন্দ্র নামে প্রকাশিত ছিলেন

রবিচন্দ্র ভিন্ন অন্য গ্রহ, অর্থাৎ, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি, রাহু এবং কেতুর সঞ্চার গণনা।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে গ্রহগণ কোন৭ নির্দ্দিষ্ট সময়ান্তে পুনরায় সমান সমান রাশির সমান সমান অংশে, সমান সমান নক্ষত্রাদির সংমিলনপথে সমুপস্থিত হয় এবং তখন হইতে আবার পূর্ব্ববৎ নিয়মে চক্রপথে পরিভ্রমণ করিতে থাকে, সেই নির্দ্দিষ্ট সময়ের তালিকাও ইতিপূর্ব্বে প্রদত্ত হইয়াছে ঐ সময়ের পরিমাণকে গ্রহগণের হারকাঙ্ক কহে ; বোধ-সৌকর্য্যের জন্য গ্রহগণের হারকাঙ্ক পুনরুল্লিখিত হইল, যথা—মঙ্গলের হারকাঙ্ক ৭৯ বৎসর ; বুধের হারকাঙ্ক ৪৬ বৎসর, বৃহস্পতির হারকাঙ্ক ৮৩ বৎসর ; শুক্রের হারকাঙ্ক ৮ বৎসর, শনির হারকাঙ্ক ৫২ বৎসর, এবং রাহুর হারকাঙ্ক ৯৩ বৎসর নির্দ্ধারিত আছে, আর, যখন যে রাশিতে রাহু অবস্থিতি করে, তাহার ৭ম রাশিতে

সর্ব্বদাই কেতুর সঞ্চার থাকে, সুতরাং, কেতুর হারকাঙ্ক বা সঞ্চার বিবরণের পৃথক সংজ্ঞার কোনও প্রয়োজনই লক্ষিত হয় না।

কোন্ শকে কোন্ মাসে কোন্ তারিখে, কোন্ গ্রহ, রাশি-চক্রের কোন্ অংশে অবস্থান করিতেছে, ইহা জানিবার প্রয়োজন হইলে, নিম্নলিখিত রূপ প্রক্রিয়া অবলম্বন কর

যে অব্দের গ্রহসঞ্চার গণনা করিতে হইবে, সেই মাসের সংখ্যাকে গ্রহের স্বকীয় হারকাঙ্কের সংখ্যা দিয়া হরণ কর যাহ ভাগাবশেষ থাকিবে, তাহাকে অব্দশেষ কহে; যেখানে ভাগ-শেষ না থাকে সেখানে হারকাঙ্কই ভাগশেষ জানিবে অনন্তর, যে মাসের সঞ্চার গণনা করিবে, পরিশিষ্টে প্রকাশিত গ্রহসঞ্চার-চক্রে সেই গ্রহের পার্শ্বে উক্ত অব্দশেষের ও উক্ত মাসের খণ্ডায় যে সংখ্যা আছে, সেই সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট নক্ষত্রে, ইষ্টদিবসে, উক্ত গ্রহের সঞ্চার নিশ্চিত জানিবে। নক্ষত্রানুসারে পরে রাশির নিরূপণ করিবে গ্রহসঞ্চার চক্রের এক প্রকোষ্ঠে যেখানে একের অধিক অঙ্ক লিখিত আছে, তথায় সর্ব্বত্রই প্রথমাঙ্কে নক্ষত্র ও পর পর পরবর্ত্তী অঙ্কে পরবর্ত্তী নক্ষত্রে সঞ্চারের তারিখ বুঝিবে আর 'ব' চিহ্নিত গ্রহ বক্রী ও 'অ' চিহ্নিত গ্রহ অস্তমিত বলিয়া জানিবে।

উদাহরণ ১৭৪৬ শকের ২৫এ পৌষ তারিখের জাতক-চক্রে কোন্ গ্রহ কোন্ নক্ষত্রে কোন্ রাশিতে অবস্থিত ?

মঙ্গল। মঙ্গল গ্রহের হারকাঙ্ক ৭৯ দিয়া শকসংখ্যা ১৭৪৬ কে হরণ করিয়া ৮ ভাগ শেষ থাকিল, ইহাকেই অব্দশেষ কহে, পরিশিষ্টে প্রকাশিত গ্রহ-সঞ্চার-চক্রে, মঙ্গল গ্রহের পার্শ্ব লিখিত '৮' এই অব্দশেষের খণ্ডায় পৌষ মাসের ঘরে ২২ ২৯ সংখ্যা

প্রাপ্ত হইলাম। প্রথমাঙ্ক ২২ সংখ্যা দ্বারা উক্ত সংখ্যক শ্রবণা নক্ষত্রে পৌষমাসে মঙ্গলের সঞ্চার প্রকাশ করিতেছে, আর দ্বিতীয়াঙ্ক ২৯ সংখ্যা দ্বারা প্রকাশ করিতেছে যে, মঙ্গল ২৯এ পৌষ তারিখে শ্রবণা নক্ষত্র অতিক্রম করিয়া শ্রবণার পরবর্ত্তী ধনিষ্ঠা নক্ষত্রে গমন করিবে। রাশি গণনার সঙ্কেতমতে উক্ত নক্ষত্রে মকর রাশি হয়; সুতরাং, প্রশ্নের শকে ও তারিখে জাতক-চক্রে মঙ্গলগ্রহ শ্রবণানক্ষত্রে মকররাশিতে অবস্থিত জানা গেল।

বুধ—বুধের হারকাঙ্ক ৪৬ দ্বারা শকসংখ্যা ১৭৪৬ কে হরণ করিয়া ৪৪ অবশেষ থাকিল; গ্রহসঞ্চারচক্রে ৪৪ এর খণ্ডায় বুধের ঘরে পৌষ মাসের নিম্নে ২০।৯ সংখ্যা প্রাপ্ত হইলাম, ইহাতে প্রকাশ করিতেছে যে, বুধগ্রহ প্রশ্নের শকে মাসের প্রথমাবধি পূর্ব্বাষাঢ়া নক্ষত্রে সঞ্চারিত থাকিয়া, পরে, ৯ই তারিখে পরবর্ত্তী উত্তরাষাঢ়া নক্ষত্রে গমন করিবে উক্ত নক্ষত্রে মকর রাশি হয়; অতএব, জাতক চক্রে বুধ মকর রাশিতে উত্তরাষাঢ়া নক্ষত্রে অবস্থিত জানা গেল

বৃহস্পতি—বৃহস্পতির হারকাঙ্ক ৮২ দ্বারা শকাঙ্ক ১৭৪৬ কে হরণ করিয়া অবশেষ ৩ থাকিল; গ্রহসঞ্চার চক্রে বৃহস্পতির পার্শ্বস্থ ৩ এর খণ্ডায় পৌষের নিম্নে ৮ সংখ্যা পাইলাম; ৮ সংখ্যায় পুষ্যা নক্ষত্র ও পুষ্যা নক্ষত্রে কর্কট রাশি হয়, অতএব, উক্ত সময়ে জাতকচক্রে বৃহস্পতি পুষ্যা নক্ষত্রে কর্কট রাশিতে অবস্থিত ছিলেন, ইহা নির্ণীত হইল।

শুক্র—হারকাঙ্ক ৮ দিয়া শকাঙ্ক ১৭৪৬ কে হরণ করিয়া অবশেষ ২ থাকে, পূর্ব্বমতে সঞ্চারচক্র ২ এর খণ্ডা হইতে

২২। ১৫ অঙ্ক লইলাম। ইহাতে প্রকাশ করে যে, উক্ত মাসে, শুক্র, শ্রবণা হইতে ১৫ই তারিখে ধনিষ্ঠায় সঞ্চারিত হইবেন। ধনিষ্ঠা নক্ষত্রে কুম্ভ রাশি হয়, অতএব, প্রশ্নতারিখে জাতক-চক্রে শুক্র ধনিষ্ঠা নক্ষত্রে কুম্ভ রাশিতে সংস্থিত বুঝিলাম।

শনি—পূর্ব্বপ্রক্রিয়া মতে ৫৯ হারকাঙ্ক দ্বারা শনির অব্দাবশেষ ৩৫ হইল ৩৫ এর খণ্ডায় শনির ঘরে পৌষের নিম্নে, চক্রে ৪ অঙ্ক পাইলাম, ৪ সংখ্যায় রোহিণী নক্ষত্র ও বৃষরাশি হয়। অতএব, উক্ত সময়ে, জাতক চক্রে শনি বৃষরাশিতে রোহিণী নক্ষত্রে ছিল জানিলাম

রাহু পূর্ব্বমতে, ৯৩ হারকাঙ্ক দ্বারা রাহুর অব্দাবশেষ ৪৯ হইল ৪৯ এর খণ্ডায় পূর্ব্বনিয়মে ২০ সংখ্যা মিলিল, ২০ অঙ্কে পূর্ব্বাষাঢ়া নক্ষত্র ও উক্ত নক্ষত্রে ধনু রাশি হয় অতএব, রাহু জাতক-চক্রে ধনুরাশিতে পূর্ব্বাষাঢ়া নক্ষত্রে অবস্থিত ছিলেন

কেতু—সর্ব্বত্রই কেতুগ্রহ রাহুগ্রহের ৭ম স্থানে অবস্থান করে, অতএব, রাহুর অবস্থান-স্থল ধনুরাশি হইতে ৭ম মিথুন রাশিতে কেতু অবস্থিত ছিল

ভিন্ন, রবি সঞ্চার গণনা-মতে রবি উত্তরাষাঢ়া নক্ষত্রে ধনু রাশি[illegible] অবস্থিত, ইহা সহজেই নির্দ্ধারিত হইল।

কোষ্ঠীপ্রকরণ।

—*—

মানব মাত্রেরই অদৃষ্টচক্র রাশিচক্রের অধীন। জন্মলগ্নানুযায়ী শুভাশুভ সুখদুঃখ জাতকের আজীবন ভোগ হইয়া থাকে; অর্থাৎ, যে সময়ে, যেরূপ মুহূর্ত্তে আমরা মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হই, সেই সময়ের যে মাস, যে পক্ষ, যে বার, যে তিথি, যে যোগ যে করণ ও যে নক্ষত্র থাকে, সেই মাস, পক্ষ, বার, তিথি প্রভৃতির ফলের অনুরূপ ফল আমরা চিরকাল প্রাপ্ত হইয়া থাকি;—জন্ম সময়ে পূর্ব্বদিকে যে রাশির উদয় থাকে, অর্থাৎ, যাহা আমাদের জন্মলগ্ন হয়, সেই লগ্নের স্বরূপ শুভাশুভ, এবং রাশিচক্রে সে সময়ে রবিচন্দ্রাদি গ্রহগণ যে রাশির যেরূপ অংশে যে ভাবে অবস্থিতি করেন, সেই সেই রূপেরই অনুরূপ শুভাশুভ সুখদুঃখ ও পরমায়ু সংখ্যা লইয়া আমরা এ কর্ম্মক্ষেত্র সংসারে আজীবন বিচরণ করি। কি ইতর কি ভদ্র, কি ধনী কি দরিদ্র, কি আস্তিক কি নাস্তিক, কাহারও প্রতি কুত্রাপি কখনও এ বিচিত্র বিধানের কোনও বর্জ্জিতবিধি নাই, পূর্ব্বতন পুণ্যাত্মা মনিষী [illegible]বিদ্‌গণ বহুপরীক্ষায় ইহা প্রতিপন্ন করিয়া গিয়াছেন। সংক্ষেপে এতদ্বিষয় যথাক্রমে বর্ণিত হইতেছে, যথা,—

জন্মমাস

বৈশাখ—বৈশাখ মাসে যাহার জন্ম হয়, সে দেবদ্বিজভক্ত, ধার্ম্মিক, সজ্জনপ্রতিপালক, সদ্‌গুণ[illegible] [illegible]কলের প্রিয় হয়

তির
য; ৮
তএব,
শিতে
রিয়া
হইতে

জ্যৈষ্ঠ—জ্যৈষ্ঠ মাসে যাহার জন্ম হয়, সে বিদেশবৃত্তিক অর্থাৎ প্রবাসী, তীব্রপ্রকৃতি, ক্ষমাশীল, দীর্ঘসূত্রী, বিচিত্রবুদ্ধি, ও শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত হয়

আষাঢ় আষাঢ় মাসে জন্ম হইলে মানব বহুভাষী, প্রমদাপ্রিয়, প্রমত্ত, গুরুবৎসল, বহুব্যয়ী, এবং মন্দাগ্নিপীড়িত হয়।

শ্রাবণ—শ্রাবণ মাস যাহার জন্মমাস, সেই ব্যক্তি লোকপ্রসিদ্ধ, ধনবান, বদান্য অর্থাৎ দাতা, স্ত্রী-পুত্র মিত্র-দাস দাসীযুক্ত, ও বহুলোক বাধ্যকারী হয় স্থবি

ভাদ্র ভাদ্র মাসে জন্ম গ্রহণ করিলে, জাতক ধীর, সুন্দরী নারীর প্রিয়, শত্রুদমনকারী, কুটিল, মর্ম্মগ্রাহী, শরণাগত রক্ষক, ও হাস্যমুখ হয়

আশ্বিন—আশ্বিন জন্মমাস হইলে, মানব মণিকণক-কাব্য ও নৃত্যগীত কুশল, কুশাগ্রবুদ্ধি, বিমলবেশধারী, মনো-শালী ও ভক্তিমান্ হয়

কার্ত্তিক—যে ব্যক্তি কার্ত্তিক, বহুগুণশালী, দানশীল সেই ব্যক্তি ক্রয়বিক্রয়দক্ষ, ধনাঢ্য, অতি বলিষ্ঠ, শত্রুদমনকারী, ও যুদ্ধবিশারদ হয়

অগ্রহায়ণ—যাহার অগ্রহায়ণে [illegible] ধনের অধিপ অত্যন্ত অভিলাষী, প্রবাসপ্রিয়, [illegible] মিষ্ঠভোগী, [illegible] ললনাপ্রিয় হয় [illegible] বিদ্য হয়।

[illegible]—যাহার [illegible] জন্ম হইলে, স্ত্রীপুত্রমিত্রাদিসম্ভোগী, [illegible] বিবাদশীল, বিজয়ী, ও কঠোরান্তঃকরণ-[illegible] হইয়া থাকে।

পঞ্চমী—পঞ্চমী তিথি জন্মতিথি হইলে, রাজমান্য, সুশ্রী, রূপাবান্, পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ, বাগ্মী, গুণবান্, এবং বন্ধুজনের মাননীয় হয়।

ষষ্ঠী—ষষ্ঠীতে জন্ম হইলে, বিদ্বান্, শ্রেষ্ঠ, চতুর, সুকীর্ত্তিশালী, প্রলম্বিতবাহু, ব্রণময়-শরীর, সত্যপ্রতিষ্ঠ, ধনপুত্রযুক্ত ও চিরায়ুঃ হয়।

সপ্তমী—সপ্তমী তিথিতে যাহার জন্ম হয়, সেই ব্যক্তি কষ্টবান্, বৈরিবিজয়ী, বিশালনেত্র, প্রতাপবান্, দেবতাব্রাহ্মণ-পুজাকারী, মাহাত্ম ও পৈতৃক ধনের বিনাশকারী হয়

অষ্টমী—অষ্টমী তিথিতে জন্ম হইলে, রাজধনে ধনী, কৃশশরীর, সুখী, কৃপালু, যুবতীপ্রিয়, পণ্ড ও ধন ধান্য বিশিষ্ট, এবং সুধীর হয়

নবমী—নবমী তিথিতে জন্ম হইলে, বিরোধী, স্বজনের অপ্রিয়, পরোপকারে মতিমান্, কুশীল, আচারহীন, কৃপণ ও কঠোর হয়

দশমী—দশমী যদি জন্মতিথি হয়, তবে, মনুষ্য বিদ্যাপ্রিয়, ধনপুত্রবান্ দীর্ঘকণ্ঠ, অতিশ্রীমান উদারচিত্ত, সুমনা, ও কোপালু হয়

বিদগ একাদশী—একাদশী জন্মতিথি হইলে, ক্রোধন-স্বভাব, সংক্ষেপে এতদ্বিষয় যথাক্রমে...বান, স্বজন-প্রতিপালক, মহামতি, দেব-

জন্মমা... ...সহস্য প্রমাবল...

বৈশাখ—বৈশাখ মাসে যাহার ...ী, ও অল্পভোগী হয়

দেবদ্বিজভক্ত, ধার্ম্মিক, সজ্জনপ্রতিপালক ...লবান হয় ...ীত, ...শাবিদ্যা ও

সকলের প্রিয় হয়

ব্যক্তি রূপবান্, সত্ত্বগুণহীন, বাল্যকালে সুখী, জননীপ্রিয়, সর্ব্বদা অলস স্বভাব, ও শিল্পকুশল হয়

শুক্ল-চতুর্দ্দশী—চতুর্দ্দশীতে জন্ম হইলে, বিরুদ্ধপ্রকৃতি, ক্রোধশীল, চৌর, কঠোর, বঞ্চক, পরান্নভোজী, ও পরদারাসক্ত হয়

কৃষ্ণ-চতুর্দ্দশী—কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দ্দশী তিথির ছয় ভাগের প্রথমভাগে জন্মিলে শুভ, দ্বিতীয়ভাগে পিতৃনাশ, তৃতীয়ভাগে মাতৃনাশ, চতুর্থভাগে মাতুল বিনাশ, পঞ্চমভাগে বংশনাশ ও ষষ্ঠভাগে ধননাশ ও বংশনাশ উভয়ই হইয়া থাকে।

পূর্ণিমা—পূর্ণিমা তিথি যে ব্যক্তির জন্মতিথি হয়, সেই ব্যক্তি কন্দর্প তুল্য রূপবান্, যুবতীপ্রিয়, ন্যায় পথে উপার্জ্জনকারী, সতত সহর্ষ, উৎসাহী, বলবান্ ও শাস্ত্রবিচারদক্ষ হয়।

অমাবস্যা—অমাবস্যায় জন্মিলে, জাতক ক্রূর, সাহসিক, কৃতজ্ঞ, ত্যাগশীল, ও চৌর হয়।

সিনিবালী অমাবস্যা—যে অমাবস্যা চতুর্দ্দশীযুক্ত হয় তাহাকে সিনিবালী অমাবস্যা কহে, এই সিনিবালী অমাবস্যা গৃহস্থের গৃহে মনুষ্য দূরে থাক্, পালিত [illegible] সন্তান প্রসব করে, তাহা হইলে, সেই গৃহ [illegible]রে, জাতক [illegible] অচিরাৎ লক্ষ্মীহীন ও অধঃপতিত হয়। [illegible] ধনের অল্পভোগী, [illegible] কুতূহলী, সত্যবাদী, ও কৃতবিদ্য হয়। [illegible]তে জন্ম হইলে, স্ত্রীপুত্রমিত্রাদিসম্ভোগী, [illegible] বিবাদশীল, বিজয়ী, ও কঠোরান্তঃকরণ-

রিপুঘাতী, বাল্যে প্রবাসী, পরদারসেবী, চৌর, ... ক্রয়বিক্রয়রের সত্বভোগী হয়। ... রিবিজয়ী

জ্যেষ্ঠা—যে ব্যক্তির জ্যেষ্ঠা নক্ষত্র জন্ম ... ব্যক্তি অতিশয় বলবান্, পদ্মমুখ, পদ্মনেত্র, বহুপু... পণ্ডিত, দুষ্টবুদ্ধি, পরপীড়ক, এবং কলহপ্রিয় হয়।

মূলা—মূলা নক্ষত্রে যাহার জন্ম হয়, সেই ব্যক্তি অ... বলবান্, ব্যাকুলচিত্ত, সর্ব্ববিদ্যানুরাগী, মাতৃপিতৃবিনাশক, স্বজনোপকারী, ও বৃদ্ধকালে দরিদ্র হয়।

পূর্ব্বাষাঢ়া—পূর্ব্বাষাঢ়া নক্ষত্রে জন্ম হইলে, স্তাবকগণানুরক্ত দেবতাভক্ত, বন্ধুগণের মান্য, কার্য্যদক্ষ ও শত্রুদমনকারী হয়

উত্তরাষাঢ়া—উত্তরাষাঢ়ায় জন্ম হইলে, কুমিত্রযুক্ত, বনিতা বশীভূত, পণ্ডিত, ধূর্ত্তমতি, কৃশাঙ্গ, মায়াধর ও বলবান্ হয়।

শ্রবণা—যাহার জন্মনক্ষত্র শ্রবণা, সেই ব্যক্তি স্বধর্ম্মনিষ্ঠ, ...নী, বিবেচক, দেবতাব্রাহ্মণভক্ত, তীর্থপরায়ণ, বহুপুত্রযুক্ত, ও মহাসৌভাগ্যবান্ হয়।

ধনিষ্ঠা—যাহার জন্মনক্ষত্র ধনিষ্ঠা, সেই ব্যক্তি দীর্ঘতনু কফপ্রকৃতি, কামুক, বিবাদী, বহুপুত্রযুক্ত, শাস্ত্রবেত্তা, প্রলম্বিত-বাহু, এবং ভূপতিতুল্য কীর্ত্তিমান্ হয়।

শতভিষা—যাহার শতভিষা নক্ষত্রে জন্ম হয়, সে অলস, নিশ্চেষ্ট, বচনে পটু, ধূর্ত্ত, বিবাদী, ব্যক্তিগ্রাহী, বাহনাভিলাষী, হস্তিপ্রিয়, ও বিভবশালী হয়

পূর্ব্বভাদ্রপদ—পূর্ব্বভাদ্রপদে জন্ম হইলে, অল্পধনী, দাতা, বিনীত, প্রিয়ভাষী, সদ্বৃত্তিসম্পন্ন, একদেশদর্শী অর্থাৎ পক্ষপাতী, চঞ্চলচিত্ত প্রবাসী ও নৃপসেবক হয়

উত্তরভাদ্রপদ—উত্তরভাদ্রপদ নক্ষত্রে জন্ম হইলে, মনুষ্য গম্ভীরচেষ্টাসম্পন্ন, শুভবুদ্ধি, পুণ্যমতি, মহাবলশালী, ক্রোধী, প্রভু ও স্থূলতনুসম্পন্ন হয়।

রেবতী—যে ব্যক্তির জন্মনক্ষত্র রেবতী, সেই ব্যক্তি তীক্ষ্ণবুদ্ধি মনোহরকান্তি, শত্রুতাপকারী; বিদ্বান্, নিধিবিদ্, রাজসেবী, বিদেশবাসী ও বলশালী হয়।

—*—

জন্ম যোগ

বিষ্কুম্ভ—জন্মযোগ যাহার বিষ্কুম্ভ হয়, অর্থাৎ, বিষ্কুম্ভ যোগে যে ব্যক্তি জন্ম গ্রহণ করে, সেই ব্যক্তি স্বাতন্ত্রপ্রিয় অর্থাৎ স্বাধীন কার্য্যে রত, স্ত্রীপুত্রবন্ধুবান্ধবাদির সহিত সুখসম্পন্ন, এবং গৃহাদির নির্ম্মাণ বিষয়ে সুনিপুণ।

প্রীতি—যে ব্যক্তি প্রীতিযোগে জন্ম পরিগ্রহ করে, সেই ব্যক্তি, অরোগী, সুখবান্, প্রফুল্ল, অনুরক্তজনানুরাগী, পণ্ডিতের আশ্রয় সম্পন্ন, এবং যাচকের প্রতি ত্যাগশীল হয়

আয়ুষ্মান—আয়ুষ্মান্‌যোগে জন্ম হইলে, জাতক ধনুর্দ্ধারী, যানবাহনভোগী, বহুদেশবিষয়ী, উদ্যানক্রীড়ক, দাসদাসীযুক্ত, উত্তমগৃহবিশিষ্ট ও সর্ব্বদা গর্ব্বিত হয়

সৌভাগ্য—সৌভাগ্যযোগে জন্ম হইলে, মনুষ্য ভাগ্যবান্, প্রশংসিত, ধনী, গুণজ্ঞ, উদারচিত্ত, বলিষ্ঠ, বিবেচক, অভিমানী ও প্রিয়ভাষী হয়

শোভন—শোভনযোগে জন্ম হইলে, প্রিয়দর্শন, সদ্বাক্য, সুপণ্ডিত, সম্মানী, শত্রু কর্ত্তৃক লাভ যুক্ত, ও প্রবীণ হয়।

অতিগণ্ডযোগ—অতিগণ্ডযোগে জন্ম হইলে, মানব কলহ-প্রিয়, বেদনিন্দুক, ধূর্ত্ত, কৃতঘ্ন, গলরোগযুক্ত, লোমশ, দীর্ঘদেহ এবং প্রকাণ্ড-গণ্ড-বিশিষ্ট হয়

সুকর্ম্মযোগ—সুকর্ম্মযোগে জন্ম হইলে, পরোপকারী, নৃত্যগীতাদিকুশল, অতিযশস্বী, সৎকর্ম্মানুষ্ঠাতা ও লোক-বিখ্যাত হয়

ধৃতিযোগ—ধৃতিযোগে জন্ম হইলে, প্রাজ্ঞ, হৃষ্টান্তঃকরণ, বাগ্মী, সুশীল এবং বিনয়ান্বিত হয়।

শূলযোগ—শূলযোগে যাহার জন্ম হয়, সেই ব্যক্তি ভীত, দরিদ্র, দয়িতাপ্রিয় অর্থাৎ স্ত্রীলোকের বশীভূত, বন্ধুবর্গের শূল-স্বরূপ, বিদ্যাবিহীন, রোগশূন্য, শূলরোগাক্রান্ত ও অপ্রিয়-কারী হয়।

গণ্ডযোগ—গণ্ডযোগে জন্মিলে মানব স্বার্থপর, পরকার্য্য-হন্তা, পরুষবাদী, অতিধূর্ত্ত, অতিশঠ, কুশ্রী, ও বন্ধুবর্গের সন্তাপ-প্রদাতা হয়

বৃদ্ধিযোগ—বৃদ্ধিযোগে জন্মিলে, ভোগী, বিনীত, অর্থব্যব-হারনিপুণ ও ব্যবসায়পটু হয়

ধ্রুবযোগ—ধ্রুবযোগে জন্ম হইলে, সেই ব্যক্তি অভিনব কাব্যের প্রণেতা ও বন্ধুবর্গের পরিপোষক হয়, এবং তাহার কীর্ত্তি দিগন্তপ্রসারিণী হয় ও সরস্বতী তাহার মুখপদ্মে সর্ব্বদা নৃত্যমানা থাকেন

ব্যাঘাতযোগ—ব্যাঘাতযোগে যাহার জন্ম হয়, সেই ব্যক্তি সৎলোকের ব্যাঘাতকারী, কঠোরান্তঃকরণবিশিষ্ট, অসত্যভাষী, দুষ্টদর্শী, দীর্ঘদেহ, ও কৃশাঙ্গ হয়

হর্ষণযোগ—হর্ষণযোগে যাহার জন্ম হয়, সেই ব্যক্তি সুচারুগাত্র, পদ্মনেত্র, শাস্ত্রপ্রিয়, বিনীত ও অ ক্রোধী হয়

বজ্রযোগ—বজ্রযোগে যাহার জন্ম হয়, সেই ব্যক্তি গুণী গুণজ্ঞ, বলবান্, তেজস্বী, বস্ত্রবস্ত্রাদিপরীক্ষক এবং শত্রুঘাতী হয়

অসৃকযোগ—অসৃকযোগে জন্ম হইলে, জাতক ধনী কুরূপ, কুমতি, দুরাত্মা, বিদেশগামী, রুধিরপ্রকোপ, মহালোভী, ও বলীয়ান্ হয়।

ব্যতিপাতযোগ—ব্যতিপাতযোগে জন্ম হইলে, জাতক কঠোরবাক্যযুক্ত, পিশুনস্বভাব, রোগাতুর, মাতৃহিতকারী, এবং পরকার্য্যে পক্ষপাতী হয়।

বরীয়ান্‌যোগ—বরীয়ান্‌যোগে যাহার জন্ম হয়, সেই ব্যক্তি দাতা, দয়ালু, অতিসুবেশ, সৎকর্ম্মকর্ত্তা, মধুরস্বভাব, বলীয়ান্, ধনী এবং লোকবলসম্পন্ন হয়।

পরিঘযোগ—পরিঘযোগে জন্ম হইলে, মনুষ্য বংশের কুঠার স্বরূপ, অসত্যসাক্ষী, ক্ষমাবিহীন, স্বল্পান্নভোক্তা ও অরিবিজয়ী হয়।

শিবযোগ—শিবযোগে যাহার জন্ম হয়, সেই ব্যক্তি শৈব, বেদবিৎ, জিতেন্দ্রিয়, চারুতনু ও মহাত্মা হয়।

সিদ্ধযোগ—সিদ্ধযোগে যাহার জন্ম হয়, সেই মনুষ্য জিতেন্দ্রিয়, সর্ব্ববিদ্যাবিশারদ, গৌরদেহ, বলিষ্ঠ, মধুরপ্রকৃতি, বিনয়ী, সত্যশীল ও বহুভোগী হয়।

সাধ্যযোগ—সাধ্যযোগে যাহার জন্ম হয়, সেই মনুষ্য অসাধ্যসাধনকারী, বলবান্, অতিধীর রিপুবিজয়ী, সদ্বুদ্ধি ও সদুপায় দ্বারা অর্থবান্, শ্রেষ্ঠ, কৃতার্থ ও বিনীত হয়

শুভযোগ—শুভযোগে জন্ম গ্রহণ করিলে, জাতক লোক-হিতকারী, পণ্ডিতসমাজের ইষ্টসাধক, নিত্যশুভকর্ম্মা, শোভনবেশধারী ও সুবুদ্ধিবিশিষ্ট হয়।

শুক্রযোগ—শুক্রযোগে যাহার জন্ম হয়, সেই মানব মহদন্তঃকরণবিশিষ্ট, সুগন্ধ-মাল্য-বস্ত্র-রত্ন সম্পন্ন, সভাবিজয়ী, তেজস্বী ও জিতেন্দ্রিয় হয়

ব্রহ্মযোগ—ব্রহ্মযোগে যাহার জন্ম হয়, সেই মানব শাস্ত্রাভ্যাসকারী, বর্ণাচারবিশিষ্ট, সুকৃতী, শান্ত, দান্ত, ও চারুকর্ম্মা হয়।

ইন্দ্রযোগ—ইন্দ্রযোগে জন্ম হইলে, প্রতাপশীল, বলবান্, গুণজ্ঞ, শ্লেষ্মাপ্রকৃতি, লক্ষ্মীমান্ ইন্দ্রতুল্য ও সর্ব্বদা প্রসন্নচিত্ত হয়।

বৈধৃতিযোগ—বৈধৃতিযোগে জন্ম হইলে, জাতক মৈত্রীবিহীন, কুটিল, খল, মূর্খ, দরিদ্র, পরবঞ্চক, কুকর্ম্মকর্ত্তা ও পরদাররত হয়।

জন্মকরণ

ববকরণ—ববকরণে জন্ম হইলে, জাতক বলিষ্ঠ, ধীর, ব্রতী, লক্ষ্মীমান্, ও বিচক্ষণচেষ্টা হয়।

বালবকরণ—বালবকরণে জন্ম হইলে, জাতক ক্রিয়াবান্ স্বজনপ্রতিপালক, সেনানায়ক, কুলশীলযুক্ত, উদারবুদ্ধি ও বলীয়ান্ হয়।

কৌলবকরণ—কৌলবকরণে জন্ম হইলে, জাতক বাগ্মী

বিনয়ী, স্বাতন্ত্রপ্রিয়, প্রগল্ভ, তেজস্বী, পণ্ডিতপ্রিয় ও কৃতজ্ঞ হয়

তৈতিলকরণ—তৈতিলকরণে যাহার জন্ম হয়, সেই ব্যক্তি সঙ্গীতবিদ্যাপারদর্শী, ললনাভিলাষী, কন্দর্পতুল্য, সুন্দর, বক্তা, গুণজ্ঞ, কুশল, ও সুশীল হয়

গরকরণ—গরকরণে জন্মিলে, বিচারদক্ষ, অরিপক্ষবিজয়ী, বলবান, পণ্ডিত, বহুহাস্যযুক্ত, দয়ালু, গুণবান্, ও পরোপকারী হয়।

বণিজকরণ—বণিজকরণে জন্ম হইলে, প্রাজ্ঞ, কৃতজ্ঞ, গুণবান্, গুণজ্ঞ, বাণিজ্যকর্তৃক অর্থবান্, এবং ভাণ্ডারপূর্ণ ধনশালী হয়

বিষ্টিকরণ—বিষ্টিকরণে জন্ম হইলে, দরিদ্র, সৌভাগ্যবিহীন, কুচেষ্ট, কুৎসিতস্ত্রীবিশিষ্ট, অতিলোভী, দীন, হীন, ও মন্দবুদ্ধি হয়

শকুনিকরণ শকুনিকরণে যাহার জন্ম হয়, সেই ব্যক্তি পরধনাপহারী, প্রবঞ্চক, ক্রূরবুদ্ধি, ক্ষিপ্রকারী, খড়্গহস্ত (খুনে) কোপনস্বভাব, প্রভুর অহিতকারী, ও অতিশয় পরস্ত্রীরত হয়

চতুষ্পাদকরণ—চতুষ্পাদকরণে যাহার জন্ম, সেই ব্যক্তি সদাচারবর্জ্জিত, স্বল্পবিত্ত, ক্ষীণদেহ, ও চতুষ্পদ ধনেধনী অর্থাৎ হস্তি অশ্ব প্রভৃতি পশু বিশিষ্ট হয়

নাগকরণ—নাগকরণে যাহার জন্ম হয়, সেই ব্যক্তি নাগধনাভিলাষী অর্থাৎ মণিমাণিক্যাদিবস্ত্রাকাঙ্ক্ষী, বক্রোক্তিপটু, অতিশয় সুশীল, ক্রোধাগ্নিকর্তৃক বন্ধুবর্গের সন্তাপদায়ী, ও মহাদেবতুল্য রঙ্গভূমির অধিনায়ক হয়।

কিস্তুঘ্নকরণ—যাহার কিস্তুঘ্নকরণে জন্ম হয়, সেই ব্যক্তি শত্রু ও মিত্রের প্রতি সমদর্শী, ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের প্রতি সমজ্ঞানসম্পন্ন, এবং প্রশংসা ও নিন্দা উভয়েরদ্বারা সমান প্রীতিযুক্ত হইয়া থাকে।

জন্মরাশি

মেষ—মেষ রাশি যাহার জন্মরাশি হয়, সেই ব্যক্তি তাম্রবর্ণ বৃত্তাকার নেত্র বিশিষ্ট, লঘুভোজী, উষ্ণদ্রব্যভোজী, শাকভোজী, চঞ্চল, প্রসাদগুণশালী, ভ্রমণপ্রিয়, কামুক, দুর্ব্বলজানু, অস্থিরধনশালী, বলবান, অঙ্গনাবল্লভ, সেবাজ্ঞ, কুনখী, ব্রণময়শিরঃ, মানী, সহোদরের প্রধান, শক্তিচিহ্নযুক্ত পাণিতলবিশিষ্ট ও জলভীরু হয়।

বৃষ—বৃষরাশি যাহার জন্ম রাশি হয়, সেই ব্যক্তি শ্রীমান্, বিলাসী, বিশাল উরু ও বদন বিশিষ্ট, পৃষ্ঠে বদনে ও পার্শ্বদেশে চিহ্নযুক্ত, ত্যাগশীল, ক্লেশসহিষ্ণু, প্রভু, ককুদবান্ (কুব্জ) কন্যাসন্তানযুক্ত, শ্লেষ্মাপ্রকৃতি, ক্ষমাশীল, ক্ষুধাতুর, প্রমদাপ্রিয়, স্থিরবন্ধুবিশিষ্ট, এবং জীবনের মধ্য ও শেষ অবস্থায় সুখী হইয়া থাকে।

মিথুন—মিথুন রাশিতে জন্ম হইলে, মনুষ্য নারীলোলুপ, সুরতনিপুণ, তাম্রবর্ণনেত্র, শাস্ত্রবিৎ, দ্যূতক্রীড়াসক্ত, কুঞ্চিতমূর্দ্ধজ, নিপুণবুদ্ধি, হাস্য ইঙ্গিত ও দূতবিৎ, চারুদেহ, প্রিয়ভাষী, বহুভোজী, গীতপ্রিয়, নৃত্যবিৎ, ক্লীবসহরতিকারী, ও উন্নতনাসিক হয়।

কর্কট—কর্কট রাশিতে জন্ম হইলে, আবক্রদ্রুতগামী, সমুন্নতকটি, স্ত্রীজিত, সৎসুহৃদযুক্ত, দৈবজ্ঞ, বহুগৃহশালী, হ্রাসবৃদ্ধিশীল অর্থবান্, হ্রস্বকায়, স্থূলগণ্ডদেশবিশিষ্ট, প্রণয়পরবশ, বন্ধুবৎসল, এবং সলিল ও কানন প্রিয় হয়।

সিংহ—সিংহ রাশিতে জন্মিলে, জাতক তীক্ষ্ণস্বভাব, স্থূল-হনু, বিশালবদন, পিঙ্গলনেত্র, অল্পাপত্য, স্ত্রীদ্বেষী, মাংসপ্রিয়, কানন ও পর্ব্বত দর্শনাভিলাষী, অকার্য্যে রোষপরায়ণ, ক্ষুধা-তৃষ্ণাতুর, উদরের পীড়াযুক্ত, দসনরোগী, মানসিক কষ্ট বিশিষ্ট, ত্যাগবান্, বিক্রমশালী, স্থিরবুদ্ধি, গর্ব্বিতহৃদয়, ও জননীর বশীভূত হয়

কন্যা—কন্যা রাশিতে জন্ম হইলে, ধীর, নম্রগামী, মনো-হরনেত্র, শিথিল স্কন্ধ ও বাহু, কমনীয়দেহ, সত্যব্রত, নৃত্যগীতা-দিতে অনুরক্ত, শাস্ত্রার্থবিৎ, ধার্ম্মিক, মেধাবী, সুরতপ্রিয়, পরগৃহ-ধনভোগী, প্রবাসী, মিষ্টভাষী ও স্বল্পসন্ততি হয়

তুলা—তুলা রাশি জন্মরাশি হইলে, মনুষ্য দেবতাব্রাহ্মণ ও সাধুজনের পূজায় তৎপর, প্রাজ্ঞ, পবিত্র, স্ত্রীজিত, উচ্চকায়, উচ্চনাসিক, কৃশদেহ, বাণিজ্যকুশল, দেবতাবোধক উপাধি-বিশিষ্ট, রোগী, বন্ধুবর্গের উপকারক, হীনাঙ্গ, দুর্ব্বল, ভ্রমণ দ্বারা অর্থবান্, কোপনস্বভাব এবং বন্ধুগণ কর্ত্তৃক নিন্দিত ও ত্যজ্য হয়।

বৃশ্চিক—বৃশ্চিক রাশিতে জন্ম হইলে, বিশালচক্ষু, বিস্তৃত-বক্ষ, সুগোল জঙ্ঘা উরু ও জানু সম্পন্ন, পিতামাতা ও গুরুজন হইতে বিচ্ছিন্ন, শৈশবে রোগী, রাজপূজ্য, পিঙ্গলবর্ণ, ক্রূরকর্ম্মা, মৎস্য কুলিশ ও পক্ষী চিহ্নযুক্ত করচরণতল বিশিষ্ট, এবং আত্ম-পাপ গোপনকারী হয়।

ধনু—ধনু রাশিতে জন্ম হইলে, মনুষ্য দীর্ঘমুখ, দীর্ঘশিরঃ, পিতৃধনত্যাগী, কবি, বীর্য্যবান্, বক্তা, স্থূল দন্ত কর্ণ অধর ও নাসা বিশিষ্ট, উদ্যমশীল, শিল্পবিৎ, কুজাংস, কুনখী, মাংসলভুজশালী, প্রশান্ত, ধর্ম্মবিৎ, বন্ধুবিদ্বেষী, বলের অবশীভূত ও প্রণয়ের বশীভূত হয়।

মকর—মকর রাশিতে জন্ম হইলে, মনুষ্য স্ত্রীপুত্রপ্রতিপালক, ধর্ম্মধ্বজী, চারুনেত্র, ক্ষীণকটি, বাক্যগ্রাহী, সৌভাগ্যবান, অলস, শৈত্যপ্রকৃতি, ভ্রমণশীল, বীর্য্যবান. কাব্যকর্ত্তা, লোভী, অগম্যাস্ত্রী এবং বৃদ্ধানারী গামী, লজ্জাহীন ও নির্ঘৃণ হয়

কুম্ভ—কুম্ভরাশি জন্মরাশি হইলে, মানব করভকণ্ঠ, শিরালু, খরলোমশ, দীর্ঘতনু, চরণ-ঊরু-পৃষ্ঠ-জঘন বদন কটি এবং উদরাঙ্গে বিপুলত্ব সম্পন্ন, পরবনিতার নিমিত্ত পাপাসক্ত, অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন, পুষ্পানুলেপন ও সুহৃদপ্রিয়, এবং ভ্রমণানুরক্ত হয়।

মীন—মীনরাশিতে জন্ম হইলে, জলজধন অর্থাৎ মুক্তাদিভোগী, ব্যবসায়বিদ্, নারীপ্রিয়, বসনপ্রিয়, সম্পূর্ণ ও কান্তিবিশিষ্ট দেহ, উচ্চনাসিক, বিশালশীর্ষ, শত্রুদমনকারী স্ত্রীজিত, চারুদৃষ্টি, চারুকান্তি, নিধিধনভোগী, ও পণ্ডিত হয়।

—*—

জন্মলগ্ন

জন্মকালীন বার-তিথি-নক্ষত্রাদি কর্ত্তৃক জাতকের যেরূপ আকৃতি প্রকৃতি রূপ গুণ ও জীবনের ফলাফল সংঘটিত হয়, জন্মমাসাদি বর্ণনায় তাহা সংক্ষেপে বর্ণিত হইল। এক্ষণে, জন্মকালীন লগ্ন ও রাশিচক্রের অবস্থা অর্থাৎ তদ্গত গ্রহবর্গের

তাৎকালিক অবস্থানবিশেষ দ্বারা যে রূপ ছায়ার অঙ্গুলি-পরি-শুভাশুভ অবগত হওয়া যায় তাহা কথিত হইতেছে তাহার শেষ ফল কি ও কিরূপে তাহার নিরূপণ করিতে হয় তাও তৃতীয় আবশ্যক ;—পূর্ব্বে পরিভাষা পরিচ্ছেদে উল্লিখিত হইয়াছে যে, যেমন, সম্বৎসরে দ্বাদশমাসে দ্বাদশরাশির উদয় হয়, তেমনই প্রতিদিনও পর্য্যায়ক্রমে ঐ দ্বাদশ রাশির উদয় হইয়া থাকে, সূর্য্যোদয়ের সময় মাসাধিষ্টিত রাশি (যে মাসের যে রাশি, যেমন বৈশাখে মেষ, জৈষ্ঠে বৃষ) সূর্য্যাস্তসময়ে তাহার ৭ম রাশি, এইরূপ, অহোরাত্র ৬০দণ্ডের মধ্যে পর পর সমুদয় রাশিই উদিত হইয়া থাকে। নিরক্ষবৃত্তের সন্নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহে যেখানে দিবা ও রাত্রিমান সমান, সেখানে রাশিগণের এই উদয় অবস্থার স্থিতিকালও প্রায় সমান সমান, অর্থাৎ কিঞ্চিন্ন্যূনাধিক ৬ দণ্ড করিয়া হয় কিন্তু রাশিচক্রের ও সূর্য্যের গতির বৈষম্যহেতু এই উদয় পরিমাণের ইতরবিশেষ হইয়া থাকে, যথা ;— মেষ ৪ দণ্ড ৩৯ পল ২ বিপল বৃষ ৪ দণ্ড ৫৯ পল ৫ বিপল মিথুন ৫ দণ্ড ২১ পল ৫৩ বিপল কর্কট ৫ দণ্ড ২১ পল ৫৩ বিপল সিংহ ৪ দণ্ড ৫৯ পল ৫ বিপল কন্যা ৪ দণ্ড ৩৯ পল ২ বিপল। তুলা ৪ দণ্ড ৩৯ পল ২ বিপল বৃশ্চিক ৪ দণ্ড ৫৯ পল ৫ বিপল ধনু ৫ দণ্ড ২১ পল ৫৩ বিপল মকর ৫ দণ্ড ২১ পল ৫৩ বিপল। কুম্ভ ৪ দণ্ড ৫৯ পল ৫ বিপল। মীন ৪ দণ্ড ৩৯ পল ২ বিপল।

আমাদিগের দেশে বিষুবরেখার সন্নিকটবর্ত্তী লঙ্কাদ্বীপাদি-ভূভাগেই রাশিদিগের উক্তরূপ লগ্নমান হইয়া থাকে পণ্ডিতগণ লঙ্কাদ্বীপ হইতে দেশান্তর নির্ণয় করিয়াছেন বলিয়া, উপরি

ধনু—ধনু রাশি... াদরখণ্ডা কহে বিষুবরেখা হইতে যে
পিতৃধনত্যাগী, কবি, ... । পরিমাণে দিবামান ও রাত্রিমানের তথায়
নাসা বিশিষ্ট, উদ্যমশী... মানেরও তথায় তদনুযায়ী বিভিন্নতা দৃষ্ট হইয়া
শালী ... থাকে, ... উপরিলিখিত খণ্ডা একমাত্র বিষুব-প্রদেশ-সমূহেই ব্যবহৃত হয়।

বিষুব-দিনের দিবসার্দ্ধ ১৫ দণ্ড হইতে যত পল অল্প বা অধিক হয় তাহাকে চরার্দ্ধপল কহে উপরোক্ত লগ্নমানের সহিত যে কোন প্রদেশের চরার্দ্ধপল যথাক্রমে যোগ বা বিয়োগ করিয়া লইলেই তৎপ্রদেশীয় লগ্নমান নির্ণীত হয়।

কলিকাতা এবং ইহার সমীপস্থ সমরেখাবর্ত্তী স্থানসমূহে, ক্রান্তিপাতের দুই দিবস ভিন্ন বৎসরের অপরাপর দিবসের এইরূপ হ্রাসবৃদ্ধি হইয়া থাকে, যথা ;—বিষুব সংক্রান্তির দিন (এক্ষণে ২১ অংশ পশ্চিমে সরিয়া, ৯ই বা ১০ই চৈত্র তারিখে এই সংক্রান্তি হইতেছে,পরিভাষা-পরিচ্ছেদে ক্রান্তিপাত দেখ) দিবা ও রাত্রিমান সমান অর্থাৎ ৩০ দণ্ড, তাহার পর, প্রথম সংক্রান্তির দিন, দিবা ১ দণ্ড ৪৩ পল (১০৩ পল) বৃদ্ধি হইয়া ৩১ দণ্ড ৪৩ পল হয়, এইরূপ, দ্বিতীয়মাসে তাহাতে আর ৮৩ পল বৃদ্ধি হইয়া ৩৩ দণ্ড ৬ পল হয়। তৃতীয়মাসে দিবা সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ অর্থাথ আর ৩৪ পল বৃদ্ধি হইয়া ৩৩ দণ্ড ৪০ পল হয়। চতুর্থ-মাসে ৩৪ পল হ্রাস হইয়া ৩৩ দণ্ড ৬ পল হয়, পঞ্চমমাসে আর ৮৩ পল হ্রাস হইয়া ৩১ দণ্ড ৪৩ পল হয়, ষষ্টমাসে সারদীয় ক্রান্তি-পাতের দিবস, সংক্রান্তির দিবা ও রাত্রি, বাসন্তিক ক্রান্তিপাতের বিষুব সংক্রান্তির তুল্য সমান অর্থাৎ ৩০ দণ্ড সপ্তমমাসের সংক্রান্তির দিন, ১ দণ্ড ৪৩ পল (১০৩ পল) দিবা হ্রাস হইয়া ২৮

দণ্ড ১৭ পল হয় ও আর ৮ক ঐ ছায়ার অঙ্গুলি-পরি ৫৪ পল হয়, দিবা সর্ব্বাপেক্ষা হইবে, তাহার শেষ পল হ্রাস হইয়া ২৬ দণ্ড ২০ পল হয়। দশম দুই রাশি ও তৃতীয় হইয়া ২৭ দণ্ড ৫৪ পল, একাদশমাসে আর ৮ক্রমে দ্বাদশ রাশির ২৮ দণ্ড ১৭ পল, তৎপরে, দ্বাদশমাসে বিষুবতায় দিবসে আর ১০৩ পল বৃদ্ধি হইয়া দিবা ও রাত্রি সমান হয়। তাহা হইলেই, বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় (মেষ বৃষ ও মিথুন) এই তিনের যথাক্রমে ১০৩, ৮৩ ও ৩৪ পল করিয়া বৃদ্ধি, শ্রাবণ ভাদ্র ও আশ্বিন (কর্কট সিংহ ও কন্যা) এই তিনের যথাক্রমে ৩৪, ৮৩, ও ১০৩ পল করিয়া ক্ষয়, কার্ত্তিক অগ্রহায়ণ ও পৌষ (তুলা বৃশ্চিক ও ধনু) এই তিনের যথাক্রমে পুনর্ব্বার ১০৩, ৮৩ ও ৩৪ পল করিয়া ক্ষয়, এবং মাঘ ফাল্গুন ও চৈত্র (মকর কুম্ভ ও মীন) এই তিনের যথাক্রমে ৩৪, ৮৩ ও ১০৩ পল করিয়া বৃদ্ধি হয়; তাহা হইলেই,—

বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়, মাঘ, ফাল্গুন, ও চৈত্র (মেষ, বৃষ, মিথুন, মকর, কুম্ভ, ও মীন) এই ৬ মাসের দিবামান ১০৩, ৮৩ ও ৩৪ পল ক্রমে ও ব্যুৎক্রমে বৃদ্ধি, ও শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন, কার্ত্তিক, অগ্রহায়ণ, ও পৌষ (কর্কট, সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিক, ও ধনু) এই ৬ মাসের দিবামান ৩৪, ৮৩ ও ১০৩ পল ক্রমে ও ব্যুৎক্রমে হ্রাস হইয়া থাকে। ১০৩, ৮৩ ও ৩৪ ইহাদের অর্দ্ধাংশ, ভগ্নাংশ ত্যাগ করিয়া, যথাক্রমে ৫২, ৪২ ও ১৭ হইবে। এই অর্দ্ধাংশ হ্রাসবৃদ্ধিকেই চরার্দ্ধপল কহে। প্রথমোক্ত বৃদ্ধিশীল কয়েক মাসের রাশির চরার্দ্ধপলকে যুক্তচরার্দ্ধপল ও শেষোক্ত ক্ষয়শীল কয়েক মাসের চরার্দ্ধপলকে বিযুক্ত চরার্দ্ধপল

ধনু—ধনু রাশি... ...দয়খণ্ডা কহে বিষুবরেখা হইতে
পিতৃধনত্যাগী, কবি, ... পরিমাণে দিবামান ও রাত্রিমানের
নাসা বিশিষ্ট, উদ্যমশী ...মানেরও তথায় তদনুযায়ী বিভিন্নতা দৃষ্ট হইয়া
শালী, প্রশান্ত, থাকে, ... উপরিলিখিত খণ্ডা একমাত্র বিষুব-প্রদেশ-
রাশি ... অবধৃত হয়

			মিরমার্দ্ধ ১৯ দণ্ড হইতে যত পল অল্প বা অধিক	
মেষ	৪।৩৯।২	বিয়োগ	৫২	[illegible]
বৃষ	৪।৫৯।৫	„	৪২	৪ ১৭।৫
মিথুন	৫।২১ ৫৩	„	১৭	৫ ৪ ৫৩
কর্কট	৫।২১।৫৩	যোগ	১৭	৫ ৩৮ ৫৩
সিংহ	৪ ৫৯ ৫	„	৪২	৫ ৪১।৫
কন্যা	৪ ৩৯ ২	„	৫২	৫।৩১ ২
তুলা	৪।৩৯।২	„	৫২	৫।৩১।২
বৃশ্চিক	৪।৫৯।৫	„	৪২	৫।৪১।৫
ধনু	৫।২১ ৫৩	„	১৭	৫।৩৮ ৫৩
মকর	৫।২১।৫৩	বিয়োগ	১৭	৫।৪।৫৩
কুম্ভ	৪।৫৯।৫	„	৪২	৪ ১৭।৫
মীন	৪ ৩৯।২	„	৫২	৩।৪৭ ২

যে কোনও প্রদেশে দ্বাদশরাশির চরার্দ্ধপল নিম্নমত সহজ প্রক্রিয়া দ্বারা নির্ণিত হইয়া থাকে। নিয়ম যথা;—

বাসন্তিক বা সারদীয় ক্রান্তিপাতের দিন মধ্যাহ্ন সময়ে, মূলদেশ দুই অঙ্গুলি স্থূল ও অগ্রভাগ সূচীর ন্যায় সূক্ষ্ম একটী কীলক (কাটী) সরলভাবে ভূমির উপর স্থাপন করিলে তাহার যতটুকু ছায়া মৃত্তিকায় পতিত হইবে, তাহাকে বিষুবছায়া

দণ্ড ১৭ পল হয়, অষ্টমমাসে আর ৮ক ঐ ছায়ার অঙ্গুলি-পরি-
৫৪ পল হয়, নবমমাসে দিবা সর্ব্বাপেক্ষ . হইবে, তাহার শেষ
পল হ্রাস হইয়া ২৬ দণ্ড ২০ পল হয়। দশম দুই রাশি ও তৃতীয়
হইয়া ২৭ দণ্ড ৫৪ পল, একাদশমাসে আর ৮ ক্রমে দ্বাদশ রাশির
২৮ দণ্ড ১৭ পল, তৎপরে, দ্বাদশমাসে বিষু তোয় বিষুবছায়া ৫
আর ১০৩ পল বৃদ্ধি হইয়া দিবা ও রাত্রি [redacted] থাকে ১০, ৮ ও ১০
তাহা হইলেই, বৈশাখ [redacted] পৃথক্ পৃথক্ পূরণ করিলে, ৫।১৪০, ৪।১২০
ও ৫।১৪০ হয়, তৃতীয় রাশি ৫।১৪০কে ৩ দিয়া হরণ করিলে ১৭।১৩ হয়; প্রথম দুই রাশির ৪০ ও ২০ বিপলের স্থলে ১ পল ধরিলে ও শেষ রাশির ১৩ বিপল পরিত্যাগ করিলেই ৫২, ৪২ ও ১৭ এই তিন রাশি হয়, ইহাই ক্রমে ও উৎক্রমে কলিকাতা প্রদেশে, পূর্ব্বমত দ্বাদশ রাশির চরার্দ্ধপল হইবে।

রাশিদিগের সায়ন লগ্নমান লিখিত হইল;—কিন্তু, এদেশে, সায়নমতের পরিবর্ত্তে, নিরয়ণমতেই গণনাদি হইয়া থাকে, ইহা পরিভাষা-পরিচ্ছেদে উক্ত হইয়াছে। প্রকৃত বিষুব-সংক্রান্তি এক্ষণে ইহার পূর্ব্বস্থান হইতে প্রায় ২১ অংশ পশ্চিমে সরিয়া হইতেছে। নিরয়ণবাদীগণ সেই পূর্ব্বস্থানেই বিষুব-সংক্রান্তি ধরিয়া থাকেন, সুতরাং, মেষলগ্নের ৩০ ভাগের ৯ ভাগের সহিত বৃষলগ্নের ৩০ ভাগের ২১ ভাগ মিলাইয়া অয়নাংশ বিযুক্ত মেষলগ্ন হয়, ইহাকে মেষ রাশির অয়নাংশ বিযুক্ত লগ্নমান কহে। এই রূপে সকল রাশিরই অয়নাংশ বিযুক্ত লগ্নমান নির্ণীত হয়।

কলিকাতা প্রভৃতি বাঙ্গালার কতিপয় প্রধান স্থানের অয়নাংশ বিযুক্ত লগ্নমান নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

অয়নাংশ বিযুক্ত লগ্নমান।

	মেষ	বৃষ	মিথুন	কর্কট	সিংহ	কন্যা
কলিকাতা, মেদিনীপুর. এবং সমরেখাবর্ত্তী প্রদেশ।	৪।৭।১০	৪।৫২।০	৫।৩১।৫৫	৫।৪১।২	৫।৩০।৫২	৫।২৮।৭
বর্দ্ধমান, নবদ্বীপ, ঢাকা, এবং সমরেখাবর্ত্তী প্রদেশ।	৪।৭।৪২	৪।৫১।১৫	৫'২৯।৪৮	৫।৪০।৪২	৫।৩৩।১৮	৫।৩০।০
মুরসিদাবাদ, এবং সমরেখাবর্ত্তী প্রদেশ।	৪।৬।৩১	৪।৪৯ ৩৩	৫।২৮।৪৬	৫।৪০।৪৮	৫।৩০,৩৩	৫।৩০।০
চট্টগ্রাম, এবং সমরেখাবর্ত্তী প্রদেশ।	৪ ৯।৪২	৪।৫১ ৫৪	৫।২৯।৪৮	৫।২৯।১৮	৫।৩১।১৮	৫।২৮।০
রংপুর, এবং সমরেখাবর্ত্তী প্রদেশ।	৪।২।২৪	৪।৪৮।২৪	৫।৩০।৩৬	৫।৪৪।৪৮	৫,৩৯।০	৫।৩৯।০
কুচবেহার, এবং সমরেখাবর্ত্তী প্রদেশ।	৪ ১।৬	৪।৪৭।২৪	৫।৩১।০	৫।৪৫।৪৮	৫।৪৩।৪২	৫।৩৮।০

অয়নাংশ বিযুক্ত লগ্নমান।

	তুলা	বৃশ্চিক	ধনু	মকর	কুম্ভ	মীন
কলিকাতা, মেদিনীপুর, এবং সমরেখাবর্ত্তী প্রদেশ।	৫।৩৬।১০	৫।৪০।৪৭	৫।১৮।১৭	৪।৩২।৪১	৩।৫৪ ৫৩	৩।৪৫।৬
বর্দ্ধমান, নবদ্বীপ, ঢাকা, এবং সমরেখাবর্ত্তী প্রদেশ।	৫।৩৭।৪২	৫ ৩৮।২৮	৫।১৬।১২	৫।৩১।৪২	৩ ৫৫।১৮	৩।৪৬।০
মুরসিদাবাদ, এবং সমরেখাবর্ত্তী প্রদেশ।	৫।৩৭।১৫	৫।৪০।৪১	৫।১৭।২৪	৪।৩৩।৪০	৩।৫৫।৪৯	৩।৪৬।৯
চট্টগ্রাম, এবং সমরেখাবর্ত্তী প্রদেশ।	৫।৩৫।৪২	৫।৩৯।৪২	৫।১৬।১২	৪।৩৩।৬	৩।৫৭।১৮	৩।৪৮।৩
রংপুর, এবং সমরেখাবর্ত্তী প্রদেশ।	৫।৪৩।০	৫।৪৩।১২	৫ ১৫।২৪	৪।২৭।৩৬	৩।৪৯।৩৬	৩।৪০।০
কুচবেহার, এবং সমরেখাবর্ত্তী প্রদেশ।	৫।৪৪,৪৮	৫।৪৪।১২	৫।১৫।০	৪,২৬।৩৬	৩।৪৭।৫৪	৩।৩৮।০

প্রতি রাশিতে এক মাস করিয়া সূর্য্য অধিষ্ঠিত থাকেন, সুতরাং, উক্ত রাশির লগ্নমানের ৩০ ভাগের (যে মাস যত দিনে হয় তত ভাগের) ১ ভাগ প্রতি দিন তৎকর্ত্তৃক ভুক্ত হয়,—ইহাই রবির দৈনিক রবিভুক্তি যে দিনে যত তারিখ হয়, মাসাধিষ্ঠিত রাশির উল্লিখিত অয়নাংশ-বিযুক্ত-লগ্নমানের ত্রিংশাংশকে তত দিয়া পূরণ করিলেই সেই দিবসের রবিভুক্তি হইবে রবিভুক্তির সমষ্টিকে উক্ত রাশির ভুক্ত লগ্নমান, ও লগ্নমান হইতে ভুক্ত লগ্নমান অন্তর করিলে যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহাকে উহার ভোগ্য লগ্নমান কহে; যেমন, বৈশাখ মাসের মেষলগ্নমান ৪।৭।১০ কে মাসের দিন সংখ্যা যদি ৩১ হয়, তবে ৩১ দিয়া ভাগ করিলে কিঞ্চিদধিক ০।৭।৫৮ সাত পল আটান্ন বিপল হয়, ইহাই বৈশাখ মাসের দৈনিক রবিভুক্তি ২রা তারিখে ০।৭।৫৮ কে ২ দিয়া গুণ করিয়া ০।১৫।৫৬ পনের পল ছাপ্পান্ন বিপল, রবিভুক্তির সমষ্টি অর্থাৎ মেষের ভুক্তলগ্নমান; আর ৪।৭।১০—০।১৫।৫৬= ৩।৫১।১৪ তিনদণ্ড একান্নপল চৌদ্দ বিপল উহার ভোগ্য লগ্নমান হয়। সাধারণতঃ, রবিভুক্তি গণনায় মাসের সংখ্যা দিয়া লগ্নমানকে ভাগ না করিয়া, লগ্নমান যত দণ্ডপল হয় তাহাকেই দ্বিগুণ করিয়া দণ্ডস্থানে পল ও পলস্থানে বিপল ধরা হয়, যেমন, মেষলগ্নমান ৪।৭।১০ কে দ্বিগুণ করিয়া ও দণ্ড স্থানে পল ও পলস্থানে বিপল লইয়া, ৮ পল ১৪ বিপল ২০ অনুপল মেষের দৈনিক রবিভুক্ত হয় মাসের অধিষ্ঠিত রাশির অর্থাৎ উদয়লগ্নের যেরূপ রবিভুক্তি হয়, সেইরূপ উহার সপ্তম রাশি অর্থাৎ অস্তলগ্নেরও রবি ভুক্তি হইয়া থাকে। দিবসে

জন্ম বা প্রশ্ন হইলে উদয়লগ্ন ও রাত্রিতে জন্ম বা প্রশ্ন হইলে অস্তলগ্ন লইয়া গণনা করিতে হয়।

জন্মপত্রিকা ও প্রশ্নাদি গণনার নিমিত্ত সর্ব্বাগ্রেই লগ্ন নিরূপণ আবশ্যক হয়;—দিবা বা রাত্রির যে কোনও সময়ের লগ্ন নির্ণয় করিতে, নিম্নলিখিতমত সহজ প্রক্রিয়া অবলম্বন কর

যদি দিবসের মধ্যে কোনও সময়ের লগ্ন গণনা করিতে হয়, তাহা হইলে, মাসাধিষ্ঠিত রাশির লগ্নমান (যাহা সূর্য্যোদয়ের সময় উদিত ছিল) হইতে, তাহার ভুক্ত লগ্নমান অর্থাৎ রবি ভুক্তির সমষ্টি (দৈনিক রবি ভুক্তিকে তারিখের সংখ্যা দ্বারা গুণিত করিয়া) অন্তর করিয়া অবশিষ্ট ভোগ্য লগ্নমান একস্থানে স্থাপন কর, তৎপরে পর পর রাশির লগ্নমানসকল উহার নিম্নে স্থাপিত করিয় যোগ করিতে থাক, জন্ম বা প্রশ্নকালীন বেলার দণ্ডপল, যে রাশির লগ্নমানের অন্তর্ভূত হইবে, সেই রাশিই জন্ম বা প্রশ্ন সময়ের লগ্ন জানিবে যদি রাত্রির মধ্যে কোনও সময়ের লগ্ন নিরূপণ করিতে হয়, তাহা হইলে, উদয় লগ্নের পরিবর্ত্তে তাহার ৭ম রাশি যে অস্ত লগ্ন, তাহারই রবিভুক্তি, পূর্ব্বমত বাদ দিয়া, ভোগ্য লগ্নমান লইবে ও পূর্ব্বমত পর পর রাশির লগ্নমান যোগ করিয়া দেখিবে, রাত্রির দণ্ডপাল যে লগ্নের মধ্যবর্ত্তী হইল, সেই লগ্নই উক্ত সময়ের লগ্ন হইবে।

উদাহরণ ৫ই কার্ত্তিক বৃহস্পতিবার, বেলা ১০ দণ্ডের সময় কলিকাতায় যদি কাহারও জন্ম বা কোনও প্রশ্ন হয়, তবে তাহা কোন্ লগ্নে হইবে?

কার্ত্তিকমাসে তুলা রাশি, অতএব, সূর্য্যোদয়কালে ঐ দিবস

তুলা লগ্নের উদয় ছিল, উহার অয়নাংশ বিযুক্ত লগ্নমান ৫ দণ্ড ৩৬ পল ১০ বিপল দৈনিক রবিভুক্তি (৫।৩৬।১০কে দ্বিগুণিত করিয়া ও দণ্ডাদিস্থলে পলাদি লইয়া) ১১ পল ১২ বিপল ২০ অনুপল। রবিভুক্তির সমষ্টি বা ভুক্ত লগ্নমান (০।১১।১২।২০কে তারিখ সংখ্যা ৫ দ্বারা গুণিত করিয়া) ৫৬ পল ১ বিপল ৪০ অনুপল। অবশিষ্ট ভোগ্য লগ্নমান (৫।৩৬।১০ হইতে ০।৫৬।১।৪০ অন্তর করিয়া (৪ দণ্ড ৪০ পল ৯ বিপল ৪০ অনুপল একণে এই ৪।৪০।৯।৪০ এর সহিত, ইহার পরবর্ত্তী বৃশ্চিক রাশির লগ্নমান ৫।৪০।৪৭।০ যোগ করিয়াই দেখিলাম ১০।২০।৫৬।৪০ হইল অর্থাৎ দিবা দশ দণ্ডের সময় উক্ত দিন বৃশ্চিক লগ্নের অন্তর্ভূত হইল, অতএব, আর অপর লগ্নমান যোগ করিতে হইল না, বৃশ্চিক লগ্নেই এই কার্ত্তিক বৃহস্পতিবার বেলা ১০ দণ্ডের সময়, জন্ম বা প্রশ্ন হইয়াছে নির্দ্ধারিত হইল

২য় উদাহরণ উক্ত দিবস রাত্রি ১৯ দণ্ড ৫৫ পলের সময় কোন্ লগ্ন হইবে ?

এখানে, রাত্রির লগ্নমান গণনা হইতেছে বলিয়া অস্তলগ্ন লইয়া গণনা করিতে হইবে। উক্ত দিনের অস্তলগ্ন মেষ, (উদয় লগ্নের সপ্তম রাশি) মেষের অয়নাংশ-বিযুক্ত-লগ্নমান ৪ দণ্ড ৭ পল ১০ বিপল। দৈনিক রবিভুক্ত ৮ পল ১৪ বিপল। রবি-রবিভুক্তির সমষ্টি বা ভুক্ত লগ্নমান উক্ত দিনে (৮।১৪।২০কে ৫ গুণ করিয়া) ৪১ পল ১১ বিপল ৪০ অনুপল। অবশিষ্ট ভোগ্য লগ্নমান (৪ দণ্ড ৭ পল ১০ বিপল হইতে ৪১।১১।৪০ অন্তর করিয়া) ৩ দণ্ড ২৫ পল ও ৮ বিপল ২০ অনুপল। একণে এই ভোগ্য লগ্নমান ৩।২৫।৫৮।২০ এর সহিত পর পর কত

রাশির লগ্নমান যোগ করিলে ১৯ দণ্ড ৫৫ পলের সমান হইবে তাহাই দেখিতে হইবে। প্রক্রিয়ামতে দেখা যাইতেছে যে, পরবর্ত্তী বৃষের লগ্নমান ৪।৫২।০, মিথুনের লগ্নমান ৫।৩১ ৫৫, এবং কর্কটের ৫ ৪১ ২, ঐ ভোগ্য লগ্নমান ৩ ২৫ ৫৮ ২০ এর সহিত যোগ করাতে, রাত্রি ১৯ দণ্ড ৩০ পল ৫৫ বিপল হইতেছে, তাহা হইলেই, ১৯ দণ্ড ৫৫ পলের সময়ে, পরবর্ত্তী সিংহলগ্নের ২৪ পল মাত্র ভুক্ত হইবে, ইহা গণনা দ্বারা নিরূপিত হইল।

লগ্ন নিরূপণ করিতে হইলে, প্রথমে, যাহাতে যথার্থ রূপে সময়ের নিরূপণ হয় তাহা করিবে। রবিকর বিশিষ্ট দিবামানে, অতি সহজে, অভ্রান্ত ও সুস্পষ্টরূপে সময় নিরূপণ করিবার প্রক্রিয়া, যথা ;—

সূর্য্যকিরণে সরলভাবে দণ্ডায়মান হইলে, স্বীয় শরীরের য ছায়াপতন হইবে, স্বীয় পদ দ্বারা সাবধানে সেই ছায়া পরিমাণ করিলে যত পাদ ছায়া হইবে, সেই পাদসংখ্যাকে দ্বিগুণ করিয়া তাহাতে ১৪ যোগ করিবে, এই যোগফল দ্বারা ২৯২ সংখ্যাকে হরণ করিলে যে ভাগফল উৎপন্ন হইবে, পূর্ব্বাহ্ন হইলে, দিবামানে তত দণ্ডপল বেলা হইয়াছে এবং অপরাহ্ন হইলে, তত দণ্ডপল বেলা অবশেষ আছে, ইহা নিশ্চয় জানিবে।

জন্মপত্রিকা।

—*—

জন্মপত্রিকা (কোষ্ঠী) প্রস্তুত করিতে হইলে, প্রথমে, লগ্ন গণনা মতে জাতকের জন্ম সময়ের লগ্ন নিরূপণ কর; পরে রাশিচক্রের অনুরূপ একটী চক্র অঙ্কিত করিয়া, যে রাশি জাতকের জন্মলগ্ন হইল, সেই রাশির গৃহ 'লং—' এই সাঙ্কেতিক চিহ্নে চিহ্নিত কর। গ্রহসঞ্চার-গণনা মতে দ্বাদশ রাশির দ্বাদশ গৃহে তাৎকালিক গ্রহগণের সংস্থাপন কর, অর্থাৎ, জন্ম সময়ে রবি চন্দ্রাদি গ্রহগণ যে নক্ষত্রে যে রাশিতে যে অংশে অবস্থান করে গ্রহস্ফুট পঞ্জিকা * দৃষ্টে, অথবা চিরপঞ্জিকা মতে ভোগ্য নক্ষত্রেং অঙ্কের সহিত, তং তং রাশিতে তাহাদিগকে স্থাপিত কর। চক্রের মধ্যস্থানে শতপদচক্র মতে জাতকের নাম জন্মশক মাস, তারিখ, বার ও দণ্ডপল স্থাপিত কর। চক্রের নিম্নভাগে অহোরাত্র অর্থাৎ জন্ম দিবসের দিবামান রাত্রিমান ও মুহূর্ত্তমানাদি যথাক্রমে লিখ এবং তন্নিম্নে বার তারিখ ও স্থিতি দণ্ডপলের সহিত তিথি, নক্ষত্র, যোগ, ও করণের উল্লেখ কর; সাধারণতঃ, দিনপঞ্জিকার বাম পার্শ্বস্থ অঙ্কমালা ঐ রূপে উদ্ধৃত করা হয়; উহা চারি শ্রেণীতে লিখিত থাকে। প্রথম শ্রেণীর প্রথমাঙ্ক—বার, দ্বিতীয়াঙ্ক তারিখ, তৃতীয় ও চতুর্থ অঙ্ক তিথির দণ্ডপল; দ্বিতীয়

---

* আজি কালি বঙ্গপঞ্জিকার মধ্যে ২।১ খানি পঞ্জিকায় গ্রহস্ফুট গণনা প্রকাশিত হইতেছে। পাঠকবর্গ ও শিক্ষার্থীগণ পঞ্জিকা ক্রয়কালে গ্রহস্ফুট দেখিয়া লইবেন।

শ্রেণীর প্রথমাঙ্ক নক্ষত্র, দ্বিতীয় ও তৃতীয় অঙ্ক নক্ষত্রের দণ্ডপল, ও চতুর্থাঙ্ক করণ; এবং তৃতীয় শ্রেণীর প্রথমাঙ্ক যোগ, দ্বিতীয় ও তৃতীয় অঙ্ক যোগের দণ্ডপল ও শেষাঙ্ক তারিখের সংখ্যা প্রকাশ করে। জন্মনক্ষত্র যদি পূর্ব্বদিনাবধি ভোগ করিয়া থাকে তবে পূর্ব্বাহের, আর যদি পরদিনাবধি ভোগ করে তবে পরাহের দিবাদির মান উক্তরূপে জাতাহের পার্শ্বে সংস্থাপন করিবে। সহজ বোধের জন্য, ইহারই নিম্নখণ্ডে, সচরাচর, ষড়বর্গাদির পরিচয়, জন্মমাসাদির ফল, গ্রহগণের অবস্থানগত ভাববিচার, ও দশাফল প্রভৃতি সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়া থাকে। ষড়বর্গ কাহাকে কহে, এবং জন্মমাসাদির ফল কিরূপ, তাহা এককপ ইতিপূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে, এক্ষণে, গ্রহগণের অবস্থানগত ভাববিচার, ও বর্ত্তমানকাল-প্রচলিত নাক্ষাত্রিকী দশা বিবরণ, সহজে ও সংক্ষেপে কীর্ত্তিত করিয়া পশ্চাৎ সংক্ষিপ্ত জন্মপত্রিকার আদর্শ প্রদর্শিত হইবে।

জাতচক্র ও তদ্গতগ্রহগণের সাধারণ বিবরণ।

জাতচক্রে, মেষ বৃষ মিথুন ইত্যাদিরূপে পর্য্যায়ক্রমে রাশিগণের গণনাকে বামাবর্ত্ত, ও মেষ মীন কুম্ভ ইত্যাদিরূপ বিপর্য্যায়ক্রমে গণনাকে দক্ষিনাবর্ত্ত গণনা কহে। যে গৃহে 'লং' চিহ্নে লগ্ন স্থাপন করা হইয়াছে তাহাকে লগ্নগৃহ বা লগ্ন কহে; লগ্ন হইতে বামাবর্ত্তে দ্বাদশগৃহে দ্বাদশ ভাব গণনা করা হয়। লগ্নগৃহকে প্রথম গৃহ বা তনুভাব কহে, এইরূপ দ্বিতীগৃহকে ধন-

ভাব, তৃতীয় গৃহকে সহজ (সহোদর) ভাব, চতুর্থাদি দ্বাদশ গৃহকে, এইরূপ, যথাক্রমে বন্ধুভাব, রিপুভাব, জায়াভাব, নিধনভাব, ধর্ম্মভাব, কর্ম্মভাব, আয়ভাব ও ব্যয়ভাব কহে। ভাবগৃহের নামানুযায়ী প্রথম তনুভাবে জাতকের আকৃতি, প্রকৃতি, রূপ, গুণ, জাতি, বর্ণ, বংশ, আয়ুর স্থূল পরিমাণ, শারীরিক স্বাস্থ্য, সাহস ও সুখ দুঃখাদি অবগত হওয়া যায়। দ্বিতীয় ধন-ভাবে ধন রত্ন সম্পত্তি, ধাতু প্রভৃতির ক্রয় বিক্রয়, উপার্জ্জন ও বিবিধ অর্থোপায় অবধারিত হয়। তৃতীয় সহজভাবে সহোদর, অনুচর, জ্ঞাতি, সেবক ও পরাক্রমাদির বিষয় অবধারিত হয়। চতুর্থ বন্ধুভাবে মিত্র, পিতা, গৃহ, ধন, ভূমি, সম্পত্তি, ক্ষেত্রকার্য্য, মহৌষধি, পশু ও খনিজ বস্তুর বিষয় চিন্তা করা যায়। পঞ্চম পুত্রভাবে, অপত্য, অনুগত, শিষ্য, মন্ত্র, বুদ্ধি, বিদ্যা, গর্ভসংস্থান ও নীতি তত্ত্বাদির বিষয় গণনা করা হয়। ষষ্ঠ রিপুভাবে শত্রু, ষড়রিপু, চিন্তা, পীড়া, পিতৃব্য, মাতুল, বন্ধন, রাজভয় ও বিবিধ আশঙ্কার বিষয় চিন্তা করা হয়। সপ্তম জায়াভাবে স্ত্রী, বাণিজ্য, বিবাহ, যাত্রা, বিবাদ, আরোগ্য প্রভৃতির কল্পনা করা যায়। অষ্টম নিধনভাবে মৃত্যু, কারাগার, সঙ্কট, শোক ও পরমায়ুর বিষয় কীর্ত্তিত হয়। নবম ধর্ম্মভাবে ধর্ম্ম, ভাগ্য, চরিত্র, তীর্থ, প্রণয় ও পুণ্য কর্ম্মাদি বিষয়ক গণনা হয়। দশম কর্ম্মভাবে কর্ম্ম কীর্ত্তি, সম্মান, ভোগ, মাতা, রাজ্য ও উচ্চপদাদির বিষয় বিচার করা যায়। একাদশ আয়ভাবে, আয়, যান, বাহন, বস্ত্র, রত্ন, সুবর্ণ, আত্মীয়, আশা, সিদ্ধি ও লাভালাভের বিষয় চিন্তা করা যায়। এবং শেষ দ্বাদশ গৃহ বা ব্যয়ভাবে ব্যয়, ক্ষতি, দণ্ড, ঋণ, জ্ঞান, গুপ্তশত্রু ও সর্ব্বপ্রকার অভাব চিন্তা করা হইয়া থাকে।

তন্বাদি দ্বাদশ গৃহের মধ্যে লগ্ন, দ্বিতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, সপ্তম, নবম, দশম ও একাদশ এই অষ্ট গৃহকে শুভগৃহ বা শুভভাব, আর তৃতীয়, ষষ্ঠ, অষ্টম ও দ্বাদশ এই চারি গৃহকে অশুভ গৃহ বা অশুভভাব কহে, যে যে রাশির গৃহে শুভভাব হয় সেই সেই রাশির অধিপতি গ্রহকে শুভভাবাধিপতি, আর যে রাশির গৃহে অশুভ ভাব হয় সে রাশির অধিপতি গ্রহকে অশুভভাবাধিপতি কহে

লগ্ন, চতুর্থ, সপ্তম ও দশম এই চারিটি গৃহকে কেন্দ্র ...

পঞ্চম, অষ্টম ও একাদশ এই চারিটিকে প... চন্দ্র সপ্তম বা দ্বিতীয়

ষষ্ঠ, নবম বা দশম বা তৃতীয় স্থানে, বুধ ষষ্ঠ ... তৃতীয়

ও দ্বাদশ ... আর তৃতীয়

নবম বা দ্বিতীয় ...

লবান্, ... চারি গৃহকে আপোক্লিম কহে, কেন্দ্রস্থিত

... লগ্নস্থানে ... নফরস্থিত গ্রহ অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল, এবং

... স্থান ... ত গ্রহ অতিশয় হীনবল হইয়া থাকে।

... হ ত্রিকোণ, এবং তৃতীয়, ষষ্ঠ, দশম ও একা-

... হ দুই বিশেষনামে কথিত হয়।

... গ্রহ যদি তুঙ্গগত হইয়া কেন্দ্রস্থানে অথবা ... স্থান করে, কোনও তুঙ্গগত গ্রহ লগ্নে থাকে, ... র উচ্চাধিপতি * গ্রহ ও ঐরূপ কেন্দ্রী বা ত্রিকোণ- ... তাহা হইলে যাহার জন্ম পত্রিকায় এরূপ থাকিবে সেই ... বনে মহা উন্নতি সাধন করিবে সন্দেহ নাই;—পক্ষা- ... শনি, রাহু বা কেতু গ্রহ কোনও অশুভভাবাধিপতির ... গত হৈয়া অশুভ গৃহে অবস্থান করে, তাহা হইলে

---

* চন্দ্র ... যে রাশি তুঙ্গস্থান বা নীচস্থান সে রাশির অধি- ... উহার উচ্চাধিপতি অথবা নীচাধিপতি কহে, পরি-

[Torn fragments at left margin: "৫ অবস্থিত", "পঞ্চম গৃ...", "চন্দ্র ও...", "লগ্নাদি উৎপ...", "ত্রিকোণে", "আর উহা", "স্থিত হয়", "জাতক", "স্তরে, ...", "সহিত", "স্থান", "পতি গ্রোন", "ভাবাধি..."]

জাতকের আজীবন দুঃখভোগ ও বিবিধকষ্ট প্রাপ্তি হইয়া থাকে।

যদি শুভ গ্রহগণ * স্বক্ষেত্রে, তুঙ্গস্থানে, বা কেন্দ্রেস্থিত হয়, যদি শুভভাবাধিপতিগণ,বিশেষতঃ, চতুর্থও দশমাধিপতি স্বক্ষেত্রে অবস্থান করে, কিম্বা, যদি কোনও শুভভাবাধিপতি নীচ রাশিতে থাকে ও তাহার উচ্চাধিপতি ও নীচাধিপতি বলবান্ ধন- ক্ষেত্রে অবস্থান করে, অথবা যদি শুভ নক্ষত্র যুক্ত হইয়া জন ও

বা যে কোন স্থানে বৃহস্পতি অবস্থিতি করে, যদি হোদর,
পাপ গ্রহ দশমস্থিত থাকিয়া বৃহস্পতি ত হয়
যদি লগ্নাধিপতি ও চন্দ্র শুভ গৃহস্থিত হয়, ত্র, ক্ষেত্রকার্য্য
শনি যদি স্বক্ষেত্রে থাকে, তাহা হইলে জাত যায়। পঞ্চঃ
ও বিবিধ সুখসম্পদ ভোগ হয়। আর , গর্ভসংস্থান
অষ্টম ও দ্বাদশাধিপতি স্বক্ষেত্রগত থাকে, যদি ভাবে শত্রু
পাপগ্রহ একত্র হইয়া থাকে, যদি লগ্নাধিপতি ও বিবিধ
নীচরাশিগত থাকে আর তাহাদের উচ্চ ও নীচ বাণিজ্য
অশুভ গৃহে সংস্থিত হয়, অথবা লগ্নে কি রবি বা চ যায়
স্থানে যদি মঙ্গল কি শনি অবস্থান করে, অথবা রমায়ু
গৃহাধিপতিগণ শুভ গৃহাধিপতির সহিত মিলিত হই তীর্থ
স্থানে অবস্থিত হয়, তবে জাতক জীবনে প্রতিপদে কা
ভোগ করে, এবং অল্পায়ু দরিদ্র ও দীন হইয়া থাকে।। বিচা
রত্ন

---

* বুধ বৃহস্পতি ও শুক্র ইহারা শুভ চিন্তা কা
শনি মঙ্গল রাহু ও কেতু ইহারা অশুভ বা পা মণ্ড, ধ
বুধ পাপগ্রহের সহিত মিলিত হইয়া পাপগ্রহ হইয়া থাকে।
ক্ষীণ চন্দ্র পাপগ্রহ মধ্যে পরিগণিত।

শুভগ্রহের ফল শুভ, এবং পাপ বা অশুভগ্রহের ফল অশুভ হইয়া থাকে পাপগ্রহগণ, উপচয় স্থানে সংস্থিত হইয়া যদি শুভভাবে থাকে, অথবা, শুভভাবের যদি অধিপতি হয়, তবে অশুভত্বে বা কষ্টে শুভফল প্রদান করিয়া থাকে। শুভগ্রহগণ অধিপ শুভভাবে অশুভগৃহের অধিপতি হইয়া থাকে, তবে, তাহা-ভাব শুভফলের কখনও হ্রাস কখনও বৃদ্ধি হয়।

লগ্ন সংস্থিত গ্রহমাত্রেই, বিশেষতঃ শনি, জাতকের অতীব পঞ্চম, করিয়া থাকে এইরূপ, চন্দ্র সপ্তম বা দ্বিতীয় ষষ্ঠ, নবম রবি দশম বা তৃতীয় স্থানে, বুধ ষষ্ঠ বা লগ্নস্থানে, বৃহ-গ্রহ মহ নবম বা দ্বিতীয় স্থানে, শুক্র দ্বাদশ বা পঞ্চম স্থানে, শনি আপোক্লিম লগ্নস্থানে, রবি একাদশ বা চতুর্থ স্থানে, শুভনক্ষত্রযুক্ত নবম অবস্থান করিলে জাতকের অতীব শুভদায়ক হয়

দশ গৃহ যদি দ্বাদশ গৃহে ভিন্ন ভিন্ন গ্রহকর্তৃক যেরূপ ভিন্ন লগ্নাদি উৎপন্ন হয়, তাহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিম্নে প্রদত্ত ত্রিকোণে

আর উহা

স্থিত হয়

জাতক

তনুভাব।

স্তরে, রবি—তনুস্থানে অর্থাৎ লগ্নে রবি থাকিলে, জাতক সহিত পীড়িত, নেত্ররোগী, নীচসেবারত, সদ্গৃহস্থ, দাম্ভিক, —জ্ঞান, অপত্নিক, ও দরিদ্র হয়।

*চন্দ্র—চন্দ্র তনুস্থানে থাকিলে, জাতক সুশীল, সুন্দর, পতি ধীমান্, বহুজবধনভোগী, ও লোকবিখ্যাত হয়, কিন্তু, ভাবাদি লগ্নে নীচগৃহস্থ হন, কিম্বা পাপগ্রহ কর্তৃক যুক্ত বা দৃষ্ট

হন, তাহা হইলে জ্ঞানী, হর্ষযুক্ত, গন্ধচন্দনভূষিত, এবং বৃদ্ধাবস্থায়
অপিচ, লগ্নগতচন্দ্রের পূর্ণ
পক্ষ জাতকের অশুভদায়ক স্থানে থাকিলে, মানব বিদ্যাদ্বারা উপা
ও স্ত্রীধনে ধনবান্ হয়, অপিচ,

মঙ্গল—মঙ্গল লগ্নস্থানে ... কুজদে... য়, ও বাচাল হয়
রোগী, ভগন্দর অর্শ বা অন্যরূপ গুহ্য পীড়ায় পীড়িত, কৃশশরীর, উচ্চ... ।
লোকনিন্দিত, ও বিকল মধ্যাঙ্গ হইবে। অপিচ, কুকার্য্যরত, চৌ
থাকিলে, জাতক বাল্যে উদর দশন রোগী, কৃশাঙ্গ, ক্রু... র্য্যরত্নাদি দ্বারা ...
শ্লেষ্মাপীড়িত, নীচাসুরক্ত, পাপাসক্ত, সর্ব্বদা অগ্নি... হাদির ব্যাপারে
এবং মলিন ও ছিন্নবস্ত্রপ্রিয় হইয়া থাকে।

বুধ বুধগ্রহ লগ্নস্থ থাকিলে, জাতক সুমূর্ত্তি, শাস্ত্র... সেই ব্যক্তি চৌর্য্য-
মেধাবী, জিতেন্দ্রিয়, বিদ্বান ও দয়ালু হয়। অপিচ, বিক্রয়কারী হয়;
ত্যাগশীল, মধুরভাষী, সত্যবাদী, বিলাসী ও বন্ধুবর্গে... বৰ,
কারী হয়।

বৃহস্পতি লগ্নে বৃহস্পতি থাকিলে, জাতক সুকায়... হয়,
গায়ক, দাত, ভোক্তা, সুখী, রাজপূজিত, প্রিয়দর্শন, পবিত্র, ও
দেবদ্বিজভক্ত হয়। অপিচ, শাস্ত্রবিদ্ ও ঐশ্বর্য্যভোগী হইয়া
থাকে।

শুক্র—শুক্র জন্মলগ্নে অবস্থান করিলে, জাতক পণ্ডিত-
শ্রেষ্ঠ, ধার্ম্মিক, বিচিত্র শিল্পশাস্ত্র বিশারদ, গুণবান্, এবং যুবতী
গণের সহিত সর্ব্বদা ক্রীড়াপ্রিয় হন। অপিচ, শুক্র লগ্নে
থাকিলে জাতক ধনী, ভোগযুক্ত, ও বাচাল হইয়া থাকে।

শনি—তনুস্থানে শনি থাকিলে, মনুষ্য নরাধম, জ্বররোগী
বহুরোগপীড়িত, অধিকাঙ্গ বা হীনাঙ্গ, ও দুর্ণামযুক্ত হয়। অপিচ,
ব্রণময়শরীর ও বাতরোগী হইয়া থাকে।

চন্দ্র যাহার সহজস্থানে চন্দ্র শুভগৃহে থাকে, সেই ব্যক্তি সুখভাগী, গুণনিধান, কাব্যশাস্ত্রামোদী, ও বহুভগিনিবিশিষ্ট হয়;—পাপগৃহ হইলে, জাতক মূর্খ হয়, এবং তাহার ভ্রাতা ও ভগিনীর বিনাশ হইয়া থাকে।

মঙ্গল মঙ্গল তৃতীয় গৃহে থাকিলে, সহোদরের বিনাশ হয়। যদি মঙ্গল তুঙ্গগত হন, তাহা হইলে জাতক দীর্ঘায়ুঃ, কৃষিজীবী, ধনী, সুখী, ও বিলাসী হয়; আর, যদি মঙ্গল সহজস্থানে চন্দ্র ... গৃহগত থাকে, তবে, জাতক ধনহীন ও সুহীন হইয়া ... যদি ... কাদি পীড়িত কুৎসিৎ গৃহে বসতি করে।

বুধ—... গৃহে বা সহজস্থানে বুধ অবস্থিত থাকিলে, জাতক সহা ঐশ্বর্য্যশালী হয়; যদি বুধ তুঙ্গী হন, তাহা হইলে জাতক বহুস্ত্রীপুত্রবিশিষ্ট, নির্লজ্জ, ক্ষীণদেহ, কৃশাঙ্গ, চঞ্চল, ও বাল্যকালে রোগযুক্ত হয়;—অপিচ, পাপগৃহগত বা পাপগ্রহযুক্ত বুধ হইলে, ভ্রাতা ও স্ত্রীপুত্রের বিনাশ হয়; এবং মিত্র কর্ত্তৃক বুধ দৃষ্ট হইলে জাতক স্বয়ং নির্ম্মলবুদ্ধিবিশিষ্ট ও নির্ম্মলবুদ্ধিবিশিষ্ট প্রফুল্ল ... প্রাপ্ত হন, বৃ...

...র্তিগ বৃহস্পতি—সহজস্থানে বৃহস্পতি থাকিলে, মনুষ্য রাজ-... ভ্রাতৃসংস্থান, কুটুম্ববিশিষ্ট, কৃপণ, এবং ধনবান্ হইয়াও ... শ্য ... দীয়মান হয়

...—শনি সহজস্থানে থাকিলে, মনুষ্য মনোরমা ভগিনি ... ভগিনিযুক্ত, জড়মতি, ক্রূর, কাতরস্বভাব, ও বুধ— ... ; অপিচ, জাতক নেত্ররোগসম্পন্ন হইয়া ...বুদ্ধি, প্রবাস...

বৃহস্প... শনি সহোদরস্থানে থাকিলে, জাতকের ভ্রাতা-

ভগিনির বিনাশ হয়, কিন্তু, স্বয়ং সেই ব্যক্তি উত্তম স্ত্রীপুত্রযুক্ত, সৌভাগ্যশালী, এবং রাজতুল্য হইয়া থাকে

রাহু তৃতীয় গৃহে রাহু থাকিলে, ভ্রাতার বিনাশ হয়, কিন্তু, যদি রাহু তুঙ্গী থাকে, তাহা হইলে, জাতক অসীম ধন-সম্পত্তি প্রাপ্ত হয়, এবং গজবাজীভৃত্য পুত্রকলত্রমিত্রাদিজনিত বিবিধ সুখে সুখী হইয়া থাকে

কেতু তৃতীয় স্থানে কেতু ভ্রাতৃ বিনাশ করে; অপিচ, [illegible]ক শত্রুহীন ও ঐশ্বর্য্যশালী হয়, এ[illegible] উদ্বিগ্ন, রুগ্ন ও মানসিক চিন্তা গ্রস্ত থাকে

[illegible] সহোদরস্থান, যদি পাপগৃহ, পাপগ্রহযুক্ত[illegible] কর্ত্তৃক দৃষ্ট হয় তাহা হইলে, জাতকের সহোদর[illegible] অন্যথায়, শুভ গৃহ, শুভগ্রহযুক্ত, ও শুভগ্রহ[illegible] হইলে বহু সহোদর হইয়া থাকে

সহজস্থানের যত নবাংশে মঙ্গল বা চন্দ্রেতক [illegible] জাতকের তত সংখ্যক সহোদর হইয়া থাকে, [illegible] শনির দৃষ্টি থাকিবে, তত সংখ্যক সহোদরের [illegible]নাশ হইবে [illegible]

বন্ধুভাব।

রবি—চতুর্থ গৃহ বা বন্ধুস্থানে রবি অবস্থি[illegible] থাকিলে, জাতকের বন্ধুবিনাশ হয়, এবং সেই ব্যক্তি সংগ্রামে অজেয়, বহুপুত্রশালী, বহুসম্পত্তিশালী, মৃদুপ্রকৃতি, স[illegible] উত্তম স্ত্রীবস্ত্রবিশিষ্ট, বিবিধ-ধন বিহারী ও রাজপ্রিয় [illegible]

চন্দ্র—চন্দ্র বন্ধুস্থানে থাকিলে, জা[illegible] ধনসম্পন্ন ও

গজবাজীবিশিষ্ট অট্টালিকার অধীশ্বর, মৎস্যমাংসাদিলোভী, প্রিয়জনহিতকারী, রোগহীন ও যুবতীরঞ্জন হয়

মঙ্গল বন্ধুস্থানে মঙ্গল থাকিলে, মনুষ্য বন্ধুহীন, ভূমিজীবী ও কৃষিজীবী হয়, এবং সেই ব্যক্তি প্রবাসে কর্দ্দমাদিবিশিষ্ট স্থানে, ও আবাসে আর্দ্রগৃহে বাস করে; অপিচ, সে জড়মতি, অতিদীন, কুটিলহৃদয়, কৃশাঙ্গ, শ্লেষ্মাযুক্ত, কৃশ, চপলচিত্ত, নীচসেবী, কুবস্ত্রধারী, সকলসুখবিহীন, ও পাপশীল হইয়া (

বুধ যদি পাপগ্রহশূন্য হইয়া বন্ধুস্থানে থাকেন, তাহা হইলে, জাতক বহুমিত্রযুক্ত, বহুধনযুক্ত, ও বহুরসবিলাসী হয়; আর যদি পাপগ্রহযুক্ত হইয়া থাকেন, তবে ইহার পূর্ণ বিপরীত ফল হয়

বৃহস্পতি—বৃহস্পতি মিত্রস্থানে থাকিলে, মানব অরণ্য মধ্যেও মিত্র প্রাপ্ত হয়, বিচিত্র মাল্যবস্ত্র ও রত্নাদি শোভিত হইয়া সে গজবাজীবাহনে সুন্দরী কামিনীগণের সহিত বিহার করে; অপিচ, বৃহস্পতি মিত্রগৃহ প্রাপ্ত হইয়া থাকিলে, জাতক ভাণ্ডারপতি সর্ব্বসুখী, ও সর্ব্বজনপ্রিয় হয়

শুক্র বন্ধুস্থানে শুক্র থাকিলে, জাতক বহুমিত্রযুক্ত, কবিতাশক্তিসম্পন্ন, নির্ম্মলচিত্ত, সচ্চরিত্র, ও সুদর্শন হয়; অপিচ, শুক্র যদি বন্ধুস্থানে তুঙ্গগত থাকেন, তাহা হইলে মনুষ্য শ্রেষ্ঠ গৃহবাসী, শ্রেষ্ঠকামিনীবিলাসী ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইয়া থাকে

শনি—শনি বন্ধুস্থানে থাকিলে, মনুষ্য বিকলাঙ্গ, দুঃখপীড়িত, ভগ্নগৃহবাসী, ভগ্নাসন বিশিষ্ট ও স্থানভ্রষ্ট হয়।

রাহু—বন্ধুস্থানে রাহু থাকিলে, মানব কবস্ত্রধারী সুগন্ধ-

পুষ্পানুরাগী, নীচমিত্রগৃহবাসী, ও গ্রামের প্রান্তভাগে স্থায়ী হয়। অপিচ, সে দরিদ্র, খল, পাপাসক্ত, নীচানুরক্ত, কৃশাঙ্গ, এবং একপুত্রবিশিষ্ট হইয়া থাকে

কেতু কেতু বন্ধুস্থানে থাকিলে, জাতক মাতা হইতে অ-সুখী ও সুহৃদ্বর্গ বা পিতা হইতে বিনষ্ট হয়; কেতু তুঙ্গী ভাবে থাকিলে, সেই ব্যক্তি সদা উদ্বিগ্ন, বন্ধুবিহীন, ও অস্থিরবাসী হয়।

পুত্রভাব।

রবি—পঞ্চমগৃহে অর্থাৎ পুত্রস্থানে রবি অবস্থিত হইলে, মনুষ্য বাল্যকালে সুখী, যৌবনে রোগযুক্ত, একপুত্রবিশিষ্ট, কুবস্ত্রধারী, ক্রূরকর্ম্মা, চঞ্চলচিত্ত, নির্লজ্জ, ও গৃহে গূঢ়তত্ত্ব প্রকাশক হয়, এবং কথনও সে ধনবান্ হয় না রবি যদি পুত্রস্থানে স্বক্ষেত্রগত হন, তাহা হইলে প্রথমপুত্রের বিনাশ হয়, যদি শত্রুগৃহপ্রাপ্ত হন, তাহা হইলে গর্ভমধ্যে সন্তান নিহত হইয়া থাকে।

চন্দ্র—চন্দ্র পঞ্চমস্থানে থাকিলে, মানব বহুপুত্রসম্পন্ন, সৌভাগ্যশালী, সুখী, ও মনোরমা রমণীর পতি হয়; পুত্রস্থান যদি পাপগৃহ বা শত্রুগৃহ হয়, কিম্বা, চন্দ্র স্বয়ং যদি ক্ষয়শীল হন, তাহা হইলে ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত ফল হয়;—অপিচ, যে জাতকের বন্ধুস্থানে ক্ষয়শীল চন্দ্র পাপগৃহ সংযুক্ত হইয়া অবস্থান করে, তাহার একটি মাত্র অতিচপলা কন্যা হইয়া থাকে

মঙ্গল পুত্রস্থানে মঙ্গল থাকিলে, মনুষ্য পুত্রহীন, অর্থহীন, ও সুখহীন হয় মঙ্গল যদি নীচস্থিত হয়, অথবা শত্রুগৃহ-

গত বা শত্রুকর্তৃক দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে, মনুষ্য পুত্রশোকার্ত্ত হইয়া হাহাকার করিতে থাকে যদি মঙ্গল স্বক্ষেত্রে স্থিত বা তুঙ্গী হইয়া থাকে, তবে, মনুষ্যের একমাত্র মলিনচিত্ত ও কুহকী পুত্র জন্মলাভ করিবে

বুধ—যদি পুত্রস্থানে বুধ থাকেন, তাহা হইলে, জাতক সুখ-সম্পন্ন, প্রফুল্লবদন, পবিত্র, দেবতাব্রাহ্মণভক্ত, স্ত্রীপুত্রযুক্ত, ও কবি হয়;—অপিচ, বুধ পুত্রস্থানে শত্রু কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইয়া থাকিলে, মানবের সুশীল পুত্র জন্ম গ্রহণ করে, অন্যথায়, হয় পুত্র জন্মে না, ন হয় জন্মিয়া জীবিত থাকে না

বৃহস্পতি—পঞ্চমস্থানে বৃহস্পতি থাকিলে, জাতক বহু-স্ত্রীপুত্রযুক্ত, সমৃদ্ধিসম্পন্ন সুশ্রী, ও লোকপ্রিয় হয়

শুক্র—পুত্রস্থানে শুক্র থাকিলে, জাতক ধনী, মানী, গুণী, দাতা, ভোক্তা এবং অল্পপুত্রক ও বহুকন্যাবিশিষ্ট

শনি—শনি যদি শত্রুগৃহগত হইয়া পুত্রস্থানে থাকেন, তাহা হইলে জাতকের সকল পুত্র বিনষ্ট হয়. যদি স্বক্ষেত্রস্থিত, বা মিত্রগৃহস্থিত কিম্বা তুঙ্গগত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে, একমাত্র, রুগ্ন পঙ্গু ও উগ্রস্বভাবসম্পন্ন পুত্রসন্তান জন্ম গ্রহণ করে •

রাহু—রাহু পুত্রস্থানে থাকিলে, জাতকের একটীমাত্র অতিদীন মলিন পুত্র জন্মে;—যদি পুত্রস্থান চন্দ্র বা রবির গৃহ হয়, তাহা হইলে জাতকের পুত্র আদৌ জন্মে না, অথবা জন্মিয়া জীবিত থাকে না।

কেতু—পঞ্চমস্থানে কেতু থাকিলে, জাতক অল্পপুত্রক,

বীর্য্যবান্, বুদ্ধিদোষে কষ্টভাগী, এবং স্বয়ং ও তাহার ভ্রাতা আঘাত বা বাতযোগ জনিত দুঃখভোগ করে

রিপুভাব।

রবি—ষষ্ঠগৃহে রিপুস্থানে যদি রবি অবস্থিত থাকে, তাহা হইলে, জাতক যোগবত, ধীমান, চারুমূর্ত্তি, বিলাসী, তেজস্বী, কৃশ, ধার্ম্মিক, কূর্ম্মকঠিনদেহ, জ্ঞাতিবর্গপ্রমোদী, নিজকুলহিতকারী, শত্রুহীন, এবং দীর্ঘায়ুঃ হয়; অপিচ, রবি যদি শত্রুগ্রহের সহিত যুক্ত বা তৎকর্ত্তৃক দৃষ্ট হইয়া অবস্থান করে, তবে জাতকের পদে পদে শত্রুবৃদ্ধি হইয়া থাকে

চন্দ্র চন্দ্র রিপুস্থানে যদি বৃহস্পতির গৃহে অবস্থিত থাকেন, অথবা, যদি পূর্ণচন্দ্র হইয়া তুঙ্গগত বা স্বগৃহস্থিত হন, কিম্বা শুভগ্রহ কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইয়া থাকেন, তাহা হইলে, জাতকের সকল শত্রু বিনষ্ট হয়, ও সেই ব্যক্তি মহাসুখ ভোগ করে; যদি চন্দ্র ক্ষীণ কিম্বা নীচগৃহস্থিত অথবা তাৎকালিক শত্রুর গৃহগত হন, তাহা হইলে, সুখদাতা না হইয়া বহুপীড়া ও বিবিধ দুঃখ দাতা হইয়া থাকেন;—অপিচ, পাপচন্দ্র পাপগ্রহ কর্ত্তৃক দৃষ্ট, পাপ গ্রহের সহিত যুক্ত, বা পাপ গ্রহের গৃহগত হইলে নিশ্চিত সাংঘাতিক হইয়া থাকে

মঙ্গল রিপুস্থানে মঙ্গল যদি নীচরাশিস্থ বা শত্রুগৃহগত না থাকে, তাহা হইলে, মানব রাজতুল্য হয়; যদি শত্রু কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইয়া নীচস্থানগত থাকে, তবে, সেই ব্যক্তি বিকটশরীরবিশিষ্ট, এবং কুৎসিৎ ও ক্রুর কর্ম্মকারী হয়। শত্রুগৃহগত বা

নীচস্থ মঙ্গল মৃত্যুকারী হয়;—অপিচ, রিপুস্থানে মঙ্গল তুঙ্গী থাকিলে, জাতক বহুপুত্র অর্থ ও মিত্র সম্পন্ন হইয়া থাকে

বুধ—রিপুস্থানে যদি বুধ শুভভাবে অবস্থিত থাকেন, তাহা হইলে, জাতকের শত্রুনাশ ও ঐশ্বর্য্যসুখ হয়, আর যদি অশুভ ভাবে বুধ থাকেন, অর্থাৎ, পাপগ্রহ কর্ত্তৃক দৃষ্ট, পাপগ্রহ সহযুক্ত, বা পাপগ্রহের গৃহগত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে, জাতকের শত্রুবৃদ্ধি ও দুঃখভোগ হইয়া থাকে

বৃহস্পতি—ষষ্ঠস্থানে বৃহস্পতি থাকিলে, মনুষ্য শত্রুকুল-বিজয়ী, যুদ্ধকুশল, ও সুখী হয়; যদি বৃহস্পতি শত্রুগৃহাগত থাকেন, তাহা হইলে, পদে পদে শত্রুবৃদ্ধি ও শত্রু কর্ত্তৃক মানব প্রপীড়িত হয়।

শুক্র—শুক্র স্বক্ষেত্রগত, মিত্রগৃহগত, বা তুঙ্গী হইয়া যদি রিপুস্থানে অবস্থান করেন, তাহা হইলে, জাতকের শত্রুদমন ও অভয়লাভ হয়; যদি শত্রুগৃহস্থ বা নীচস্থানস্থিত কিম্বা অস্তমিত থাকেন, তবে, জাতকের বৈরিভয়, কলহ, ও রোগ উপস্থিত হইয়া থাকে

শনি—শনি রিপুস্থানে যদি শত্রুগৃহাগত থাকে, তবে জাতকের বৈরিবিনাশ হয়, যদি তুঙ্গগত, বা স্বক্ষেত্রস্থ থাকে, তবে, জাতকের মহাসুখ-প্রদাতা হয়, আর যদি নীচস্থ শনি ষষ্ঠস্থানে থাকে, তাহা হইলে, পদে পদে শত্রুভয় হইয়া থাকে।

রাহু—রাহু, রিপুস্থানে যে কোনও ভাবে অবস্থিত থাকিলে, মনুষ্য ধনপুত্রসুখভাগী, ও শত্রুশূন্য হয়, এবং অন্যগ্রহ-

জনিত যে কোনও দোষ হইতে পরিত্রাণ প্রাপ্ত হয়। অপিচ, জাতকের প্রধানা স্ত্রীর মৃত্যু হইয়া থাকে

কেতু ষষ্ঠস্থানে কেতু থাকিলে, মনুষ্য অরোগী, মহাভোগী, অতুলসুখসম্পন্ন ও মাতুল বা আত্মীয় কর্ত্তৃক অমর্য্যাদা প্রাপ্ত হয়

*

জায়াভাব।

রবি—রবি সপ্তমগৃহ বা জায়াস্থানে অবস্থিতি করিলে, জাতক অসুখভাগী, চঞ্চল, পাপশীল, মধ্যমাকার, কপিলনেত্র, পিঙ্গলবর্ণকেশবিশিষ্ট, ও কদাকার হয়, এবং তাহার স্ত্রী দুর্ভাগ্যগ্রস্ত বা বিনষ্ট হইয়া থাকে

চন্দ্র—জায়াস্থানে পূর্ণচন্দ্র থাকিলে, মানব সুন্দরকান্তি, কাঞ্চনযুক্ত, ও মনোরমা যুবতীর পতি হয়; ক্ষীণ চন্দ্র থাকিলে, অসুখী, ও বিকলাঙ্গী রুগ্মা নারীর পতি হয়; চন্দ্র যদি পূর্ণ ও শুভগ্রহ কর্ত্তৃক দৃষ্ট থাকেন, তবে জাতক শতযুবতীর অধিপতি হয়।

মঙ্গল—সপ্তমগৃহে জায়াস্থানে যদি মঙ্গল নীচস্থ বা শত্রুগৃহাগত থাকে, তবে, জাতকের স্ত্রীবিনাশ হয়, যদি মিত্রগৃহগত থাকে, তবে, কুরূপা মলিনা নারী পত্নী হয়; পুনশ্চ, মঙ্গল শত্রুগৃহাগত থাকিলে, জাতকের শত্রুব্যক্তি স্ত্রীর পতি হইয়া থাকে অপিচ, মঙ্গল তুঙ্গী কিম্বা স্বক্ষেত্রপ্রাপ্ত থাকিলে, মনুষ্য উত্তমা কামিনী লাভ করিয়া থাকে

বুধ—বুধ জায়াস্থানে শুভভাবে থাকিলে, জাতকের

সতী, সুরূপা ও সৎকুলজাতা কামিনী হয়, আর অশুভ ভাবে থাকিলে কুৎসিৎস্বভাবা চপলানারী ভোগ হইয়া থাকে।

বৃহস্পতি বৃহস্পতি সপ্তমস্থানে থাকিলে, জাতক অমৃতভাষী, চিরায়ু, ও বিপুলধনাধিপতি হয়, এবং সেই ব্যক্তি শতযুবতীমুখপদ্মের মধুপান করিয়া থাকে।

শুক্র শুক্র সপ্তমস্থানে থাকিলে, জাতক ধনবান্, গুণবান্, স্বাস্থ্যবান্, বহুপুত্র, বহু কামিনী যুক্ত, ও মহাসুখী হয়; অপিচ, যৌবনান্তেও জাতক শ্রেষ্ঠকুলোৎপন্না কামিনীসকল লাভ করিয়া থাকে

শনি—শনি জায়াস্থানে থাকিলে, মনুষ্যের সমুদয় স্ত্রী বিনষ্ট হয়;—যদি তুঙ্গগত বা মিত্রগৃহগত শনি সপ্তমস্থানে থাকে তাহা হইলে, জাতক অঙ্গহীন কুরূপা অথবা পুনর্ভূ কন্যা (যাহার দুইবার বিবাহ হয়) ভোগ করিয়া থাকে।

রাহু—জায়াস্থানে রাহু যদি পাপগ্রহ কর্তৃক দৃষ্ট বা পাপগ্রহযুক্ত হইয়া থাকে, অথবা যদি রবিচন্দ্রকর্তৃক দৃষ্টি প্রাপ্ত হয় তাহা হইলে জাতকের স্ত্রী বিনষ্ট হয়; অপিচ, চণ্ডালিনীর প্রতি জাতক আসক্ত হইয়া থাকে।

কেতু—জায়াস্থানে কেতু থাকিলে, জাতক সর্ব্বদা যাচক ও উদ্বিগ্ন হয়, তাহার বনিতা পীড়াগ্রস্ত হয়, এবং সেই ব্যক্তি জল বা অন্যভূত হইতে বিনষ্ট হইয়া থাকে।

নিধনভাব।

রবি—রবি অষ্টমগৃহে অর্থাৎ নিধনস্থানে অবস্থান করিলে, বজ্রাঘাত সর্পদংশন বা জ্বরবোগে স্থলভূমিতে জাতকের প্রাণবিয়োগ হয় রবি তুঙ্গী অথবা স্বক্ষেত্রস্থিত থাকিলে, মনুষ্যের সুখে মৃত্যু হয়, অন্যত্র থাকিলে দুঃখে মৃত্যু হইয়া থাকে

চন্দ্র—চন্দ্র নিধনস্থানে থাকিলে, জাতকের অধঃক্ষীণতনু, কাশশোথজ্বরাদিরোগ, ও জলমধ্যে মৃত্যু হইয়া থাকে; যদি পূর্ণচন্দ্র স্বক্ষেত্রে অথবা শুক্রের কি বুধের গৃহে অবস্থান করে, তাহা হইলে জাতক বিষম কাশব্যাধি ও পিত্তাধিক্যরোগে ক্ষয়গ্রস্ত হয়; অপিচ, পাপগ্রহের গৃহস্থিত চন্দ্র অচিরাৎ জাতকের প্রাণ সংহার করে।

মঙ্গল—মঙ্গল নিধনস্থানে থাকিলে, মনুষ্য শস্ত্র, অগ্নি, রাজদণ্ড, ক্ষয়কাশ, কুষ্ঠ, ব্রণ, গ্রহনী বা অর্শরোগে পথিমধ্যে মৃত্যুমুখে পতিত হয়;—অপিচ, মঙ্গল দুর্ব্বল ব নীচগত হইলে হস্তপদাদির রোগে অথবা দগ্ধ হইয়া, জাতক, নিন্দিত স্থানে প্রাণত্যাগ করে

বুধ—বুধ নিধনস্থানে যদি শুভগ্রহের ক্ষেত্রস্থ থাকে, তবে, জাতকের শ্রেষ্ঠ তীর্থক্ষেত্রে সুখে প্রাণত্যাগ হয়; যদি পাপগ্রহের ক্ষেত্রস্থিত থাকে, তবে শূলরোগে বা জ্বরাদির রোগে মহাকষ্টে জাতকের মৃত্যু হয়;—অপিচ; পাপগ্রহযুক্ত বা শত্রুগৃহস্থিত বুধ নিধনস্থানেথাকিলে জাতক বদনকম্পরোগে নিহত হইয়া নরকগামী হইয়া থাকে

বৃহস্পতি—নিধনস্থানে বৃহস্পতি থাকিলে জাতক মহাপুণ্যতীর্থে সজ্ঞানে প্রাণত্যাগ করিয়া মুক্তি প্রাপ্ত হয়

শুক্র—শুক্র অষ্টমস্থানে থাকিলে, মনুষ্য বিমলকর্ম্মা, পৃথুলোচন, মাংসরত, নৃপসেবক, ও ধীমান্ হয়, এবং ব্যক্তি শ্রেষ্ঠস্থানে দেহত্যাগ করিয়া মুক্তি লাভ ও পিতৃকুল পবিত্র করে।

শনি—শনি নিধনস্থানে অবস্থিত থাকিলে, মনুষ্য দুঃখভোগী, শোকাভিভূত, ও দেশান্তরবাসী হয়; এবং সেই ব্যক্তি চৌর্য্যাপরাধে নীচ লোকের হস্তে, কি বদনকম্প সূচিরোগ বা নেত্ররোগে অতি দুঃখে প্রাণ বিসর্জ্জন করে।

রাহু—নিধনস্থানে রাহু থাকিলে, সেই ব্যক্তি মহাপাপী, কাপুরুষ, ও ধনবান্ হয়; এবং অস্ত্রমুখে, চৌর্য্যাপরাধে, অথবা বহুকালসঞ্চিত পাপের পর তাহার অপমৃত্যু হইয়া থাকে।

কেতু—কেতু নিধনস্থানে থাকিলে, পীড়া, ক্ষতি ও গুহ্যরোগ হয়, যদি মেষ বা বৃষ রাশিতে অবস্থান করে, তবে, জাতক ধন লাভ করে।

ধর্ম্মভাব।

রবি—রবি নবমগৃহে অর্থাৎ ধর্ম্মস্থানে সংস্থিত হইলে, জাতক পুণ্যবিহীন ও ভাগ্যবিহীন হয়;—যদি রবি স্বক্ষেত্রগত বা তুঙ্গগত থাকেন, তাহা হইলে জাতক বহুগুণবান্, বহুধন সম্পন্ন, ও দীর্ঘজীবী, সত্যবাদী, ও নৃপপদপ্রাপ্ত হয়

চন্দ্র—পূর্ণচন্দ্র নবমস্থানে থাকিলে, জাতক পুণ্যবান্, ক্রিয়াবান্ ও কামিনীবল্লভ হয়; যদি চন্দ্র নীচগৃহস্থ বা ক্ষীণ হন, তাহা হইলে উহারই বিপরীত ফল হইয়া থাকে।

মঙ্গল—মঙ্গল ধর্ম্মস্থানে থাকিলে, মনুষ্য সৌভাগ্যহীন, যুক্ত, সুবেশধারী, শিল্পজীবী, ও পিঙ্গলবর্ণবিশিষ্ট হয়।

বুধ—ধর্ম্মস্থানে যদি বুধ শুভগ্রহ প্রাপ্ত হন, তাহা হইলে, জাতক সৌভাগ্যশীল, পুণ্যবান্, স্ত্রীপুত্রসম্পন্ন, ধার্ম্মিক, ও সুখী হয়; আর যদি পাপগৃহস্থিত হন, তাহা হইলে উহারই সম্পূর্ণ বিপরীত ফল প্রদান করিয়া থাকেন।

বৃহস্পতি—বৃহস্পতি ধর্ম্মস্থানে থাকিলে, মানব ধনী, মানী, গুণী, বিদ্বান, ধার্ম্মিক, কুলবর্দ্ধন, কীর্ত্তিমান্ ও মহা-সৌভাগ্যশালী হয়।

শুক্র—শুক্র নবমস্থানে স্থিত হইলে, মনুষ্য দেবদ্বিজ-গুরুভক্ত, পবিত্র, তীর্থপরায়ণ, এবং স্বোপার্জ্জিত সৌভাগ্যে মহোৎসবশীল হয়।

শনি ধর্ম্মস্থানে শনি থাকিলে, জাতক পাপাত্মা, ক্রূর, রোগী, দরিদ্র, দাম্ভিক ও বীর্য্যবিহীন হয়; এবং সেই ব্যক্তির স্ত্রী পাপাসক্তা হইয়া থাকে।

রাহু—রাহু ধর্ম্মস্থানে থাকিলে, জাতক পাপশীল, নীচ-কর্ম্মানুরক্ত, চণ্ডালতুল্য, এবং শক্রভয়ভীত ও জ্ঞাতিপ্রিয় হয়।

কেতু—ধর্ম্মস্থানে কেতু থাকিলে, জাতক ক্লেশশূন্য, পুত্রাভিলাষী, দান ও তপস্যাশীল, ম্লেচ্ছজাতি হইতে সৌভাগ্যবান, এবং বাহুরোগী হইয়া থাকে।

কর্ম্মভাব।

রবি—দশমগৃহে বা কর্ম্মস্থানে রবি থাকিলে,জাতক,নয়ন-রোগী, পৈতৃকধনসম্পন্ন, রাজমান্য, অভিমানী, ও শেষাবস্থায় রাগবিশিষ্ট হয়

চন্দ্র—চন্দ্র কর্ম্মস্থানে থাকিতে থাকিলে, মানব কন্দর্প-
ব স্ত্রীপুত্রবিশিষ্ট হয়, চন্দ্র যদি পাপগ্রহসাধক, শুণ-
ন, তাহা হইলে, মানব কর্ম্মহীন, কৃশ
ত্রৈতৃকধনে ধনবান্ হয়। হু, মনুষ্য

মঙ্গল—মঙ্গল কর্ম্মস্থানে থাকিলে, মনুষ্য মন্ত্রজ্ঞ, শীৎসিক, ভূমিজীবী, স্ত্রীপ্রিয়, ক্রোধী, সুগাঙ্গ ও দেবতাব্রাহ্মণ-ভক্ত হয়।

বুধ—বুধ দশম স্থানে যদি শুভভাবে অবস্থিতি করে, তাহা হইলে জাতক বান্ধপূজিত, যশস্বী, মিত্রবান্, নিজভুজোপার্জ্জিত-বহুবিত্তশালী, যানবাহনরত্নাদিসম্ভোগী, ও ধার্ম্মিক হয়; যদি অশুভ ভাবে বুধ অবস্থিত হয়, তবে উহার সম্পূর্ণ বিপরীত ফল প্রদান করে।

বৃহস্পতি—বৃহস্পতি কর্ম্মস্থানে অবস্থান করিলে, মানব অতি ধার্ম্মিক, মহা নীতিবান, শত্রুগণের অজেয়, ধনরত্নবিভূষিত, ও মহাসুখী হয়।

শুক্র—শুক্র কর্ম্মস্থানে থাকিলে, জাতক বনমধ্যেও রাজ্যৈশ্বর্য্য ভোগ করে;—অপিচ, সেই ব্যক্তি স্ত্রীধনসম্পন্ন, নেত্ররোগযুক্ত, ও মহাভোগী হইয়া থাকে।

শনি—শনি কর্ম্মস্থানে থাকিলে, জাতক ক্রূরাত্মা, নির্ভীক

প্রচণ্ড, প্রাজ্ঞ, ভৃত্যানুরক্ত, সম্ভ্রান্ত, শত্রুঘাতক, জঙ্ঘারোগী, মহাত্মা, নৃপগৃহবাসী, এবং বিপক্ষ পক্ষ হইতে অর্থগ্রাসক হয়

রাহু—কর্ম্মস্থানে রাহু থাকিলে, মনুষ্য পরান্নভোক্তা, কামুক, চপল, স্নানে বিরক্ত, মুখরা কামিনীর পতি, ও সুখ-বর্জ্জিত অর্থাৎ দুঃখভাগী হয়

বিপরীত ফল ... থাকিলে, জাতকের পিতা অসুখী

বৃহস্পতি— কেতু অবস্থিতি করিলে শত্রুক্ষয়, মকর মানী, গুণী, ...কলে মাতার পীড়া, এবং ক্ষেত্রগত থাকিলে সৌভাগ্যশ...ষ্ট হয়।

আয়ভাব।

রবি—একাদশ গৃহ বা আয়স্থানে যদি রবি অবস্থিত থাকে তাহা হইলে, জাতক বহুতরধনধান্য...ভোগী, বিধিজ্ঞ, ভোগহীন, নৃপতুল্য, কামিনীচিত্তহারী, বলবান্, কৃশাঙ্গ, চপলচিত্ত, ও জ্ঞাতিপ্রিয় হয়

চন্দ্র—চন্দ্র আয়স্থানে থাকিলে, মনুষ্য পত্নীভৃত্যাদিবিশিষ্ট ও বিবিধ সৌভাগ্যযুক্ত হয় ;—যদি চন্দ্র ক্ষীণ হন, অথবা পাপ গৃহগত, শত্রুগৃহগত বা নীচগৃহগত হন, তাহা হইলে, মনুষ্য মূঢ় ও দুর্ভাগ্যবান্ হইয়া থাকে

মঙ্গল—মঙ্গল আয়স্থানে থাকিলে, জাতক পণ্ডিত, পর হিতার্থী, কোষপূর্ণধনের অধিপতি, এবং নৃপতুল্য গৃহমেধী হয়, মঙ্গল যদি তুঙ্গগত থাকেন, তাহা হইলে জাতক সাতিশয় সৌভাগ্যসম্পন্ন, ধৈর্য্য ও বাহুবল বিশিষ্ট, পুণ্যকামী, ও মহা

বুধ—বুধ একাদশ গৃহে থাকিলে, মানব কপটবুদ্ধিরত, কৃপণ, বহুধনী, সুখী, নীরদকান্তি, পৃথুলোচন ও প্রমদাবল্লভ হয়।

বৃহস্পতি—একাদশ স্থানে যদি বৃহস্পতি থাকেন, তাহা হইলে, জাতক নৃপতুল্য ধনবান্, মহা ধর্ম্মপরায়ণ, নিজ কুলের বিকার সম্পাদক, এবং রোগবিশিষ্ট হয়

শুক্র—শুক্র আয়স্থানে ক্ষেত্রস্থিত থাকিলে, মানব কন্দর্প-কান্তি, কুসুমামোদী, হাস্যপরিহাসযুক্ত, কুলহিতসাধক, গুণ-বান্ ও সুখভাজন হয়

শনি শনি যদি আয়স্থানে থাকেন, তাহা হইলে, মনুষ্য ধনী, বহুভোগী তৃষ্ণাশূন্য, গীতানুরাগী, প্রফুল্ল, সুশীল, ও অল্পবয়সে রোগী হইয়া থাকে।

রাহু—রাহু একাদশগৃহে থাকিলে, জাতক দাতা, নীলকান্তি, চাঞ্চল্যযুক্ত, পরদারসেবী, সুমূর্ত্তি, শাস্ত্রনিন্দুক, ও নির্লজ্জ হইয়া থাকে

কেতু—একাদশে কেতু থাকিলে জাতক মিষ্টভাষী, মনোহরকান্তি, তেজস্বী, বিদ্বান্, ও উদরপীড়াযুক্ত হয়; অপিচ, তাহার সন্তান দুর্ভাগ্য হইয়া থাকে; যদি স্বক্ষেত্রগত কেতু হন, তবে জাতকের সর্ব্ববিষয়ে লাভ হয়

ব্যয়ভাব

রবি—দ্বাদশগৃহে অর্থাৎ ব্যয়স্থানে যদি রবি অবস্থান করেন, তাহা হইলে, জাতক জড়মতি, কামাতুর, অন্যযুবতী-বিলাসী, কুমূর্ত্তি, পক্ষীঘাতী, অল্পধনী, জঙ্ঘারোগী ও কথক

জনের বিরোধী হয়;—অপিচ, পাপগ্রহযুক্ত ও পাপগ্রহকর্ত্তৃক দৃষ্ট হইয়া যদি রবি ব্যয়স্থানে থাকেন, তবে, মহদ্বংশজাত ব্যক্তিও গোত্রের বাহির হয়।

চন্দ্র চন্দ্র যদি তুঙ্গী হইয়া ব্যয়স্থানে থাকেন, তবে, জাতক বহুযুবতীর পতি, পুত্রভৃত্যাদিসম্পন্ন, ও ধনাঢ্য হয়; আর যদি চন্দ্র নীচস্থ, ক্ষীণ, শত্রুগৃহাগত, অথবা পাপগৃহাগত হন, তাহা হইলে, মানব বহুরোগযুক্ত ও দুঃখসন্তপ্ত হইয়া থাকে; অপিচ, দ্বাদশ স্থানে চন্দ্র থাকিলে, মনুষ্য অবিশ্বাসী, কৃপণ, ও নীচসংসর্গী হয়।

মঙ্গল—মঙ্গল দ্বাদশে থাকিলে, মনুষ্য পরধনলোলুপ, দ্রুতগামী, হাস্যবদন, প্রচণ্ড, পরদাররত, অসুখভাগী, ও ক্রিয়াবান্ এবং সাত্ত্বিক হয়

বুধ—ব্যয়স্থানে বুধ থাকিলে, মানব বিকলমূর্ত্তি, সলজ্জস্বভাব, পাপাসক্ত, কুহকী, এবং পরস্ত্রীধনে ধনবান্ হইয়া থাকে

বৃহস্পতি—বৃহস্পতি ব্যয়স্থানে থাকিলে, মনুষ্য সৎস্বভাব, সত্যবাদী সাধুসঙ্গী, কামাতুর, দাম্ভিক, দানশীল, বাল্যে সৌভাগ্যবান্, গুরুদ্বেষী, এবং উচিতদর্শনপরাঙ্মুখ হয়।

শুক্র—ব্যয়স্থানে শুক্র থাকিলে, জাতক বাল্যে রোগযুক্ত, দাম্ভিক, কৃষিজীবী, কৃশাঙ্গ ও মলিন হয়

শনি—শনি যদি ব্যয়স্থানে থাকেন, তাহা হইলে, জাতক ক্রূরমতি, কৃশাঙ্গ, অত্যাচারী, পক্ষীঘাতী, ধনহীন, সুদুঃখী ও চপলা নারীর পতি হয়

রাহু—রাহু ব্যয়স্থানে থাকিলে, মনুষ্য ধর্ম্মহীন, অর্থহীন,

ও সুখবিহীন হইয়া নিরন্তর দেশান্তরবাসী হইয়া থাকে, অপিচ, ঐ ব্যক্তি অতি দাম্ভিক ও পিঙ্গলনেত্র হয়।

কেতু—দ্বাদশ স্থানে কেতু থাকিলে, জাতক মাতুলাদ্রে পালিত, রাজতুল্য, সদ্বিষয়ে ব্যয়ী, গুহ্য বস্তি চরণ ও নেত্রভাগে পীড়াগ্রস্ত হয়

তন্বাদি দ্বাদশ ভাব সংক্ষেপে বর্ণিত হইল ;—এক্ষণে প্রতি গৃহের অধিপতি গ্রহ যেরূপে বিভিন্ন গৃহে অবস্থিত হইয়া বিভিন্ন ফলের উৎপাদন করিয়া থাকে, সহজে ও সংক্ষেপে তদ্বিষয় নিম্নে প্রকটিত হইতেছে

লগ্ন বা প্রথম স্থান।

লগ্নস্থানে—লগ্নাধিপতি গ্রহ থাকিলে, জাতক সৌভাগ্যবান্, শত্রুবিজয়ী, সুহৃদ্‌যোগ্য ও বহুপ্রতিপালক হয় দ্বিতীয়াধিপতি থাকিলে বহুধনসম্পন্ন ও শ্রীমান্ হয় তৃতীয়াধিপতি থাকি[illegible] পরাক্রান্ত, বংশশ্রেষ্ঠ, পরিজনবেষ্টিত, অস্থির[illegible] কারী হয়। চতুর্থাধিপতি থাকিলে স্থাবর[illegible] বিশিষ্ট ও যানবাহনাদির অধীশ্বর হয় [illegible] কুলশ্রেষ্ঠ, বিলাসী, হৃষ্টচিত্ত, সুবুদ্ধি, [illegible] ষষ্ঠাধিপতি থাকিলে শত্রুপীড়া, বহু[illegible] কর্তৃক ধনসম্পন্ন হয়। জনিত পীড়া ও রোগ হয়। [illegible]বুদ্ধি, পুত্রশোক ও বিলাসীতা ব্যবসায়কুশল ও বাল্যে বিবাহি[illegible] [illegible]রোগ, শোক, সঙ্কট, আয়ু[illegible] নবমাধিপতি থাকিলে সৌভা[illegible]

হুরাগী, বাণিজ্যপ্রিয় ও বহুভ্রমণকারী হয়। দশমাধিপতি থাকিলে, সম্ভ্রান্ত, কীর্ত্তিমান, ক্ষমতাশালী ও লোকমান্য হয়। একাদশাধিপতি থাকিলে, ধনাগম, মিত্রলাভ ও উৎসাহলাভ হয়। দ্বাদশাধিপতি থাকিলে, অপরিণামদর্শী, অল্পায়ু, অবমানিত ও পদে পদে বিপদগ্রস্ত হয়।

দ্বিতীয় স্থান।

দ্বিতীয়স্থানে—লগ্নাধিপতি থাকিলে, জাতক, অধ্যবসায়সম্পন্ন, ও ভ্রমণদ্বারা ধনশালী হয়। অশুভগ্রহ থাকিলে উহার পূর্ণ বিপরীত ফল হয়। [illegible] থাকিলে, [illegible] ভূ-সম্পত্তি [illegible] খনি সম্প্রাপ্ত সৌ[illegible]ভাগ্য লাভ হয়। পঞ্চমাধিপতি থাকিলে বাণিজ্যে বিত্ত[illegible]বান্ ও পুত্র ধনবান হয়। ষষ্ঠাধিপতি থাকিলে, শত্রুবৃদ্ধি, অ[illegible]র্থক্ষতি ও শত্রুকর্ত্তৃক পূর্ব্বধন-বিনাশ হয়। সপ্তমাধি[illegible] থাকি[illegible]লে, বিবাহজনিত সৌভাগ্য ও বাণিজ্যে বিত্তলাভ [illegible] [illegible]পতি থাকিলে, আকস্মিক বিপদে অর্থক্ষতি হয়, [illegible] স্বভাব, সত্যবাদী, [illegible] উত্তরাধিকার সূত্রে সৌভাগ্যবান্ হয়। সৌভাগ্যবান্, গুহ্যরোগী, [illegible]ধর্ম্মচর্চ্চা বিদ্যাদান ও যাজনবৃত্তি হয়।

শুক্র—ব্যয়স্থানে শুক্র[illegible] বাণিজ্য[illegible] রাজসেবা ও তজ্জনিত দাম্ভিক, কৃষিজীবী, কৃশাঙ্গ ও [illegible]পতি থাকিলে মিত্রজনিত ভাগ্য

শনি—শনি যদি ব্যয়াধিপতি [illegible]দশাধিপতি থাকিলে বহুবিষয়ে ক্রূরমতি, কৃশাঙ্গ, জুয়ারে[illegible], পক্ষী[illegible] চপলা নারির পতি হয়।

রাহু—রাহু ব্যয়স্থানে থাকিলে, মনুষ্য

তৃতীয় স্থান।

তৃতীয়স্থানে—লগ্নাধিপতি থাকিলে, জাতক গর্ব্বিত,ভ্রমণরত, আত্মাভিমানী ও আত্মীয় জনের বশীভূত হয়। দ্বিতীয়াধিপতি বলবান্ থাকিলে, ভ্রাতা জ্ঞাতি বা ভ্রমণ কর্ত্তৃক ধনাগম হয়, অন্যথায় অর্থহানি ও মনস্তাপ হয় তৃতীয়াধিপতি থাকিলে, সহোদরভাগ্য, পরাক্রম, বহুভ্রমণ ও বহুপরিজন হয়। চতুর্থাধিপতি থাকিলে, পৈতৃক ধনের ক্ষয় ও অস্থিরবাস হয়, বলবান্ গ্রহ থাকিলে সহোদর কর্ত্তৃক স্থাবর সম্পত্তি লাভ হয়। পঞ্চমাধিপতি থাকিলে, সহোদরপ্রীতি, পুত্রহানি ও বিদ্যাক্ষয় হয়। ষষ্ঠাধিপ[illegible] থাকিলে, ভ্রাতৃহানি ও বহুবিঘ্ন হয় [illegible] থাকিলে, [illegible] আত্মীয়ের সহিত বিরোধ ও অ[illegible]াধিপতি থাকিলে, [illegible] দুষ্টগ্রস্ত হয় অষ্টমা[illegible] [illegible]মিতভোজী ও রোগ- [illegible] মনস্তাপ, শোক ও সর্ব্ব[illegible], পরযত্নপ্রেক্ষী, বনিতা- [illegible]কিলে, জাতক, ভ্রাতৃভাগ্যযুক্ত, [illegible] অষ্টমাধিপতি থাকিলে, [illegible]র সংকল্প হয়। দশমাধিপতি থাকিলে, জন জনিত পীড়া, [illegible] বলীয়ান, অস্থিরকার্য্য-কারী ও ভ্রমণরত হয় [illegible]কিলে, সু ভার্য্যা, [illegible]তি থাকিলে, ভ্রাতৃসাহায্যে ধন ও বন্ধুলাভ, ভ্রম[illegible] দশমাধিপতি [illegible] ও অল্প ধনাগম হয়। দ্বাদশাধিপতি থাকি[illegible] এবং শুভগ্রহ দুর্ভাগ্যভোগ ও বহু অশুভ হয় [illegible] থাকিলে সৌভাগ্য- [illegible] কর্ত্তৃক ধনসম্পন্ন হয় [illegible]বৃদ্ধি, পুত্রশোক ও বিলাসীতা

চতু[illegible]

[illegible]স্থানে—লগ্নাধিপতি [illegible]

[illegible]বং অনুত্তম যানবাহনে[illegible]

কোনও রূপে জাতকের ভূমিলাভ হয় এবং কৃষিকার্য্যে সঞ্চয় হয় দ্বিতীয়াধিপতি থাকিলে, কৃষিকার্য্য দ্বারা অর্থবান্, বা খনিজ দ্রব্যাদির ব্যবসায় অথবা ভূমির ক্রয়বিক্রয়াদি হইতে বহুবিও-বান্ হয়। তৃতীয়াধিপতি শুভগ্রহ থাকিলে ভ্রাতৃসৌহার্দ্দ্য, বিদেশবৃত্তি ও ভূসম্পত্তি হয়, অন্যথায় শত্রুবৃদ্ধি ও পৈতৃকঋণ-জনিত বিপত্তি ঘটে চতুর্থাধিপতি থাকিলে, অঋণী, অপ্রবাসী ও পৈতৃক সম্পত্তিতে সুখভোগী হয় পঞ্চমাধিপতি থাকিলে, জাতক নিজ বুদ্ধিকৌশলে কোনও রহস্য প্রকাশ করে, আত্মবলে বলীয়ান হয়, পৈতৃক সম্পত্তির বৃদ্ধি করে, এবং অনুত্তম স্থাবর [illegible]শ্বর হয় ষষ্ঠাধিপতি থাকিলে, পিতৃরিষ্টি, মিত্রক্ষয়, ও ভ্রমণদ্বারা ধন[illegible]বিনাশ ও আত্মীয়ের মধ্যে সর্ব্বদা অসদ্ভাব হয়। —বিপরীত ফল হয়। [illegible] ব্যবহারদক্ষতা, বাণিজ্য বা বিবাহ জনিত [illegible]নি সঞ্জাত সৌ[illegible]ভাগ্য লাভ, ভূসম্পত্তির আধিপত্য হয় অষ্টমা-বাণিজ্যে বিত্ত[illegible]ন্ ও পুত্র সম্পত্তির বিনাশ, পিতৃরিষ্টি ও পতন শত্রুবৃদ্ধি, অ[illegible]ক্ষতি, ও হয়। নবমাধিপতি থাকিলে, ধর্ম্মব্যবসায়, [illegible] থাকি[illegible]লে, বিদ্যাচর্চ্চাদ্বারা সৌভাগ্যবান হয় দশমাধিপতি [illegible]ন্যস্তকার্য্যকারী লোকমান্য ও স্থাবর সম্পত্তিশালী স্বভাব, সত্যবা[illegible]শাধিপতি থাকিলে, কৃষিকার্য্যকারী, পিতৃধনযুক্ত, সৌভাগ্যবান, [illegible] উৎকৃষ্ট যান বাহনের অধিপতি হয়

শুক্র—ব্যয়স্থানে [illegible] পিতৃরিষ্টি, পৈতৃকধন বিনাশ, বিবিধ নাস্তিক, কৃষিজীবী, কৃশা[illegible]

শনি—শনি যদি ব্যয়স্থানে [illegible] ক্রূরমতি, কৃশাঙ্গ, জন্মান্তরে [illegible] গলা নারীর পতি হয়।

রাহু—রাহু ব্যয়স্থানে থাকিলে, ম[illegible]

পঞ্চম স্থান।

পঞ্চম স্থানে—লগ্নাধিপতি থাকিলে, জাতক সুবুদ্ধি, সু-ভোগী, বিলাসী, কল্পনাসক্ত, ও আত্মবিশিষ্ট হয় দ্বিতীয়াধিপতি থাকিলে, দ্যূতপ্রিয়, বিলাসী, ক্রয়বিক্রয়দক্ষ, ও মধ্যবিধ অবস্থাপন্ন হয়, এবং স্ত্রী পুত্র ও আত্মীয় কর্ত্তৃক ধনসম্পন্ন হয় তৃতীয়াধিপতি থাকিলে, বুদ্ধিক্ষয় ও পুত্রহানি অথবা ভ্রমণরত পুত্র হয় চতুর্থাধিপতি থাকিলে বাণিজ্য ও ব্যসন দ্বারা ভূসম্পত্তি ভোগী এবং সুন্দর আলয়ের অধিপতি হয়। পঞ্চমাধিপতি থাকিলে, সুন্দরী ভার্য্যা, সু পুত্র, কার্য্যে সাফল্য, উৎকৃষ্ট বুদ্ধি এবং লোকমান্য হয় ষষ্ঠাধিপতি থাকিলে, আশাভঙ্গ, মনস্তাপ, পুত্রহানি ও সর্ব্বদা অমিতভোজী ও রোগপীড়িত হয় সপ্তমাধিপতি থাকিলে, পরমতপ্রেক্ষী, বনিতাবশীভূত ও বাণিজ্যে বিত্তবান্ হয়। অষ্টমাধিপতি থাকিলে, পুত্রশোক, মনস্তাপ, লাম্পট্য ও অমিতভোজন জনিত পীড়া, এবং অজ্ঞাত রোগে মৃত্যু হয় নবমাধিপতি থাকিলে, সু-ভার্য্যা, সু-পুত্র, বিদ্যা, জ্ঞান ও সৌভাগ্য লাভ হয়। দশমাধিপতি থাকিলে, স্বনামপ্রসিদ্ধ সম্মান ভোগী হয়; এবং শুভগ্রহ হইলে সন্তান যশস্বী হয় একাদশাধিপতি থাকিলে সৌভাগ্যবৃদ্ধি, সুমিত্রলাভ এবং বন্ধু বা ব্যবসায় কর্ত্তৃক ধনসম্পন্ন হয় দ্বাদশাধিপতি থাকিলে দুশ্চিন্তা, দুর্ব্বুদ্ধি, পুত্রশোক ও বিলাসীতা হেতু মহাক্ষতি প্রাপ্ত হয়

ষষ্ঠ স্থান।

ষষ্ঠস্থানে লগ্নাধিপতি থাকিলে, বধবন্ধন, শত্রুপীড়া, ও ঐ গ্রহ জনিত রোগ ও পীড়া ভোগ হয়, শুভগ্রহ বা শুভগ্রহের দৃষ্টি থাকিলে, পিতৃব্যমাতুলাদিকর্ত্তৃক ইষ্টলাভ হয় দ্বিতীয়াধিপতি থাকিলে, ঋণ, রোগ ও রিপু কর্ত্তৃক ধনক্ষতি হয় তৃতীয়াধিপতি থাকিলে ভ্রাতৃরিষ্টি ও আত্মীয় বা জ্ঞাতির সহিত বিরোধ ঘটে চতুর্থাধিপতি থাকিলে, ঋণজড়িত, বন্ধুহীন, এবং ভৃত্য বা শত্রু কর্ত্তৃক ক্ষতিগ্রস্ত হয় পঞ্চমাধিপতি থাকিলে, বুদ্ধিবৃত্তির হীনতা, পুত্রহানি, ভগ্নপ্রীতি ও আশাভঙ্গ হয় ষষ্ঠাধিপতি থাকিলে, চিররোগ, বধবন্ধনভয়, ইন্দ্রিয়প্রাবল্য, শত্রুবৃদ্ধি ও বহুঋণ হয় সপ্তমাধিপতি থাকিলে, স্ত্রীবিনাশ, অর্থনাশ, ব্যবসায়ে ক্ষতি ও দুষ্টসঙ্গ হয়; ভৃত্যকর্ত্তৃক ইহাঁদের বহুক্ষতি হইয়া থাকে নবমাধিপতি থাকিলে, কষ্টযুক্ত, শত্রু রোগ-পীড়িত, এবং মূর্খ অথবা অধর্ম্মপরায়ণ হয়। দশমাধিপতি থাকিলে মানহানি, কর্ম্মক্ষতি, ও মনস্তাপ হয়। একাদশাধিপতি থাকিলে, শত্রু কর্ত্তৃক পীড়িত, রোগযুক্ত, ও অল্পবিত্ত হয়। দ্বাদশাধিপতি থাকিলে শত্রুবেষ্টিত ও রোগযুক্ত হয়।

সপ্তম স্থান।

সপ্তম স্থানে—লগ্নাধিপতি থাকিলে, শত্রুবৃদ্ধি, অস্থিরবাস, প্রবাস, ও যৌবনে বহুস্ত্রী লাভ ঘটে, ইহারা প্রায়ই ব্যবসায়-বাণিজ্যে বিত্তবান্ ও বুদ্ধিদোষে অনিষ্ট প্রাপ্ত হয়। দ্বিতীয়াধিপতি থাকিলে, বিবাহ জনিত সৌভাগ্য লাভ হয় অথবা

বাণিজ্য বা বিচারকার্য্য হইতে বহুবিত্ত সঞ্চয় করে তৃতীয়াধিপতি থাকিলে, জ্ঞাতিবিরোধ, দূরে বিবাহ ও বাণিজ্যার্থ ভ্রমণ হয় চতুর্থাধিপতি থাকিলে, মিত্রলাভ, বিবাহ জনিত সৌভাগ্য, বাণিজ্যে ও ব্যবসায়ে উন্নতি, বিদেশে প্রভুত্ব ও সম্পত্তি লাভ হয়। পঞ্চমাধিপতি থাকিলে, দাম্পত্যসুখ শত্রুপ্রীতি, দূরযাত্রায় ইষ্টলাভ, নারীলাভ এবং পরিজনমধ্যে অপ্রণয় হয়। ষষ্ঠাধিপতি থাকিলে, ভার্য্যাবিয়োগ, বিরোধ, অর্থক্ষতি ও দূরযাত্রায় অনিষ্ট হয়। সপ্তমাধিপতি থাকিলে, নারীলাভ, বাণিজ্যে বৃদ্ধি ও জয় লাভ হয়। অষ্টমাধিপতি থাকিলে,বাণিজ্যে বা ব্যবসায়ে অর্থহানি, মনস্তাপ, স্ত্রীবিনাশ ও দূরযাত্রায় অনিষ্ট হয় নবমাধিপতি থাকিলে, সুন্দরী নারী লাভ, প্রবাসে সৌভাগ্য, ও বিদ্যা অথবা ব্যবসা কর্ত্তৃক ধনশালী হয়। দশমাধিপতি থাকিলে, বিদেশ বৃত্তিক, ব্যবসায়ে বৃদ্ধি, খ্যাতি, সম্ভ্রম, ও সম্ভ্রান্তকুলে নারীলাভ হয়। একাদশাধিপতি থাকিলে, ব্যবসায় বাণিজ্যে বা দূরযাত্রায় ধনলাভ, বিবাহ জনিত মৈত্রী, এবং সহভাগীর সহিত সৌহার্দ্দ হয়। দ্বাদশাধিপতি থাকিলে, গৃহ কলহ, বাণিজ্য-ব্যবহারে ক্ষতি, শোক ও মনস্তাপ উপস্থিত হয়; এবং ইহাদের ভার্য্যা প্রায়ই বিনাশ প্রাপ্ত হয় বা চিররুগ্ন থাকে

অষ্টম স্থান।

অষ্টম স্থানে—লগ্নাধিপতি থাকিলে, জাতকের আয়ুর্হানি, রোগ, পীড়া, বিপত্তি, শোক, ভীতি ও বিবিধ দুঃখ হয়; শুভগ্রহ সবলবা থাকিলে জাতক স্ত্রীধনে ধনী বা উত্তরাধিকারসূত্রে সম্পত্তি-

ভোগী হয় দ্বিতীয়াধিপতি থাকিলে, পরিত্যক্ত সম্পত্তি লাভ বা উত্তরাধিকার প্রাপ্তি হয়; দুর্ব্বল বা পাপগ্রহ দৃষ্ট হইলে পূর্ব্বধন- বিনাশ ও বহু বিপত্তি ঘটে তৃতীয়াধিপতি থাকিলে ভ্রাতৃবিনাশ বা ভ্রাতৃসম্পত্তি লাভ, বন্ধুপ্রীতি ও যাত্রায় অমঙ্গল হয়। চতুর্থা- ধিপতি থাকিলে, পিতৃবিষ্টি, বিয়বিপত্তি, শোক, স্থাবরসম্পত্তি জনিত দুর্ঘটনা, ও যান বা বাহন হইতে পতনদ্বারায় অনিষ্ট হয়। পঞ্চমাধিপতি থাকিলে, অনিষ্ট, পীড়া ও মনস্তাপ হয়; ইহাদের সন্তান প্রায়ই বিনষ্ট হইয়া থাকে ষষ্ঠাধিপতি থাকিলে, ইন্দ্রিয়া সক্তি ও তজ্জনিত বিপদ, এবং দুশ্চিকিৎস্য ব্যাধি, শোক, ও মনস্তাপ উপস্থিত হয় সপ্তমাধিপতি থাকিলে, বাণিজ্যে অর্থ হ্রাস হয়; ইহাদের স্ত্রী বিনাশপ্রাপ্ত বা পীড়াগ্রস্থ হইয়া থাকে। শুভগ্রহ—বিশেষ শুক্র—থাকিলে স্ত্রীধন প্রাপ্তি হয়। অষ্টমাধি- পতি থাকিলে, শোক, দুঃখ, মনস্তাপ, বধবন্ধন ও বহুবিপত্তি হয়; শুভগ্রহ থাকিলে পরিত্যক্ত সম্পত্তি ও স্ত্রীধন লাভ এবং সুখমৃত্যু হইয়া থাকে নবমাধিপতি থাকিলে, চিন্তা, ক্লেশ, মানোকষ্ট, সর্ব্বত্র বিরাগ ভাজনতা, ও মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি ভোগ হয়। দশমাধিপতি থাকিলে, রাজভয়, অবমান, বধবন্ধন, চিন্তা, শোক, সন্তাপ ও কার্য্যহানি হয় একাদশাধিপতি থাকিলে, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার অমঙ্গল, ও পরিত্যক্ত সম্পত্তির অধিকাংশ লাভ হয়। দ্বাদশাধিপতি থাকিলে, বিবিধ বাধাবিপত্তি, দেহের অপুষ্টি, ও ন্যায্য সম্পত্তির অনধিকার হয়।

নবম স্থান।

নবম স্থানে লগ্নাধিপতি থাকিলে, জাতক শাস্ত্র-ধর্ম্ম-বিদ্যা-নুরাগী, লোকমান্য, সম্ভ্রান্ত, ভাগ্যবান্, ও জলপথে বাণিজ্য-কারী হয়। দ্বিতীয়াধিপতি থাকিলে, সুবুদ্ধি, শাস্ত্রপ্রিয়, এবং ধর্ম্মকার্য্য বা বাণিজ্য কর্তৃক অর্থবান্ হয়। তৃতীয়াধিপতি থাকিলে, বহু-দূরভ্রমণ, বিবিধভাগ্য, ও বিদ্যার্থ প্রবাস-বাস হয়। চতুর্থাধিপতি থাকিলে, বিদ্যানুরাগ, ধর্ম্মচর্চ্চা বা দূর-যাত্রা হইতে ধনাগম হয় পঞ্চমাধিপতি থাকিলে, সৌভাগ্যবান্, বিদ্যানুরাগী, ধর্ম্মভীত, তীর্থসেবী ও পুণ্যক্রিয় হয়। ষষ্ঠাধি-পতি থাকিলে, দুর্ভাগ্যবান্, সাধুলোকের অপ্রিয়, মূর্খ ও ধর্ম্ম-হীন হয়। সপ্তমাধিপতি থাকিলে, বাণিজ্য বা বিবাহজনিত সৌভাগ্য লাভ হয়; ইহাদের প্রায়ই ধর্ম্মযাজক ও লিপি-ব্যব-সায়ীদিগের সহিত বিরোধ ঘটিয়া থাকে। অষ্টমাধিপতি থাকিলে, বিদ্যাশিক্ষায় বিপত্তি, ধর্ম্মচিন্তায় বাধা, এবং তীর্থ বা দূরস্থানে নিধন প্রাপ্তি হয়। নবমাধিপতি থাকিলে, সদুপদেশক, ধার্ম্মিক, ভাগ্যবান্, এবং শাস্ত্র বা বাণিজ্য জনিত ধন ও প্রতিপত্তি লাভ হয়। দশমাধিপতি থাকিলে, ধন, মান, খ্যাতি ও সৌভাগ্য লাভ হয়। একাদশাধিপতি থাকিলে, বিদ্বান্ ও ধার্ম্মিকজনের প্রীতিভাজন, এবং বিদ্যা ও ধর্ম্ম দ্বারা উপার্জ্জনকারী হয়, ইহারা কখনও বাণিজ্য কার্য্যেও উন্নতি লাভ করে দ্বাদশাধিপতি থাকিলে, বিদ্বান ও ধার্ম্মিক জনের বিরাগভাজন, সর্ব্বদা বিপন্ন, ও ভাগ্যহীন হয়, ইহারা বিদ্যা ও ধর্ম্মানুশীলনে বাধা, এবং বাণিজ্যে বা জলপথে অনিষ্ট প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

দশম স্থান।

দশম স্থানে—লগ্নাধিপতি থাকিলে, সমাজমান্য, প্রধান্য ভোগী ও সফলক্রিয় হয় দ্বিতীয়াধিপতি থাকিলে, রাজসেবা, ব্যবসায় বা যে কোনও ধর্ম্মানুমত বিশ্বাসের কার্য্যে উপার্জ্জনকারী হয় তৃতীয়াধিপতি থাকিলে, ভ্রাতৃরিষ্ট ও পর্য্যটন কার্য্য হয় চতুর্থাধিপতি থাকিলে, স্থাবর সম্পত্তি ভোগী, উৎকৃষ্ট যানবাহনের অধীশ্বর এবং উচ্চপদস্থ ও সম্মানবিশিষ্ট হয়। পঞ্চমাধিপতি থাকিলে, সফলক্রিয়, বুদ্ধিজীবী ও স্বনাম খ্যাত হয়। ষষ্ঠাধিপতি থাকিলে, শত্রুপ্রবল, অপদস্থ, ও নিষ্ফলক্রিয় হয়। সপ্তমাধিপতি থাকিলে, উন্নতহৃদয়া মনোরমা স্ত্রী লাভ, এবং বাণিজ্যে বহুবিত্ত হয় অষ্টমাধিপতি থাকিলে, মাতৃরিষ্ট, কার্য্যহানি, চিন্তা, অবমান ও অনুতাপ হয় নবমাধিপতি থাকিলে, গুণসম্পন্ন, সম্ভ্রান্ত, পদস্থ ও যশস্বী হয় দশমাধিপতি থাকিলে, সৌভাগ্য, কীর্ত্তি, ক্ষমতা, যশঃ, সম্ভ্রান্তপদ, ও প্রধান্য লাভ হয় একাদশাধিপতি থাকিলে, মহৎ ব্যক্তির সহিত মৈত্রী, ও তৎসূত্রে ভাগ্যবান্ হয় দ্বাদশাধিপতি থাকিলে, কার্য্যহানি, মনস্তাপ ও বিবিধ দুঃখ হয়।

একাদশ স্থান।

একাদশ স্থানে—লগ্নাধিপতি থাকিলে, উৎসাহ ও সম্পত্তিবৃদ্ধি, বহু মিত্র, কীর্ত্তি, ক্ষমতা, ও উৎকৃষ্ট যানবাহনাদির অধিকার হয় দ্বিতীয়াধিপতি থাকিলে সৌভাগ্য বৃদ্ধি হয় এবং জ্যেষ্ঠভ্রাতা বা অপর আত্মীয় বা বন্ধুজন হইতে ধন ও ভাগ্য সংগ্রহ

হয়। তৃতীয়াধিপতি থাকিলে, এ থাকে। যদি শুভগ্রহ দ্বারা মৈত্রী ও ধনলাভ হয়। চতুর্থাধি ফল, আর, অশুভ বহু মিত্র, ও সুন্দর বাহন ভোগ হয়। পঞ্চ ত অশুভফল দান উৎকৃষ্ট জামাতা বা পুত্রবধূ লাভ, অকপট লে অপেক্ষাকৃত ব্যবসায় দ্বারা উন্নতি সাধন হয়। ষষ্ঠাধিপতি ই আপেক্ষিক বিনাশ, কপট বন্ধু লাভ, অগ্রজের অহিত, এবং ব্যক্তি হইতে অর্থাগম হয়। সপ্তমাধিপতি থাকিলে, ক বল্লভ হয়, এবং মিত্র বা অপর আত্মীয়জন হইতে কিম্বা বাণিজ্য বা ব্যবসায় দ্বার উপার্জ্জনকারী হয়। অষ্টমাধিপতি থাকিলে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার অমঙ্গল, হরিষে বিষাদ, মিত্রনাশ, ক্ষতি, মনস্তাপ ও বহু চিন্তা হয়, বলবান্ গ্রহ হইলে পরিত্যক্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকার হয়। নবমাধিপতি থাকিলে, মিত্রভাগ্য, ধনভাগ্য, ও সুখসম্ভোগ হয়। দশমাধিপতি থাকিলে, মান-নীয় মিত্র, উৎকৃষ্ট যানবাহন, সামাজিক প্রাধান্য, লাভ-প্রদ বৃত্তি, ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি হয়। একাদশাধিপতি থাকিলে, বহু অর্থ, বহু মিত্র, বিবিধ উৎসাহ ও সুখবৃদ্ধি হয়। দ্বাদশাধিপতি থাকিলে, অর্থহানি ও মনস্তাপ হয়; ইহাদের অকপট মিত্র প্রায়ই বিনাশ প্রাপ্ত হয়, এবং কপট বন্ধু কর্ত্তৃক ইহারা ক্ষতি গ্রস্ত হইয়া থাকে।

দ্বাদশ স্থান।

দ্বাদশ স্থানে—লগ্নাধিপতি থাকিলে, বধবন্ধন, ঋণ, দুশ্চিন্তা, শোক, গুপ্ত শত্রু, শরীরের অপুষ্টি ও নানা দুঃখ হয়। দ্বিতীয়া-

ধিপতি থাকিলে, অমিত , পূর্ব্বধন বিনাশ ও বহুঋণ হয়। তৃতীয়াধিপতি থাকিলে আত্মীয় গণের সহিত বিরোধ, পথিমধ্যে শত্রু ও বন্ধন ভয়, এবং মনোকষ্ট হয় চতুর্থাধিপতি থাকিলে, অপরিমিত ব্যয় ও প্রবাশক্লেশ, এবং ঋণদায়ে বা শত্রুপীড়ায় পৈত্রিক সম্পত্তির উচ্ছেদ হয় পঞ্চমাধিপতি থাকিলে, হিত কর্ম্মে ব্যাঘাত, রোগপীড়িত বা দুষ্টপ্রকৃতি সন্তান, দুশ্চিন্তা, ও অকারণ অনুতাপ হয়; ইহারা দুর্ব্বুদ্ধি অথবা দ্যূতাসক্তি বশে প্রায়ই সর্ব্বস্ব বিনাশ করে। ষষ্ঠাধিপতি থাকিলে, বধবন্ধনভয়, শত্রুবৃদ্ধি, অকারণ অর্থক্ষতি, অবমান, ঋণ ও অপমৃত্যু হয় সপ্তমাধিপতি থাকিলে, বিবাহ জনিত দুর্ভাগ্য, দাম্পত্য বিষাদ, শত্রুপীড়া ও মনস্তাপ হয়। অষ্টমাধিপতি থাকিলে, ন্যায্যবিষয়বঞ্চিত, ঋণগ্রস্ত, নির্ব্বাসিত, কারারুদ্ধ ও মহাদুঃখপ্রাপ্ত হয়; বিদেশে ইহাদের নিধনপ্রাপ্তি হইয়া থাকে নবমাধিপতি থাকিলে, দুর্ভাগ্য, দুষ্ট বুদ্ধি, ও পদে পদে বাধা বিপত্তি হয়। দশমাধিপতি থাকিলে, কার্য্যনাশ, কারাবাস, ঋণগ্রস্ত, অপদস্থ, দুশ্চিন্তা ও বিবিধ দুঃখ হয়। একাদশাধিপতি থাকিলে, বহুঋণ, মিত্রহানি, অমিত ও অকারণ ব্যয়, এবং গুপ্তশত্রু কর্ত্তৃক বিপদ উপস্থিত হয়। দ্বাদশাধিপতি থাকিলে, শত্রুপীড়া, ঋণদায়, কার্য্যনাশ, কারাবাস, বধবন্ধন, মনস্তাপ, বহু শোক, ও বহু দুঃখ হয়।

গ্রহগণের যোগ ও দৃষ্টিস্থান।

শুভ গ্রহগণ যুক্ত হইলে শুভফল দান করে; অশুভ গ্রহগণযুক্ত হইলে অশুভফল দান করে, আর শুভ ও অশুভগ্রহ একত্র

অবস্থিত হইলে মিশ্রফল প্রদান করিয়া থাকে। যদি শুভগ্রহ শুভগ্রহকর্ত্তৃক দৃষ্ট হয় তাহা হইলে শুভফল, আর, অশুভ গ্রহকর্ত্তৃক যদি দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে, অপেক্ষাকৃত অশুভফল দান করে; আর পাপগ্রহ শুভগ্রহকর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে অপেক্ষাকৃত শুভ এবং পাপগ্রহকর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে অশুভ ফলেরই আপেক্ষিক বৃদ্ধি করিয়া থাকে

যে গ্রহ যে রাশিতে অধিষ্ঠিত থাকে, সে রাশিতে তাহার দৃষ্টি থাকে না;—অধিষ্ঠিত রাশি হইতে তৃতীয় ও একাদশ রাশিতে গ্রহগণের একপাদ দৃষ্টি, নবম ও পঞ্চম রাশিতে দ্বিপাদ দৃষ্টি, চতুর্থ ও অষ্টম রাশিতে ত্রিপাদ দৃষ্টি ও সপ্তম অর্থাৎ ঠিক সম্মুখস্থ বিপরিত রাশিতে চতুষ্পাদ বা সম্পূর্ণ দৃষ্টি হইয়া থাকে এতদ্ভিন্ন অপরাপর রাশিতে গ্রহগণের দৃষ্টি থাকে না। অধিকন্তু, বিশেষ বিধি, তৃতীয় দশমে একপাদস্থলে শনির পূর্ণদৃষ্টি, পঞ্চম নবমে দ্বিপাদস্থলে বৃহস্পতির পূর্ণদৃষ্টি, এবং চতুর্থ ও অষ্টমে ত্রিপাদস্থলে মঙ্গলের পূর্ণদৃষ্টি হইয়া থাকে। পঞ্চম ও নবম রাশিতে গ্রহগণের দৃষ্টি অতিশয় শুভ, তৃতীয় ও একাদশ রাশিতে শুভ, অষ্টম রাশিতে মঙ্গল ভিন্ন অন্য সকল গ্রহের শুভ; আর সপ্তম রাশিতে শুভগ্রহের কিম্বা রবিচন্দ্রের সমসপ্তম দৃষ্টি শুভ হইয়া থাকে।*

নবতারাচক্র মতে গ্রহগণের শুভাশুভ দৃষ্টি অতি সূক্ষ্মরূপে নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে। পরিভাষা পরিচ্ছেদে উল্লিখিত হইয়াছে যে, প্রত্যেক মনুষ্যেরই তিন তিনটী করিয়া জন্মাদি তারা হয়, (পরিভাষা দেখ) উহাদের মধ্যে, জন্মতারা, বিপত্তারা, পাপতারা, ও কষ্টতারা মানবের অশুভ, এবং সম্পত্তারা, ক্ষেমতারা

শুভতারা, মিত্রতারা ও অতিমিত্রতারা * মানবের শুভফল প্রদান করিয়া থাকে। অশুভ তারায় অবস্থিত গ্রহের দৃষ্টি অশুভ, এবং শুভ তারায় অবস্থিত গ্রহের দৃষ্টি সর্ব্বত্রই শুভ;—ইহাদ্বারা অতি সহজে জাতচক্রে গ্রহগণের দৃষ্টিফল পরিজ্ঞাত হওয়া যায়

পাপগ্রহগণ ষণ্নাড়ীতে অবস্থিত হইলে, অতি মঙ্গলকর হইয়া থাকে

দুই তিন বা ততোধিক গ্রহ এক রাশিতে একত্র সংস্থিত হইয়া দ্বিগ্রহত্রিগ্রহাদি যোগ, এবং পরস্পর অবস্থানবিশেষ দ্বারা অপর বহুবিধ যোগের সৃষ্টি করিয়া, বিভিন্ন যোগে বিভিন্ন ফল সমুৎপাদন করিয়া থাকে; কিন্তু, প্রায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শুভগ্রহের যোগোৎপন্ন ফল শুভ, আর অশুভগ্রহের ফল অশুভ হইতে দেখা যায়; উক্ত সমস্ত যোগাদির আনুপূর্ব্বিক বিবরণের পরিবর্ত্তে, এস্থলে সহজশিক্ষার্থী পাঠকবর্গের বিনোদনোপযোগী কতিপয় প্রধান প্রধান যোগের বিবরণ মাত্র নিম্নে প্রকাশিত হইল

সৌভাগ্যযোগ।

জন্মকালে একটী গ্রহ স্বক্ষেত্রে থাকিলে, জাতক; বংশের উপযুক্ত পাত্র হয়, এইরূপ, দুইটী গ্রহ স্বক্ষেত্রে থাকিলে, বংশের শ্রেষ্ঠ, তিনটী থাকিলে বন্ধুমান্য, চারিটি থাকিলে ধনী, পাঁচটী থাকিলে সুখী, ছয়টী থাকিলে রাজার তুল্য, এবং সাতটী থাকিলে

* অতিমিত্রতারা ষণ্নাড়ীমতে সমুদয়নাড়ী সুতরাং অশুভ (পরিভাষা দেখ)

রাজা হইয়া থাকে শ থাকে; (৬) যদি নবম গৃহের অধিপতি
জাতক ভোগবিশিষ্ট হয়; কোনও অশুভ গৃহে, আর নবমে
তিনটী থাকিলে রাজতুল্য ও চারি রবিচন্দ্র নীচস্থ, দশমাধিপতি পাপ-
থাকে নিম্নলিখিত স্থানগুলিতে (৮) যদি রবি চন্দ্র ও শনি,
থাকে, যথা;—(১) যদি সমস্ত গ্রহ চারি থাকে; (৯) যদি শনি
থাকে, (২) যদি লগ্নে, দ্বিতীয়ে, সপ্তমে দ্বা পাপগৃহে থাকে;
থাকে, (৩) যদি সমস্ত গ্রহ পর পর পঞ্চরাশিতে থাধিপ একাদশা-
মধ্যে জন্মরাশি লগ্ন হয়; (৪) যদি বৃহস্পতি নবমাধিপতি থাকে;
এক রাশিতে কিম্বা সমসপ্তমে থাকে; (৫) যদি লগ্নে বৃ য়াধিপতি
চতুর্থে কি সপ্তমে চন্দ্র, দশমে রবি এবং একাদশে শনি থাকে পাপগৃহে
(৬) যদি লগ্ন কুম্ভ হয়, আর মঙ্গল মকরে, এবং রবি ও চন্দ্র হ
ধনুতে থাকে; (৭) যদি লগ্নে বুধ ও শুক্র, ধনুতে চন্দ্র ও বৃহস্পতি ও মকরে মঙ্গল থাকে; (৮) যদি মেষ, কর্কট, কিম্বা তুলা রাশিতে অধিপতি-গ্রহ এবং মকরে শনি থাকে, (৯) যদি মেষে রবি ও মঙ্গল, কর্কটে চন্দ্র ও বৃহস্পতি এবং মীনে শুক্র থাকে; (১০) যদি কর্কটে চন্দ্র ও বৃহস্পতি, এবং চতুর্থে শুক্র থাকে; (১১) যদি কন্যা লগ্ন হয়, এবং তথায় বুধ ও চন্দ্র, আর মীনে বৃহস্পতি থাকে; (১২) যদি সকল গ্রহ লগ্নের উপচয়ে অথবা চন্দ্রের উপচয়ে থাকে; (১৩) যদি লগ্নে শনি, দ্বিতীয়ে বুধ ও বৃহস্পতি, চতুর্থে শুক্র এবং দশমে চন্দ্র থাকে; (১৪) যদি মেষ, কর্কট, তুলা ও মকর, অথবা, মেষ বৃষ, তুলা ও মীন, অথবা বৃষ কন্যা বৃশ্চিক ও মীন, কিম্বা মেষ, সিংহ, তুলা ও ধনু এই চারি রাশিতে সকল গ্রহ থাকে; (১৫) যদি লগ্নে শুক্র, তৃতীয়ে শনি, চতুর্থে বৃহস্পতি, দশমে চন্দ্র এবং মেষে রবি থাকে; (১৬) যদি বৃহ

স্পতি তুঙ্গগত ও পূর্ণচন্দ্র কর্তৃক দৃষ্ট, এবং শুক্র তুঙ্গগত ও বুধের দ্বারা দৃষ্ট হয়; (১৭) যদি স্বক্ষেত্রে শুক্র, তুলায় শনি ও অপর গ্রহ ত্রিকোণে থাকে; (১৮) যদি বৃষ লগ্ন হয় এবং দ্বিতীয়ে চন্দ্র ষষ্ঠে বৃহস্পতি ও একাদশে শনি থাকে; (১৯) যদি তুলা লগ্ন হয়, দশমাধিপতি নবমে থাকে; এবং সিংহে শনি ও রাহু, আর কুম্ভে বৃহস্পতি থাকে; (২০) যদি লগ্নাধিপতি দশমে, শনি একাদশে, এবং মঙ্গল ও বৃহস্পতি তুঙ্গী থাকে; (২১) যদি ধনু লগ্ন, অর্থ মেষে রবি ও বুধ এবং মীনে শুক্র ও বৃহস্পতি অপর বর্গ (২২) যদি সিংহ লগ্ন হয়, আর লগ্নে বৃহস্পতি ও শুক্র, সম্মুখকে মঙ্গল, এবং মিথুনে শনি থাকে, (২৩) যদি লগ্নে চন্দ্র ও শনি, ত্রিকোণে বৃহস্পতি ও রবি, আর দশমে মঙ্গল থাকে; (২৪) যদি লগ্ন হইতে ষষ্ঠ গৃহ বৃশ্চিক বা মকরে মঙ্গল আর দশমে বৃহস্পতি থাকে

দুর্ভাগ্যযোগ।

নিম্নলিখিত স্থান গুলিতে দুর্ভাগ্যযোগ হইয়া থাকে, যথা;—(১) যদি লগ্নে মঙ্গল-বুধ শুক্র, অথবা মঙ্গল-বুধ শনি কিম্বা মঙ্গল-শুক্র শনি থাকে; (২) যদি লগ্ন হইতে দশম স্থানে, রবি হইতে একাদশ স্থানে, আর চন্দ্র হইতে অষ্টম স্থানে কোনও গ্রহের অবস্থিতি না থাকে; (৩) যদি দ্বিতীয়ে চতুর্থে, অষ্টমে ও একাদশে, অথবা দ্বিতীয়ে অষ্টমে ও নবমে পাপগ্রহ থাকে; (৪) যদি লগ্নে ও তৃতীয়ে, কিম্বা লগ্নে ও দ্বিতীয়ে পাপগ্রহ থাকে, (৫) যদি দ্বিতীয় গৃহের অধিপতিগ্রহ অশুভ গৃহাধিপতি হইয়া

ষষ্ঠ অষ্টম বা দ্বাদশে থাকে; (৬) যদি নবম গৃহের অধিপতি নীচস্থ বা অস্তমিত হইয়া কোনও অশুভ গৃহে, আর নবমে পাপ গ্রহ থাকে; (৭) যদি রবিচন্দ্র নীচস্থ, দশমাধিপতি পাপ-গৃহগত নীচস্থ বা অস্তমিত থাকে; (৮) যদি রবি চন্দ্র ও শনি, রাহু অথবা কেতুযুক্ত হইয়া পাপগৃহে থাকে; (৯) যদি শনি নীচস্থ হইয়া দ্বিতীয়ে ও দ্বিতীয়াধিপ কোন পাপগৃহে থাকে; (১০) যদি দ্বিতীয়াধিপতি দ্বাদশগৃহে এবং অষ্টমাধিপ একাদশা-ধিপের সহ যুক্তভাবে ও পাপগ্রহকর্ত্তৃক দৃষ্ট হইয়া থাকে; (১১) যদি লগ্নাধিপতি শত্রুক্ষেত্রপ্রাপ্ত ও দ্বিতীয়াধিপতি পাপযুক্ত থাকে; (১২) যদি লগ্নাধিপ বলহীনভাবে পাপগৃহে থাকে ও নবমাধিপতি যে রাশিতে থাকে তাহার অধিপতিগ্রহ পাপযুক্ত হয়, (১৩) যদি পরপর তিন রাশিতে পাপগ্রহ, এবং নবমে শনি ও মঙ্গল, কিম্বা দ্বাদশাধিপতি দ্বিতীয় স্থানে থাকে; (১৪) যদি নবমস্থানে দুইটি পাপগ্রহ এবং নবমাধিপতি বা লগ্নাধিপতি ষষ্ঠ অষ্টম বা দ্বাদশে থাকে; (১৫) যদি রবি মঙ্গল বুধ বৃহস্পতি শনি, অথবা রবি-মঙ্গল-বুধ শুক্র-শনি, এক রাশিতে থাকে; (১৬) যদি রবি-সোম মঙ্গল-বুধ শনি বা শনি-মঙ্গল এক রাশিতে থাকে; (১৭) যদি রবি-মঙ্গল-শনি লগ্নে থাকে; (১৮) যদি কোনও রাজযোগ না থাকে এবং লগ্ন হইতে দশমে, রবি হইতে একাদশে ও চন্দ্র হইতে অষ্টমে কোনও গ্রহ অবস্থিত না হয়

অবশিষ্ট দুর্ভাগ্য যোগ সকলের মধ্যে যে গুলি মানবজীবনে সবিশেষ দুর্ভাগ্যের পরিচায়ক, পৃথক্ পৃথক্ সংজ্ঞার সহিত সেই-গুলি নিম্নে প্রকাশিত হইল

শিরচ্ছেদ—লগ্ন হইতে অষ্টমে যদি রবি চন্দ্র থাকে, অথবা সিংহে চন্দ্র, আর মকরে বা কুম্ভে রাহু থাকে, তাহা হইলে সে জাতকের মস্তকচ্ছেদ নিশ্চয় হইবে সন্দেহ নাই।

ভুজচ্ছেদ—জন্মলগ্ন যদি মঙ্গলের ক্ষেত্র হয়, এবং রবির ক্ষেত্রে যদি পাপযুক্ত শনি থাকে, তাহা হইলে জাতকের নিশ্চয় ভুজচ্ছেদ হইবে

হস্তপদচ্ছেদ—জন্মলগ্নের অষ্টম স্থানে মঙ্গল যদি শনি রবি কি রাহুর সহিত মিলিত হইয়া থাকে, তবে জাতকের হস্ত-পদচ্ছেদ নিশ্চিত জানিবে।

অন্ধ যদি শত্রুগৃহে চন্দ্র তিনটি পাপগ্রহে সংযুক্ত হইয়া অবস্থিত থাকে ও তথায় কোনও শুভগ্রহের দৃষ্টি না থাকে, অথবা লগ্নের অষ্টম স্থানে শত্রুগৃহগত সূর্য্য অবস্থান করে ও তথায় চন্দ্র শুক্র ও মঙ্গলের দৃষ্টি থাকে; কিম্বা যদি অষ্টম ষষ্ঠ দ্বিতীয় ও দ্বাদশ স্থানে রবি চন্দ্র মঙ্গল ও শনি অবস্থিতি করে অথবা যদি সূর্য্যগ্রহণসময় জাতকের জন্ম হইয়া লগ্নে রবি ও নবমে পঞ্চমে পাপগ্রহ থাকে, তবে জাতক নিশ্চয় চক্ষুহীন হইবে।

খঞ্জ—কর্কট রাশিতে যদি শনি থাকে, ও তথায় শুভগ্রহের দৃষ্টি না থাকে, তবে জাতক খঞ্জ অর্থাৎ খোঁড়া হইবে

কর্ণরোগ—যদি ধনস্থানে বা ব্যয়স্থানে শুক্র কিম্বা মঙ্গল থাকে তবে জাতক কর্ণপীড়া [illegible] থাকিবে

মহাপাতক—শনি যদি [illegible] ক্ষেত্রে [illegible] গ্রহের সহিত যুক্ত এবং শত্রুকর্ত্তৃক দৃষ্ট হইয়া অবস্থান করে, তবে ব্রহ্মতুল্য ব্যক্তিও মহাপাতকী হইবে।

চক্ষুদোষ—যদি দ্বিতীয় বা দ্বাদশ গৃহে চন্দ্র থাকে, তবে জাতক চক্ষুর পীড়ায় বারংবনাই কষ্ট পাইবে

গোহত্যা ও ব্রহ্মহত্যা—চন্দ্র পাপযুক্ত এবং রবি ও মঙ্গল কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে জাতক ব্রহ্মঘাতী, আর ঐ পাপচন্দ্র শনির সহিত মিলিত বা শনিকর্ত্তৃক দৃষ্ট থাকিলে, জাতক গোঘাতী হইবে।

পতিত পাপ—সপ্তম বা অষ্টম স্থানে রবি, মঙ্গল, শনি ও রাহু থাকিলে, ইন্দ্রতুল্য ব্যক্তিও নীচান্নসেবায় পতিত হইবে।

শূলব্যথা—তিনটি পাপগ্রহ একরাশিস্থ থাকিলে জাতক নিশ্চিত শূলরোগী হইবে।

ক্ষয়কাশ—শনি চন্দ্র ও রাহু একত্র থাকিলে, জাতকের ক্ষয়রোগ নিশ্চয় জানিবে মকরে রবি, ও শনি ও মঙ্গলের মধ্যস্থ চন্দ্র থাকিলেও ক্ষয়কাশ হইবে

বধির তৃতীয় পঞ্চম ও একাদশ স্থানে যদি পাপগ্রহের অবস্থান থাকে এবং শুভগ্রহকর্ত্তৃক যদি দৃষ্ট না হয়, তবে জাতক নিঃসন্দেহ বধির অর্থাৎ কালা হইয়া থাকে।

কুষ্ঠরোগ—বৃশ্চিক, কর্কট, বৃষ ও মকর ইহাদের যে কোনও রাশি যদি লগ্নের পঞ্চম বা নবম হইয়া পাপযুক্ত বা পাপদৃষ্ট হয়, অথবা চন্দ্র যদি ধনুর পঞ্চম নবাংশগত, কিম্বা মীন কর্কট ও মকরের যে কোনও নবাংশস্থিত হইয়া শনি ও মঙ্গলের সহিত যুক্ত বা শনি ও মঙ্গলের কর্ত্তৃক দৃষ্ট হয়, তবে জাতক নিশ্চিত কুষ্ঠপীড়িত হইবে।

শোথরোগ—চন্দ্র রবির গৃহে বা অংশে এবং রবি চন্দ্রের গৃহে বা অংশে থাকিলে শোথরোগ হইবে

বাতব্যাধি—লগ্নে বৃহস্পতি ও সপ্তমে শনি থাকিলে মনুষ্য বাতরোগী হইবে

শ্বিত্ররোগ—লগ্নে চন্দ্র সপ্তমে রবি এবং দ্বিতীয় ও দ্বাদশ স্থানে পাপগ্রহ থাকিলে জাতক শ্বিত্ররোগে(ধবলকুষ্ঠ)মুমূর্ষু হইবে।

দন্তরোগ—সপ্তম স্থানে শুভগ্রহের দৃষ্টিবর্জ্জিত যদি পাপ-গ্রহ থাকে, তবে দন্তরোগ জন্মিবে

বিকৃত দন্ত—মেষ,বৃষ বা ধনু জন্মলগ্ন হইলে ও তাহাতে পাপগ্রহের দৃষ্টি থাকিলে বিকৃতদন্ত হয়।

উন্মাদ—লগ্নে বৃহস্পতি ও সপ্তমে মঙ্গল থাকিলে; অথবা, লগ্নে শনি, ও পঞ্চম, সপ্তম ও নবম এই তিন গৃহের যে কোনও রাশিতে মঙ্গল থাকিলে জাতক উন্মাদ হইবে

বাতুল—মূর্ত্তি হইতে দ্বাদশ স্থানে ক্ষীণচন্দ্র ও শনি যদি একত্র থাকে তবে মনুষ্য বাতুল হইবে

অপস্মাররোগ—শনি ও চন্দ্র যদি একত্র থাকে ও তাহাতে মঙ্গলের দৃষ্টি থাকে, তবে মানবের অপস্মাররোগ জন্মাইবে

সর্পদংশনে মৃত্যু—লগ্ন হইতে অষ্টমস্থানে যদি মঙ্গল ও চন্দ্র থাকে এবং উহা যদি মঙ্গলের শত্রুগৃহ হয়, তবে নিশ্চয় সর্পদংশনে জাতকের প্রাণবিয়োগ হইবে।

বজ্রাঘাতে মৃত্যু—জন্মকালে কুম্ভ, মিথুন, ধনু ও মীন রাশিতে যদি সমস্ত পাপগ্রহ থাকে, তবে বজ্রাঘাতে জাতকের মৃত্যু হইবে

অস্ত্রাঘাতে মৃত্যু—শত্রুগৃহগত বুধ কর্তৃক দৃষ্ট হইয়া যদি বৃহস্পতি ষষ্ঠ স্থানে থাকেন, তবে ইন্দ্রতুল্য হইলেও জাতক অস্ত্রাঘাতে নিধন প্রাপ্ত হইবে।

উদ্বন্ধন (গলায় দড়ী)—স্বক্ষেত্রে শনির সহিত যদি রাহু মিলিত থাকে, তবে জাতকের উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ হইবে।

জলে ডুবিয়া মৃত্যু—মেষ, কর্কট তুলা বা মকর রাশিতে যদি চন্দ্র থাকে এবং শনি ও মঙ্গল কর্ত্তৃক দৃষ্ট হয়, তবে জাতক জলমগ্ন হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিবে, অথবা, মৃতবৎ হইবে।

সাধারণ অপমৃত্যু—লগ্নে শনি ও মঙ্গল একত্র থাকিলে, যে কোনও রূপেই হউক জাতকের অপমৃত্যু ঘটিবে

কুম্ভীরাদির মুখে মৃত্যু—ষষ্ঠ অথবা অষ্টম স্থানে যদি বুধ শত্রুগৃহগত হইয়া শত্রু কর্ত্তৃক যুক্ত বা দৃষ্ট থাকে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই সে জাতক মকরকুম্ভীরাদি জলজন্তুর মধ্যে কাহারও কর্ত্তৃক নিহত হইবে

লিঙ্গচ্ছেদ. কর্কটে রবি ও মকরে মঙ্গল থাকিলে জাতকের লিঙ্গচ্ছেদ হইবে।

বংশনাশ—রবি শনি ও রাহু জন্মকালে এক গৃহে থাকিলে জাতকের বংশনাশ হইবে।

জারজযোগ—লগ্ন ও চন্দ্রের প্রতি যদি বৃহস্পতির দৃষ্টি না থাকে, কিম্বা চন্দ্রের সহিত সূর্য্য যুক্ত না হয় এবং পাপযুক্ত চন্দ্র রবির সহিত যুক্ত হয়, তবে জাতক জারজ হইয়াছে জানিবে। যদি দ্বিতীয়া সপ্তমী ও দ্বাদশী এই তিন তিথির কোনও এক তিথি, শনি রবি ও মঙ্গল ইহার যে কোন বার, এবং যে কোনও ভগ্নপাদ * নক্ষত্র একত্র মিলিত হয়,

---

* কৃত্তিকা মৃগশিরা, পুনর্ব্বসু, উত্তরফল্গুনী, বিশাখা, উত্তরাষাঢ়া, ধনিষ্ঠা ও পূর্ব্বভাদ্রপদ.

তবে, এই তিথি বার নক্ষত্রের মিলনদিনে যাহার জন্ম হয়, সে নিশ্চিত জারজ হইয়াছে জানিবে।

পাপিষ্ঠ ও অল্পায়ুঃ—যদি রবি কোনও গৃহে তিনটি পাপ গ্রহের সহিত মিলিত হয় এবং তথায় শুক্র বা বৃহস্পতির দৃষ্টি না থাকে, তবে সে ব্যক্তি অতি পাপিষ্ঠ ও অল্পায়ু জানিবে।

অঙ্গহীন যদি দ্বিতীয় গৃহে শনি, দশম গৃহে সোম এবং সপ্তম গৃহে মঙ্গল থাকে, তবে জাতক নিশ্চয় অঙ্গহীন হইবে

বহুবিবাহ—বলবান্ চন্দ্র যদি শুক্রের সহিত যুক্ত অথবা শুক্র কর্তৃক দৃষ্ট হইয়া সপ্তম স্থানে অবস্থিতি করেন, তবে জাতকের বহুবিবাহ হইবে, ইহা নিশ্চয় জানিও।

পত্নীবেশ্যা—সপ্তম স্থানে শুক্র (মতান্তরে চন্দ্র) থাকিলে জাতকের পত্নী বেশ্যা হয়

মহাদরিদ্র দশা—যদি রবি অথবা শুক্রের সহিত মঙ্গল মিলিত থাকে, তাহা হইলে জাতকের মহাদরিদ্র দশা হয়;—এই যোগে সমুদ্র পর্য্যন্ত শুষ্ক হয়

স্ত্রীপুরুষ অন্ধ—দ্বাদশ স্থানে চন্দ্র এবং ষষ্ঠ স্থানে রবি থাকিলে, সেই পুরুষ ও তাহার স্ত্রী উভয়েই চক্ষুহীন ঘটে।

পত্নী বন্ধ্যা—বৃষ, কন্যা বা মকর যদি জন্মলগ্ন হয়, এবং তাহাতে শনি অবস্থিত থাকে, আর সপ্তম স্থানের শেষ নবাংশে শুক্র থাকেন ও পঞ্চম স্থানে শুভগ্রহ না থাকে, তাহা হইলে জাতকের পত্নী নিশ্চিত বন্ধ্যা হইবে

কটুভাষী—চন্দ্রের সহিত শনি যুক্ত থাকিলে, জাতক অতি কটুভাষী ও সন্তপ্ত হইবে।

বন্ধনদশা—লগ্ন হইতে দ্বিতীয় পঞ্চম নবম ও দ্বাদশ স্থানে পাপগ্রহ থাকিলে, জাতকের বন্ধনদশা ঘটিবে ভুজগ, নিগড় পাশভৃৎ প্রভৃতি দ্রেক্কাণের নামানুযায়ী সেই পদার্থ-কর্ত্তৃক বন্ধন দশা বুঝিবে

চিরদাসত্ব—বৃহস্পতি, রবি, চন্দ্র এবং চন্দ্রের নবাংশাধিপতি এই চারি গ্রহ যদি নীচস্থ হইয়া নীচনবাংশে বা শত্রু-নবাংশে থাকে, তাহা হইলে, জাতক যাবজ্জীবন দাসত্ব ভোগ করিবে ;—গ্রহের সংখ্যা অনুসারে দাসত্বেরও গুরুত্ব এবং কালপরিমাণের তারতম্য হইয়া থাকে

গ্রহ প্রকৃতির সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার।

জন্মবারের যে সপ্তাংশে * জাতক ভূমিষ্ঠ হয়, সেই সপ্তাংশের অধিপতি গ্রহের আধিক্য তাহার শরীরে চিরকাল বিদ্যমান্ থাকে রাশির যে নবাংশে * লগ্ন হয়, সেই নবাংশের অধিপতি গ্রহের তুল্য আকৃতি, চন্দ্র যে নবাংশে অবস্থিত থাকেন তাহার অধিপতির তুল্য বর্ণ কুল ও জাতি, এবং সূর্য্য হইতে ত্রিংশাংশে * স্থিত যে গ্রহ থাকে তাহার সমান গুণ ও প্রকৃতি জাতক প্রাপ্ত হইয়া থাকে। জাতচক্রে যে গ্রহ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বলবান্ থাকে, তাহার ন্যায়ও জাতকের আকৃতি হইতে দেখা যায় লগ্নের প্রথম দ্রেক্কাণে জাতকের মস্তকাদি উত্ত-

---

* "সংজ্ঞা ও পরিভাষা" পরিচ্ছেদ দেখ।

মাঙ্গ, দ্বিতীয় দ্রেক্কাণে হস্তাদি মধ্যমাঙ্গ এবং তৃতীয় দ্রেক্কাণে পদাদি অধোমাঙ্গের নিরূপণ করা হয় ;—লগ্ন হইতে সম্মুখের ছয় রাশিতে দক্ষিণাঙ্গ ও পশ্চাতের ছয় রাশিতে বামাঙ্গ চিন্তা করিবে। চন্দ্র, ষষ্ঠ ও অষ্টমাধিপতি, এবং পাপগ্রহমাত্রেই জাতচক্রে যে যে রাশিগত থাকিবে, সেই সেই রাশ্যধিষ্ঠিত অঙ্গে মানবের তিল জড়ুল ব্রণ বা ছেদাদি কোনও চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যাইবে রবি চিহ্নকারক হইলে, কাষ্ঠ বা চতুষ্পদ জন্তু কর্ত্তৃক আঘাত প্রাপ্তির চিহ্ন, বা যে কোনও পাটল বর্ণ বিশিষ্ট চিহ্ন দৃষ্ট হইবে, চন্দ্র চিহ্নকারক হইলে, যুদ্ধে আঘাত প্রাপ্তির চিহ্ন বা জলচর প্রাণী কর্ত্তৃক চিহ্ন দেখা যাইবে। মঙ্গল হইলে কৃষ্ণবর্ণ তিল কিম্বা বিষ বা অস্ত্রাদি জনিত ছেদাদি চিহ্ন থাকিবে, বুধ হইলে পতনের চিহ্ন বা লোষ্ট্রাদি দ্বারা আঘাত প্রাপ্তির চিহ্ন থাকিবে, বৃহস্পতি বা শুক্র হইলে উজ্জ্বল বর্ণের তিল এবং শনি চিহ্নকারক হইলে, কৃষ্ণ তিল বা কাষ্ঠ, প্রস্তর, কি বাতপক্ষাঘাতাদিরোগজনিত চিহ্ন বলিবে, আর রাহু বা কেতু চিহ্নকারক হইলে, সাংঘাতিক শস্ত্রাঘাত, দগ্ধ স্ফোটক বা কুৎসিত রোগের চিহ্ন বলিয়া জানিবে।

এক্ষণে, সংক্ষেপে গ্রহগণের স্বরূপ অর্থাৎ তাহাদের আকার, প্রকার, জাতি, বল, গুণ ও কারকতাশক্তি প্রভৃতি বিবরণ এবং রাশিগত গ্রহগণের দ্বারা যেরূপে নরদেহ বিভাগ হয়, তাহার সহজ ও সার পরিচয় যথাক্রমে নিম্নে প্রকাশিত হইল।

রবি

গ্রহগণের স্বরূপ কথন

আত্মভাব—পাপগ্রহ, সত্ত্বগুণপ্রধান, খর্ব্বাকৃতি, চতুরস্র, অরুণশ্যামবর্ণ, মধুপিঙ্গলনেত্র, ক্ষুদ্রকুঞ্চিতকেশ, সুগোল গঠন, বৃদ্ধ, স্থিরস্বভাব, পিত্তপ্রকৃতি, তিক্তরসপ্রিয়, উত্তাপ ও স্বল্প শুষ্কতা উৎপাদক, ক্ষত্রিয়, স্বর্ণ ও চতুষ্পদ জন্তুর স্বামী, পূর্ব্বদিগধিপতি, মধ্যাহ্নবলী, শস্যাধিষ্ঠাতা, পুংগ্রহ ও বনচারী।

গ্রহভাব—আত্মা, দীপ্তি, সৌভাগ্য, আরোগ্য, ক্ষমতা, সম্মান, মহতের আনুকূল্য বা তদ্বৈপরীত্য, এবং পিতার শুভাশুভ ইত্যাদি

অনুকূলগতি—পরাক্রম, তেজঃ, গাম্ভীর্য্য, শৌর্য্য, দয়া, মান, সম্ভ্রম, সন্ন্যাস, উচ্চপদ

প্রতিকূলগতি—প্রগল্‌ভতা, অভিমান, অহঙ্কার, অবজ্ঞা, চাঞ্চল্য, ক্রূরতা, নিষ্ঠুরতা, অপব্যয়, পিতৃধনবিনাশ, হীনমতি, হীনপদ, এবং অধিকৃত দেহভাগে রোগ ও পীড়া।

নরদেহ অধিকৃত দেহভাগ—মস্তিষ্ক, হৃদয়, চক্ষু, মুখ, এবং শরীরের দক্ষিণাংশ। আধিক্যকৃত মানব—সুগোলগঠন, গোলমুখমণ্ডল, বিশালনেত্র, ঈষৎ কুঞ্চিত কেশ, সুস্বর, পিত্তপ্রধান, সত্ত্বগুণ, স্থিরস্বভাব ও তিক্ত রসপ্রিয়

চন্দ্র।

আত্মভাব—শুভগ্রহ, সত্ত্বগুণ প্রধান, গৌরব ⸱ ষ্টাঙ্গ,

খর্ব্বাকৃতি, পদ্মপলাশ লোচন, কুঞ্চিতকৃষ্ণকেশ, কফবাতপ্রকৃতি, যুবা, বায়ুকোণাধিপতি, অপরাহ্নবলী, গৈরিকরৌপ্যভুজঙ্গাদির স্বামী, লবণরসপ্রিয়, স্নিগ্ধমণ্ডল, আর্দ্রতা উৎপাদক, বৈশ্য এবং জলচারী।

গ্রহভাব—শরীর, স্বভাব, স্বাস্থ্য, পীড়া, ভ্রমণ, ভাগ্য, ষড়রিপু, এবং মাতার শুভাশুভ ইত্যাদি।

অনুকূলগতি—আরোগ্য, ধীরতা, কোমলতা, নিপুণতা, বিদ্যানুরাগ, শান্তি, জলপথে বাণিজ্য লিপ্স, উত্তম মতি ও উত্তম পদ

প্রতিকূলগতি—অজ্ঞতা ভীরুতা, অসন্তোষ, অস্থিরতা, মন্দমতি, মদ্যপান, নীচসংসর্গ, নীচবাণিজ্যে রতি, ও নীচ পদ এবং অধিকৃত দেহভাগে রোগ ও পীড়া

নরদেহ অধিকৃত দেহভাগ—তালু, কণ্ঠ, উদর, গ্রন্থী, শোণিত এবং শরীরের বাম অংশ আধিক্যকৃত মানব—পাণ্ডুবর্ণ, পাণ্ডুনেত্র, গোলমুখমণ্ডল, পুষ্টকণ্ঠ, খর্ব্বাঙ্গ, কর্কশলোম, বিলাসী, বাগ্মী ও নির্ম্মলচেতা

মঙ্গল

আত্মভাব—পাপগ্রহ, চতুরশ্র, ক্ষত্রিয়, তমোগুণ প্রধান, রক্তগৌরবর্ণ, মজ্জাসার, হিংস্র, শূর, অগ্নিতুল্য প্রভা বিশিষ্ট, মধ্যাহ্নবলী, পিত্তপ্রকৃতি, উদার অথচ অল্পগর্ব্বিত, যুবা, দক্ষিণদিক্‌ ও গৈরিকস্বর্ণাদি ধাতু এবং চতুষ্পদ জন্তুর স্বামী, কটুরসপ্রিয়, বিকৃতাঙ্গ, উত্তাপ ও শুষ্কতা উৎপাদক এবং পুংগ্রহ ও দগ্ধভূমিচারী।

গ্রহভাব—ক্ষেত্র, বীর্য্য, গৃহ, ভূসম্পত্তি, চিকিৎসাজ্ঞান, ও ভ্রাতার শুভাশুভ ইত্যাদি

অনুকূলগতি—সাহস, পরাক্রম শৌর্য্য, কাম, স্বাধীনতা ও জয়লাভ এবং ভূমি সেনা-চিকিৎসা রসায়ন বা সৌধনির্ম্মাণাদি সম্বন্ধীয় সম্ভ্রান্ত পদ

প্রতিকূলগতি—অধর্ম্ম, অভিমান, দুর্বৃত্তি, দস্যুতা, হত্যা, বিশ্বাসঘাতকতা, অতি ঘৃণ্য উপজীবিকা এবং অধিকৃত দেহভাগে রোগ ও পীড়া

নবদেহ—অধিকৃত দেহভাগ—বামকর্ণ, কটি, রক্তবাহিকা নাড়ী এবং গুহ্যদেশ। আধিক্যকৃত মানব—বর্ণময়শির, বৃত্তাকার চক্ষু, সুদৃঢবপু, আনতপৃষ্ঠ, পিত্তপ্রকৃতি, তমোগুণবিশিষ্ট ও কটুরসপ্রিয়

বুধ।

আত্মভাব—শুভগ্রহ, বর্ত্তুলাকার, শূদ্র রজোগুণ প্রধান, পদ্মনেত্র, মধ্যমাকৃতি, শ্যামবর্ণ, বাতপিত্ত কফের সমপ্রকৃতি, সর্ব্বরসপ্রিয়, উত্তর দিক্ ও স্বর্ণ দ্রব্যের অধিপতি, প্রভাতবলী, বালক, স্ত্রীগ্রহ, কখনও আর্দ্রতা কখনও শুষ্কতা উৎপাদনকারী, এবং গ্রাম ইষ্টকগৃহ ও শ্মশানভূমিচারী।

গ্রহভাব—বাক্য, শিল্প, বিদ্যা, বুদ্ধি, বাণিজ্য, সাহিত্যগণিতাদিব্যবসায় এবং পিতৃব্য মাতুল ও শিষ্যাদির শুভাশুভ ইত্যাদি

অনুকূলগতি—ধীশক্তি, কল্পনাশক্তি, পাণ্ডিত্য, বাগ্মীতা

(বক্তৃতাশক্তি), শিল্পনৈপুণ্য, বাণিজ্যকৌশল, ন্যায়পরতা, শ্রেষ্ঠরচনাশক্তি এবং সাহিত্যগণিতাদির অধ্যাপনা বা ব্যবসায়

প্রতিকূলগতি—মূর্খতা, বাচালতা, রহস্যভেদকতা, উন্মত্ততা, চৌর্য্য, এবং সূচীজীবী কুসীদজীবী দাস দূত প্রভৃতির হীন বৃত্তি, আর অধিকৃত দেহভাগে রোগ ও পীড়া।

নরদেহ—অধিকৃত দেহভাগ—বাক্য, বুদ্ধি, জিহ্বা, পিত্ত, ত্বক, ও শরীরের অধোপ্রদেশ। আধিক্যকৃত মানব—নাতিদীর্ঘ নাতিহ্রস্বদেহ, কুঞ্চিতকেশ, সমাঙ্গ, স্বল্পশ্মশ্রু, সরলনাসিক, বাতপিত্তকফের সম প্রকৃতি, ও সর্ব্বরসপ্রিয়

বৃহস্পতি।

আত্মভাব—শুভগ্রহ, ব্রাহ্মণ, পীতবর্ণ, বার্ত্তুলাকার, সত্ত্বগুণপ্রধান, সমপ্রকৃতি, পিঙ্গলনেত্র, সুস্বরবিশিষ্ট, খর্ব্বাকৃতি, মধুরসপ্রিয়, বৃদ্ধ, পুংগ্রহ, ঈশানদিকপতি, প্রভাতবলী, দ্বিপদ, প্রাণী শোভনরত্ন দেবালয়-স্বামী, পরিমিত উত্তাপ ও আর্দ্রতা উৎপাদক, ও গ্রামচারী

গ্রহভাব—জাতকের ধন, ধর্ম্ম, পুত্র, জ্ঞান, গুরু এবং ধর্ম্মাদিব্যবসায়ের শুভাশুভ বৃহস্পতি হইতে বিচারিত হয়

অনুকূলগতি—ধার্ম্মিকতা, ন্যায়পরতা, দানশীলতা, বদান্যতা, সদাত্মা, সচ্চরিত্র, বিশ্বাস, শাস্ত্রজ্ঞান, তত্ত্বজ্ঞান, উচ্চাভিলাষ, এবং ধর্ম্মশাস্ত্রাদিমূলক মহোচ্চপদ

প্রতিকূলগতি—প্রগল্‌ভতা, ভণ্ডামি, অভিমান, অভি-

যোগলিপ্সা, মিথ্যাসাক্ষ্য, এবং ভণ্ড, বিদূষক, ভৃত্য প্রভৃতি অতি হেয় পদ, আর অধিকৃত দেহভাগে রোগ ও পীড়া।

নরদেহ—অধিকৃত দেহভাগ—ফুসফুস, রক্তবাহিকানাড়ী, হৃদয়ের মেধ, কণ্ঠনলী ও হস্ত। আধিক্যকৃত মানব—স্থূলকায়, সূক্ষ্মকুঞ্চিতকেশ, দীর্ঘকপাল, গজদন্ত, পিঙ্গল চক্ষু, ক্ষুদ্রগ্রীব, বিশালবক্ষঃস্থল, দীর্ঘ বা ক্ষীণ নিম্নদেশ, সমপ্রকৃতি, ও সত্ত্ব-প্রধান

(শুক্র)

আত্মভাব—শুভগ্রহ, ব্রাহ্মণ, রজোগুণপ্রধান, শুক্লবর্ণ, কফ্‌প্রকৃতি, সরলবাহু, গজগামী, অম্লরসপ্রিয়, ক্রীড়ারসপ্রধান, মধ্যবয়স্ক, অগ্নিকোণাধিপতি, অপরাহ্নবলী, ধাতুরৌপ্য প্রভৃতির স্বামী, স্নিগ্ধদীপ্তি, দ্বিপদ, অপেক্ষাকৃত আর্দ্রতা উৎপাদক, স্ত্রীগ্রহ, এবং জল ভূমি-চারী।

গ্রহভাব—বিলাস, ভূষণ, সুখ, শ্রী, সঙ্গীত, বিজ্ঞান, চিত্র-বিদ্যা, ভূতত্ত্ব, এবং জায়া ও ভগ্নির শুভাশুভ শুক্র হইতে বিচারিত হয়।

অনুকূলগতি—পবিত্র প্রমোদ, শান্তি, ধীরতা, পারিপাট্য, প্রফুল্লতা, সামাজিকতা, সুগন্ধ-সুঅঞ্জন-সঙ্গীত-ষোড়শী-লিপ্সা, শাস্ত্র, পট্টবস্ত্র, গীতরত্নাদিব্যবসায়, সুকবি-সুচিত্রকরাদি সম্ভ্রান্ত পদ।

প্রতিকূলগতি—মূর্খতা, লাম্পট্য, মদ্যপান, নীচসঙ্গ-প্রিয়তা, ভীরুতা, মানামানবোধরাহিত্য, সামান্য বস্ত্রালঙ্কারা-

দিব্যবসায়, অথবা নট-শৌণ্ডিক-রমণদূত-প্রভৃতির জঘন্য বৃত্তি, এবং অধিকৃত দেহভাগে রোগ ও পীড়া

নরদেহ অধিকৃত দেহভাগ—নাসারন্ধ্র, মাংস, যকৃৎ, ও শুক্র। আধিক্যকৃত মানব—সৌম্যমূর্ত্তি, মধ্যাকৃতি, উজ্জ্বলনেত্র, উন্নতনাসিকা, প্রচুরচিক্কণকেশ, চিবুক ও গণ্ডস্থলাদিতে কূপ বিশিষ্ট, [illegible] প্রকৃতি, ও বিলাসী।

(শনি)

আত্মভাব—পাপগ্রহ, শূদ্র, নীলবর্ণ, দীর্ঘাকার, অতিবৃদ্ধ, সন্ধ্যাবলী, পশ্চিমদিগধিপতি, লৌহধাতুর ও বালুকাভূমির স্বামী, অতিচপল, কুপিতবায়ুপ্রকৃতি, স্থূলনখ, পিঙ্গলনেত্র, খল, জটিল, কৃশ, শিরালশরীর, অলস, স্ত্রীগ্রহ, কষায়রসপ্রিয়, তমোগুণ-প্রধান, [illegible]

গ্রহভাব—সম্পত্তি সংহার, দাস, দাসী, যান, বাহন, ইত্যাদির শুভাশুভ, এবং বৃদ্ধ, সন্ন্যাসী, সারথী, কৃষী, ভৃত্য, ও নীচ মানবগণের বিষয় শনি হইতে চিন্তা করা যায়।

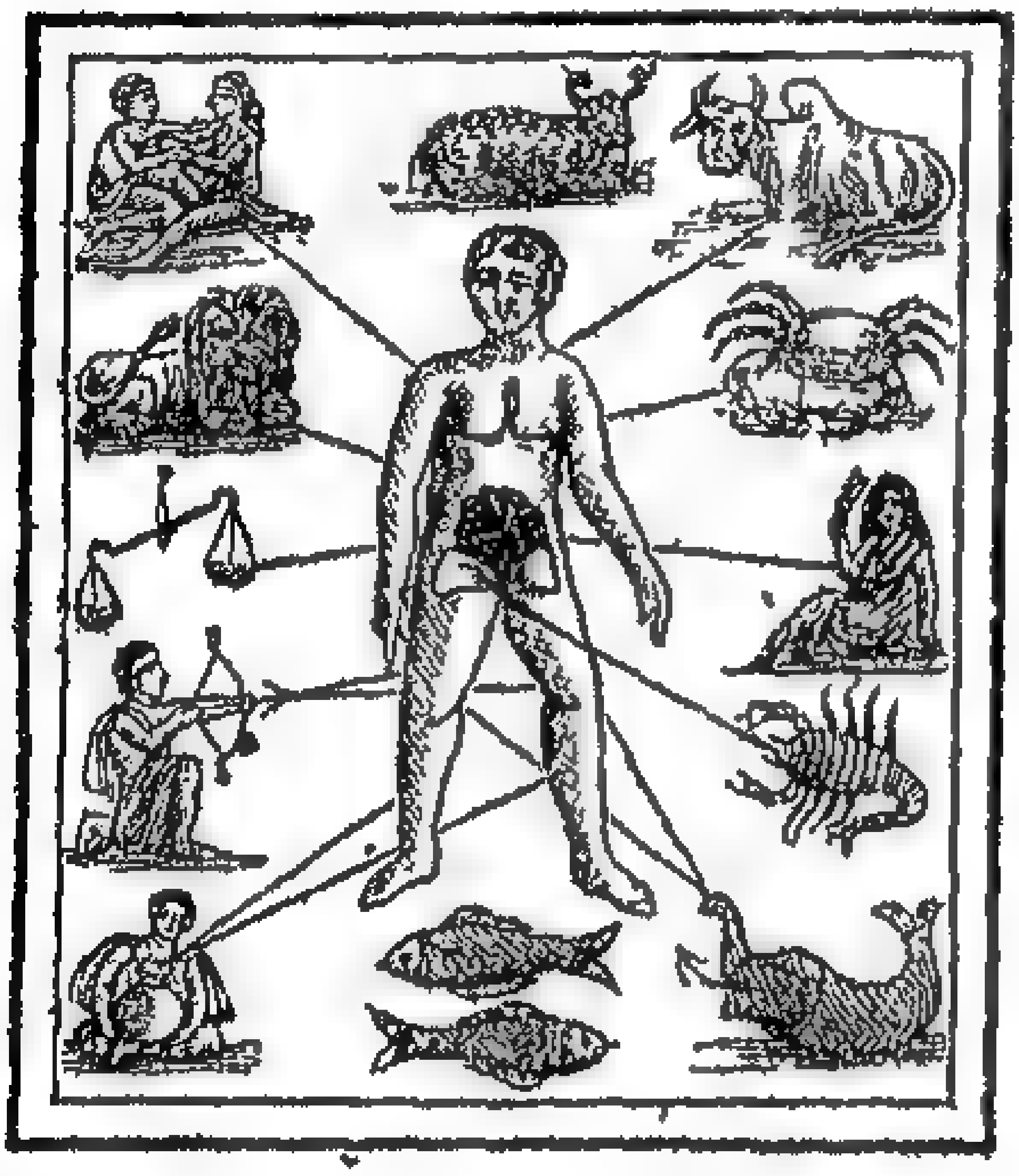
অনুকূলগতি ধৈর্য্য, গাম্ভীর্য্য, অধ্যবসায়, পরিশ্রম, সহিষ্ণুতা, সুগম্ভীর বুদ্ধি, দূরদর্শিতা, এবং খনিপতি-ভূম্যধিপতি-কৃষকাদিপদ, অথবা ঊর্ণাকাষ্ঠাদির ব্যবসায়

প্রতিকূলগতি—অতিচাপল্য, আলস্য, অনুৎসাহ, অসহিষ্ণুতা, ঘোরমূর্খতা, ও অতিহেয় জঘন্য চণ্ডালাদিবৃত্তি, এবং অধিকৃত দেহভাগে রোগ ও পীড়া

নরদেহ অধিকৃত দেহভাগ—দক্ষিণকর্ণ, প্লীহা, শ্লেষ্মা,

মস্তিষ্ক শিরা ও মূত্রাশয়। আধিক্যকৃত মানব—দীর্ঘকৃশ দেহ, অল্পকেশ, বিকৃতদন্ত, ক্ষুদ্রনেত্র, বিস্তৃতকর্ণ, কৃশ বা ক্ষীণ নিম্নদেশ, অধরোষ্ঠ ও নাসিকায় স্থূলতাসম্পন্ন, ক্রূরবায়ু ও কফ প্রকৃতি এবং হিংস্র

রাশিগণ কর্ত্তৃক নরদেহ বিভাগ।



উপক্রমণিকা ভাগে কালপুরুষের অঙ্গ-বিভাগ যেরূপ উল্লিখিত হইয়াছে, রাশিগণ কর্ত্তৃক নরদেহ তাহারই অনুরূপ ভাবে বিভক্ত হইয়া থাকে। উপরিভাগে তাহার প্রতিরূপ স্বরূপ রাশ্যধিষ্ঠিত নরদেহচিত্র প্রকাশিত হইল ভিন্ন ভিন্ন গ্রহের অধিকার কালে যেরূপে ইহার ভিন্ন ভিন্ন রূপ পরিবর্ত্ত ও

প্রতিক্রিয়া উপস্থিত হয় "রাশিগত গ্রহগণ কর্ত্তৃক নরদেহ বিভাগ" নামে নিম্নে তাহাও প্রকটিত হইল

রাশিগত গ্রহগণ কর্ত্তৃক নরদেহ বিভাগ।

(রবি)

* (১) উরু, (২) জানু, (৩) পদতল ও গুল্ফ, (৪) চরণ, (৫) মস্তক ও মুখ, (৬) কণ্ঠ ও গ্রীবা, (৭) স্কন্ধ ও বাহু, (৮) বক্ষ ও উদর, (৯) হৃদয় ও পৃষ্ঠ, (১০) কটি ও পার্শ্ব, (১১) বস্তি, (১২) গুহ্য।

(চন্দ্র)

(১) মস্তক ও উরু, (২) গ্রীবা ও পদতল, (৩) স্কন্ধ, বাহু, ও চরণ, (৪) মস্তক, বক্ষ, ও উদর, (৫) কণ্ঠ, গ্রীবা, পৃষ্ঠ ও হৃদয়, (৬) স্কন্ধ, বাহু ও কটি, (৭) বক্ষ, উদর ও বস্তি, (৮) গুহ্য, হৃদয়, ও পৃষ্ঠ, (৯) উরু ও কটি, (১০) উরু ও বস্তি, (১১) পদ, গুল্ফ ও গুহ্য, (১২) উরু ও চরণ।

(মঙ্গল)

(১) মস্তক মুখ ও কটি, (২) কণ্ঠ ও বস্তি, (৩) বাহু ও গুহ্য, (৪) বক্ষ, উদর ও উরু, (৫) হৃদয়, পৃষ্ঠ ও জানু, (৬) বস্তি ও পদতল, (৭) বস্তি ও চরণ, (৮) মস্তক, মুখ ও গুহ্য, (৯) উরু, কণ্ঠ ও গ্রীবা, (১০) জানু স্কন্ধ ও বাহু, (১১) বস্তি ও উরু, (১২) বস্তি ও গুহ্য।

---

* (১) মেষ, (২) বৃষ, (৩) মিথুন ইত্যাদি রূপে সংখ্যানুসারে রাশি বুঝিতে হইবে।

(বুধ).

(১) পদ ও গুহ্য, (২) চরণ ও উরু, (৩) মস্তক ও জানু, (৪) কণ্ঠ গ্রীবা ও পদ, (৫) স্কন্ধ বাহু ও চরণ, (৬) মস্তক বক্ষ ও উদর, (৭) কণ্ঠ, গ্রীবা, হৃদয় ও পৃষ্ঠ, (৮) স্কন্ধ, বাহু ও কটি, (৯) বক্ষ, উদর ও বস্তি, (১০) হৃদয় পৃষ্ঠ ও গুহ্য, (১১) বস্তি ও উরু, (১২) বস্তি ও গুহ্য।

(বৃহস্পতি)

(১) কণ্ঠ, গ্রীবা, হৃদয়ও পৃষ্ঠ, (২) স্কন্ধ কটি, বাহু ও পার্শ্ব, (৩) বাহু উদর ও বস্তি, (৪) হৃদয় পৃষ্ঠ ও গুহ্য, (৫) কটি ও উরু, (৬) বস্তি ও জঙ্ঘা, (৭) গুহ্য ও পদ, (৮) উরু ও চরণ, (৯) মস্তক মুখ ও জঙ্ঘা, (১০) কণ্ঠ গ্রীবা ও পদ, (১১) স্কন্ধ বাহু ও চরণ, (১২) মস্তক বক্ষ ও উদর।

(শুক্র)

(১) বস্তি ও চরণ, (২) মস্তক মুখ ও গুহ্য, (৩) কণ্ঠ গ্রীবা ও উরু, (৪) স্কন্ধ বাহু ও জানু, (৫) বক্ষ উদর ও পদ, (৬) হৃদয় পৃষ্ঠ ও চরণ, (৭) মস্তক ও কটি, (৮) কণ্ঠ গ্রীবা ও বস্তি, (৯) স্কন্ধ বাহু ও গুহ্য, (১০) বক্ষ উদর ও উরু, (১১) হৃদয় পৃষ্ঠ ও জঙ্ঘা, (১২) কটি ও পদ

(শনি)

(১) স্কন্ধ, বাহু, বক্ষ ও উদর, (২) বক্ষ উদর ও পৃষ্ঠ, (৩) পৃষ্ঠ হৃদয় ও কটি, (৪) কটি, পার্শ্ব ও বস্তি, (৫) বস্তি ও গুহ্য, (৬) গুহ্য ও উরু, (৭), উরু ও জঙ্ঘা, (৮) জঙ্ঘা ও পদ, (৯) পদ

ও চরণ, (১০) চরণ ও মস্তক, (১১) মস্তক কণ্ঠ ও গ্রীবা, (১২) গ্রীবা, কণ্ঠ, স্কন্ধ ও বাহু।

দশাফল বিচার।

জাতকের জীবনকাল চন্দ্রাদি সপ্তগ্রহ কর্ত্তৃক পর্য্যায়ক্রমে অধিকৃত হইয়া, যথাক্রমে, শৈশবাদি সপ্ত অবস্থায় অভিহিত হয়। যখন যে ভাগ যে গ্রহের অধিকৃত হয়, সেই ভাগ তখন সেই গ্রহেরই স্বরূপ প্রকৃতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। জন্ম হইতে পঞ্চম বৎসর বয়ঃক্রমের প্রাক্কাল পর্য্যন্ত চন্দ্রের অধিকৃত শৈশব কাল—চন্দ্রের দশা। এই কালে, চন্দ্রের অধীনে, জাতক সর্ব্বদা আর্দ্রতাবিশিষ্ট, আনন্দমূর্ত্তি, নির্ম্মলপ্রকৃতি, ও জলীয় উপাদানে পরিপুষ্ট হইতে থাকে। পঞ্চম বৎসর হইতে পঞ্চদশ বৎসর পর্য্যন্ত বুধের অধিকৃত শৈশব কাল—বুধের দশা। এই কালে বুধের অধীনে দেহ যুগপৎ শুষ্কতা ও আর্দ্রতা বিশিষ্ট, প্রকৃতি প্রফুল্ল ও উদ্যমশীল, এবং রসনা ও বাসনা বৃত্তি প্রস্ফুরিত, হইতে থাকে। পঞ্চদশ হইতে পঞ্চবিংশ পর্য্যন্ত বয়ঃক্রমকাল শুক্রের অধিকৃত তরুণ যৌবন শুক্রের দশা এই কালে শুক্রের অধীনে, প্রমোদ-প্রবৃত্তি, পারিপাট্যপ্রিয়তা, শিক্ষা ও সঙ্গীতে আসক্তি, বাক্‌পটুতা, রসজ্ঞান, ও সর্ব্বপ্রকার বিলাসবাসনা অন্তরে উদিত হয়। পঞ্চ-বিংশ হইতে চত্বারিংশ বর্ষ পর্য্যন্ত জীবনকাল রবির অধিকৃত পূর্ণ যৌবন—রবির দশা। গ্রহশ্রেষ্ঠ রবির আধিপত্যের অধীনে মানব-জীবনের এই কালও সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও উৎকৃষ্ট কাল হয়; এই

কালে জাতক, গ্রহপ্রকৃতির অনুরূপ, পুত্রমিত্রকলত্রভৃত্যাদি পোষ্য ও পরিজনবর্গে বেষ্টিত এবং ঐশ্বর্য্য-সম্ভ্রম-ক্ষমতা-কীর্ত্তি-গৌরব-আদিতে সুসম্পন্ন হইয়া, কর্ম্মক্ষেত্র সংসারে যথাসম্ভব আপনার প্রাধান্য সংস্থাপন করে। ইহার পর, চত্বারিংশবর্ষ হইতে চতুঃপঞ্চাশৎ বর্ষ পর্য্যন্ত বয়ঃক্রমভাগ মঙ্গলের অধিকৃত প্রৌঢ়কাল—মঙ্গলের দশা। এইকালে মানবের দেহ ও মন বিবিধবিষয়িণী চিন্তা-উদ্বেগ আশঙ্কা অনুতাপ ও ক্লান্তি আদিতে পীড়িত, এবং কায়িক ও মানসিক প্রবৃত্তিমাত্রেই সঙ্কুচিত ও ম্রিয়মান হইতে থাকে চতুঃপঞ্চাশৎ হইতে সপ্ততিবর্ষ পর্য্যন্ত জাতকের জীবন-সময় বৃহস্পতির অধিকৃত বৃদ্ধকাল—বৃহস্পতির দশা। সংসারে বিরতি, ধর্ম্মে মতি, পুণ্যকর্ম্মে আসক্তি এবং স্থৈর্য্য গাম্ভীর্য্য-ঔদার্য্য প্রভৃতি পবিত্র গুণগ্রামে ভূষিত হইয়া, এই কালে, জাতক গ্রহপ্রকৃতির অনুরূপ মূর্ত্তি ধারণ করে। অবশিষ্ট, জীবনের শেষাংশ মৃত্যুপর্য্যন্ত বয়ঃক্রমভাগ কালরূপী শনির অধিকৃত অতিবৃদ্ধকাল—শনির দশা। এই কালে জাতক অনুদিন বিকৃতদেহ, বিলোলতনু, জীর্ণ, শীর্ণ ও অবসন্নপ্রায় হইয়া, শেষে পরমায়ুশেষে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়

জাতকজীবনের প্রাগুক্ত অবস্থান্তর বা দশাকে গ্রহগণের স্বাভাবিকী বা নৈসর্গিকী দশা কহে নৈসর্গিকী দশা ভিন্ন, জ্যোতিষশাস্ত্রে অন্য দশবিধ দশার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, যথা ;—লাগ্নিকী, বার্ষিকী, পতাকী, হরগৌরী, যোগিনী, মুকুন্দা, ত্রিংশোত্তরা, বিংশোত্তরা এবং নাক্ষত্রিকী দশা ও দিন দশা। ইহার মধ্যে, নাক্ষত্রিকী দশাই বর্ত্তমানযুগ-প্রচলিত ও সাক্ষাৎ ফলপ্রদ বলিয়া, সমগ্র জ্যোতির্জ্ঞ মণ্ডলীতে সম্যক্

প্রবর্ত্তিত ও পরিগৃহিত হইয়া থাকে। নিম্নে নাক্ষত্রিক-দশা-বিবরণ প্রকাশিত হইল।

নাক্ষত্রিকী দশা।

নৈসর্গিকী দশায় গ্রহগণ যেরূপ নির্দ্ধারিত নিয়মে জাতকের জীবন অধিকৃত করে, নাক্ষত্রিকী দশায় সেরূপ নহে। ইহাতে যে নক্ষত্রে মানব জন্ম গ্রহণ করে, সেই নক্ষত্রনির্দ্দিষ্ট গ্রহের দশা প্রথম প্রবর্ত্তিত হয়, তৎপরে নির্দ্দিষ্ট পর্য্যায়ে, নির্দ্দিষ্ট ভোগকালের সহিত পরপর গ্রহগণের দশাকাল উপস্থিত হইয়া থাকে সাধারণতঃ, শুভ গ্রহের দশাকালে মানবের শুভ, আর অশুভ গ্রহের দশাকালে মানবের অশুভ সংঘটন হয়, বিশেষতঃ, জাতচক্রে যে গ্রহ যেরূপ ভাবে অবস্থিত থাকে, তাহার দশাকালে তৎপ্রদত্ত শুভ বা অশুভ ফলের সেইরূপ ইতরবিশেষ বা পরিবর্ত্তন ঘটনা সংঘটিত হয় কোন্ গ্রহের পর কোন্ গ্রহের দশা আমরা কত দিন করিয়া ভোগ করি এবং কোন্ নক্ষত্রে জন্ম হইলে কোন্ গ্রহের দশা প্রথম উপস্থিত হয় ইত্যাদি বিষয়ের সহজবোধের জন্য, নাক্ষত্রিক দশা-ভোগের বিভাগ পরিষ্কৃত রূপে নিম্নে প্রকাশিত হইল।

রবি—জন্মনক্ষত্র 'কৃত্তিকা' 'রোহিণী' বা 'মৃগশিরা' হইলে, জাতকের রবির দশা প্রথমে হয়। রবির দশাভোগ-কাল ৬ বৎসর ;—নক্ষত্র প্রতি ২ বৎসর, পাদ প্রতি ৬ মাস, দণ্ড-প্রতি ১২ দিন, এবং পল প্রতি ১২ দণ্ড।

চন্দ্র—জন্মনক্ষত্র 'আর্দ্রা' 'পুনর্ব্বসু' বা 'পুষ্যা' হইলে, জাতকের চন্দ্রের দশা প্রথম হয় দশাভোগকাল ১৫ বৎসর;—নক্ষত্র প্রতি ৩ বৎসর ৯ মাস, পাদপ্রতি ১১ মাস ৭ দিন ৩০ দণ্ড, দণ্ড প্রতি ২২ দিন ৩০ দণ্ড, পল প্রতি ২২ দণ্ড ৩০ পল।

মঙ্গল—জন্মনক্ষত্র 'মঘা' 'পূর্ব্বফল্গুনী' বা 'উত্তরফল্গুনী' হইলে, জাতকের মঙ্গলের দশা প্রথম হয় পরিমাণ ৮ বৎসর;—নক্ষত্রপ্রতি ২ বৎসর ৮ মাস, পাদপ্রতি ৮ মাস, দণ্ডপ্রতি ১৬ দিন, এবং পল প্রতি ১৬ দণ্ড।

বুধ—জন্মনক্ষত্র 'হস্তা' 'চিত্রা' 'স্বাতী' বা 'বিশাখা' হইলে, প্রথম বুধের দশা হয়। পরিমাণ ১৭ বৎসর;—নক্ষত্র প্রতি ৪ বৎসর ৩ মাস, পাদপ্রতি ১ বৎসর ১২ দিন ৩০ দণ্ড, দণ্ডপ্রতি ২৫ দিন ৩০ দণ্ড এবং পলপ্রতি ২৫ দণ্ড ৩০ পল

শনি—জন্মনক্ষত্র 'অনুরাধা' 'জ্যেষ্ঠা' বা 'মূলা' হইলে শনির দশা প্রথম হয় পরিমাণ ১০ বৎসর;—নক্ষত্রপ্রতি ৩ বৎসর ৪ মাস পাদপ্রতি ১০ মাস, দণ্ডপ্রতি ২০ দিন, এবং প্রতিপল ২০ দণ্ড

বৃহস্পতি—জন্মনক্ষত্র 'পূর্ব্বাষাঢ়া' 'উত্তরাষাঢ়া' 'অভিজিত'* বা শ্রবণা হইলে, বৃহস্পতির দশা প্রথম হয়। পরিমাণ

* সাধারণতঃ 'অভিজিৎ' নক্ষত্র পরিত্যক্ত হইয়া থাকে; উহার নির্দ্দিষ্ট ভোগকালের অর্দ্ধাংশ 'উত্তরাষাঢ়া' ও অর্দ্ধাংশ 'শ্রবণা' প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ, বৃহস্পতির পরিমাণ ১৯ বৎসরের ৪ ভাগ করিয়া ১ ভাগ ৩ বৎসর ৪ মাস পূর্ব্বাষাঢ়া, ও অপর ৩ ভাগকে সমান দুই অংশ করিয়া একাংশ ৭ বৎসর ১ মাস ১৫ দিন উত্তরাষাঢ়া ও অপরাংশ ৭ বৎসর ১ মাস ১৫ দিন শ্রবণাকে প্রদত্ত হয়।

১৯ বৎসর ;—নক্ষত্র প্রতি ৪ বৎসর ৯ মাস, পাদপ্রতি ১ বৎসর ২ মাস ১৫ দিন, দণ্ডপ্রতি ২৮ দিন ৩০ দণ্ড, এবং প্রতিপল ২৮ দণ্ড ৩০ পল।

রাহু—জন্মনক্ষত্র 'ধনিষ্ঠা' 'শতভিষা' বা 'পূর্ব্বভাদ্রপদ' হইলে রাহুর দশা প্রথম হয়। পরিমাণ ১২ বৎসর ;—নক্ষত্র-প্রতি ৪ বৎসর, পাদপ্রতি ১ বৎসর, দণ্ডপ্রতি ২৪ দিন, এবং পলপ্রতি ২৪ দণ্ড।

শুক্র জন্মনক্ষত্র 'উত্তরভাদ্রপদ' রেবতী' 'অশ্বিনী' বা 'ভরণী' হইলে, শুক্রের দশা প্রথম হয়। পরিমাণ ২১ বৎসর;—নক্ষত্রপ্রতি ৫ বৎসর ৩ মাস, পাদপ্রতি ১ বৎসর ৩ মাস ২২ দিন ৩০ দণ্ড, দণ্ডপ্রতি ১ মাস ১ দিন ৩০ দণ্ড, এবং পলপ্রতি ৩১ দণ্ড ৩০ পল

প্রথম নক্ষত্রের প্রথম ক্ষণে যদি জন্ম হয়, তবেই জাতকের জন্মদশার ভোগকালের উপরিলিখিতরূপ পরিমাণ হয়, নতুবা নক্ষত্রভেদে ও নক্ষত্রের স্থিতিদণ্ডপলভেদে উক্ত দশার পরিমাণভেদ হইয়া থাকে, যেমন, যাহার 'রেবতী' জন্মনক্ষত্র, তাহার শুক্রের দশায় জন্ম জানিলাম, কিন্তু, দশাভোগের পরিমাণকাল এখানে উপরিনির্দ্ধারিত ২১ বৎসর হইবেনা, কারণ, পূর্ব্ববর্ত্তী উত্তরভাদ্র-পদের সহিত উক্ত পরিমাণকালের চতুর্থাংশ ৫ বৎসর ৩ মাস তখন গত হইয়াছে, যদি রেবতীর দ্বিতীয় পাদে জন্ম হইয়া থাকে তবে প্রথম পাদের সহিত আরও ১ বৎসর ৩ মাস ২২ দিন ৩০ দণ্ড অতীত হইয়াছে, যদি সে দিবস রেবতী নক্ষত্রের পরিমাণ ৬০ দণ্ড ও তাহার ১০ দণ্ড অতীত হইলে জন্ম হইয়া থাকে, তবে, ঐ ১০ দণ্ডের সহিত আরও (দণ্ডমান ১ মাস ১ দিন

৩০ দণ্ডকে ১৫ দ্বারা গুণিত করিয়া) ১০ মাস ১৫ দিন অতীত হইয়াছে, সুতরাং, ২১ বৎসর হইতে এই অতীত দশা-কালের সমষ্টি বিয়োগ করিয়া যাহা অবশিষ্ট রহিল তাহাই, জাতকের জীবনে শুক্রের দশার ভোগপরিমাণ হইল জন্ম দশার ভোগ শেষ হইলে পরবর্ত্তী গ্রহের দশাকাল আরম্ভ হইবে, সুতরাং এখানে শুক্রের দশার পর জাতকের রবির দশা প্রবর্ত্তিত হইবে জানিলাম

জন্ম নক্ষত্রের পরিমাণ যদি ৬০ দণ্ড হয়, তবে দণ্ডপ্রতি দশাভুক্তি কত তাহা জানিতে হইলে, যদি উহা শুভগ্রহের দশা হয় তাহা হইলে, উহার পরিমাণ বৎসরকে দেড়গুণ আর যদি পাপগ্রহের দশা হয় তাহা হইলে উহাকে দ্বিগুণ করিয়া তত দিন সংখ্যা ধরিলেই সহজে উত্তর লাভ হয় *। যেমন, জন্ম-নক্ষত্র 'রেবতীর' পরিমাণ যদি ৬০ দণ্ড হয়, তবে শুভগ্রহ শুক্রের পরিমাণ বৎসর ২১ এর দেড়গুণ সাড়ে একত্রিশ দিন অর্থাৎ ১ মাস ১ দিন ৩০ দণ্ড উহার দণ্ডপ্রতি দশাভুক্তি হইল যদি নক্ষত্রের পরিমাণ ৬০ দণ্ডের ন্যূনাতিরিক্ত হয়, তাহা হইলে, অনুপাতদ্বারা প্রতি দণ্ডের দশাভুক্তি স্থির করিতে হয়।

স্থূলদশাফল।

রবি—রবির দশায় উদ্বেগ, পরিতাপ, বিত্তনাশ, ক্লেশ, প্রবাস, রোগভয়, অত্যাহিত, দুঃখ, বধ, বন্ধন ও রাজপীড়া উপস্থিত হয়

---

* শুভের দেড়া পাপের দুনা
দণ্ডপ্রতি দিন গণনা। খনা

চন্দ্র—চন্দ্রের দশায় বিভূতি, বাহন, রত্ন, ছত্র, ক্ষেম, প্রতাপ, ধন ও বীর্য্যবৃদ্ধি এবং মিষ্টান্নভোজন, উত্তম পান ও সুন্দর শয্যা লাভ হয়।

মঙ্গল—মঙ্গলের দশায় শত্রু কর্ত্তৃক আঘাত, বধ, বন্ধন, ভয়, চিন্তা, জ্বর, অগ্নিদাহ, বিবাদ, রোগ, কীর্ত্তি, প্রতাপ ও ধনের হানি ও বিকলতা উপস্থিত হয়।

বুধ—বুধের দশায় দিব্যাঙ্গনা, লীলা, বিলাস, উৎকৃষ্ট ভোগ, ধনাগম, কোষবৃদ্ধি, অভীষ্টসিদ্ধি ও অতি সুখোদয় হয়

শনি—শনির দশায় কলঙ্ক, বধ, বন্ধন, আশ্রয়নাশ, তস্করভয়, অগ্নিভয়, রাজভয়, আশাভঙ্গ ও কার্য্যহানি হয়।

বৃহস্পতি—বৃহস্পতির দশায় রাজপদ, পুত্রলাভ, ধনপ্রাপ্তি, বিবিধভোগ, ধনধান্যবৃদ্ধি ও ধর্ম্মার্থকামসুখভোগ হয়

রাহু—রাহুর দশায় ভার্য্যার নিমিত্ত বিবাদ, বন্ধন, অস্ত্রভয়, পরাক্রমহানি এবং ধনহীন, সুখহীন ও মৃতবৎ হয়।

শুক্র—অস্ত্রলাভ, প্রভুত্ববৃদ্ধি, প্রমদাসঙ্গ, রাজপূজা, কোষবৃদ্ধি, যানবাহনভোগ, রাজলক্ষ্মীলাভ ও সর্ব্বার্থসিদ্ধি হয়।

অন্তর্দ্দশাফল।

এক গ্রহের বারের মধ্যে যেমন সকলগ্রহ বারাংশের অধিপতি হইয়া স্ব স্ব প্রকৃতিমত শুভাশুভ ফল প্রদান করে, সেইরূপ একগ্রহের দশার মধ্যে সকলগ্রহ দশাধিপতি হইয়া নিজ নিজ ফল প্রদান করিয়া থাকে, ইহাকে গ্রহগণের অন্তর্দ্দশা কহে। কোনও গ্রহের স্থূলদশার মধ্যে কোনও গ্রহের অন্তর্দ্দশার

পরিমাণ জানিতে হইলে, উভয়ের দশাপরিমাণকে পরস্পর গুণিত করিয়া তাহার নবাংশ গ্রহণ করিতে হয়, লব্ধাঙ্ক মাস-পরিমাণ হইবে, অবশিষ্টাঙ্ককে ৩০ গুণ করিয়া তাহার নবাংশ লইলে তাহা দিন, এবং শেষ অবশিষ্ট অঙ্ককে ৬০ গুণ করিয়া তাহার নবাংশ লইলে তাহা দণ্ডপরিমাণ বলিয়া জানিবে যেমন, রবির স্থূলদশার পরিমাণ ৬ বৎসর এই ৬ বৎসরের মধ্যে রবির নিজ অন্তর্দ্দশার পরিমাণ (৬ কে ৬ দ্বারা পূরণ ও গুণফলকে ৯ দিয়া ভাগ করিয়া) ৪ মাস; চন্দ্রের অন্তর্দ্দশা ঐরূপ ১০ মাস; মঙ্গলের ৫ মাস ১০ দিন; বুধের ১১ মাস ১০ দিন; শনির ৫ মাস ২০ দিন; বৃহস্পতির ১ বৎসর ২০ দিন; রাহুর ৮ মাস এবং শুক্রের ১ বৎসর ২ মাস করিয়া হয়। এই নিয়মে অপরাপর গ্রহগণের দশাকালে অন্তর্দ্দশা পরিমাণ অবগত হইবে। যে গ্রহের দশার মধ্যে যে গ্রহ যত কাল অন্তর্দ্দশা প্রাপ্ত হয়, সেই গ্রহের দশার মধ্যেও তাহাকে ততকাল অন্তর্দ্দশা প্রদান করিয়া থাকে।

রবির দশার অন্তর্দ্দশা।

* রর রাজদণ্ড, মনস্তাপ, প্রবাস, বন্ধনভয়
০।৪।০

রচ আরোগ্য, অরাতিধ্বংস, বিত্তলাভ, সুখোদয়।
০।১০।০

রম ক্ষমতা, গৌরব, মান্য, ধনধান্য রত্ন যোগ।
০।৫।১০

---

* রবির দশা, রবির অন্তর্দ্দশা, ভোগ ৪ মাস

রবু ০।১১।১০	দৈন্য, দুঃখ, কর্ম্মহানি, বিচর্চ্চিকা রোগভোগ।
রশ ০ ৬।২০	অত্যাহিত, রাজপীড়া, ধৈর্য্য বীর্য্য ধন ক্ষয়।
রবৃ ১।০ ২০	আরোগ্য, সৌভাগ্য বৃদ্ধি, ধর্ম্মার্থ, বিশ্বাস, জয়।
রবা ০।৮ ০	রোগ, শোক, শঙ্কা, মৃত্যু, মহাদুঃখ, বিত্তনাশ।
রশু ১।২ ০	শিরঃপীড়া, অতিসার, শূল, জ্বর, দেহনাশ

চন্দ্রের দশার অন্তর্দ্দশা।

চচ ২।১ ০	সুখ সম্পত্তি, যশোবৃদ্ধি, শান্তি, নারীরত্ন লাভ
চম ১।১।১০	রক্তপিত্ত আদি রোগ, চৌরভীতি, দেহক্লেশ।
চবু ২।৪।১০	প্রভুত্ব, সুখ, সম্পত্তি, অশ্ব-ধেনু গজ-লাভ।
চশ ১।৪ ২০	বুদ্ধিক্ষয়, সুহৃদ্ভেদ, অত্যাহিত, অমঙ্গল
চবৃ ২।৭ ২০	ধন, ধর্ম্ম, দয়া, সুখ, অলঙ্কারবস্ত্র লাভ।
চরা ১।৮	রোগ, শোক, অতি দুঃখ, বন্ধুনাশ, ধনক্ষয়
চশু ২ ১১	ধন, ধান্য, রত্ন, মণি, কামিনী, কাঞ্চনকায়
চর ০।১০।০	মহৈশ্বর্য্য, রাজপূজা, পীড়াশান্তি, শত্রুক্ষয়।

মঙ্গলের দশার অন্তর্দ্দশা।

মম — অগ্নিদাহ, দেহঃপীড়া, বিবাদ বান্ধব সহ।
০।৭।৩।২০

মবু — রোগ, তাপ, নৃপ শৃঙ্গী-তস্কর অরাতি-ভয়।
(মতান্তরে)
১।৩।৩।২০ — অতুল ঐশ্বর্য্য, সুখ, নানাবিধ সুখাশ্রয়।

মশ — মনস্তাপ, বিত্তনাশ, পীড়া, তাপ, বহুভয়
০।৮।২৬।৪০

মবৃ — তীর্থযাত্রা, পুণ্যক্রিয়া, রাজপূজা, রাজভয়।
১।৪।২৬।৪০

মরা — উদ্বেগ, বন্ধন, ভগ, অর্থহানি, কার্য্যনাশ
০।১০।২০

মশু — ব্যাধি শত্রু নৃপ-ভীতি উপদ্রব, অর্থক্ষয়।
(মতান্তরে)
১।৬।২০ — বহুবস্ত্র, বহুনারী, ধনবৃদ্ধি, সুখোদয়।

মর — পা... রার্দ্ধ, রাজপূজা, স্ত্রী-রত্ন-বিবিধ লাভ।
৭।১০।০

...আরোগ্য, সৌভাগ্য, সুখ, বহুরত্ন, বহুধন।
১০।০

বুধের দশার অন্তর্দ্দশা।

... — সৌভাগ্য, বিপুলবিত্ত, ধর্ম্মবুদ্ধি সুখোদয়।

... — বাতশ্লেষ্মা, বন্ধুদ্রোহ, প্রবাসাদি মহাক্লেশ
...।৬।২...।৪০

বুবৃ শত্রুপীড়া-ভয়-ত্রাণ, পুত্রলাভ, ধনাগম।
৫ ১১ ২৬ ৪০
বুব মনস্তাপ, মিত্রনাশ, মহাকষ্ট, ধনক্ষয়।
১ ১০ ২০।০
বুশু ধর্ম্মে বস্ত্রে ধনে পুত্রে সর্ব্বত্র সৌভাগ্যময়
৩ ৫।২০ ০
বুর পরস্ব, যশঃ, সৌন্দর্য্য, সুবর্ণ, বাহনভোগ।
০ ১১ ১০ ০
বুচ মহাবুদ্ধি, বহুবিত্ত, শত্রুভয় সমন্বিত।
২।৪।১০।০
বুম পিত্তশ্লেষ্ম, শিরঃপীড়া, হৃদ্‌রোগ, তস্করভয়
১ ৩ ৩ ২০

নির দশায় অন্তর্দ্দশা।০

শশ নিগৃহিপি, খলবৃত্তি, প্রবাস, নৈ...ত্রার্থক্ষয়
০ ১১।৩ ২০
শবৃ দেবানুরক্তি, সম্পত্তি, শান্তি, শত্রুবি...ন।
১ ৯ ৩ ২০
শরা অগ্নিদাহ, সুহৃদ্ভয় বন্ধুদ্বেষ, দুবগতি। দল
১ ১ ১০।০
শগু সম্পত্তি, সুখ, সৌভাগ্য, ভার্য্যাবিত্ত সমৃ...
১।১১।১০ ০
শব ধন পুত্র-বল ক্ষতি, প্রাণান্তদুঃখ-বর্দ্ধন। ক্ষয়।
০ ৮ ২০ ০
শচ কোপ, রোগ, মিত্রদ্রোহ, কলহ, জীবনাত্যয়।
১ ১৪ ২০ ০
...গ ক্ষতি, ব্যাধি, দেশত্যাগ, নানাদুঃখ সমন্বিত।
৮ ২৬ ৪০

শবু অপত্য, বিত্ত, সমৃদ্ধি, আরোগ্য, সুখ, সম্মান।
১৬২ ৪০

বৃহস্পতির দশার অন্তর্দ্দশা।

বৃবৃ সৎপুত্র, তপঃ, সুখ্যাতি, পৌরুষ, সুখ, বাহন।
৩৪৩২০

বৃবা রাজপীড়া, মনস্তাপ, অকস্মাদ্ভয়, বন্ধন।
২।১।১০।০

বৃশু মিত্রহানি, ভার্য্যানাশ, শত্রু ব্যাধি-সমাকুল।
৩৮১০০

বৃর সুভার্য্য, রাজবল্লভ, বহুমিত্র, বহুধন।
(মতান্তরে)
০১০২০ শত্রুপীড়া, রোগ, দুঃখ, উদ্বেগ, বধ, বন্ধন
১৬।২৬৪০

বৃচ স্ত্রীলাভ, রাজসম্মান, শত্রুপীড়াবিবর্জ্জিত।
২৭২০।০

বৃম রাগী, ভোগী, রিপুহন্তা, গজবক্তীর দর্শন।
১৪২৬৪০

বৃবু সুস্থাসুস্থ, সুখী দুঃখী, সশত্রু, দেবতার্চ্চন
২১ ১৬৪০

০।৫ বেশ্যাশ্রিত, বিত্তহীন, লুপ্তধর্ম্ম নিরন্তর।
মচ

রাহুর দশার অন্তর্দ্দশা।

স্ত্রী বন্ধু-বও বিনাশ, রিপু-রোগ ভয়ঙ্কর।

মিত্রপ্রীতি, দ্বিজমিত্র, স্ত্রীলাভ, বিত্ত সঞ্চয়।
(মতান্তরে)
চঞ্চলভার্য্যা, কু-দেহ, শিরঃপীড়া, বন্ধুভয়।
বুশ
১৬।

রাব অর্থনাশ, মনস্তাপ,ব্যাধি, শত্রু সুদারুণ।
০৮।০ ০
রাচ কুমতি, কলহ, ক্লেশ, বন্ধুহানি, ধনক্ষতি।
১৮।০ ০
রাম বিষভয়, অস্ত্রভয়, অগ্নিভয়, চৌরভীতি।
০১০।২০ ০
রাবু বিদ্বেষ, কলহ, ক্ষুধা, পীড়া কফপিত্ত কৃত।
১।১০।২০ ০
বেশ্যাশ্রিত, বিত্তহীন, বৈরতা বান্ধব সহ।
২।৪।১০।১০।০
বুগ বৃ অর্চ্চনা, আরোগ শান্তি, নানা ধর্ম্ম সমন্বিত।
১৩।২।১।১০।০

ক্রের দশার অন্তর্দ্দশা।

নীতি কান্ত, ... ভোগবর্দ্ধন
৪।১।০
শুর ও এব্রণ, অক্ষিপীড়া, ত্যক্তমিত্র, মহদ্ভয়।
১।২ ০ ০
শুচ নথ দন্ত শিরঃ পীড়া, সর্ব্বত্র কলহক্ষতি।
২।১১ ০ ০
শুম ভূমি স্ত্রী ধন-ধান্যাঢ্য, প্রোৎসাহী, নিয়ত সুখী।
১।৬ ২০ ০
শুবু পুষ্টি-স্মৃতি-খ্যাতি বৃদ্ধি সৌভাগ্যসুখ-সংযুত।
৩।৩ ২০ ০
শুশ শত্রুনষ্ট, সুহৃল্লাভ; চৌরবিত্ত গৃহাগত।
১ ১১ ১০।০
শুবৃ ভাগ্য,প্রীতি, হৃতলাভ, কন্যা মিত্র-সমন্বিত
৩ ৮ ২০।০
শুরা কুমতি, দুর্ভাগ্য, দৈন্য, সম্পর্ক অন্ত্যজ সহ।
২ ৪ ০ ০

অন্তর্দ্দশারিষ্ট। কোনও পাপগ্রহের দশাভোগের সময়, যদি অন্য পাপগ্রহের অন্তর্দ্দশা উপস্থিত হয়, আর ঐ অন্তর্দ্দশাধিপতি যদি দশাধিপতির শত্রু হয়, তবে সেই সময়ে জাতকের মৃত্যু,—আর যদি মিত্র হয়, তবে, সেই সময়ে জাতকের জীবনসংশয় পীড়া হইয়া থাকে

সত্যাচার্য্যের মতে, লগ্নাধিপতি গ্রহের দশাকালে যখন তাহার শত্রুগ্রহের অন্তর্দ্দাশাকাল উপস্থিত হয়, তখনই জাতকের মৃত্যু সম্ভব।

রিষ্টভঙ্গযোগ দশা বা অন্তর্দ্দশার প্রবেশ সময়ে ঐ দশাপতি বা অন্তর্দ্দশাপতি গ্রহ যদি বলবান্ থাকে, অথবা যদি কোনও শুভগ্রহের সম্পূর্ণ দৃষ্টিপ্রাপ্ত বা কোনও শুভ বা অধিমিত্র গ্রহের নবাংশস্থিত থাকে, তাহা হইলে, জাতকের জীবনসংশয় পীড়া হইবে মাত্র, মৃত্যু হইবে না।

যে কোনও নক্ষত্রের প্রথমপাদে প্রথম ক্ষণে জাতকের জন্ম হইলে, যে গ্রহের দশা জন্মদশা হয়, ও তাহার যত দিন ভোগ হয়, এবং সে যে গ্রহ যত দিন পরিমাণে তৎপরে তাহার জীবনকালে দশা ভোগ করে, শিক্ষার্থীগণের তাহা সুখবোধের জন্য নিম্নে নক্ষত্রিক দশাচক্র অঙ্কিত ও প্রকাশিত হইল জন্মনক্ষত্রের যত দণ্ডপল ভুক্ত হইবার পর জাতক ভুমিষ্ট হইবে, জন্মদশার চক্রলিখিত ভোগপরিমাণ হইতে তত পরিমিত দশাকাল অন্তর করিয়া লইলেই সূক্ষ্মরূপে দশা নির্ণয় হইবে।

নাক্ষত্রিকী দশা চক্র।

১ অশ্বিনী	২ ভরণী	৩ কৃত্তিকা	৪ রোহিণী
শু ১০।৬	শু ৫।৩	র ৬	র ৪
র ১৬ ৬	র ১১ ৩	চ ২১	চ ১৯
চ ৩১ ৬	চ ২৬ ৩	ম ২৯	ম ২৭
ম ৩৯।৬	ম ৩৪।৩	বু ৪৬	বু ৪৪
বু ৫৬।৬	বু ৫১ ৩	শ ৫৬	শ ৫৪
শ ৬৬ ৬	শ ৬১ ৩	বৃ ৭৫	বৃ ৭৩
বৃ ৮৫ ৬	বৃ ৮০ ৩	রা ৮৭	রা ৮৫
রা ৯৭ ৬	রা ৯২ ৩	শু ১০৮	শু ১০৬

৫ মৃগশিরা	৬ আর্দ্রা	৭ পুনর্ব্বসু	৮ পুষ্যা
র ২	চ ১৫	চ ১১ ৩	চ ৭ ৬
চ ১৭	চ ২৩	ম ১৯।৩	ম ১৫।৬
ম ২৫	বু ৪০	বু ৩৬ ৩	বু ৩২।৬
বু ৪২	শ ৫০	শ ৪৬ ৩	শ ৪২ ৬
শ ৫২	বৃ ৬৯	বৃ ৬৫ ৩	বৃ ৬১।৬
বৃ ৭১	রা ৮১	রা ৭৭ ৩	রা ৭৩ ৬
রা ৮৩	শু ১০২	শু ৯৮ ৩	শু ৯৪ ৬
শু ১০৪	র ১০৮	র ১০৪।৩	র ১০০।৬

৯ অশ্লেষা	১০ মঘা	১১ পূর্ব্ব ফ	১২ উত্তর ফ
চ ৩ ৯	ম ৮	ম ৫ ৪	ম ২।৮
ম ১১ ৯	বু ২৫	বু ২২ ৪	বু ১৯ ৮
বু ২৮ ৯	শ ৩৫	শ ৩২ ৪	শ ২৯ ৮
শ ৩৮ ৯	বৃ ৫৪	বৃ ৫১ ৪	বৃ ৪৮ ৮
বৃ ৫৭ ৯	রা ৬৬	রা ৬৩ ৪	রা ৬০।৮
রা ৬৯ ৯	শু ৮৭	শু ৮৪।৪	শু ৮১ ৮
শু ৯০ ৯	র ৯৩	র ৯০ ৪	র ৮৭ ৮
র ৯৬ ৯	চ ১০০ ৮	চ ১০৫ ৪	চ ১০২।৮

১৩ হস্তা	১৪ চিত্রা	১৫ স্বাতী	১৬ বিশাখা
বু ১৭	বু ১২।৯	বু ৮ ৬	বু ৪।৩
শ ২৭	শ ২২ ৯	শ ১৮।৬	শ ১৪ ৩
বৃ ৪৬	বৃ ৪১ ৯	বৃ ৩৭ ৬	বু ৩৩ ৩
রা ৫৮	রা ৫৩।৯	রা ৪৯ ৬	রা ৪৫ ৩
শু ৭৯	শু ৭৪ ৯	শু ৭০ ৬	শু ৬৬ ৩
র ৮৫	র ৮০ ৯	র ৭৬ ৬	র ৭২ ৩
চ ১০০	চ ৯৫ ৯	চ ৯১ ৬	চ ৮৭ ৩
ম ১০৮	ম ১০৩ ৯	ম ৯৯ ৬	ম ৯৫ ২

১৭ অনুরাধা	১· জ্যেষ্ঠা	১৯ মূলা	২০ পূর্ব্বাষাঢ়া
শ ১০	শ ৬।৮	শ ৩ ৪	বৃ ১৯
বৃ ২৯	বৃ ২৫ ৮	বৃ ২২।৪	রা ৩১
রা ৪১	রা ৩৭।৮	রা ৩১ ৪	শু ৫২

শু ৬২	শু ৫৮ ৮	শু ৫৫।৪	র ৫৮
র ৬৮	র ৬৪ ৮	র ৬১ ৪	চ ৭৩
চ ৮৩	চ ৭৯ ৩	চ ৭৬।৮	ম ৮১
ম ৯১	ম ৮৯ ৮	ম ৮৪ ৪	বু ৯৮
বু ১০৮	বু ১০৪ ৮	বু ১০১।৪	শ ১০৮

২১ উত্তরাষাঢ়া	২২ শ্রবণা	২৩ ধনিষ্ঠা	২৪ শতভিষা
বৃ ১৪ ৩	বৃ ৭ ১ ১৫	রা ১২	রা ৮
রা ২৬ ৩	রা ১৯।১।১৫	শু ৩৩	শু ২৯
শু ৪৭ ৩	শু ৪০ ১ ১৫	র ৩৯	র ৩৫
র ৫৩।৩	র ৪৬ ১ ১৪	চ ৫৪	চ ৫০
চ ৬৮ ৩	চ ৬১ ১ ১৫	ম ৬২	ম ৫৮
ম ৭৬ ৩	ম ৬৯।১ ১৫	বু ৭৯	বু ৭৫
বু ৯৩।৩	বু ৮৯।১ ১৫	শ ৮৯	শ ৮৫
শ ১০৩।৩	শ ৯৬।১ ১৫	বৃ ১০৮	বৃ ১০৪

২৫ পূর্ব্বভা	২৬ উত্তরভা	২৭ রেবতী
রা ৪	শু ২১	শু ১৫ ৯
শু ২৫	র ২৭	র ২১ ৯
র ৩১	চ ৪২	চ ৩৬।৯
[illegible] ৪৬	ম ৫০	ম ৪৪।৯
ম ৫৪	বু ৬৭	বু ৬১।৯
বু ৭১	শ ৭৭	শ ৭১ ৯
শ ৮১	বৃ ৯৮	বৃ ৯০ ৯
বৃ ১০০	রা ১০৮	রা ১০২।৯

জন্মনক্ষত্রের যত দণ্ডপল অতীত হইলে জাতকের জন্ম হইবে, জন্মদশার লিখিত পরিমাণ হইতে তত পরিমিত কাল অন্তরিত করিলে, উল্লিখিত দশাগত বয়ঃক্রমের যেরূপ তারতম্য ঘটে তাহা সাধন করিয়া লইবে।

নিত্যদশা।

গর্গ প্রভৃতি মহামতি মহর্ষিগণ যে অতি সামান্য ও সহজ প্রক্রিয়ার অবলম্বনে জাতকের নিত্যদশা অর্থাৎ প্রতিদিনের সাধারণ শুভাশুভ ফল গণনা করিতেন, শিক্ষার্থী পাঠকবৃন্দের বিনোদনের জন্য নিম্নে তাহা প্রকাশিত হইল।

যে দিবসের দশা গণনা করিবে, সেই দিবসের তিথির অঙ্ক, বারের অঙ্ক, ও নক্ষত্রের অঙ্ক এবং যাহার দশা গণনা করিবে তাহার জন্মনক্ষত্রের অঙ্ক এই চারি অঙ্কের সমষ্টিকে ৮ দিয়া হরণ করিলে যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহার ১ এ রবি, ২ এ চন্দ্র, ৩ এ মঙ্গল, ৪ এ বুধ, ৫ এ শনি, ৬ এ বৃহস্পতি, ৭ এ রাহু এবং ৮ বা ০ সংখ্যায় শুক্রের দশা বলিয়া জানিবে।

রবির দশা হইলে সেই দিন বিত্তনাশ, চন্দ্রের হইলে ধর্ম্ম ও অর্থলাভ, এইরূপে মঙ্গলের অস্ত্রাঘাত, বুধের সম্পদ, শনির মন্দবুদ্ধি, বৃহস্পতির সম্পত্তি, রাহুর বন্ধন ও শুক্রের সর্ব্বসুখ দশাফল ইহা নিশ্চিৎ জানিবে

(প্রকারান্তর)

জন্মনক্ষত্রের অঙ্ককে ৪ দিয়া গুণিত করিয়া, ঐ, গুণফলের সহিত ইষ্ট দিবসের বার ও তিথির অঙ্ক যোগ করিবে, যোগ-

ফলের অঙ্ককে '৯' দিয়া হরণ করিলে যদি ১ থাকে তবে রবি, যদি ২ থাকে তবে চন্দ্র, এইরূপে, ৩ যে মঙ্গল, ৪ যে রাহু, ৫ যে বৃহস্পতি, ৬ যে শনি, ৭ যে বুধ, ৮ যে কেতু, এবং ৯ বা ০ সংখ্যায় ঐ দিবসের শুক্র দশাধিপতি জানিবে

রবির দশায় শোক অথবা ক্লেশ, চন্দ্রের দশায় শৌর্য্য ও মনোরথ সিদ্ধি, মঙ্গলের অস্ত্রাগ্নিভয়, রাহুর অর্থক্ষয়, বৃহস্পতির সৌভাগ্য, শনির ধনক্ষয়, বুধের পুণ্যক্রিয়া, কেতুর কার্য্যনাশ, এবং শুক্রের দশায় শৌর্য্য, লাভ, ও পুণ্য সঞ্চয় হইয়া থাকে।

এই গণনায় যে দিনে যৎ ক্ষণ তিথি থাকে দশাফলও ততক্ষণ থাকে, তিথির ক্ষয় হইলে দশাফলেরও ক্ষয় হয়।

ডিম্বচক্র।

জন্মকালে যে নক্ষত্রে রবি অবস্থিত থাকেন, সেই নক্ষত্রমাত্র অবলম্বন করিয়া যে প্রক্রিয়া দ্বারা জাতকের পরমায়ু ও চরিত্রাদির স্থূল বিবরণ জ্ঞাত হওয়া যায়, তাহাকে ডিম্বচক্র কহে ডিম্ব-চক্রের নির্ম্মাণ ও গণনাপ্রথা নিম্নে প্রকটিত হইল

প্রথমে একটি মানবাকার মূর্ত্তি অঙ্কিত কর। জন্মসময়ে যে নক্ষত্রে রবি অবস্থিত ছিলেন, সেই নক্ষত্র হইতে আরম্ভ করিয়া ঐ প্রতিমূর্ত্তির মস্তকে ৩, মুখে ৩, স্কন্ধে ২, বাহুতে ২, হস্তে ২, বক্ষে ৬, নাভীতে ১, গুহ্যে ১, জানুতে ৪, ও পদতলে ৪, পর পর নক্ষত্র স্থাপিত কর যদি কোনও জাতকের জন্মকালে অশ্বিনী নক্ষত্রে রবি থাকে, তাহা হইলে, নিম্নলিখিত জাতকমূর্ত্তির অঙ্গ-গীত নক্ষত্র অবলোকন কর

মস্তকে ১।২।৩

মুখে ৪ ৫।৬

দক্ষিণ স্কন্ধে ৭

দক্ষিণ বাহুতে ৯

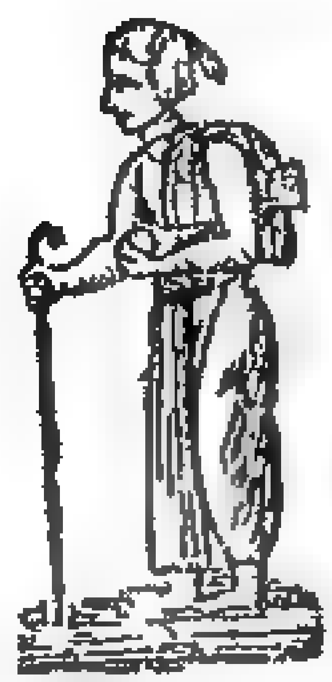
দক্ষিণ হস্তে ১১

হৃদয়ে ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭

নাভীতে ১৮।

দক্ষিণ জানুতে ২০ ২১

দক্ষিণ পদে ২৪ ২৫



বাম স্কন্ধে ৮

বাম বাহুতে ১০

বাম হস্তে ১২

গুহ্যে ১৯

বাম জানুতে ২২ ২৩

বামপদে ২৬ ২৭

একণে, জাতকের জন্মনক্ষত্র অর্থাৎ যে নক্ষত্রে জন্মসময়ে চন্দ্র অবস্থিত ছিলেন, তাহা কোন্ অঙ্গে পতিত হইল দেখ; যে অঙ্গে উক্ত নক্ষত্র পতিত দেখিবে, জাতক সেই অঙ্গনির্দ্দিষ্ট* পরমায়ু ও চরিত্রাদি নিশ্চয় প্রাপ্ত হইবে অঙ্গনির্দ্দিষ্ট ফল যথা;—

মস্তক †১০০ নানারত্ন-ছত্র-বস্ত্র রাজভোগ সমন্বিত

মুখ ১০০ বক্তা, ভোক্তা, দিব্যকান্তি, সুপ্রকৃতি, শ্বেতানন।

স্কন্ধ।৯০ কীর্ত্তি বীর্য্য প্রভা-যুক্ত, উদার, বংশ-ভূষণ।

বাহু ৬৬ শূর, ক্রূর, দূরবাসী, যশস্বী, মদগর্ব্বিত

হস্ত ৭০ অদাতা, অস্থিরবাদী, অসদ্গুণ-সমাবৃত

* লগ্নগত গ্রহগণের বলাবলানুযায়ি নির্দ্দিষ্ট ফলের তারতম্য হইবে।

† অঙ্গের পার্শ্বস্থ সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট পরমায়ু।

বক্ষ ৮৫। স্ত্রী রত্ন-কীর্ত্তি সংযুত, রাজমান্য, সুশাস্ত্রবিৎ।
নাভী ৭০। শান্তি-নীতি ক্ষমা প্রিয়, উদার, ধর্ম্মজীবন
গুহ্য।৬৬ কন্দর্পকান্তি, সুকীর্ত্তি, সৎক্রিয়, সঙ্গীতপ্রিয়।
জানু ৫০। উৎসাহী, প্রব সী, ধূর্ত্ত, মিথ্যাভাষী, শ্যামদেহ।
পদ ০ * কৃষক, পরসেবক, অন্নধর্ম্মপরায়ণ

নারীজাতির শুভাশুভ ফল নিরূপণ করিতে হইলে, প্রোগুক্ত ডিম্বচক্রে বিভিন্ন অঙ্কপাত করিয়া ফল অবগত হইতে হয়, যথা;—

একটি নারীমূর্ত্তি অঙ্কিত করিয়া, উক্তরূপে রবিভোগ্য নক্ষত্র হইতে, তাহার মস্তকভাগে ৩ তিন, মুখমণ্ডলে ৭ সাত, প্রত্যেকে স্তনে ৪।৪ চারি চারি ৮ আট, বক্ষস্থলে ৩ তিন, নাভিতে ৩ তিন, এবং গুহ্যদেশে ৩ তিন নক্ষত্র বিন্যাস করিবে এইরূপে নক্ষত্র বিন্যাস করিয়া, পরে, পূর্ব্বমত চন্দ্রভোগ্য নক্ষত্রের অবস্থিতি স্থান দৃষ্টে ফলাফল অবগত হইবে ,ফল যথা—

মস্তক সন্তাপিতা, শান্তিহারা, অস্থির ধন সংযুতা।
মুখ। মধুরান্নাদি সেবিনী—নানাসৌখ্য সমন্বিতা।
স্তন পতিপ্রিয়া, প্রিয়ম্বদা, পতিপ্রেমবিবর্দ্ধিনী।
বক্ষঃ প্রমোদানন্দসন্দোহা, স্থিরভাগ্যা, সুহাসিনী।
নাভী চঞ্চলা-ক্রোধনা-সাধ্যা, সুভগা-ভাগ্যদায়িনী।
গুহ্য কামাতুরা, বিপ্রলব্ধা, বহুপ্রেম বিলাসিনী।

---

* '০' শূন্য চিহ্ন অল্পায়ু জ্ঞাপক

বামাকোষ্ঠী

বা

স্ত্রী-জাতক।

জন্মলগ্ন হইতে গণনা করিয়া, তন্বাদি দ্বাদশ ভাবগত গ্রহগণের অবস্থান দৃষ্টে যে রূপে পুরুষের শুভাশুভ অবগত হইতে হয়, স্ত্রীজাতির শুভাশুভ জানিতে হইলে, সেই রূপে নারীর জন্মলগ্ন ও রাশি হইতে গণনা করিতে হয়। *

লগ্ন ও রাশিগত গ্রহ দ্বারা স্ত্রীজাতির শারীরিক শুভাশুভ, লগ্ন ও রাশি হইতে সপ্তম স্থান দৃষ্টে পতির বৈভবাদি, পঞ্চমস্থান হইতে সন্তানের শুভাশুভ, এবং অষ্টমস্থানে বৈধব্যাদি বিষয় নির্দ্ধারিত হয়।

লগ্ন ও চন্দ্র সমরাশি হইলে, অর্থাৎ বৃষ, কর্কট, কন্যা, বৃশ্চিক, মকর, ও মীন ইহার কোনও এক রাশিতে নারীর জন্ম হইলে এবং উহার কোনও এক রাশিতে চন্দ্র অবস্থিত হইলে, সেই নারী যারপরনাই শান্তস্বভাবা হয় যদি ঐ লগ্নে ও চন্দ্রে শুভগ্রহের দৃষ্টি থাকে, তাহা হইলে, সেই নারী বহুভূষনা ও চারুশীলা হইবে।

যদি লগ্ন ও চন্দ্র বিষম † রাশি হয়, তাহা হইলে নারী

---

* "যজ্জন্ম কালাদ্‌ গদিতং নরাণাং হোরাপ্রবীণৈঃ ফলমেতদেব।
স্ত্রীণাং প্রকল্প্যং খলুবেদযোগ্যং লগ্নেন্দুতস্তৎ পরিবেদিতব্যং

† সংজ্ঞা ও পরিভাষা পরিচ্ছেদ—'বিষমাদি সংজ্ঞা" দেখ।

পুরুষের ন্যায় আকৃতি বিশিষ্টা ও কুৎসিৎ রূপা হইয়া থাকে. ঐ লগ্ন ও চন্দ্র পাপগ্রহযুক্ত অথবা পাপগ্রহ কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে নারী গুণহীনা ও কুশীলা হইবে।

লগ্ন ও চন্দ্র (রাশি) এই উভয়ের মধ্যে যে বলবান্ হইবে সে যেরূপ গ্রহের ক্ষেত্র হইয়া যেরূপ গ্রহের ত্রিংশাংশ * গত হয়, তদনুরূপ নারী ফলভাগিনী হইয়া থাকে। যেরূপে ক্ষেত্র ও ত্রিংশাংশভেদে নারীজীবনের ফলভেদ হয়, নিম্নে যথাক্রমে তাহা বর্ণিত হইল।

মঙ্গলের ক্ষেত্র

শুক্রের ত্রিংশাংশ—	নিন্দনীয়া।
বৃহস্পতির ত্রিংশাংশ—	সাধ্বী।
মঙ্গলের ত্রিংশাংশ—	দুষ্টা প্রকৃতি।
বুধের ত্রিংশাংশ—	মায়াবিনী।
শনির ত্রিংশাংশ—	দাসী।

বুধের ক্ষেত্র

মঙ্গলের ত্রিংশাংশ—	কপটচারিণী।
শুক্রের ত্রিংশাংশ—	কামাতুরা।
বুধের ত্রিংশাংশ—	গুণবতী।
বৃহস্পতির ত্রিংশাংশ—	সাধ্বী।
শনির ত্রিংশাংশ	ক্লীবের ভার্য্যা।

বৃহস্পতির ক্ষেত্র

মঙ্গলের ত্রিংশাংশ—	গুণবতী।

---

* পরিভাষা পরিচ্ছেদ—"ষড়্বর্গ বিবরণ" দেখ।

বৃহস্পতির ত্রিংশাংশ— যশস্বিনী।
চন্দ্রের ত্রিংশাংশ — বিভবশালিনী।
শুক্রের ত্রিংশাংশ— সাধ্বী।
শনির ত্রিংশাংশ— স্বল্পসুরতা।

শুক্রের ক্ষেত্র

বৃহস্পতির ত্রিংশাংশ— গুণবতী।
মঙ্গলের ত্রিংশাংশ— অতি দুষ্টা।
বুধের ত্রিংশাংশ— কলাবিদ্যা (সঙ্গীত চিত্রাদি) নিপুণা
শুক্রের ত্রিংশাংশ— অতিশয় চঞ্চলা
শনির ত্রিংশাংশ— পুনর্ভূ (দুই বার বিবাহিতা)

শনির ক্ষেত্র

মঙ্গলের ত্রিংশাংশ— দাসীবৃত্তি।
বুধের ত্রিংশাংশ— খলস্বভাবা।
বৃহস্পতির ত্রিংশাংশ— পতিপরায়ণা।
শুক্রের ত্রিংশাংশ— বন্ধ্যা
শনির ত্রিংশাংশ— নীচানুরক্তা।

রবির ক্ষেত্র

মঙ্গলের ত্রিংশাংশ— ম্লেচ্ছসঙ্গতা (নীচগামিনী)
বুধের ত্রিংশাংশ— দুষ্টাশয়া
বৃহস্পতির ত্রিংশাংশ— রাজপত্নী
শুক্রের ত্রিংশাংশ— পুংশ্চলী (বেশ্যা)
শনির ত্রিংশাংশ— পুরুষের ন্যায় প্রগল্ভা।

চন্দ্রের ক্ষেত্র

মঙ্গলের ত্রিংশাংশ—	স্বেচ্ছাচারিণী।
বুধের ত্রিংশাংশ—	শিল্পকুশলা।
বৃহস্পতির ত্রিংশাংশ—	সদ্‌গুণা।
শুক্রের ত্রিংশাংশ—	সাধ্বী।
শনির ত্রিংশাংশ—	প্রিয় ব্যক্তির প্রাণঘাতিনী।

যদি জন্মলগ্ন শুক্রের গৃহ হয়, এবং উহাতে শুক্র ও শনি এই দুই গ্রহ কুম্ভের নবাংশে অবস্থিত থাকে, তাহা হইলে, নারী পরমরূপবতী, পুরুষস্বভাবা, ও ভয়বিহীনা হয়। শুক্র ও শনি যদি পরস্পরের নবাংশস্থিত হইয়া পরস্পর কর্ত্তৃক দৃষ্টিপ্রাপ্ত থাকে, তাহা হইলেও ঐ অভেদ ফল জানিবে।

জন্মলগ্নে শুক্র ও চন্দ্র থাকিলে, নারী রূপবতী, সুখভাগিনী ও ঈর্ষান্বিতা হয়,—বুধ ও চন্দ্র থাকিলে গুণবতী ও কলাবিদ্যা-নিপুণা হয়,—শুক্র বা বুধ থাকিলে মনোহররূপা ও ভাগ্যবতী হয়,—শুভ গ্রহ থাকিলে শুভফল এবং অশুভ গ্রহ থাকিলে অশুভ ফল নিশ্চয় করিবে

লগ্ন ও চন্দ্র হইতে সপ্তমস্থানে যদি কোনও গ্রহের অবস্থান না থাকে, অথবা কোনও শুভগ্রহকর্ত্তৃক উহা দৃষ্টিপ্রাপ্ত না হয়, তাহা হইলে সেই নারীর পতি অতি কাপুরুষ হয়।

সপ্তম স্থান (লগ্ন ও চন্দ্র হইতে) চররাশি হইলে পতি প্রবাসী হয়, স্থির রাশি হইলে স্বদেশ বাসী এবং দ্ব্যাত্মক রাশি হইলে পতি স্বদেশে ও বিদেশে অবস্থান করে ঐ সপ্তমস্থান

বুধ বা শনির ক্ষেত্র হইলে সে নারীর পতি ক্লীব নিশ্চয় করিবে।

সপ্তম স্থানে—রবি থাকিলে নারী পতিবিরহিতা, মঙ্গল থাকিলে বালবিধবা, পাপগ্রহ থাকিলে ভর্ত্তৃবিহীনা, শুভ-গ্রহের দৃষ্টি বর্জ্জিত দুর্ব্বল পাপগ্রহ থাকিলে গুণহীনা, পাপ ও শুভ গ্রহ যুক্ত থাকিলে পুনর্ভূ অর্থাৎ দ্বি বিবাহিতা, এবং পাপযুক্ত বা পাপদৃষ্ট শনি থাকিলে নারী যৌবনে জরাগ্রস্তা হইয়া থাকে।

সপ্তম স্থানে—চন্দ্রযুক্ত মঙ্গল ও শুক্র থাকিলে নারী পতিব্রতা ও পতির একান্ত আজ্ঞানুবর্ত্তিনী হয় মঙ্গল ও শুক্র পরস্পরের নবাংশস্থিত হইলে সে নারী পরপুরুষ-সঙ্গতা হইবে

শুভ গ্রহের নবাংশে শুভ গ্রহের দৃষ্টি থাকিলে শুভ ফল, আর পাপ গ্রহের নবাংশে পাপ গ্রহের দৃষ্টি থাকিলে অশুভ ফল হইয়া থাকে

লগ্নেস্থিত শুক্র ও চন্দ্র, যদি শনি অথবা মঙ্গলের গৃহে পাপ-দৃষ্ট হইয়া অবস্থিত থাকে, তাহা হইলে, সে নারী কুলটা হইবে, আর সপ্তম স্থানে মঙ্গলের নবাংশে শনির দৃষ্টি থাকিলে, সে নারী বিনষ্টযোনি অর্থাৎ তদংশে অনিষ্টগ্রস্তা হয়

সপ্তমস্থান রবির ক্ষেত্র ও রবির নবাংশ হইলে, পতি কার্য্যক্ষম, চন্দ্রের ক্ষেত্র ও চন্দ্রের নবাংশ হইলে কামাতুর ও মৃদু, মঙ্গলের ক্ষেত্র ও মঙ্গলের নবাংশ হইলে স্ত্রীপ্রিয় ও ক্রোধী, বুধের ক্ষেত্র ও বুধের নবাংশ হইলে বিদ্বান্‌, বৃহস্পতির ক্ষেত্র ও বৃহস্পতির নবাংশ হইলে জিতেন্দ্রিয় ও গুণবান্‌, শুক্রের ক্ষেত্র ও শুক্রের নবাংশ হইলে ভাগ্যান্বিত এবং শনির ক্ষেত্র ও শনির নবাংশ হইলে মূর্খ হইবে।

(লগ্ন ও রাশি হইতে) অষ্টম স্থানে যদি কোনও পাপগ্রহ থাকে, তাহা হইলে সে নারী বিধবা হয়; ঐ অষ্টম স্থানের অধিপতি গ্রহ যে গ্রহের নবাংশ ভুক্ত থাকিবে, সেই গ্রহের দশা কালে নারীর মৃত্যু হয়, যদি ইহাতে দ্বিতীয় স্থানে শুভ গ্রহ থাকে তাহা হইলে নিশ্চিৎ মৃত্যু ঘটিবে।

মঙ্গলের ক্ষেত্রে দুইটি পাপ গ্রহের মধ্যবর্ত্তী হইয়া চন্দ্র অবস্থিত থাকিলে অগ্নিদাহে অথবা শস্ত্রাঘাতে নারীর মৃত্যু ঘটে, সপ্তম স্থানে পাপ গ্রহ থাকিলে যদি নবম স্থানে অন্য কোনও গ্রহের অবস্থিতি থাকে তাহা হইলে নারী গৃহধর্ম্ম হইতে বহিস্কৃতা হয়।

জন্মলগ্ন হইতে সপ্তম স্থানে দুইটি পাপগ্রহ থাকিলে নারী কামাতুরা বিধবা ও কুলনাশিনী এবং তিনটি পাপগ্রহ থাকিলে বেশ্যা ও স্বামিঘাতিনী হয় সপ্তম স্থানে শুভ গ্রহ থাকিলে নারী বরাঙ্গনা অর্থাৎ রমণীশ্রেষ্ঠা হয় সপ্তম স্থানে তিনটি শুভগ্রহ থাকিলে সে নারী রাজমহিষী হইবে

পুত্র স্থানে যদি শুভগ্রহের অবস্থান বা শুভগ্রহের দৃষ্টি থাকে তাহা হইলে নারীর অনেক সন্তান হয়। যদি কন্যা বৃশ্চিক বৃষ বা সিংহ রাশিতে চন্দ্র অবস্থিত থাকে তাহা হইলে সে নারীর অল্প সন্তান হইবে

বৃহস্পতি যদি লগ্নে, চতুর্থে, পঞ্চমে, সপ্তমে, নবমে অথবা দশমে অবস্থিত থাকে, তাহা হইলে, সেই নারী ঐশ্বর্য্যশালিনী, সুখভাগিনী, পুত্রবতী, গুণবতী ও সাধ্বী হয়, এরূপে বৃহস্পতি থাকিলে, সপ্তম বা অষ্টমের পাপগ্রহ কোনও অনিষ্ট সাধন করিতে পারে না।

শুক্র যদি লগ্নে, চতুর্থে, সপ্তমে, নবমে, অথবা দশমে অবস্থিত থাকে, তাহা হইলে সেই নারী নির্ম্মলমূর্ত্তি, স্নিগ্ধদৃষ্টি ও ও চারুশীলা হয়। পিতৃকুলের ও স্বামীকুলের সম্পত্তি হইতে অতুল কীর্ত্তিমতী হইয়া পতি সুখ বিবর্দ্ধিনী ও আনন্দস্বরূপা হইয়া থাকে

দম্পতি বিবেক।

বা

বর কন্যার কোষ্ঠী বিচার।

বিবাহজনিত সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্য গৃহস্থের আজীবন ভোগ হইয়া থাকে। বিবাহের পূর্ব্বে, এই জ'ন্যই, বর ও কন্যার জন্ম পত্রিকার সামঞ্জস্য সাধন করিতে হয়। যেরূপে বর্ণ গণ, ও রাশি প্রভৃতির সম্মিলন গণনা দ্বারা দম্পতি মিলন করিতে হয়, সংক্ষেপে নিম্নে তাহা বর্ণিত হইল।

বর্ণ। বর্ণ চারি প্রকার, বিপ্রবর্ণ, ক্ষত্রিয়বর্ণ, বৈশ্যবর্ণ, ও শূদ্রবর্ণ, রাশিভেদে বর্ণভেদ হয়, যথা,—

বিপ্রবর্ণ;—জন্মরাশি 'কর্কট' 'বৃশ্চিক' বা 'মীন' হইলে জাতকের বিপ্রবর্ণ হয়।

ক্ষত্রিয় বর্ণ;—জন্মরাশি 'মেষ' 'সিংহ' বা 'ধনু' হইলে জাতকের ক্ষত্রিয়বর্ণ হয়।

বৈশ্যবর্ণ; জন্মরাশি 'বৃষ' 'কন্যা' বা 'মকর' হইলে জাতকের বৈশ্যবর্ণ হয়।

শূদ্রবর্ণ ;—'মিথুন' তুলা, বা 'কুম্ভ' জন্মরাশি হইলে শূদ্রবর্ণ হয়।

দম্পতি মিলন—বর 'বিপ্রবর্ণ' হইলে, কন্যা যে কোনও বর্ণ বর 'ক্ষত্রিয়বর্ণ' হইলে কন্যা 'ক্ষত্রিয়' 'বৈশ্য' বা 'শূদ্র'বর্ণ বর বৈশ্যবর্ণ হইলে কন্যা 'বৈশ্য' বা 'শূদ্রবর্ণ' ; এবং বর 'শূদ্রবর্ণ' হইলে কন্যা 'শূদ্র' বর্ণ। ফলতঃ, বরের বর্ণ হইতে কন্যার বর্ণ কুত্রাপি শ্রেষ্ঠ না হয়

গণ। গণ তিন প্রকার, 'দেবগণ' 'নরগণ' ও 'রাক্ষসগণ' নক্ষত্রভেদে গণভেদ হয়, যথা,—

দেবগণ ;—জন্মনক্ষত্র 'অশ্বিনী' 'মৃগশিরা' 'পুনর্ব্বসু' 'পুষ্যা' 'হস্তা' 'স্বাতী' 'অনুরাধা' 'শ্রবণা' বা 'রেবতী' হইলে জাতকের 'দেবগণ' হয়।

নরগণ ;—জন্মনক্ষত্র 'ভরণী' 'রোহিণী' 'আর্দ্রা' 'পূর্ব্বফল্গুনী' 'উত্তরফল্গুনী' 'পূর্ব্বষাঢ়া' 'উত্তরাষাঢ়া' 'পূর্ব্বভাদ্রপদ' বা 'উত্তরভাদ্রপদ' হইলে জাতকের 'নরগণ' হয়

রাক্ষসগণ ;—জন্মনক্ষত্র 'কৃত্তিকা' 'অশ্লেষা' 'মঘা' 'চিত্রা' 'বিশাখা' 'জ্যেষ্ঠা' 'মূলা' 'ধনিষ্ঠা' বা 'শতভিষা' হইলে জাতকের 'রাক্ষসগণ' হয়।

দম্পতি মিলন বরকন্যার সমান গণ হইলে, অর্থাৎ দেবে—দেব, নরে—নর, ও রাক্ষসে—রাক্ষস মিলিলে উত্তম মিলন হয় একের 'দেবগণ' ও অপরের 'নরগণ' হইলে তাহাকে মধ্যম মিলন কহে ; এবং একের দেবগণ ও অপরের রাক্ষসগণ হইলে তাহা অধম মিলন বলিয়া জানিবে নর ও রাক্ষসে কদাপি মিলন হয় না, প্রত্যুত এরূপ যোগে উভয়েরই নিধন হয়

নাড়ীনক্ষত্র। নাড়ীনক্ষত্র ৬টী,—'জন্ম' 'কর্ম্ম' 'সাঙ্ঘা-তিক 'সমুদয়' 'বিনাশ' ও 'মানস। জন্মনক্ষত্রকে জন্মনাড়ী, জন্ম নক্ষত্র হইতে গণনায় দশম নক্ষত্রকে কর্ম্মনাড়ী, এইরূপ ষোড়শ, অষ্টাদশ, ত্রয়োবিংশ ও পঞ্চবিংশ নক্ষত্রকে যথাক্রমে সাঙ্ঘা-তিক নাড়ী, সমুদয় নাড়ী, বিনাশ নাড়ী, ও মানস নাড়ী কহে *। বর কন্যার মধ্যে একের জন্মনক্ষত্র অপরের নাড়ী নক্ষত্র হইলে তাহাতে নাড়ীবেধ হয় নাড়ীবেধে দম্পতি-মিলন নিধনের কারণ জানিবে, কিন্তু রাজযোটক হইলে নাড়ীবেধ দূষণীয় হয় না। রাজযোটকের বিষয় পরে বর্ণিত হইবে

নবতারা—জাতকের জন্মনক্ষত্র হইতে ত্রিরাবৃত্তি ক্রমে সপ্তবিংশতি নক্ষত্র ক্রমান্বয়ে, 'জন্ম' 'সম্পদ' 'বিপদ' 'ক্ষম' 'প্রত্যরি, 'সাধক' 'বধ' 'মিত্র' ও 'অতিমিত্র' এই নয় সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয় ইহাকে নবতারা কহে; 'জন্ম' 'বিপদ' 'প্রত্যরি' ও 'বধ' এই চারিটী অশুভ তারা ও অবশিষ্ট পাঁচটী শুভ†। শুভ তারায় দম্পতিমিলন হইলে তারাবল এবং অশুভ তারার সম্পাতে মিলন হইলে তারা-শুদ্ধি বলিয়া জানিবে। রাজযোটকে অশুভ তারা দূষণীয় হয় না।

রাশি—বর কন্যার জন্মরাশি মিলনভেদে 'রাজযোটক' 'ষড়ষ্টক' 'দ্বিদ্বাদশ ও নবপঞ্চম' প্রভৃতি বিভিন্ন মেলকে বিভিন্ন ফলের উৎপাদন করিয়া থাকে 'ষড়ষ্টক ও 'দ্বি দ্বাদশ' মেলক

* সংজ্ঞা ও পরিভাষা পরিচ্ছেদ— "নাড়ীচক্র" দেখ।
† সংজ্ঞা ও পরিভাষা পরিচ্ছেদ—'নবতারাচক্র' দেখ।

আবার প্রকারভেদে দ্বিবিধ করিয়া হয়,—অরিদ্বিদ্বাদশ ও মিত্রদ্বিদ্বাদশ এবং অরি ষড়ষ্টক ও মিত্রষড়ষ্টক। প্রত্যেক মেলকের বিবরণ যথা ;—

রাজযোটক ;—বর কন্যার এক রাশি * বা সম সপ্তম, চতুর্থ দশম অথবা তৃতীয় একাদশ হইলে তাহাকে রাজযোটক কহে। এক রাশি—অর্থাৎ বরের যে রাশি কন্যারও সেই রাশি, যেমন, বরের জন্মরাশি মেষ' কন্যারও জন্মরাশি 'মেষ', বরের 'বৃষ',কন্যারও 'বৃষ' ইত্যাদি। সম সপ্তম অর্থাৎ বরের রাশি হইতে গণনায় সপ্তম এরূপ কোনও সমরাশি (মেষ বিষম, বৃষ সম ইত্যাদি—বিষমাদি সংজ্ঞা সংজ্ঞা ও পরিভাষা পরিচ্ছেদ দেখ, যেমন বরের যদি বৃষ রাশি হয় এবং বৃষ হইতে গণনায় সপ্তম বৃশ্চিক এই সম রাশি যদি কন্যার রাশি হয় ইত্যাদি। চতুর্থ দশম—অর্থাৎ বর ও কন্যা উভয়ের রাশি আপেক্ষিক গণনায় পরস্পর চতুর্থ ও দশম, যেমন মেষের সহিত কর্কট ও মকর, বৃষের সহিত সিংহ ও কুম্ভ ইত্যাদি তৃতীয়-একাদশ ঐরূপ যেমন মেষের সহিত মিথুন ও কুম্ভ, বৃষের সহিত কর্কট ও মীন ইত্যাদি। 'রাজযোটক' দম্পতি মেলকের সর্ব্বোৎকৃষ্ট মিলন, এই যোগ থাকিলে গ্রহবিপাক, গণবর্ণাদি দোষ, তারাশুদ্ধি ও নাড়ীবেধাদি কোনও দোষই হয় না।

ষড়ষ্টক,—দম্পতির জন্মরাশি আপেক্ষিক গণনায় ষষ্ঠ আর অষ্টম হইলে তাহাকে ষড়ষ্টক মেলক বলে, যেমন,

---

* যদি এক রাশি হইয়া নক্ষত্রও এক হয়, তাহা হইলে অতীব শুভ জানিবে।

মেষের সহিত কন্যা ও বৃশ্চিক, বৃষের সহিত তুলা ও ধনু ইত্যাদি ষড়ষ্টক অরি ও মিত্র ভেদে দ্বিবিধ, যথা ;—

অরিষড়ষ্টক ;—দম্পতির রাশি, মেষ ও কন্যা, বৃষ ও ধনু, মিথুন ও বৃশ্চিক, কর্কট ও কুম্ভ সিংহ ও মকর, এবং তুলা ও মীন ইহার কোনও দুইটি হইলে তাহাতে অরিষড়ষ্টক হয় অরিষড়ষ্টকে বিবাহে মৃত্যু ফল হয়

মিত্রষড়ষ্টক,—দম্পতির রাশি, মেষ ও বৃশ্চিক, বৃষ ও তুলা, মিথুন ও মকর, কর্কট ও ধনু, সিংহ ও মীন, কন্যা ও কুম্ভ, ইহার কোনও দুইটি হইলে তাহাতে মিত্রষড়ষ্টক হয়। মিত্রষড়ষ্টকে বিবাহে কলহাদি ফল হয় বরের রাশি হইতে কন্যার রাশি ষষ্ঠ এবং কন্যার রাশি হইতে বরের রাশি অষ্টম হইলে মিত্রষড়ষ্টকেও বিবাহ কদাপি বিধেয় নহে।

দ্বিদ্বাদশ,—আপেক্ষিক গণনায় দম্পতির রাশি দ্বিতীয় ও দ্বাদশ হইলে দ্বিদ্বাদশ মেলক কহে; যেমন, মেষের সহিত বৃষ ও মীন, বৃষের সহিত মিথুন ও মেষ ইত্যাদি। অরি ও মিত্র ভেদে দ্বিদ্বাদশ দুই প্রকার, যথা;—

অরিদ্বিদ্বাদশ; মেষ ও বৃষ, মিথুন ও কর্কট, সিংহ ও কন্যা, তুলা ও বৃশ্চিক, ধনু ও মকর, কুম্ভ ও মীন, ইহার কোনও দুইটি দম্পতির রাশি হইলে তাহাতে অরিদ্বিদ্বাদশ হয়। অরিদ্বিদ্বাদশে বিবাহে মৃত্যু ও ধনহানি ফল হয়

মিত্রদ্বিদ্বাদশ,—মেষ ও মীন, বৃষ ও মিথুন, কর্কট ও সিংহ, কন্যা ও তুলা, বৃশ্চিক ও ধনু, মকর ও কুম্ভ, ইহার কোনও দুইটি দম্পতির রাশি হইলে তাহাতে মিত্রদ্বিদ্বাদশ হয়। মিত্রদ্বিদ্বাদশে বিবাহে আয়ু ও ধন বৃদ্ধি করে। বরের রাশি

হইতে কন্যার রাশি দ্বিতীয় হইলে বিবাহ কদাপি কর্ত্তব্য নহে,—এরূপ মেলকে আয়ু ও ধনের বৃদ্ধি না হইয়া সর্ব্বথা ক্ষয় হইয়া থাকে

নবপঞ্চম ;—দম্পতির রাশি আপেক্ষিক গণনায় পরস্পর নবম ও পঞ্চম হইলে তাহাকে নবপঞ্চম মেলক কহে গণনায় বরের রাশি হইতে কন্যার রাশি নবম এবং কন্যার রাশি হইতে বরের রাশি পঞ্চম হইলে শুভযোগ হয়, শুভ যোগের ফল শুভ—ইহাতে প্রীতি, পুত্র, ও ভাগ্য লাভ হয় আর বরের রাশি হইতে কন্যার রাশি পঞ্চম ও কন্যার রাশি হইতে বরের রাশি নবম হইলে অশুভযোগ হয়, অশুভযোগের ফল অশুভ—ইহাতে অনৈক্য, অনপত্য এবং দুর্ভাগ্য ক্রমে। নবপঞ্চমে মেষের সহিত শুভযোগ ধনু, অশুভযোগ সিংহ,—বৃষের সহিত শুভযোগ মকর, অশুভযোগ কন্যা ইত্যাদি

সাধারণবিধি—বরের রাশির অধিপতি গ্রহ যদি কন্যার রাশির অধিপতি হয়, অথবা, উভয় রাশ্যধিপতি গ্রহের যদি মিত্রতা থাকে, কিম্বা, যদি বরের রাশি ও কন্যার রাশি পরস্পর বশ্য হয় এবং তারাবল থাকে, তাহা হইলে নাড়ী-বেধাদি দোষ সত্ত্বেও বিবাহে অমঙ্গল হয় না। এরূপ স্থলে দ্বি-দ্বাদশ বা নবপঞ্চম মেলকেও বিবাহ বিধি হইতে পারে, কিন্তু, কুত্রাপি ষড়ষ্টক মেলকে * বিবাহ কর্ত্তব্য নহে।

* যদি কদাচিৎ ভ্রম বা প্রমাদ বশতঃ ষড়াষ্টকাদি নিষিদ্ধ মেলকে বিবাহ ঘটে, তাহা হইলে জ্ঞাত হইবা মাত্র, নিম্নলিখিত নিয়মে তাহার শান্তি সাধন করিবে। যদি ষড়ষ্টক ঘটিয়া

বরের জন্মলগ্ন হইতে গণনায় যে গৃহে চন্দ্র অবস্থিত থাকে, কন্যার জন্মলগ্ন হইতে গণনায় সেই গৃহে যদি রবির অবস্থান হয়, এবং উভয়ের রাশ্যধিপতি যদি একই বা মিত্র গ্রহ হয়, তাহা হইলেও, অন্য কোনও বিচার না করিয়া বিবাহ হইতে পারে এবং এরূপ যোগে দম্পতির সুখসম্মিলন হয়

জাতকের লগ্ন হইতে দক্ষিণাবর্ত্তে, জাতচক্রে, সপ্তম রাশির উদিতাংশ পর্য্যন্ত স্থানকে উদিতার্দ্ধ এবং অবশিষ্ট ভাগকে অস্তমিতার্দ্ধ কহে যদি রবি ও চন্দ্র উদিতার্দ্ধে সংস্থিত থাকে, তাহা হইলে জাতকের অল্পবয়সে বিবাহ হয়; আর যদি অস্তমিতার্দ্ধে অবস্থিত থাকে, তাহা হইলে অধিকবয়সে বিবাহ হইবে।

বিবাহের পূর্ব্বে বরকন্যার কোষ্ঠিবিচার করিয়া অগ্রে দেখা কর্ত্তব্য, যদি সঙ্গত হয় তবেই সংযোগ করিবে, নতুবা আপাতদৃষ্ট সংসারিক সহস্র সুযোগ থাকিলেও উহা মহা অনর্থপ্রদ ও দুর্যোগের মূল বোধে বিষবৎ উহা পরিত্যাগ করিবে বর-কন্যার বর্ণ, গণ, রাশি, নাড়ী, নক্ষত্র, ও যোটকাদির সম্মিলন গণনা করিয়া, পরে, জাতচক্রস্থিত তন্বাদি দ্বাদশভাব, দম্পতির সুখ দুঃখ আয়ু ইত্যাদি জীবন ফলও অবগত হইবে; এরূপ সামঞ্জস্য সাধিয়া পূর্ব্বাপরদৃষ্টে দম্পতি মিলন করিলে

থাকে, তাহা হইলে, গো মিথুন (একটী গাভী ও একটী বলীবর্দ্দ) দান করিবে যদি নবপঞ্চক হইয়া থ
সরৌপ্য কাংস্যপাত্র দান করিবে যদি
তাহা হইলে যথাবিধি বিপ্রার্চ্চনা ক

যে দম্পতি সংসারে চিরজীবন সুখে অতিবাহন করিবে, ইহাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহের বিষয় নাই

শিক্ষার্থীগণের সহজবোধের জন্য, নিম্নে দম্পতি মিলন-চক্র প্রদর্শিত হইল। বরের যে যে রাশির সহিত কন্যার যে যে রাশির শুভসংমিলন হয়, চক্রদর্শনে অতি সহজেই তাহা প্রতীত হইবে।

দম্পতি-মিলন-চক্র।

কন্যার রাশি

বরের রাশি	রাজযোটক বা সর্ব্বোৎকৃষ্ট মিলন	উত্তম মিলন	মধ্যম মিলন	সাংঘাতিক
মেষ	মে, মি, কর্ক, ম, কু	ধ	মী, বি	বৃ, সিং, ক, তু
বৃষ	বৃ, কর্ক, সিং বি, কু, মী,	ম	মে, তু	মি ক, ধ
মিথুন	মি, সিং, ক, মী, মে	কু	বৃ, ম	কর্ক, তু, বি, ধ
কর্কট	কর্ক, ক, তু, ম, মে বৃ	মী	মি, ধ	সিং বি, কু
সিংহ	সিং, তু, বি বৃ মি	মে	কর্ক, মী	ক, ধ, ম, কু
কন্যা	ক, বি, ধ, মী, মি, কর্ক	বৃ	সিং, কু	তু ম, মে
তুলা,	তু, ধ, ম, কর্ক, সিং	মি	ক, বৃ	মে, বি, কু, মী,
বিছা	বি, ম, কু, বৃ সিং, ক	কর্ক	তু মে	মি, ধ, মী
ধনু	ধ, কু, মী, ক, তু	সিং	বি, কর্ক	মে, বৃ মি, ম,
[illegible]	[illegible] তু, বি	ক	ধ মি	বৃ, সিং, কু
[illegible]	[illegible]	তু	ম, ক	মি, কর্ক, সিং, মী
[illegible]	[illegible]	বি	কু, সিং	মে, কর্ক, তু,

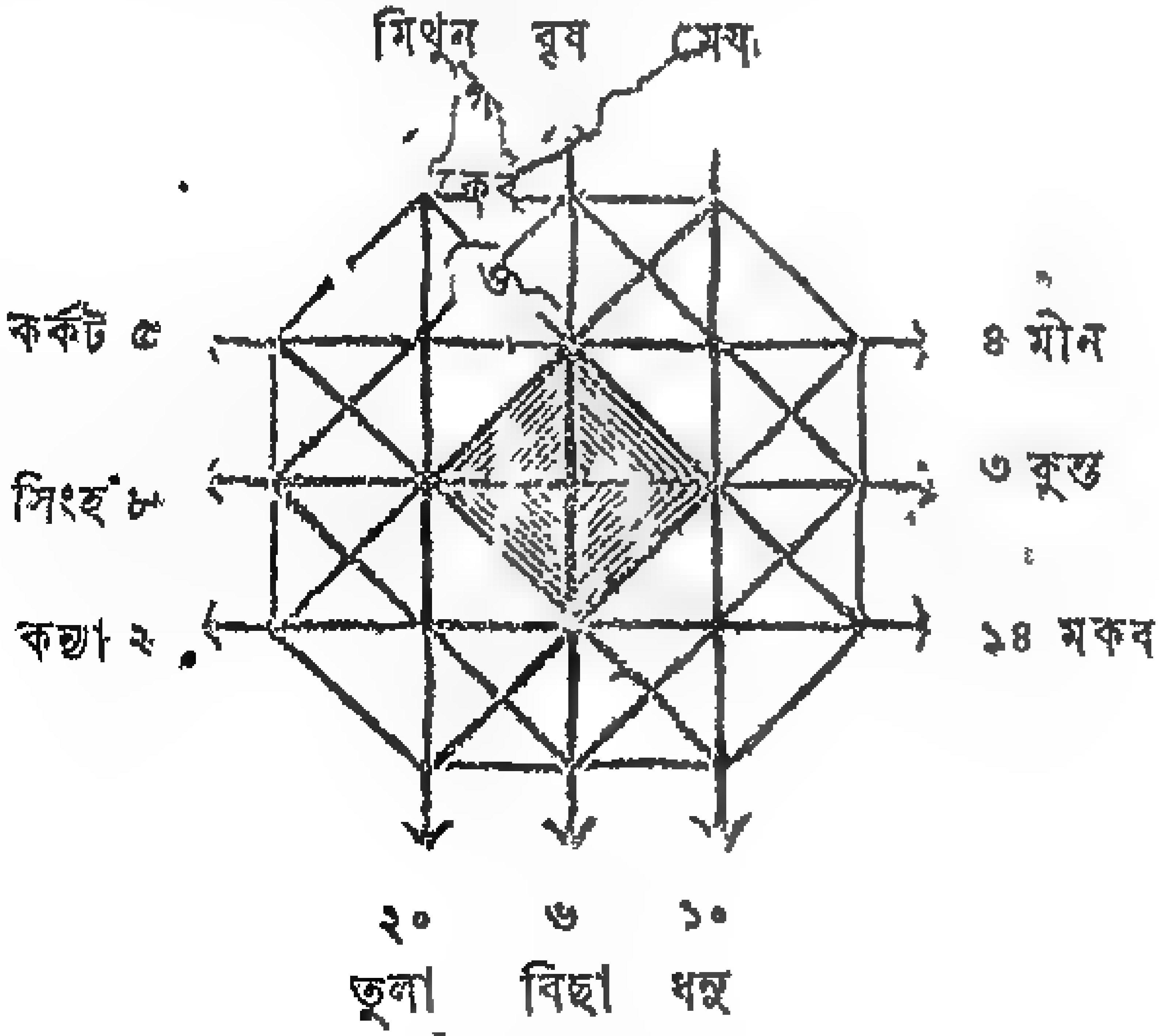
* যদি কদাচিৎ ভ্রম[illegible] মেলকে বিবাহ ঘটে, তাহা হই[illegible] নয়মে তাহার শান্তি সাধন[illegible]

অকাল মৃত্যু
বা
রিষ্ট কোষ্ঠী।

পাতকী—গণ্ড—নক্ষত্র—গ্রহ—লগ্ন—দ্রেক্কাণ।

—*—

জাতক পরিনির্ণীত পরমায়ুর মধ্যবর্ত্তী বয়ঃক্রম বিভাগে যে কোনও বর্ষে মৃত্যু গ্রস্ত হইলে তাহাকে অকাল মৃত্যু কহে। জাতচক্রগত যে প্রকৃতি বিশেষের ফল স্বরূপ জাতক ব তদাত্মীয় জন ঐরূপ নির্দ্দিষ্ট বর্ষে মৃত্যুযোগ প্রাপ্ত হয়, জ্যোতিঃশাস্ত্রে তাহাকে বিষ্ট ও সাধারণ্যে তাহাকে ফাঁড়া কহে। নিম্নে সহজে সংক্ষেপে এতদ্বিষয় প্রকাশিত হইল



পতাকী চক্র।

পতাকী চক্রে উপরোক্ত রূপে দীর্ঘ প্রস্থে তিন তিনটী করিয়া রেখা টানিয়া সমভাবে সকলের সঙ্গে করিবে। তাহাতে পাঁচ, আট, দুই, কুড়ী, ছয় দশ, চৌদ্দ, তিন ও চারি এই কয় অঙ্ক কর্কট অবধি মীন পর্য্যন্ত প্রদান করিবে লগ্ন হইতে শুভ দণ্ডে বেধ হইলে, জাতকের শুভ ও পাপদণ্ডে বেধ হইলে জাতকের অশুভ হইবে। বেধের নিয়ম যথা,—মিথুন মীন ও ধনুর সহিত কর্কটের বেধ, বৃষ বৃশ্চিক ও কুম্ভের সহিত সিংহের বেধী, ইত্যাদি রূপে সকলের বেধ জ্ঞাত হইবে যাহার সহিত যে রাশির বেধ হইবে, তাহাতে যত অঙ্ক থাকিবে একত্র মিলন করিলে যত হইবে তত দিন বা তত মাস অথবা তত বৎসরে পতাকার রিষ্টিকাল জানিবে যেমন সিংহ রাশির বৃশ্চিক ও কুম্ভের সহিত বেধ হওয়াতে, বৃশ্চিকের অঙ্ক '৬' ও কুম্ভের অঙ্ক '৩' এবং সিংহের অঙ্ক '৮' এই তিনকে একত্র করায় ১৭ 'হইল' ইহাতে বোধ হইবে যে ১৭ দিনে বা ১৭ মাসে অথবা ১৭ বৎসরে বালকের পতাকীরিষ্টি আছে। প্রতি যামার্দ্ধের পরিমাণ চারি দণ্ড, যামার্দ্ধপতি * যামার্দ্ধের প্রথম দণ্ডের অধিপতি হইয়া থাকে, পরে ঐ গ্রহের যে অঙ্ক তদর্দ্ধে দ্বিতীয় দণ্ডাধিপতি হইবে রবির অঙ্ক '১' বলিয়া, রবির পরে রাহু যামার্দ্ধপতি হইবে অঙ্ক যদি অযুগ্ম অর্থাৎ ১ ৩ ৫ ৭ ৯ হয় তাহা হইলে তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী যুক্তাঙ্ক গ্রহণ করিবে। রাত্রি মানে য দণ্ডাধিপতি হইতে ছয় ছয় গণনায় (কামার্দ্ধাধিপতির পর পর দণ্ডাধিপতি স্থির থাকিবে।

* চরপঞ্জিকা—'যামার্দ্ধ বিবরণ' দেখ

জন্মকালীন দণ্ডাধিপতি গ্রহ যদি শুভ হয়েন, এবং তাহার সহিত শুভ গ্রহের বেধ থাকে এবং লগের ও লগ্নের বেধ স্থানে শুভগ্রহ হয়, তাহা হইলে জাতকের শুভ হইবে। ইহার বিপরীত হইলে, বালকের মৃত্যু হইবে। শুভাশুভ মিলনঃ হইয়া শুভের আধিক্য হইলে ক্লেশে প্রাণ ধারণ, শুভাশুভ সমান হইলে জীবনসংশয়, শুভের আধিক্য হইলে মৃত্যু এবং বুধের দণ্ড পতাকী বেধ হইলে অবশ্য মৃত্যু জানিবে কাহার মতে ২৪ বৎসর ও কাহার মতে ৩৯ বৎসর পর্য্যন্তও পতাকীর রিষ্টিকাল থাকে

গণ্ডরিষ্টি। গণ্ডযোগ ;—'অশ্বিনী' 'মঘা' ও 'মূলা' এই নক্ষত্রের প্রথম তিন দণ্ড কাল এবং 'রেবতী' 'অশ্লেষা' এই তিন নক্ষত্রের শেষ তিন দণ্ড কালকে গণ্ড কহে গণ্ডযোগে সন্তান জন্মিলে গণ্ডরিষ্ট হয়, ইহা মহা অনিষ্টকর জানিবে গণ্ড তিন প্রকার,—দিবাগণ্ড নিশাগণ্ড ও সন্ধ্যাগণ্ড। প্রত্যেকের সংক্ষিপ্ত বিবরণ, যথা ;—

দিবাগণ্ড ;—'মূলা' ও 'জ্যেষ্ঠা' এই দুই নক্ষত্রের গণ্ডকে দিবাগণ্ড কহে দিবাগণ্ডে সন্তান জন্মিলে পিতার মৃত্যু হয়। কন্যা সন্তান হইলে গণ্ডদোষ হইবে না। নিশামানে দিবাগণ্ড-যোগে জাত সন্তান (পুত্র বা কন্যা হউক) দোষ প্রাপ্ত হয় না।

নিশাগণ্ড ;——'অশ্লেষা' ও 'মঘা' এই দুই নক্ষত্রের গণ্ডকে নিশাগণ্ড বলে। নিশাগণ্ডে জাত সন্তানের মাতার মৃত্যু হয়। পুত্র সন্তান হইলে গণ্ডদোষ হইবে না। দিবামানে নিশাগণ্ড যোগে জাত সন্তান (পুত্র বা কন্যা হউক) গণ্ডদোষ প্রাপ্ত হয় না।

সন্ধ্যাগণ্ড;——‘রেবতী’ ও ‘অশ্বিনী’ এই দুই নক্ষত্রের গণ্ডকে সন্ধ্যাগণ্ড বলে। সন্ধ্যাগণ্ড-জাত সন্তান স্বয়ং বিনষ্ট হইয়া থাকে।

গণ্ডারিষ্টশান্তি ;—গণ্ডযোগে সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলে, বিশিষ্টচেতা ঋষিগণ সে সন্তানকে পরিত্যাগ করিবার বিধি দিয়াছেন। পিতা এরূপ সন্তানকে ছয় মাস কাল পর্য্যন্ত দেখিবেন না। অতঃপর, কুঙ্কুম, চন্দন, কুষ্ঠ (কুড়) গোরচনা ও ঘৃত যুক্ত চারি কলস জল দ্বারা ‘সহস্রাক্ষ’ মন্ত্রে* উহাকে স্নান করাইবে। ‘দিবাগণ্ড’ হইলে পিতার সহিত, ‘নিশাগণ্ড’ হইলে মাতার সহিত, এবং ‘সন্ধ্যাগণ্ড হইলে পিতা ও মাতা উভয়ের সহিত সংযুক্ত করাইয়া স্নান করাইবে। কিন্তু, প্রায়শ্চিত্তার্থ বল্মীকমৃত্তিকা, নদীতীরের মৃত্তিকা, গোশৃঙ্গমৃত্তিকা ও হস্তিদন্তের মৃত্তিকা তীর্থজলে

---

* মন্ত্রঃ—ওঁ সহস্রাক্ষেণ শতশারদেন শতায়ুষা হবিষা হবিষা-হার্ষমেনং শতং যথেমং শরদো নয়তীন্দ্রো বিশ্বস্য দুরিতস্য পারং- শতঞ্জীব শরদো বর্দ্ধমানঃ শতং হেমন্তাং শতমুপশান্তাং শত-মিন্দ্রাগ্নী সবিতা বৃহস্পতিঃ শতায়ুষা হবিষেমং পুনর্দ্দুঃ। অহো-বিষক্তাবিদর্শা পুনরাগা পুনর্ণবঃ সর্ব্বাঙ্গী সর্ব্বন্তে চক্ষুঃ সর্ব্বমায়ুশ্চ তে-বিদং শতমানাশ্চ আয়ুষ্কামঃ শতায়ুর্বৈ পুরুষঃ শতবীর্য্যঃ শতে-ন্দ্রিয়ঃ আয়ুষ্য এবৈনং তদ্বীর্য্যমিন্দ্রিয়ে দধাতু ইতি স্নানমন্ত্রঃ। তথা জপপূজাদিকঞ্চ রাজমার্ত্তণ্ডে উক্তং। কাংস্যপাত্রং প্রকুর্ব্বীত পলৈঃ ষোড়শভির্বুধঃ। অষ্টাভির্ব্বা চতুর্ভির্ব্বা দ্বাভ্যাং বা শোভনং নবং। তন্মধ্যে স্থাপিতে শঙ্খে নবনীত প্রপূরিতে। রাজতং চন্দ্র-মভ্যর্চ্চ্য সিতপুষ্পসহস্রকৈঃ। দৈবজ্ঞঃ সোপবাসশ্চ শুক্লাম্বর সুপূজিতঃ। সোমোঽহমিতি সঞ্চিন্ত্য কুর্য্যাদেবমতন্দ্রিতঃ। জপেৎ সহস্রং মন্ত্রঞ্চ শ্রদ্দধানঃ সমাহিতঃ। ওঁ অমৃতাত্মনে নমস্তুভ্যং মন্ত্র-মেতদুদাহৃতং। তপ্তচামীকরং দদ্যাৎ তাম্রপাত্রে তিলান্বিতং। গণ্ডদোষোপশান্ত্যর্থং যজুর্ব্বেদবিদে শুচিঃ।

সংমিশ্রিত করিয়া তাহাতে পঞ্চগব্য প্রদান পূর্ব্বক উক্ত জলে পিতামাতার সহিত সন্তানকে স্নান করাইবে তদনন্তর, অপ্রমত্ত ও অবহিত ভাবে গ্রহদেবতার পূজা করিয়া, ঘৃতপূর্ণ কাংসপাত্র, ধেনু (সবৎসা গাভী) ও সুবর্ণ দান করিবে এই রূপে গণ্ডরিষ্ট শান্ত বা উপশমিত হইবে

পিতৃরিষ্টি। দশম স্থানে শনি, ষষ্ঠ স্থানে চন্দ্র ও সপ্তম স্থানে মঙ্গল থাকিলে জাতকের পিতৃরিষ্টি (পিতার মৃত্যু) হয় চন্দ্র যদি শুভগ্রহযুক্ত বা শুভগ্রহদৃষ্ট না হইয়া তিনটী পাপগ্রহ কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইয়া থাকে, তাহা হইলেও পিতার মৃত্যু হইবে।

মাতৃরিষ্টি। কেন্দ্রে ও ত্রিকোণে (লগ্ন-চতুর্থ-সপ্তম-দশমে এবং নবম-পঞ্চমে) যদি বলবান্ পাপগ্রহ থাকে, তাহা হইলে সপ্তাহমধ্যে জাতকের মাতার মৃত্যু হয় চতুর্থ স্থানে বলবান্ পাপগ্রহ ও তাহার কেন্দ্র স্থানে পাপগ্রহ থাকিলে মাতার মৃত্যু হয়। যদি চন্দ্র তিনটি পাপগ্রহ কর্ত্তৃক দৃষ্ট হয় ও ষষ্ঠ স্থানে পাপগ্রহ থাকে, তাহা হইলেও মাতার মৃত্যু হয় ॥ পাপযুক্ত শুক্রের চতুর্থ স্থানে পাপগ্রহ স্থিত হইলেও ঐরূপ মাতৃরিষ্টি অর্থাৎ মাতার মৃত্যু হইবে

সূর্য্যরিষ্ট। যদি কেন্দ্রে ও ত্রিকোণে পাপগ্রহ এবং ষষ্ঠ অষ্টম ও দ্বাদশে শুভগ্রহ হয়, তাহা হইলে, সূর্য্যোদয়কালে প্রসূত জাতক তৎক্ষণাৎ বিনাশ প্রাপ্ত হইবে .

চন্দ্ররিষ্ট। লগ্নের ষষ্ঠ বা অষ্টম স্থানে যদি চন্দ্র থাকেন, এবং ঐ চন্দ্রের প্রতি যদি পাপগ্রহের দৃষ্টি থাকে, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ জাতকের মৃত্যু হইবে ; যদি চন্দ্রের প্রতি

শুভগ্রহের দৃষ্টি থাকে তাহা হইলে আট বৎসর মধ্যে, এবং যদি শুভাশুভ উভয়রূপ দৃষ্টি থাকে তাহা হইলে চারি বৎসর মধ্যে মৃত্যু হইবে *।

পাপযুক্ত চন্দ্র রিষ্ট,—চন্দ্র যদি পাপদ্বয়মধ্যবর্ত্তী হইয়া চতুর্থ সপ্তম বা অষ্টমে থাকেন, অথবা, বলবান বুধ বৃহস্পতি ও শুক্র গ্রহের সংযোগ বা দৃষ্টিপ্রাপ্ত না হইয়া, পাপযুক্ত চন্দ্র, লগ্ন, পঞ্চম, সপ্তম, অষ্টম, নবম ব দ্বাদশে থাকে, তাহা হইলে বালকের অবশ্য মৃত্যু জানিবে

লগ্নস্থ ক্ষীণ চন্দ্র রিষ্ট; যদি পাপগ্রহসকল কেন্দ্রে বা অষ্টমে থাকে আর লগ্নে ক্ষীণচন্দ্র অবস্থিতি করে তাহা হইলে সেই বালকের নিশ্চিৎ বিপত্তি হয়।

ত্রিংশাংশবিশেষে চন্দ্ররিষ্ট; ত্রিংশাংশস্ফুটমানে—মেষের ৮ম—বৃষের ৯ম—মিথুনের ২৪শ কর্কটের ২২শ—সিংহের ৫ম—কন্যার ১ম—তুলার ৪র্থ—বৃশ্চিকের ২৩শ—ধনুর ১৮শ—মকরের ২০শ—কুম্ভের ২১শ—এবং মীনের ১০ম—অংশ মধ্যে যদি কোনও বালকের জন্ম হয়, তাহা হইলে, সেই সংখ্যানুযায়ি বর্ষমধ্যে তাহার মৃত্যু হইবে

ভৌমরিষ্ট। লগ্নাবস্থিত মঙ্গল শুভগ্রহের দৃষ্টিপ্রাপ্ত না থাকিলে, ষষ্ঠ বা অষ্টমস্থ মঙ্গল শনি যুক্ত থাকিলে, বা সপ্তমস্থ শনিযুক্ত মঙ্গল শুভগ্রহ কর্ত্তৃক দৃষ্ট না হইলে; জাতকের জন্ম দিবসেই নিধন প্রাপ্তি হয়

* জাতক যদি শুক্লপক্ষের নিশামানে বা কৃষ্ণপক্ষের দিবামানে প্রসূত হয়, তাহা হইলে ষষ্ঠ বা অষ্টমস্থ চন্দ্র তাহাকে বিনাশ করেন না, প্রত্যুত, পিতার ন্যায় সর্ব্ব বিপদে পরিত্রাণ প্রদান করেন।

বুধরিষ্ট। ধনু বা কুম্ভরাশি লগ্ন হইলে তাহার অষ্টম বা ষষ্ঠ স্থানে কর্কট রাশিতে যদি বুধ চন্দ্রকর্তৃক দৃষ্ট থাকে, তাহা হইলে চারি বর্ষ মধ্যে শিশুর মৃত্যু হইবে

গুরুরিষ্ট। যদি লগ্ন হইতে অষ্টম স্থানে মেষ বা বৃশ্চিক রাশিতে বৃহস্পতি থাকেন এবং সূর্য্য চন্দ্র মঙ্গল ও শনি এই কয় গ্রহের তথায় দৃষ্টি থাকে এবং শুক্রের দৃষ্টি না থাকে, তাহা হইলে তিন বৎসর মধ্যে জাতকের মৃত্যু হয়

শুক্ররিষ্ট। যদি কর্কট বা সিংহ রাশিতে শুক্র অবস্থিত হয়, এবং লগ্নের ষষ্ঠ অষ্টম বা দ্বাদশ গত সমস্ত পাপগ্রহের তথায় দৃষ্টি থাকে, তাহা হইলে, ছয় বৎসর মধ্যে জাত বালকের নিধন উপস্থিত হয়।

শনিরিষ্ট। শনি পাপদৃষ্ট হইয়া লগ্নস্থ হইলে ষোড়শ দিনে শিশুর মৃত্যু উপস্থিত হয়। ঐরূপ পাপযুক্ত হইলে ষোড়শ মাসে এবং পাপযুক্ত বা পাপদৃষ্ট না হইয়া শুদ্ধ লগ্নস্থ হইলে ষোড়শ বৎসরের মধ্যে মৃত্যু হইয়া থাকে *

রাহুরিষ্ট। লগ্ন হইতে চতুর্থ স্থানে পাপদৃষ্ট রাহু অবস্থান করিলে দশ বৎসরের মধ্যে (মতান্তরে ষোড়শ বর্ষে) জাতকের মৃত্যু হয় †

কেতুরিষ্ট। যদি জন্ম নক্ষত্রে কেতুর অবস্থান থাকে, আর, আর্দ্রা বা অশ্লেষা নক্ষত্র জন্ম-মুহূর্ত্তের অধিপতি

---

* শুভ গ্রহের সংযোগ বা দৃষ্টি সংপ্রাপ্ত হইলে রিষ্টিভঙ্গ হইবে।

† মেষ বৃষ বা কর্কট রাশিতে রাহু অবস্থিত হইলে রিষ্টভঙ্গ হইবে।

হয়* তাহা হইলে কেন্দ্রারিষ্ট হইবে, কেন্দ্রারিষ্টে জাত বালক তৎক্ষণাৎ প্রাণত্যাগ করে।

লগ্নাধিপাদিরিষ্ট। জন্মলগ্নের অধিপতি ও জন্ম-রাশির অধিপতি এই দুই গ্রহ যদি অস্তগত না হইয়া ষষ্ঠ অথবা অষ্টম স্থানে অবস্থিত হয়, তাহা হইলে ষষ্ঠ অথবা অষ্টম বর্ষ মধ্যে জাতকের নিশ্চয় মৃত্যু হইবে

শুভগ্রহরিষ্ট। শুভদৃষ্টি বঞ্চিত শুভগ্রহ পাপ বা বক্রী গ্রহ কর্তৃক দৃষ্ট হইয়া যদি ষষ্ঠ বা অষ্টম স্থানে থাকে, তাহা হইলে, এক মাসের মধ্যে জাতকের মৃত্যু হইবে।

পাপগ্রহরিষ্ট। কোনও এক পাপগ্রহ শত্রুক্ষেত্রে শত্রুদৃষ্ট হইয়া যদি অষ্টম স্থানে অবস্থান করে, তাহা হইলে বর্ষ মধ্যে শিশুর নি[illegible]শ্চয় প্রাণাত্যয় ঘটিবে

দ্রেক্কাণরি[illegible]ষ্ট। যদি 'নিগড়' 'সর্প' 'পক্ষি' 'পাশধর' † সংজ্ঞক দ্রেক্কাণ [illegible]গ্নগত হয়, উহাতে যদি পাপগ্রহের দৃষ্টি থাকে এবং স্বীয় [illegible]পতি গ্রহ কর্তৃক অবলোকিত না হয়, [illegible] হইলে জাত[illegible]ক্তির সপ্তবর্ষে মৃত্যু হইবে

[illegible] যদি [illegible]দিদোষবিরহিত একটি [illegible] শুভগ্রহ কেন্দ্রে বা [illegible] অবস্থিত [illegible] সর্ব্ব রিষ্ট বিনষ্ট হয়; প্রত্যুত, জাতক, ইহার বলে নীরোগ ও দীর্ঘায়ু হইয়া থাকে।

---

* সংজ্ঞা ও পরিভাষা পরিচ্ছেদ—মুহূর্ত্ত ও তদধিপতি সংজ্ঞা দেখ।

† সংজ্ঞা ও পরিভাষা পরিচ্ছেদ—দ্রেক্কাণ সংজ্ঞা দেখ

পরমায়ু কোষ্ঠী
ও
যোগজায়ু।

মনুষ্যের পূর্ণ পরমায়ু এক শত কুড়ি বৎসর পাঁচ দিন জন্মলগ্নক্ষণাদির বৈলক্ষণ্যানুসারে জাতকের উক্ত পরমায়ুর তারতম্য সাধিত হয় মানুষের আয়ুর সহিত সমানুপাত-বিশেষে ইতর জীবেরও আয়ু নির্দ্ধারিত হইয়াছে † যেমন, গজাদি জীবের আয়ু মানবের আয়ুর সমান ৫ রাত্র্যধিক ১২০ বৎসর, ঘোটকাদির ৩২ বৎসর, গর্দ্ধভ ও উষ্ট্রাদির ২৫ বৎসর, বৃষ ও মহিষাদির ২৪ বৎসর, কুক্কুরাদির ১২ বৎসর, ছাগমেষ ও মৃগাদির ১৬ বৎসর, ইত্যাদি

নিম্ন লিখিত লগ্নে জন্ম হইলে মনুষ্য পূর্ণায়ু প্রাপ্ত হইয়া থাকে, যথা ;—

যদি মীন রাশির নবম নবাংশ লগ্ন হয়, বৃষরাশিভুক্ত পঞ্চবিংশতি কলাতে বুধ অবস্থান করেন, এবং অপর সকল গ্রহ স্বতুঙ্গস্থিত হয়।

—যদি ধনুর শেষার্দ্ধে জন্ম হয়, বৃষ রাশির ২৪ অংশে বুধ অবস্থান করেন এবং অপর সকল গ্রহ স্বতুঙ্গে স্থিত হয়।

—যদি লগ্নাধিপতি ও বৃহস্পতি কেন্দ্রস্থানে থাকেন এবং

---

† সমাঃ ষষ্টির্দ্বিঘ্না মনুজকরিণাংপঞ্চ চ নিশা হয়ানাং দ্বাত্রিংশৎ খরকরভয়োঃ পঞ্চককৃতিঃ বিরূপা সত্বায়ু মৃগমহিষয়োর্দ্বাদশ শুনঃ স্মৃতং ছাগাদীনাং দশক সহিতাঃ ষট্ চ পরমং

লগ্নে চতুর্থে পঞ্চমে সপ্তমে নবমে বা দশমে কোনও পাপগ্রহ না থাকে

– যদি সমুদয় শুভগ্রহ কেন্দ্রে থাকেন এবং অষ্টম স্থানে লগ্নাধিপতি বা মঙ্গল অবস্থিত না হয়

—যদি বৃহস্পতি ও শুক্র কেন্দ্রে এবং চন্দ্র একাদশে থাকেন।

—যদি লগ্ন ও চন্দ্র হইতে অষ্টমে কোনও পাপগ্রহ না থাকে এবং বৃহস্পতি ও শুক্র বলবান্ হয়।

—যদি পাপগ্রহ পাপক্ষেত্রে ও শুভগ্রহ শুভক্ষেত্রে থাকে এবং লগ্নাধিপতি গ্রহ বলবান্ হয়

—যদি সকল গ্রহই নবমস্থানে সংস্থিত হয়

নিম্নলিখিত রূপ কোষ্ঠী হইলে জাতকের ১০০ শত বৎসর পরমায়ু হয়।

—যদি জন্মকালে শুক্র ও বৃহস্পতি কেন্দ্র স্থানে অর্থাৎ লগ্নে চতুর্থে সপ্তমে বা দশমে থাকেন

—যদি কর্কটে বৃহস্পতি ও কেন্দ্রে শুক্র থাকেন

—যদি লগ্নে বা নবমে শনি, এবং দ্বাদশে বা নবমে চন্দ্র থাকেন

—যদি কেন্দ্রে ও ত্রিকোণে কোনও পাপগ্রহ না থাকে, এবং ধনু বা মীন জন্মলগ্ন হয়, আর বৃহস্পতি ও শুক্র কেন্দ্রে থাকেন ও অষ্টমে ও নবমে শুভগ্রহের দৃষ্টি থাকে

—যদি জন্মলগ্ন মীন রাশিতে শুক্র, অষ্টম স্থানে চন্দ্র ও কেন্দ্রে বৃহস্পতি থাকেন, এবং চন্দ্রের প্রতি শুভগ্রহের দৃষ্টি থাকে

—যদি লগ্নাধিপতি অষ্টমে, চন্দ্র দশমে, এবং অবশিষ্ট গ্রহ সকল নবমে সংস্থিত হয়, আর বৃহস্পতি বলবান্ থাকেন।

—যদি কর্কট জন্মলগ্ন হয়, আর চন্দ্র ও বৃহস্পতি তৃতীয় ষষ্ঠ বা একাদশে এবং বুধ ও শুক্র কেন্দ্রে থাকেন

—যদি শুভগ্রহ সকল চতুর্থ বা নবম স্থানে বৃহস্পতির নবাংশে স্থিত হয়, অথবা যদি শুভগ্রহগণ দ্বিতীয় বা দ্বাদশ স্থানে সম রাশির নবাংশে থাকে এবং পূর্ণ চন্দ্র লগ্নস্থ হয়

—যদি ধনু রাশির শেষ নবাংশ জন্মলগ্ন হয়, এবং শুভগ্রহ-গণ ধনুর আদ্য নবাংশে স্থিত হইয়া কেন্দ্রে অবস্থান করে

নিম্নলিখিত রূপ কোষ্ঠী হইলে জাতক দীর্ঘজীবী হয়।

—যদি লগ্নাধিপতি গ্রহ পূর্ণবলবান্ ভাবে ও শুভ গ্রহদৃষ্ট হইয়া কেন্দ্রে অবস্থান করেন।

—যদি বৃহস্পতি তুঙ্গস্থানে এবং শুভগ্রহ মূলত্রিকোণে থাকে, আর লগ্নাধিপতি বলবান্ হয়

—যদি কর্কটে বৃহস্পতি ও ত্রিকোণে শুভগ্রহ থাকে

—যদি বৃশ্চিক জন্মলগ্নে বৃহস্পতি অবস্থিত থাকেন

—যদি রবি মঙ্গল ও শনি, বৃহস্পতির নবাংশে স্থিত হইয়া কেন্দ্রে থাকেন এবং অন্যান্য গ্রহ অষ্টম ভিন্ন স্থানে অবস্থিত হয়

—যদি সকল গ্রহ কেন্দ্র স্থানে স্থিত হইয়া পাপগ্রহের নবাংশে থাকে।

—যদি সকল গ্রহ তৃতীয় চতুর্থ বা ষষ্ঠ স্থানে থাকে।

নিম্ন লিখিত রূপ কোষ্ঠী বিশিষ্ট জাতক মধ্যমায়ু প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

—যদি লগ্নে বৃহস্পতি থাকেন এবং লগ্ন ও চন্দ্র হইতে কেন্দ্র স্থানে শুভগ্রহের অবস্থিতি হয় আর ঐ শুভ গ্রহের প্রতি দশমস্থ পাপগ্রহের দৃষ্টি না থাকে

—যদি লগ্নে পাপগ্রহের যোগ রহিত চন্দ্র, এবং কেন্দ্রে শুভ-গ্রহ আর অষ্টম স্থান শূন্য থাকে

—যদি শুভগ্রহ সকল বলবান্ হয় ও শুভগ্রহের ক্ষেত্রহোরাদিতে চন্দ্র অবস্থিত থাকেন, আর লগ্নাধিপের প্রতি পাপ দৃষ্টি থাকে।

—যদি রবি শুক্রগ্রহ ও মঙ্গলের সহিত একত্র জন্মলগ্নে এবং বৃহস্পতি বলহীন আর চন্দ্র পঞ্চমে বা দ্বাদশে থাকেন।

—যদি লগ্নাধিপতি গ্রহ পূর্ণবলবান্ হইয়া কেন্দ্রস্থিত শুভ গ্রহ কর্ত্তৃক দৃষ্টি প্রাপ্ত থাকে

—যদি শুভগ্রহ কেন্দ্রে বা স্বক্ষেত্রে, চন্দ্র তুঙ্গস্থানে, এবং লগ্নাধিপতি বলবান্ ভাবে লগ্নে অবস্থিত হয়

—যদি চন্দ্র লগ্নে বা স্বক্ষেত্রে এবং শুভগ্রহ সপ্তমে অবস্থিত হয়

—যদি শুভগ্রহ সকল স্ব স্ব ক্ষেত্রে এবং বৃষলগ্নে চন্দ্র অবস্থান করেন

—যদি দিবামানে জন্ম হয় এবং চন্দ্র হইতে অষ্টমে পাপ-গ্রহ থাকে

—যদি লগ্নাধিপতি পাপযুক্ত হইয়া ষষ্ঠ অষ্টম বা দ্বাদশে থাকে এবং শুভগ্রহ সকল অষ্টম ভিন্ন স্থানে অবস্থান করে।

—যদি লগ্নাধিপতি ও ষষ্ঠাধিপতি রবিযুক্ত হইয়া অষ্টমে থাকে এবং কেন্দ্রে বৃহস্পতি না থাকেন

—যদি চন্দ্র ও লগ্নাধিপতি গ্রহ ষষ্ঠ অষ্টম বা দ্বাদশে থাকে আর ঐ লগ্নাধিপতি শনির নবাংশস্থিত হয়

—যদি কর্কট রাশিতে সূর্য্য এবং দশম স্থানে পাপযুক্ত চন্দ্র অবস্থিতি করে আর কেন্দ্রে বৃহস্পতি থাকেন

—যদি লগ্নে, অষ্টমে বা দ্বাদশে চন্দ্র, এবং চতুর্থ বা দশমে বুধ, আর যে কোনও রাশিতে বৃহস্পতি ও শুক্র মিলিত থাকে।

—যদি পঞ্চম স্থানে সকল গ্রহ থাকে

নিম্নলিখিত স্থলে জাতক অল্পায়ু হইবে।

—যদি লগ্নে পাপযুক্ত বৃহস্পতি থাকেন ও তাহাতে চন্দ্রের দৃষ্টি থাকে আর অষ্টম স্থান শূন্য হয়

—যদি পাপদৃষ্ট লগ্নাধিপতি অষ্টমে ও অষ্টমাধিপতি নবমে সংস্থিত হয়

—যদি লগ্নাধিপতি ও অষ্টমাধিপতি অষ্টমে থাকে।

—যদি দ্ব্যাত্মক রাশি জন্মলগ্ন হয় আর তাহাতে শনি থাকেন, এবং অষ্টমাধিপতি ও দ্বাদশাধিপতি বলহীন হয়।

—যদি লগ্ন ও চন্দ্রের অষ্টমাধিপতি গ্রহ কেন্দ্রে বা দ্বাদশে থাকে

—যদি কেন্দ্র স্থানে কোনও গ্রহ না থাকিয়া অষ্টম স্থানে থাকে।

—যদি শুভগ্রহগণ শুভগ্রহের ক্ষেত্রে শুভগ্রহের নবাংশে থাকে।

—যদি লগ্ন হইতে তৃতীয় বা ষষ্ঠ স্থানে মকর রাশিতে শনি ও রবি থাকে এবং অষ্টমাধিপতি কেন্দ্রস্থ হয় ।

—যদি লগ্নে অষ্টমাধিপতি থাকে এবং অষ্টম স্থানে কোনও শুভগ্রহ না থাকে ।

—যদি অষ্টমাধিপতি ও লগ্নাধিপতি বলহীন হইয়া কেন্দ্রে থাকে ।

—যদি পাপগ্রহের দৃষ্টি প্রাপ্ত হইয়া, তৃতীয় ষষ্ঠ নবম বা দ্বাদশ স্থানে, দুর্ব্বল ভাবে, চন্দ্র ও লগ্নাধিপতি থাকে ।

—যদি লগ্নে রবি এবং দ্বিতীয় ও দ্বাদশে পাপগ্রহ থাকে

যদি বৃহস্পতি স্ব ক্ষেত্রে বা স্ব-দ্রেক্কাণে থাকেন

—যদি বলবান্ বুধ কেন্দ্রে থাকেন এবং অষ্টমে কোনও পাপগ্রহ না থাকে ।

—যদি ঐ অষ্টমে শুভগ্রহের দৃষ্টি থাকে ।

নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে জাতক আয়ুহীন বা অত্যল্পায়ুঃ হয় ।

—যদি কর্কট রাশিতে চন্দ্র ও মঙ্গল অবস্থিত হয় এবং অষ্টমে ও কেন্দ্র স্থানে কোনও গ্রহ না থাকে ।

—যদি লগ্নাধিপতি অষ্টমে ও অষ্টমাধিপতি লগ্নে থাকে ।

—যদি কেন্দ্রে বা দ্বাদশে বৃহস্পতি, এবং তৃতীয় ষষ্ঠ বা নবমে পাপযুক্ত লগ্নাধিপতি থাকে

—যদি জন্মকালে ক্ষীণ চন্দ্র * হয়, এবং অষ্টম স্থানে পাপ-

* কৃষ্ণদশমী হইতে শুক্লপঞ্চমী পর্য্যন্ত কালের চন্দ্রকে ক্ষীণ চন্দ্র কহে ।

গ্রহ থাকে আর অষ্টমাধিপতি কেন্দ্রে অবস্থিত ও লগ্নাধিপতি বলহীন হয়

—যদি শুভগ্রহ সকল তৃতীয় ষষ্ঠ নবম বা দ্বাদশে আর শনি ও চন্দ্র ষষ্ঠ অষ্টম বা দ্বাদশে থাকে

—যদি রাহু চন্দ্র ব্যতীত অপর যে কোনও দুই পাপগ্রহ অষ্টমে বা দ্বিতীয়ে থাকে।

যদি মঙ্গল লগ্নে এবং শনি ও রবি কেন্দ্রে থাকে।

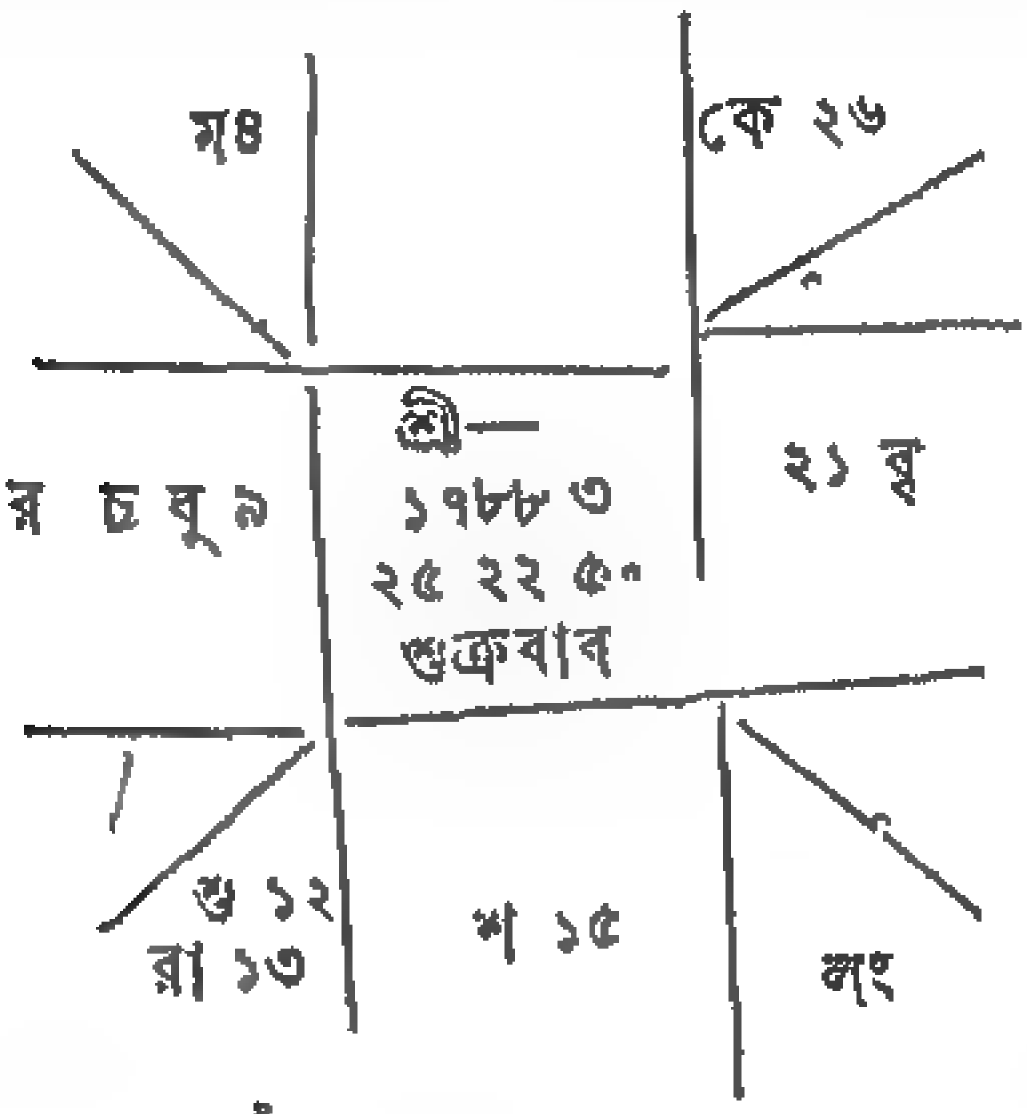
—যদি লগ্নে বৃহস্পতি ও শুক্র, এবং পঞ্চমে মঙ্গল ও অপর যে কোনও এক পাপগ্রহ থাকে

—যদি জন্মরাশির অধিপতি গ্রহ শুভ বিযুক্ত হইয়া লগ্নে অবস্থান করে, আর ঐ লগ্নের প্রতি পাপগ্রহের যোগ বা দৃষ্টি থাকে।

—যদি লগ্নাধিপতি লগ্নে ও অষ্টমাধিপতি অষ্টমে অবস্থান করে এবং ঐ লগ্নাধিপের সহিত শুভগ্রহ যুক্ত হয় আর ঐ অষ্টমাধিপের প্রতি কোনও গ্রহের দৃষ্টি না থাকে

আদর্শকোষ্ঠী।

১৭৮৮ শকের ২৫এ শ্রাবণ শুক্রবার দিবা ২২ দণ্ড ৫০ পল সময়ে যদি কাহারও জন্ম হইয়া থাকে, তবে, তাহার জাতচক্র ও স্থূলকোষ্ঠী যেরূপে নির্ম্মিত হইবে তাহার দৃষ্টান্ত।



পূর্ব্বাহ	জাতাহ
দিবামান ৩২ ২৪ ৩৯	দিবামান ৩২ ২২ ১৬
নিশামান ২৭ ৩৫।২১	নিশামান ২৭ ৩৭ ৪৪

বাহুল্যভয়ে অঙ্কন মাত্র এখানে প্রকাশিত হইল, যেরূপে লগ্ন নিরূপণ, গ্রহসংস্থাপন ও নিম্নগত ক্ষণমুহূর্ত্তাদির প্রকটন করিতে হয়, তাহা ইতঃপূর্ব্বে সম্যক্ বিবৃত হইয়াছে। শিক্ষার্থী-গণ যে কোন ব্যক্তির কোষ্ঠী প্রস্তুত সময়ে, এইরূপে জাতচক্রাদি গঠিত করিয়া, তন্নিম্নে পূর্ব্ববর্ণিতমতে গ্রহগণের ভাববিচার প্রভৃতি ও সর্ব্বনিম্নে নাক্ষত্রিকী দশা যোগে জাতকের বয়ো-বিভাগ করিয়া, প্রতিপার্শ্বে দশাফলের সন্নিবেশ করিলেই প্রচলিত কোষ্ঠীপ্রস্তুত সমাধা হইবে

মুহূর্ত্তমান ২ ৯ ৩৮ ৩৬			মুহূর্ত্তমান ২ ৯ ২৯ ৪		
৫	৮	১৬	৬	৯	১৭
২৯	৫৪	২৪	৩০	৫৮	১৯
৪০	২৬	১৪	৩৭	২	৫৭
৫৮	০	২৫	৩৭	৪	২৬

পঞ্চতত্ত্বজ্ঞান ও স্বরসাধন।

ক্ষিতি, অপঃ, তেজঃ, মরুৎ ও ব্যোম অর্থাৎ মৃত্তিকা, জল, অগ্নি, বায়ু ও আকাশ এই পাঁচটী মূল পদার্থ হইতে পৃথিবীর সমুদয় পদার্থের সৃষ্টি হইয়াছে। প্রথমে আকাশ, আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে তেজঃ, তেজঃ হইতে জল, এবং জল হইতে মৃত্তিকার উৎপত্তি হইয়াছে। আমাদের দেহও পঞ্চভূতাত্মক অর্থাৎ এই পাঁচটী পদার্থের সমষ্টি মাত্র জাতকের দেহে অস্থি, মাংস, ত্বক্ নাড়ী ও রোম এই পাঁচটী মৃত্তিকার গুণ, শুক্র, শোণিত, মজ্জা লালা ও মূত্র এই পাঁচটী জলের গুণ; ক্ষুধা, তৃষ্ণা, নিদ্রা, ক্লান্তি ও আলস্য এই পাঁচটী তেজের গুণ; ধারণ, চালন, গন্ধ, সঙ্কোচ ও প্রসারণ এই পাঁচটী বায়ুর গুণ, এবং রাগ, দ্বেষ, লজ্জা, ভয় ও মোহ এই পাঁচটী আকাশের গুণ বিদ্যমান থাকে। এই মৃত্তিকাদি পঞ্চভূত রূপান্তরে পঞ্চপ্রাণ ও নাগাদিপঞ্চ এই দশবিধ প্রাণবায়ু রূপে জাতকের দেহপিণ্ডকে সজীব ও সতেজ রাখিয়াছে; পঞ্চপ্রাণ যথা;—প্রাণ, অপান, উদান সমান ও ব্যান প্রাণ হৃদয়ে, অপান গুহে, উদান কণ্ঠে, সমান নাভিদেশে ও ব্যানবায়ু সর্ব্বশরীর

ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছে। নাগাদিপঞ্চ—নাগ, কূর্ম্ম, কৃকল, দেবদত্ত ও ধনঞ্জয়। নাগ উদ্গার কার্য্যে, কূর্ম্ম চক্ষুরুন্মিলনে, কৃকল ক্ষুৎকার্য্যে, দেবদত্ত জৃম্ভণে এবং ধনঞ্জয়বায়ু সর্ব্বসময়ে সর্ব্বদেহে ব্যাপিয়া থাকে। সর্পের ন্যায় কুণ্ডলাকারে এক নাড়ী জাতকের নাভিমূলে কুণ্ডলীশক্তি নামে প্রাণের আধার স্বরূপ রহিয়াছে, তাহা হইতে দ্বিসপ্ততি সহস্র (৭২ হাজার) সূক্ষ্ম নাড়ী উঠিয়া স্কন্ধদেশের ঊর্দ্ধ দিয়া সমস্ত শরীরভাগে প্রাণ সঞ্চারিত রাখিয়াছে। ইহাদের মধ্যে দশটী প্রধানা নাড়ী দশটী প্রাণবায়ুকে সম্পূর্ণ আশ্রয় করিয়া আছে, তাহাদের নাম ঈড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না, গান্ধারী, হস্তীও জিহ্বা, পূষা, যশস্বিনী, অলম্বুষা, কুহু এবং শংখিনী। দেহের বামভাগে ঈড়া, দক্ষিণভাগে পিঙ্গলা, মধ্যে সুষুম্না বাম চক্ষে গান্ধারী, দক্ষিণ চক্ষে হস্তী ও জিহ্বা, দক্ষিণ কর্ণে পূষা, বাম কর্ণে যশস্বিনী, মুখে অলম্বুষা, লিঙ্গে কুহু এবং মূলস্থানে শংখিনী অবস্থিত আছে। উক্ত দশ নাড়ীর মধ্যে, প্রথমোক্ত ঈড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না এই তিন নাড়ীই সকলের প্রধান ও শ্রেষ্ঠ; যোগীগণ এই তিন নাড়ীদ্বারাই দেহ মধ্যে প্রাণের সঞ্চার প্রত্যক্ষ দর্শন করেন। ঈড়া নাড়ীতে চন্দ্র ও পিঙ্গলা নাড়ীতে রবি অবস্থিতি করে, এবং মধ্যগত সুষুম্না নাড়ীতে ধ্বংসরূপী শম্ভুর অবস্থান। নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস মনুষ্যের জীবন, নিঃশ্বাসে বায়ু আকর্ষণ বা গ্রহণ ও প্রশ্বাসে বায়ু বিকর্ষণ বা পরিত্যাগ হয়। প্রতি নিঃশ্বাসে জাতকে 'সঃ' এই অক্ষর উচ্চারিত এবং প্রতি প্রশ্বাসে 'হং' এই অক্ষর ধ্বনিত করে, একবার শ্বাস প্রক্রিয়ায় 'হংস' শব্দ উচ্চারিত হয়, এবং জাতকের পরমায়ুর মধ্যে যতবার শ্বাস গতনু

হইবে ঐ একটীবারের 'হংস' উচ্চারণে তাঁহার তত ভাগের এক ভাগ ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, এই জন্য ঐ হংসই শম্ভু নামে অভিহিত হইয়া থাকে

জাতকের দুই নাসিকায় এককালে বায়ুবহন হয় না। কখনও বাম নাসিকায়, কখনও দক্ষিণ নাসিকায় বহিয়া থাকে, বাম নাসায় ঈড়ানাড়ী ও দক্ষিণ নাসায় পিঙ্গলা নাড়ী বহন করে, ক্বচিৎ উভয় নাসায় বহিয়া থাকে, তাহাকে সুষুম্নার বহন কহে। শাস্ত্রে ঈড়ার অধিষ্ঠাতা চন্দ্রকে শক্তি, ও পিঙ্গলার অধিষ্ঠাতা রবিকে শিব কহে এবং শিবশক্তির একত্র সমবায়ে সুষুম্নার অধিষ্ঠাতা সংহারমূর্ত্তি হয়েন

শুক্লপক্ষের প্রতিপদাদি তিনদিন করিয়া প্রথমে ঈড়া বা চন্দ্র নাড়ী অর্থাৎ বাম নাসিকার শ্বাস, এবং কৃষ্ণপক্ষের প্রতিপদাদি তিনদিন করিয়া প্রথমে পিঙ্গলা বা রবি নাড়ী অর্থাৎ দক্ষিণ নাসিকার শ্বাস সূর্য্যোদয়ের সহিত বহিতে আরম্ভ করিয়া, আড়াই দণ্ড কাল (এক ঘণ্টা) করিয়া উদিত থাকে। অহোরাত্র ২৪ ঘণ্টার মধ্যে, এইরূপে পর্য্যায়ক্রমে শুক্লপক্ষে ঈড়া ও পিঙ্গলা, এবং কৃষ্ণপক্ষে পিঙ্গলা ও ঈড়া, ২৪ বার নাসিকা পুটে উদয় হয়

তাৎপর্য্য শুক্লপক্ষের প্রতিপৎ তিথিতে প্রাতঃকালে সূর্য্যের উদয়ের সহিত জাতকের বাম নাসিকায় শ্বাসবহন আরম্ভ হয়। আড়াইদণ্ড পরে দক্ষিণ নাসায় বহিতে আরম্ভ করে, আবার আড়াইদণ্ড পরে বাম নাসায় বহে, এইরূপে, ২৪ ঘণ্টায় একবার বাম নাসিকায় একবার দক্ষিণ নাসিকায় ২৪ বার করিয়া শ্বাস পরিবর্ত্তন করিয়া বহিতে

থাকে। প্রতিপৎ, দ্বিতীয়া ও তৃতীয়া এইরূপে প্রথমে বাম নাসিকায় শ্বাস আরম্ভ হয়, চতুর্থী, পঞ্চমীও ষষ্ঠী তিন দিনে দক্ষিণ নাসিকায় আরম্ভ হয়, সপ্তমী ও অষ্টমী, নবমী তিন তিথিতে বাম নাসা, দশমী একাদশী ও দ্বাদশীতে দক্ষিণ নাসা এবং ত্রয়োদশী চতুর্দ্দশী ও পূর্ণিমা তিথিতে বাম নাসিকায় শ্বাস আরম্ভ হইয়া পর্য্যায়ক্রমে নিয়ত বহিতে থাকে। কৃষ্ণপক্ষে প্রতিপৎ তিথিতে প্রথমে দক্ষিণ নাসিকায় শ্বাসের আরম্ভ হইয়া ঐরূপে তৃতীয়া পর্য্যন্ত দিন পর্য্যায়ক্রমে বহিতে থাকে, তৎপরে শুক্লপক্ষের তিন তিন তিথি করিয়া এক এক পর্য্যায়ে অবস্থিত থাকে অহোরাত্র মধ্যে ১২ বার চন্দ্র নাড়ী ও ১২ বার রবি নাড়ী বহন করে।

ঈড়া বা চন্দ্রনাড়ী স্ত্রী, লোহিতবর্ণ, যুগ্ম, এবং সৌম্য; আর পিঙ্গলা বা রবি নাড়ী পুরুষ, শুক্লবর্ণ, অযুগ্ম এবং রৌদ্র।

যখন ঈড়া নাড়ীতে শ্বাস বহিতে থাকে, তখন সমস্ত সৌম্য ও শুভ কার্য্য সুসম্পন্ন ও শুভ ফলপ্রদ হইবে। যখন পিঙ্গলা নাড়ীতে বহিতে থাকে, সেই সময়ে সমস্ত রৌদ্র ও ক্রুর কর্ম্ম উত্তম রূপে সম্পন্ন হয়। সুষুম্না নাড়ীতে যখন বহে অর্থাৎ ক্ষণেক দক্ষিণে ক্ষণেক বামে ক্ষণেক উভয়ে এরূপভাবে বহিতে থাকে, তখন সকল কর্ম্মই নিষ্ফল ও অমঙ্গলপ্রদ জানিবে, কেবল অর্চ্চনা, আরাধনা, মুক্তিকামনা প্রভৃতি যোগীজনবাঞ্ছিত কর্ম্ম-সকল সাধন করিবার এই প্রকৃত সময়

শুক্লপক্ষে, সোম, বুধ, বৃহস্পতি ও শুক্র এই চারি শুভবারে শুভ ভাবে বাম নাড়ীর বহন সময়ে, যে-কোনও কার্য্য করিবে, তাহা নিঃসন্দেহ সুসিদ্ধ হইবে।

কৃষ্ণপক্ষের রবি মঙ্গল ও শনি এ তিন উগ্রবারে, দক্ষিণ নাড়ীর বহনকালে, ঐকান্তিক হৃদয়ে যাহার অনুষ্ঠান করিবে তাহাই সুসম্পন্ন হইবে।

প্রাতঃকালে শয্যা হইতে উঠিবার সময়, যে নাড়ীতে শ্বাস বহে, সেই দিকের হস্তে মুখ স্পর্শ করিয়া ইষ্ট দেবতার স্মরণ পূর্ব্বক উঠিলে বাঞ্ছিতফল লাভ হইবে।

চন্দ্র নাড়ী বহিবার সময়ে মৃত্তিকাতে চারিপদ এবং রবি নাড়ী বহিবার সময়ে মৃত্তিকাতে পঞ্চপাদ ক্ষেপণ করিয়া ইষ্ট দেবতার স্মরণ পূর্ব্বক যাত্রা করিলে কার্য্য সিদ্ধ হয়

যাত্রাকালে যে নাড়ী বহিতে থাকে সেই দিকের পদ অগ্রে ক্ষেপণ করিয়া যাত্রা করিলে অশুভ হইবে না

যদি প্রাতে ও মধ্যাহ্নে চন্দ্র নাড়ী এবং সায়ংকালে রবি নাড়ী প্রবাহিত হয়, তবে সর্ব্বত্র জয়লাভ হইবে।

যে অঙ্গে শ্বাস বহে তাহাকে পূর্ণাঙ্গ, এবং অপরাঙ্গকে রিক্তাঙ্গ কহে যিনি গুরু, বন্ধু, অমাত্য, রাজা বা তত্তুল্য ক্ষমতাশালী ব্যক্তির আনুকূল্য প্রার্থণায় যাত্রা করিবেন, রিক্তাঙ্গের পদক্ষেপ করিলে তিনি নিশ্চয় নিষ্ফল এবং পূর্ণাঙ্গের পদক্ষেপ করিলে পূর্ণমনোরথ হইবেন।

পূর্ণাঙ্গে শয়ন ও পূর্ণাঙ্গে উপবেশন করিলে কামিনীগণ বশীভূতা হবে উপায়ান্তরের প্রয়োজন নাই *

শত্রু, চৌর ও অধমাদিকৃত উৎপাৎ বিনাশের জন্য রিক্তাঙ্গে শান্তি কর্ম্ম করিবে

---

* আসনে শয়নেবাপি পূর্ণাঙ্গে বিনিবেশিতাঃ
বশীভবন্তি কামিন্যো ন কার্য্য নিয়মান্তরং

দূরযাত্রায় চন্দ্রনাড়ী ও নিকটযাত্রায় রবি নাড়ী প্রশস্ত জানিবে

ঋণদানে, অভিযোগ স্থলে (মকর্দ্দমায়) দস্যু তস্করাদির নিকট, ক্রুদ্ধ প্রভুর নিকট বিদ্বেষণে ও দুষ্ট লোকের নিকটে বিজ্ঞাঙ্গের পদ প্রথম ক্ষেপণ করিয়া যাত্রা করিবে

যদি পূর্ব্বোত্তরে চন্দ্র এবং দক্ষিণপশ্চিমে সূর্য্য অবস্থিত থাকে, তবে চন্দ্রনাড়ী প্রবাহে পূর্ব্বোত্তরে ও রবিনাড়ী প্রবাহে দক্ষিণপশ্চিমে কদাচ গমন করিবে না।

কর্ম্মক্ষেত্র সংসারে সংসারীমাত্রকেই কোনও না কোনও কর্ম্মবিশেষে নিয়ত ব্যাপৃত থাকিতে হয়, কার্য্য শুভই হউক আর অশুভই হউক অহর্নিশি তাহার সাধনা হইতেছে ;— অতএব কোন্ কার্য্যকালে কোন নাড়ীর প্রবাহ মঙ্গলদায়ক হয়, তাহার সহজ বোধের জন্য, ঈড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না, তিন নাড়ীর কার্য্যগত তিনটী পৃথক পৃথক তালিকা প্রস্তুত করিয়া নিম্নে প্রদত্ত হইল

ঈড়া।

এই সমস্ত কার্য্যকালে ঈড়া নাড়ীর প্রবাহ প্রশস্ত, যথা,— স্থিরকর্ম্ম, অলঙ্কারকার্য্য, দূরযাত্রা, অট্টালিকা মঠ ও সৌধাদি নির্ম্মাণ, বস্তুসংগ্রহ, বাপী-কূপ তড়াগ ও দেবমন্দিরাদির প্রতিষ্ঠা, যাত্রা, দান, বিবাহ, বস্ত্রালঙ্কার প্রভৃতি ভূষণ, শান্তিক-পৌষ্টিকাদি দিব্যৌষধি ও রসায়নকার্য্য, স্ব স্বামীদর্শন, মৈত্রী, বাণিজ্য, ধনসংগ্রহ, গৃহপ্রবেশ, সেবা ও কৃষিকার্য্য, বীজাদি বপন, সন্ধি,

বিদ্যাবস্তু, বন্ধুদর্শন, জলমোক্ষণ, ধর্মকার্য্য, দীক্ষা, মন্ত্রসাধন, কলাবিজ্ঞান, পশুগৃহ নির্ম্মাণ, কপট ব্যাধি চিকিৎসা, স্বামী-সম্বোধন, গজাশ্বারোহণ, গজাশ্ববন্ধন, ধনুর্দ্ধারণ, পরোপকার, নিধিস্থাপন, নৃত্যগীতবাদ্য, গীতশাস্ত্রবিচার, পুরঃপ্রবেশ, গ্রাম-প্রবেশ তিলক ও স্বত্রধারণ, পুত্রশোক, বিষাদ, জ্বর, মুর্চ্ছা স্বজন ও স্বামীসম্বন্ধ, ধান্যাদি সংগ্রহ, কাষ্ঠসংগ্রহ, স্ত্রীগণের বস্ত্র সজ্জা, কৃষিকার্য্যারম্ভ, গুরুপূজা, ইষ্টনাশ, যোগাভ্যাস প্রভৃতি কর্ম্ম, ও সমুদয় শুভকার্য্য।

পিঙ্গলা।

এই সমস্ত কার্য্যকালে পিঙ্গলা নাড়ীর প্রবাহ প্রশস্ত, যথা—কঠিন ও ক্রূর বিদ্যার অধ্যয়ন ও অধ্যাপন, স্ত্রীসঙ্গ, মহানৌকারোহণ, নষ্টকার্য্য, বীরমন্ত্রাদির উপাসনা, দেশধ্বংস, বিষদান, বৈরিকার্য্য, শস্ত্রাভ্যাস, মৃগয়া, ব্যসন, পশু-বিক্রয়, ইষ্টক কাষ্ঠ পাষাণ ও রত্নাদির ঘর্ষণ ও বিদারণ গতি অভ্যাস, যন্ত্রতন্ত্র, দুর্গ ও পর্ব্বতারোহণ, দৌত্যকার্য্য, চৌর্য্য, রথ গজ ও অশ্বাদির বাহন ও সংগ্রহ, ব্যায়াম, মারণোচ্চাটনাদি ষট্‌কর্ম্ম, নদীপ্রস্রবণাদি উত্তরণ, ঔষধিসেবন, লিপিলিখন, মারণ মোহন, স্তম্ভন, বিদ্বেষণ, উচ্চাটন বশীকরণ, ক্ষোভদান, প্রেরণ আকর্ষণ ও ক্রয়বিক্রয় কর্ম্ম, খড়্গধারণ, শত্রুহনন, ঐশ্বর্য্যভোগ, রাজদর্শন, স্নান, ভোজন, ঋণদান ও সকল প্রকার ক্রূরকর্ম্ম।

ভোজন করিয়া অগ্নিমান্দ্য ঘটিলে, অথবা স্ত্রীবশীকরণের প্রয়োজন উপস্থিত হইলে, রবি নাড়ীর প্রবাহকালে শয়ন করিবে।

সুষুম্না।

সুষুম্না প্রবাহে দুই প্রকার ;—বিষমভাব ও বিষুবভাব ; যখন, ক্ষণে বাম নাসিকায়, ক্ষণে দক্ষিণ নাসিকায় প্রবাহিত হয়, তখন উহাকে বিষমভাব কহে বিষম ভাবের সময় যে কার্য্য করিবে তাহার বিপরিত ফল উৎপন্ন হইবে, বিশেষ সতর্কতার সহিত এরূপ মুহূর্ত্ত সর্ব্বথা পরিত্যাগ করিবে যখন একবারে দুই নাসায় বায়ু বহিতে থাকে, তখন তাহাকে বিষুবভাব কহে এই বিষুবভাব বা নাড়ীসংক্রমণ সময়ে যোগাভ্যাস, ঈশ্বরারাধনা ও ইষ্টদেবতার নাম স্মরণ ভিন্ন অন্য কর্ম্ম করিবে না কচিৎ এক বা অর্দ্ধ মুহূর্ত্তের জন্য জাতকের যখন সুষুম্না প্রবাহ উপস্থিত হয়, তখন তাহার অশুভ সময় উপস্থিত জানিবে সাবধানতার সহিত নির্লিপ্ত, নিষ্ক্রিয় ও সাত্ত্বিক ভাবে সেই মুহূর্ত্ত অতিবাহন করিলে নিষ্কৃতি, নচেৎ নিশ্চয় অমঙ্গল ঘটিবে

তত্ত্বজ্ঞানের প্রথমাবস্থা স্বরজ্ঞান বর্ণিত হইল শিক্ষার্থীগণ প্রথমাবস্থায় বিশেষরূপে শিক্ষিত হইলে, পরে, দ্বিতীয়াবস্থা—তত্ত্ব নির্ণয় প্রণালী শিক্ষা করিবেন ; দ্বিতীয়াবস্থা নিম্নে প্রকাশিত হইল।

ঈড়া ও পিঙ্গলার প্রতি উদয়কালে পূর্ব্ববর্ণিত আড়াইদণ্ড সময়ের মধ্যে পৃথিবী, জল, অগ্নি বায়ু ও আকাশ এই পঞ্চতত্ত্বের যথাক্রমে উদয় হয় পৃথিবীতত্ত্ব ৫০ পল, জলতত্ত্ব ৪০ পল, অগ্নিতত্ত্ব ৩০ পল, বায়ুতত্ত্ব ২০ পল এবং আকাশতত্ত্ব ২০ পল মাত্র উদিতাবস্থায় থাকে

কখন্ কোন্ তত্ত্বের উদয় হয়, নিম্নলিখিত কতিপয় প্রক্রিয়ার যে কোনটীর দ্বারা তাহা অবগত হইবে।

১ দুই হস্তের অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা দুই কর্ণ, দুই মধ্যমাঙ্গুলি দ্বারা দুই নাসারন্ধ্র, দুই অনামিকা ও কনিষ্ঠা অঙ্গুলি দ্বারা মুখ, ও দুই তর্জ্জনী অঙ্গুলি দ্বারা দুই চক্ষু রোধ কর, সম্মুখে এক প্রকার পদার্থ দেখিতে পাইবে, উহার বর্ণ যদি পীতবর্ণ হয় তবে জানিবে পৃথ্বীতত্ত্বের উদয় হইয়াছে, এইরূপে যদি শুভ্রবর্ণ হয় তবে জলতত্ত্ব, যদি রক্তবর্ণ হয় তবে অগ্নিতত্ত্ব, যদি শ্যামবর্ণ হয় তবে বায়ুতত্ত্ব ও যদি বিন্দু বিন্দু বিবিধবর্ণ হয় তবে জানিবে ঐ সময়ে শ্বাসরূপে আকাশতত্ত্ব উদিত হইয়াছে

২ স্বচ্ছ দর্পণের উপর শ্বাস পরিত্যাগ করিলে তাহাতে বাষ্প পতিত হয়, ঐ বাষ্প যদি চতুষ্কোণ হইয়া মিলিয়া যায়, তবে পৃথ্বীতত্ত্ব, যদি অর্দ্ধচন্দ্রবৎ হয় তবে জলতত্ত্ব, যদি ত্রিকোণ হয় তবে অগ্নিতত্ত্ব যদি বর্ত্তুলবৎ গোলাকার হয় তবে বায়ুতত্ত্ব, আর যদি বিন্দু বিন্দু হইয়া বিলীন হয় তবে জানিবে ঐ সময়ে আকাশতত্ত্বের উদয় হইয়াছে

৩। তুলা, কাগজ, পালক বা অন্য কোনও অতিলঘু পদার্থ অবলম্বন করিয়া দেখিবে, শ্বাস যদি নাসাপুটের মধ্যদেশ দিয়া প্রবাহিত হয়, তবে পৃথ্বী, যদি আধোদেশ দিয়া প্রবাহিত হয় তবে জল, যদি উর্দ্ধদেশ দিয়া প্রবাহিত হয় তবে অগ্নি, যদি পার্শ্বদেশ দিয়া প্রবাহিত হয়, তবে বায়ু, আর যদি বিঘুর্ণিত হইয়া বহির্গত হয় তবে জানিবে আকাশতত্ত্বের উদয় হইয়াছে

৪। উক্তরূপে তুলাদি পদার্থ অবলম্বনে পরীক্ষা করিবে, নিক্ষেপের সময় শ্বাস যদি দ্বাদশাঙ্গুলী পরিমিত হয় তবে পৃথ্বী, যদি ষোড়শাঙ্গুলী হয় তবে জল, যদি চতুরঙ্গুলী হয় তবে অগ্নি, যদি অষ্টাঙ্গুলী হয় তবে বায়ু, এবং যদি বিঘূর্ণিত ভাবে

প্রবাহিত হয় সুতরাং পরিমাণ করা না যায়, তবে আকাশতত্ত্বের উদয় হইয়াছে জানিবে

৫ ইষ্ট দেবতার স্মরণ পূর্ব্বক নিরবলম্বনে রসনা পরীক্ষা করিলে, এক প্রকার স্বাদ অনুভূত হয়, উহা যদি মধুর রস হয় তবে পৃথ্বী, যদি মধুমিশ্রিত কষায় রস হয় তবে জল, যদি তিক্ত রস হয় তবে অগ্নি, যদি অম্ল রস হয় তবে বায়ু, আর যদি কটু রস হয় তবে জানিবে আকাশ তত্ত্বের উদয় হইয়াছে

পৃথ্বীতত্ত্বের উদয়কালে যে কোনও স্থিরকার্য্য করা যায় তাহা নিশ্চিৎ শুভজনক হয়, ঐ রূপ জলতত্ত্বের উদয়ে সমস্ত চরকার্য্য, অগ্নিতত্ত্বের উদয়ে সমুদয় ক্রুরকর্ম্ম, বায়ুতত্ত্বের উদয়ে মারণোচ্চাটনাদি কার্য্য, নিশ্চিৎ মঙ্গলদায়ক হয়। আকাশ-তত্ত্বের উদয় যোগাভ্যাসাদি ক্রিয়া ভিন্ন অন্য কোনও কর্ম্মে ফলপ্রদ নহে।

রবি বা পিঙ্গলা নাড়ীর প্রবাহকালে, অর্থাৎ, যে সময়ে দক্ষিণ নাসিকায় শ্বাস বহিতে থাকে, সে সময়ে, পৃথ্বীতত্ত্বের অধিষ্ঠাতা রবিগ্রহ, জল তত্ত্বের অধিষ্ঠাতা শনিগ্রহ, অগ্নিতত্ত্বের অধিষ্ঠাতা মঙ্গলগ্রহ, এবং বায়ুতত্ত্বের অধিষ্ঠাতা রাহুগ্রহ হন। চন্দ্র বা ঈড়া নাড়ীর প্রবাহকালে, অর্থাৎ, যে সময়ে বাম নাসিকায় শ্বাস বহিতে থাকে তখন পৃথ্বীতত্ত্বের বুধগ্রহ, জলতত্ত্বের চন্দ্রগ্রহ, অগ্নিতত্ত্বের শুক্রগ্রহ এবং বায়ুতত্ত্বের বৃহস্পতিগ্রহ অধিষ্ঠাতা হন।

পঞ্চতত্ত্বের অধিষ্ঠাতা নক্ষত্র যথাক্রমে 'ধনিষ্ঠা' রোহিণী জ্যেষ্ঠা' 'অনুরাধা' 'শ্রবণা' ও 'উত্তরাষাঢ়া' পৃথ্বীতত্ত্বের, 'পূর্ব্বাষাঢ়া' 'অশ্লেষা' 'মূলা' 'আর্দ্রা' 'রোহিনী' 'উত্তরভাদ্রপদ' ও

'শতভিষা' জলতত্ত্বের; 'ভরণী' 'কৃত্তিকা' 'পুষ্যা' 'মঘা' 'পূর্ব্ব-ফল্গুনী' 'পূর্ব্বভাদ্রপদ' ও 'স্বাতী' অগ্নিতত্ত্বের; এবং 'বিশাখা' 'হস্তা' 'উত্তরফল্গুনী 'চিত্রা' 'পুনর্ব্বসু' 'অশ্বিনী' ও 'মৃগশিরা' বায়ুতত্ত্বের জানিবে

বিশিষ্ট তত্ত্বজ্ঞান সম্পন্ন সূক্ষ্মদর্শী ব্যক্তিগণ অনুকূল গ্রহনক্ষত্র-যোগে তত্ত্ববিহিত যে কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবেন তাহাই সম্পূর্ণ রূপে সিদ্ধ হইবে

তিনিই সাধক, তিনিই সর্ব্বজ্ঞানী এবং তিনিই মহাপুরুষ শ্বাসরূপী পঞ্চতত্ত্বজ্ঞান যাঁহার সম্যক্ অধিকৃত হইয়াছে শাস্ত্রে ছয় মাসের মধ্যে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিবার যে সহজ উপায়ের উল্লেখ আছে, শিক্ষার্থীগণের বিনোদনের জন্য নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল

রাত্রি তিন প্রহরের পর উঠিয়া, পবিত্র ও ঋজুভাবে ভূপৃষ্ঠে এরূপে উপবেসন কর যেন উভয় হস্তের মুষ্টিদ্বয় বিপরীত ক্রমে জানুর উপর সংস্থাপিত ও অঙ্গুলী সকল উদরের দিকে আনত এবং উভয় গুল্ফ গুহ্যের নিম্নদেশে স্থাপিত থাকে, পরে সংযত-মনে নাসাপুটের অগ্রভাগ লক্ষ করিয়া এক দৃষ্টে চাহিয়া থাক দুই মুহূর্ত্ত অর্থাৎ কিঞ্চিদধিক এক প্রহর কাল পর্য্যন্ত প্রতিরাত্রি যথানিয়মে এই রূপ করিলে, ছয় মাসের মধ্যে পঞ্চতত্ত্বের স্বরূপ মূর্ত্তির দর্শন ও সম্পূর্ণ তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া ভূতভবিষ্যতবর্ত্তমান-ত্রিকালদর্শী মহাপুরুষ হইবে

গণক-চূড়ামণি।

প্রশ্ন গণনা।

পরম গুহ্য ও পবিত্র কেরলী শাস্ত্রানুমত প্রশ্নগণনায় প্রত্যক্ষ-সিদ্ধি হয়, ইহাতে গ্রহ নক্ষত্র, রাশি, লগ্ন বা ভাবাদি বিচারের প্রয়োজন হয় না, প্রশ্ন কর্তার প্রশ্নের অক্ষর মাত্র অবলম্বন করিয়া নিম্ন প্রক্রিয়া মতে যে কোনও প্রশ্নের প্রকৃত উত্তর প্রদান কর

অক্ষর সমুদায় প্রথমে আট ভাগে বিভক্ত হয়, এবং এক এক ভাগকে এক এক বর্গ কহে, যথা,—অবর্গ, কবর্গ, চবর্গ, টবর্গ, তবর্গ, পবর্গ, যবর্গ, ও শবর্গ। অ আ ই ঈ উ ঊ এ ঐ ও ঔ অং অঃ ইহারা অবর্গ। 'কখগঘঙ' কবর্গ 'চছজঝঞ' চবর্গ 'টঠডঢণ' টবর্গ। 'তথদধন' তবর্গ 'পফবভম' পবর্গ 'যরলব' যবর্গ 'শষসহক্ষ' শবর্গ

অবর্গ তিন ভাগে বিভক্ত, যথা; আলিঙ্গিত, অভিধূমিত, এবং দগ্ধ। অ ই এ ও ইহারা আলিঙ্গিত। আ ঈ ঐ ঔ অভি-ধূমিত, আর উ ঊ অং অঃ দগ্ধ

অবশিষ্ট সাত বর্গের (অর্থাৎ ব্যঞ্জন বর্ণের) প্রতি বর্গ পাঁচ ভাগে বিভক্ত, যথা; উত্তর, উত্তরোত্তর, অধর, অধরাধর, ও দগ্ধ। বর্গের প্রথম বর্ণ ক চ ট ত প য শ এই সাতটী উত্তর। দ্বিতীয় বর্ণ—খ ছ ঠ থ ফ র ষ এই সাতটী উত্তরোত্তর তৃতীয়

বর্গ গ জ ড দ ব ল ষ এই সাতটী অধর চতুর্থ বর্গ—ঘ ঝ ঢ ধ ভ ব হ এই সাতটী অধরাধর পঞ্চম বর্গ—ঙ ঞ ণ ন ম এই পাঁচটী দগ্ধ অবান্তরভেদে 'এ ও' দুই বর্ণ উত্তরোত্তর, 'অ ই উ' তিনটী উত্তরাধর, 'ঐ ঔ অধরাধর, এবং 'অং অঃ' নপুংসক বলিয়া কথিত হয়

প্রশ্নের মধ্যে যতগুলি অক্ষর থাকে তাহার সর্ব্বাপেক্ষা প্রথমাক্ষরই শ্রেষ্ঠ প্রথমাক্ষর আলিঙ্গিত বর্ণ হইলে প্রশ্নকর্ত্তার জীব চিন্তা, অভিধূমিত বর্ণ হইলে মূলচিন্তা, আর দগ্ধ বর্ণ হইলে ধাতু চিন্তা বুঝিবে 'জীব' শব্দে জীবন বিশিষ্ট চেতন পদার্থ—দেবতা, উপদেবতা, মনুষ্য পশু, পক্ষী, কীট পতঙ্গ প্রভৃতি। 'মূল' শব্দে উদ্ভিদ পদার্থ—বৃক্ষ, লতা, তৃণ, গুল্ম বা তাহার অংশ বা বিকৃতি 'ধাতু' শব্দে মণি, মাণিক্য, সুবর্ণ, রজতাদি বা গৈরিক প্রস্তর ইত্যাদি, কিম্বা শর্করা, মৃত্তিকা, জল প্রভৃতি।

অবর্গের প্রথমাক্ষর অ বর্ণের অঙ্ক ১০ দশ, তৎপরে প্রতি বর্ণের অঙ্কে দশ দশ বৃদ্ধি হইয়া শেষাক্ষর অঃ বর্ণের অঙ্ক ১২০ এক শত কুড়ী হইবে। যথা ;—অ ১০, আ ২০, ই ৩০, ঈ ৪০, উ ৫০, ঊ ৬০, এ ৭০, ঐ ৮০ ও ৯০, ঔ ১০০, অং ১১০, এবং অঃ ১২০। অবশিষ্ট সাত বর্গের বর্ণাঙ্ক ব্যঞ্জনবর্ণের স্থানক্রমে জানিবে, যথা ;—ক ১, খ ২, গ ৩, ঘ ৪, ঙ ৫, চ ৬, ছ ৭, জ ৮, ঝ ৯, ঞ ১০, ট ১১, ঠ ১২, ড ১৩, ঢ ১৪, ণ ১৫, ত ১৬, থ ১৭, দ ১৮, ধ ১৯, ন ২০, প ২১, ফ ২২, ব ২৩, ভ ২৪, ম ২৫, য ২৬, র ২৭, ল ২৮, ব ২৯, শ ৩০, ষ ৩১, স ৩২, হ ৩৩, এবং ক্ষ ৩৪ ৯ কার, ৯ কার ও ব্যঞ্জনবর্ণযুক্ত অ কার প্রশ্নাক্ষর গণনা-কালে গ্রহণীয় হইবে না।

প্রশ্নকর্ত্তার প্রশ্নের মধ্যে স্বর ও ব্যঞ্জন যতগুলি অক্ষর থাকে, তাহাদের সকলের বর্ণাঙ্ক লইয়া সমষ্টি কর, এবং ৩ দিয়া ঐ সমষ্টিকে হরণ করিয়া কত অবশেষ থাকে দেখ, ১ থাকিলে জীব, ২ থাকিলে ধাতু, এবং ৩ থাকিলে মূল চিন্তা হইতেছে জানিবে যদি 'জীব' স্থির হয়, 'তবে 'দ্বিপদ' 'চতুষ্পদ' 'পদহীন' ও 'বহুপদ' এই চারি প্রকার জীবের কোন্ জীব তাহা স্থির করিতে হইবে, প্রশ্নগত বর্ণাঙ্ক সমষ্টিকে ৪ দিয়া হরণ কর, যদি ১ থাকে তবে দ্বিপদ, যদি ২ থাকে তবে 'চতুষ্পদ,' যদি ৩ থাকে তবে পদহীন এবং যদি ০ থাকে তবে বহু পদ জীব বুঝিবে। যদি দ্বিপদ জীব স্থির হয়, তবে 'দেবত্ব,' 'মনুষ্য,' 'তীর্য্যগ'(পক্ষী) ও 'উপদেবতা' ইহার কোন্ বিধ জীব তাহা স্থির করিতে হইবে, প্রশ্নের প্রথমাক্ষর যদি অবর্গ ব কবর্গ হয় তবে দেবত্ব, যদি চবর্গ বা টবর্গ হয় তবে মনুষ্য, যদি তবর্গ বা পবর্গ হয় তবে তীর্য্যগ, এবং যদি যবর্গ বা শবর্গ হয় তবে উপদেবতা হইবে।

সাধারণ জীবচিন্তা গণনায়, প্রশ্নাঙ্ক সমষ্টিকে ৩ দ্বারা হরিয়া ১ থাকিলে জীব, ২ থাকিলে ধাতু ও ৩ থাকিলে মূল বুঝাইবে, কিন্তু, যদি লুকচিন্তা গণনা অর্থাৎ চৌর্য্যাদি সম্বন্ধীয় প্রশ্ন গনিতে হয়, তাহা হইলে উক্তরূপ জীবস্থলে ধাতু, ধাতুস্থলে মূল, ও মূলস্থলে জীব ধরিতে হইবে, অর্থাৎ ১ থাকিলে ধাতু ২ থাকিলে মূল ও ৩ থাকিলে জীব ধরিবে, যদি মুষ্টিচিন্তা গণন হয় অর্থাৎ হস্তের মুষ্টির মধ্যে কোন্ দ্রব্য আছে ইহা বলিতে হয়, তবে, উক্তরূপ জীবস্থলে মূল, ধাতুস্থলে জীব ও মূলস্থলে ধাতু ধরিবে, ১ থাকিলে মূল, ২ থাকিলে জীব ও ৩ থাকিলে ধাতু নিশ্চয় করিবে।

অক্ষর সকলের মধ্যে অ ই উ এ ও অং ক গ চ ইত্যাদি গুলিকে অগ্নি বা বিষমাক্ষর, এবং আ ঈ ঊ ঐ ঔ অঃ থ ব ঝ ইত্যাদি গুলিকে যুগ্ম বা সমাক্ষর কহে

প্রশ্নাক্ষর মধ্যে যদি বিষমবর্ণ অধিক হয়, তবে উহাতে ১ যোগ, আর যদি সামবর্ণ অধিক হয়, তবে উহা হইতে ১ বিয়োগ করিয়া পিণ্ডাঙ্ক লইবে পঞ্চবর্ণ ঙ ঞ ণ ন ম গণনাস্থলে পরিত্যক্ত হয়।

জীবচিন্তা স্থির হইলে, স্ত্রী, পুরুষ, কি নপুংসক ইহা স্থির করিতে পিণ্ডাঙ্ক অর্থাৎ ঐ বর্ণাঙ্ক সমষ্টিকে ৩ দিয়া হরিয়া ১ যে পুরুষ, ২ যে স্ত্রী, ও ৩যে নপুংসক জানিবে বালক, কুমার, যুবা, প্রৌঢ় কি বৃদ্ধ ইহা জানিতে, ৫ দিয়া হরিয়া ১ যে বালক ২যে কুমার, ৩যে যুবা, ৪যে প্রৌঢ় ও ৫যে বৃদ্ধ বুঝিবে শরীরের বর্ণ কিরূপ ইহা জানিতে, ৩যে হরিয়া ১যে গৌর, ২য়ে শ্যাম, ও ৩যে কৃষ্ণ বর্ণ লইবে। ২ দিয়া হরিয়া ১য়ে অঙ্গে ক্ষতচিহ্নহীন এবং ২য়ে চিহ্নহীন ধরিবে ২যে হরিলে ১যে উত্তম ও ২য়ে অধম হইবে ব্রাহ্মণাদি জাতি নিরূপণ করিতে, ৫ দিয়া হরিয়া, ১যে ব্রাহ্মণ, ২য়ে ক্ষত্রিয়, ৩যে বৈশ্য, ৪য়ে শূদ্র, এবং ৫যে ম্লেচ্ছ ও ইতর জাতি জানিবে। যদি স্ত্রী হয় তবে সতী কি অসতী জানিতে, ২যে হরিয়া ১যে সতী, ২য়ে অসতী বুঝিবে।

যদি পক্ষীচিন্তা স্থির হয়, তবে জলচর কি স্থলচর তাহা জানিতে, ২যে হরিয়া ১য়ে স্থলচর ও ২ যে জলচর বুঝিবে। ভক্ষ্য কি অভক্ষ্য ইহা জানিতে ২যে হরিয়া ১যে ভক্ষ্য, ২য়ে অভক্ষ্য ধরিবে বর্ণ জানিতে ৫য়ে হরিয়া ১যে শুক্র

২য়ে কৃষ্ণ, ৩য়ে হরিৎ, ৪বে পীত, ও ৫য়ে লোহিত বর্ণ হইবে।

যদি চতুষ্পদ চিন্তা স্থির হয়, তবে, উহ খুরী, নখী, দন্তী কি শৃঙ্গী তাহা দেখ,—৪ দ্বারা হরিবা ১যে খুরী, ২য়ে নখী, ৩যে দন্তী ও ৪যে শৃঙ্গী জন্তু বুঝিবে প্রশ্নের প্রথমাক্ষর আ কিম্বা ঐ হইলে খুরী, চ বা ছ হইলে নখী, ক বা ফ হইলে দন্তী ও ব বা ষ হইলে শৃঙ্গী বলিয়া জানিবে গ্রাম্য কি বন্য ইহা জানিতে হইলে, ২যে হরিয়া, ১যে গ্রাম্য ও ২যে বন্য বুঝিবে।

অপদ জীব স্থির হইলে, পক্ষীচিন্তার ন্যায় তাহার মধ্যে স্থলজ জলজ ও ভক্ষ্যাভক্ষ্য ভেদ করিবে বহুপদ জীব হইলে, ২য়ে হরিয়া ১যে অণ্ডজ ও ২যে স্বেদজ জানিবে

যদি ধাতু চিন্তা স্থির হয়, তবে কোন্ ধাতু তাহা জানিতে হইবে, ধাতু প্রধানতঃ দ্বিবিধ, ধাম্য ও অধাম্য, স্বর্ণরৌপ্যাদি অষ্টধাতু ধাম্য, এবং মাণিমাণিক্যাদি অধাম্য; অধাম্য ধাতু দুই প্রকার,—উত্তম ও অধম, মণিমাণিক্যাদি উত্তম ও শর্করা মৃত্তিকা প্রস্তরাদি অধম বর্ণাঙ্ককে ২ য়ে হরিয়া, ১ যে ধাম্য ও ২ যে অধাম্য জানিবে যদি ধাম্য হয়, তবে, ৮ য়ে হরিয়া ১ যে স্বর্ণ, ২ য়ে রৌপ্য, ৩যে তাম্র, ৪ যে কাংস, ৫ যে পিত্তল, ৬ যে রঙ্গ, ৭ য়ে সীসক ও ৮ যে লৌহ বুঝিবে

যদি অধাম্য হয়, তবে, ২যে হরিয়, ১য়ে উত্তম ও ২য়ে অধম জানিবে গঠিত কি অগঠিত ধাতু নিশ্চয় করিতে, ২ য়ে হরিয়া, ১য়ে গঠিত ও ২য়ে অগঠিত বুঝিবে যদি গঠিত অলঙ্কারাদি হয়, তবে কোন্ অঙ্গের ভূষণ তাহা জানিতে ৮যে হরিয়া ১য়ে মস্তকের, ২যে কর্ণের, ৩য়ে গ্রীবার, ৪য়ে বক্ষের,

সময় গণনা।

কত দিনের মধ্যে নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মের ফলভোগ হইবে, তাহা গণনা দ্বারা নির্ণয় করিতে হইলে, প্রশ্নের আদি বর্ণের প্রকৃতি অনুসারে তাহার নিরূপণ করা বর্ণের স্বরূপাদি নিম্নে প্রকাশিত হইল।

'অ ই এ ও' এই চারি বর্ণ লাভদায়ক এবং দিবসের মধ্যে ফল প্রদান করে। 'আ ঈ ঐ ঔ' এই চারি বর্ণ সুখকর ও সিদ্ধিদায়ক এবং এক মাস মধ্যে ফল প্রদান করে। 'উ ঊ অং অঃ' এই চারি বর্ণ দুঃখ প্রদ ও বিনাশক এবং বৎসরের মধ্যে ফল প্রদান করে।

'অ এ ক চ ট ত প য শ'—উত্তম, দ্বিপদ, শুক্লবর্ণ, দ্বিজ-জাতি, পুরুষ, প্রথমপ্রহর, সুগন্ধ, জ্ঞানী, মধুরস্বর, পৃথ্বী ও পুত্র দানকারী, শীঘ্র, জয়সূচক, মুক্তিপ্রদ, পূর্ব্বদিগ্বর্ত্তী, সর্ব্বার্থ সাধনকারী ও বর্ত্তমানকালাত্মক।

'ই উ গ জ ড দ ব ল স' —পূর্ব্ববর্ণিত গুণ বিশিষ্ট এবং দীর্ঘ বৈশ্যজাতি, ত্রিকোণ, বহু অর্থাৎ বহুরূপ, তৃতীয় প্রহর, পশ্চিম দিগ্বর্ত্তী ও জলাত্মক।

'আ ঐ খ ছ ঠ থ ফ র ষ' দক্ষিণদিক্, যুবা, স্ত্রী, হ্রস্ব, ভগ্ন, শূদ্র, ও চতুষ্পদ।

'ঈ ঔ ঋ ঘ ঢ ধ ভ ব হ'—বহুপদ, পীড়ক, ভবিষ্যৎকাল, উত্তরদিগ্বর্ত্তী, অধোদেশ এবং নানা দ্রব্য ও শূন্য সূচক।

'উ ঊ অং অঃ ঙ ঞ ণ ন ম'—নষ্ট, শূন্য, নিষ্ফল, সন্ধ্যাকাল, রক্তবর্ণ, পশ্চিমদিগ্বর্ত্তী, দগ্ধ, তৈজস এবং অতি দাহক; মতান্তরে ক্লীব, কুষ্ঠ, বৃদ্ধ, কুব্জ, খঞ্জ, একচক্ষু ও অশুভাত্মক।

মানসিক চিন্তা গণনায়, প্রশ্নের প্রথমাক্ষর যদি জীবমাত্রা যুক্ত থাকে তবে জীব, আর যদি মূলমাত্রাযুক্ত থাকে তবে মূল নিশ্চয় করিবে।

যদি আলিঙ্গিত বর্ণের সংখ্যা অধিক হয় তবে জীব, যদি দগ্ধ বর্ণের সংখ্যা অধিক হয় তবে ধাতু, আর যদি দীর্ঘ স্বরবর্ণ অধিক হয় তবে মূল নিশ্চয় জানিবে।

যদি অক্ষরসংখ্যায় তিনভাগ আলিঙ্গিত ও একভাগ অভি-ধূমিত হয় তবে তৎক্ষণাৎ জীব নির্দ্ধারিত করিবে

যদি সমস্ত দগ্ধ ও একটিমাত্র লঘুবর্ণ হয়, তবে নির্ভয়ে ধাতু নির্দ্দেশ করিবে

যদি সমুদয় ব্যঞ্জনবর্ণ গুলির মধ্যে অধিকাংশ জীববর্ণ হয়, তবে মূল, আর সমুদয় স্বরবর্ণ গুলির মধ্যে অধিকাংশ জীবস্বর হইলে ধাতু, ধাতু স্বর হইলে মূল, ও মূল স্বর হইলে জীব নিশ্চয় করিবে।

নষ্ট বস্তুর সন্ধান ও চোরের নামনিরূপণ।

পূর্ব্ব প্রক্রিয়ামতে, কোন্ দ্রব্য অপহৃত হইয়াছে এবং কিরূপ ব্যক্তি অপহরণ করিয়াছে তাহার নিরূপণ করিয়া, নিম্ন প্রক্রিয়া-মতে চোরের নাম নির্ণয় ও নষ্ট বস্তুর সন্ধান সাধন কর

প্রশ্নকর্ত্তা প্রশ্নকালে যে দিকে দৃষ্টিপাত করিবে, অথবা, যে দিকে অবস্থিত থাকিবে, নষ্ট দ্রব্য অথবা চোর সেই দিকেই আছে জানিবে

প্রশ্নের মধ্যে যতগুলি অক্ষর থাকিবে তত সংখ্যা, বর্ণাঙ্ক-সমষ্টি অর্থাৎ পিণ্ডাঙ্ক হইতে বাদ দাও, অবশিষ্ট রাশিকে ৩ দিয়া

এইরূপ করিয়া যদি ১ অবশেষ থাকে তবে নষ্টবস্তু বিক্রীত হইয়াছে; যদি ২ অবশেষ থাকে তবে ঐ বস্তু কাহারও নিকট গচ্ছিত রাখিয়াছে, এবং যদি শূন্য অবশেষ থাকে, তবে উহা অতি দূরস্থানে পড়িয়াছে জানিবে

পিণ্ডাঙ্ককে ৫ দিয়া হরিয়া, ১ থাকিলে নষ্টবস্তু গৃহের মধ্যেই আছে, ২ থাকিলে মৃত্তিকায় প্রোথিত আছে, ৩ থাকিলে দেবগৃহে আছে, ৪ থাকিলে বিদেশে গিয়াছে, আর ৫ থাকিলে অপরিচিত লোকে অপহরণ করিয়াছে নিশ্চয় জানিবে

চোরের নাম জানিতে হইলে প্রশ্নের বাক্যের ব্যঞ্জন বর্ণের সংখ্যাকে দ্বিগুণ করিয়া ও প্রতি মাত্রার পিণ্ডাঙ্ককে চতুর্গুণ করিয়া, সমুদয়ের সমষ্টি করিবে ও ঐ সমষ্টিকে ৮ দিয়া হরণ করিবে ১ অবশেষ থাকিলে অবর্গ অর্থাৎ স্বরবর্ণের মধ্যে কোনও বর্ণ চোরের নামের আদি বর্ণ জানিবে। এইরূপে ২ থাকিলে কবর্গ, ৩ থাকিলে চবর্গ, ৪ থাকিলে টবর্গ, ৫ থাকিলে তবর্গ, ৬ থাকিলে পবর্গ, ৭ থাকিলে যবর্গ এবং ০ থাকিলে শবর্গ মধ্যে আদি বর্ণের নির্ণয় যাইবে সন্দেহ নাই। বর্গের কোন্ বর্ণ তাহা জানিতে হইলে যদি অবর্গ হয় তবে ১৬ দিয়া, যদি ক চ ট ত বা প বর্গ হয় তবে ৫ দিয়া, ও যদি য বা শ বর্গ হয় তবে ৪ দিয়া পিণ্ডাঙ্ককে হরিয়া অক্ষর নিরূপণ করিবে।

জীবন-মরণ-গণনা।

যে কোনও ব্যক্তি পীড়িত হইলে, সেই রোগে তাহার আরোগ্য লাভ হইবে কিম্বা তাহাতেই তাহার মৃত্যু ঘটিবে, এ বিষয়ে প্রশ্ন উপস্থিত হইলে, নিম্নলিখিত মতে গণনা কর

প্রশ্নের ... গুলি অক্ষর থাকে তাহাকে দ্বিগুণ ও যত গুলি মাত্রা থাকে তাহাদের পিণ্ডাঙ্ককে চতুর্গুণ কর উভয়ের সমষ্টিকে ৮ দিয়া হরণ কর, অবশিষ্ট যে রাশি থাকিবে তাহা যদি যুগ্ম রাশি হয়, অর্থাৎ ২৪৬০ হয় তবে মৃত্যু নিশ্চিৎ, আর যদি ঐ অবশিষ্ট রাশি অযুগ্ম রাশি হয় অর্থাৎ ১৩৫৭ হয় তাহা হইলে রোগী আরোগ্য লাভ করিবে সন্দেহ নাই

(প্রকারান্তর) অক্ষরসংখ্যা ও মাত্রাসংখ্যার সমষ্টিকে ৩ দিয়া হরিয়া, ১ থাকিলে জীবন, ২ থাকিলে মরণ ও ৩ থাকিলে ঐ রোগে বহু দিন যাপন নিঃসন্দেহ ঘটিবে।

তান্ত্রিক প্রশ্ন গণনা।

প্রশ্নকর্ত্তার প্রশ্ন যদি অস্পষ্ট অথবা দীর্ঘ ও জটিল বলিয়া উক্তমতে পিণ্ডাঙ্ক ধরিয়া গণনা করা অসাধ্য বা দুরূহ বোধ হয়, তাহা হইলে নিম্ন প্রকাশিত তান্ত্রিক গণনা মতে সহজে প্রক্রিয়ার সাধন কর।

ইহাতে প্রশ্নবাক্যের পরিবর্ত্তে যদৃচ্ছা উচ্চারিত পুষ্পাদির নামে একটি মাত্র শব্দ অবলম্বন স্বরূপ হয় এবং ব...ঙ্ক এই প্রকার হয়, যথা;—

অ ১২, আ ২১, ই ১১ ঈ ১৫, উ ১৫, ঊ ২২, এ ১৮, ঐ ৩২ ও ১৯, ঔ ২৫, অং ১৩, অঃ ১১

ক ২১, খ ৩০, গ ১০, ঘ ১৫, ঙ ২১, চ ২৩, ছ ২৬. জ ২৬, ঝ ১০, ঞ ১৩, ট ২২, ঠ ৩১, ড ৪৫, ঢ ১৪, ণ ১৮, ত ১৭, থ ১৩, দ ৩৫, ধ ২৮ ন ১৮, প ২৬, ফ ২৭, ব ২৬, ভ ১৬, ম ২৬, য ১৩, র ১৩, ল ৩৫, ব ২৬, শ ৩৫, ষ ৩২, স ৩৫, হ ১২

যদি প্রাতঃকালে প্রশ্নকাল হয়, তবে কোনও একটী বালকের মুখে একটী ফুলের নাম শুনিতে হইবে। যদি মধ্যাহ্নকালে প্রশ্নকাল হয়, তবে একটী যুবার মুখে কোনও ফুলের নাম, যদি অপরাহ্ণ হয়, তবে বৃদ্ধের মুখে কোনও বৃক্ষের নাম, আর যদি রাত্রিকাল হয়, তবে যে কোনও লোকের মুখে যে কোনও একটী নদী বা দেবতার নাম শ্রবণ করিবে। এই ফুলাদির নামের যে কয়টী অক্ষর থাকে, উপরি-প্রকাশিত মতে তাহাদের বর্ণাঙ্কের সমষ্টি গ্রহণ কর,—ইহাকে ধ্রুবাঙ্ক বলিয়া জানিবে ভিন্ন ভিন্ন গণনায় ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেপকাঙ্ক দ্বারা এই ধ্রুবাঙ্ক হইতে প্রত্যক্ষ ফল বলিয়া দিবে

লাভ ক্ষতি গণনা।

যদি লাভ ও ক্ষতি সম্বন্ধে কোনও প্রশ্ন উপস্থিত হয়, তবে পূর্ব্বমতে প্রশ্নের কালানুযায়ী ব্যক্তিবিশেষের দ্বারা বস্তুবিশেষের নাম উচ্চারণ করাইয়া লইবে উহার মধ্যে যতগুলি বর্ণ থাকে তাহাদের সমষ্টিকে ধ্রুবাঙ্ক স্বরূপ গ্রহণ কর। তৎপরে লাভক্ষতি প্রশ্নের ক্ষেপকাঙ্ক '৪২' উহাতে যোগ কর হারকাঙ্ক ৩ দিয়া ঐ যোগফলকে হরণ করিলে, যদি ১ অবশিষ্ট থাকে তবে লাভ, যদি ২ থাকে, তবে অল্পলাভ, আর যদি ০ থাকে, তবে সমূহ ক্ষতি হইবে।

সুখ দুঃখ গণনা।

সুখ দুঃখ গণনা বিষয়ক প্রশ্ন হইলে, পূর্ব্বোক্তরূপে ধ্রুবাঙ্ক

লইয়া তাহাতে ক্ষেপকাঙ্ক '৩৮' যোগকর, সমষ্টিকে হারকাঙ্ক ২ দিয়া হরণ করিলে যদি ১ থাকে তবে সুখ, আর যদি ২ থাকে তবে দুঃখ হইবে।

জয় পরাজয় গণনা।

পূর্ব্বোক্তরূপে ধ্রুবাঙ্ক লইয়া, তাহার সহিত ক্ষেপকাঙ্ক '৩৪' যোগ কর, সমষ্টিকে হারকাঙ্ক '৩' দিয়া হরণ করিলে যদি '১' থাকে তবে জয়, যদি '২' থাকে তবে সন্ধি, আর যদি '০' থাকে তবে পরাজয় হইবে।

গমনাগমন গণনা।

পূর্ব্বমতে ধ্রুবাঙ্ক লইয়া তাহার সহিত ক্ষেপকাঙ্ক '৩৮' যোগ কর, সমষ্টিকে হারকাঙ্ক '৩' দিয়া হরণ করিয়া যদি '১' থাকে তবে গমন, যদি ২ থাকে তবে অবস্থিতি, আর যদি ৩ থাকে তবে নিশ্চয় ক্ষতি জানিবে।

জীবন মরণ গণনা।

উক্তরূপে ধ্রুবাঙ্ক লইয়া তাহার সহিত ক্ষেপকাঙ্ক '৪০' যোগ কর, সমষ্টিকে হারকাঙ্ক ৩ দিয়া হরণ করিলে যদি ১ থাকে তবে রক্ষা, যদি ২ থাকে তবে বহুকষ্টে রক্ষা, আর যদি ০ থাকে তবে মরণ অবধারিত জানিবে

গর্ভ সঞ্চার গণনা।

পূর্ব্বমতে গৃহিত ধ্রুবাঙ্কের সহিত ক্ষেপকাঙ্ক '৩৬' যোগ কর, সমষ্টিকে হারকাঙ্ক ৩ দিয়া হরণ করিলে, যদি ১ থাকে তবে সত্যই গর্ভসঞ্চার হইয়াছে, যদি ২ থাকে তবে সঞ্চার সত্য কিন্তু রক্ষা সংশয়, আর যদি ০ থাকে তবে গর্ভ হয় নাই, সকলই মিথ্যা জানিবে।

যাত্রা গণনা।

পূর্ব্বমতে ধ্রুবাঙ্ক লইয়া তাহার সহিত ক্ষেপকাঙ্ক '৩৯' যোগ কর, সমষ্টিকে হারকাঙ্ক ৩ দিয়া হরণ করিলে যদি ১ থাকে তবে সু যাত্রা, যদি ২ থাকে তবে মধ্য যাত্রা, যদি ০ থাকে তবে কু যাত্রা ঘটিবে।

লাগ্নিক প্রশ্ন গণনা।

যেরূপ রাশিচক্র অঙ্কিত করিয়া জন্মকালীন লগ্নাদি নিরূপিত করা যায়, সেইরূপ রাশিচক্রের অঙ্কণ করিয়া প্রশ্নকালীন লগ্নাদি নিরূপিত ও তাহা হইতে তাৎকালিক শুভাশুভ গণিত হইয়া থাকে।

জয় পরাজয় গণনা।

প্রশ্নলগ্নের তৃতীয়গৃহ হইতে অষ্টমগৃহ পর্য্যন্ত স্থানকে পৌর ও অবশিষ্ট অর্থাৎ নবম হইতে দ্বিতীয় গৃহ পর্য্যন্ত স্থানকে যায়ী কহে। পৌরস্থানে পুরবাসীর ও যায়ী স্থানে আক্রমনকারীর

শুভাশুভ গণনা হয়। যদি পৌরস্থানে শুভগ্রহ থাকে, তবে পুরবাসীর জয়, আর যদি যায়ীস্থানে শুভগ্রহ থাকে, তবে আক্রমনকারীর জয় হইয়া থাকে দশম, একাদশ ও দ্বাদশ এই তিন গৃহে যদি পাপগ্রহ থাকে, তবে আক্রমনকারীর মঙ্গল ও পুরবাসী অর্থাৎ প্রশ্নকর্ত্তার নিশ্চিৎ অমঙ্গল ঘটিবে।

কার্য্য সিদ্ধি গণনা।

প্রশ্নলগ্ন যদি শীর্ষোদয় রাশি হয় ও তাহাতে যদি শুভগ্রহ সংস্থিত থাকে এবং ঐ গৃহ যদি শুভগ্রহের বর্গ হয়, তবে প্রশ্নকর্ত্তার নিশ্চিৎ কার্য্যসিদ্ধি হইবে তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই, ইহার বিপরীত হইলে বিপরীত ফল ফলিয়া থাকে, অর্থাৎ ঐ লগ্নগৃহ পাপগ্রহের অধিষ্ঠিত, পাপগ্রহের বর্গ, ও পৃষ্ঠোদয় রাশি হইলে প্রশ্নকর্ত্তার বৃথা প্রয়াস পণ্ডশ্রম হইবে মাত্র; প্রত্যুত আরব্ধ বা কল্পিত কর্ম্মে শুভ না হইয়া বরং উহাতে অতি অশুভ উপস্থিত হইবে। যদি লগ্নস্থান মধ্যাবস্থায় থাকে অর্থাৎ শুভাশুভ গ্রহের অধিষ্ঠিত ও শুভাশুভ গ্রহের বর্গস্থান হয়, তবে কষ্টেস্রেষ্টে কার্য্যোদ্ধার জানিবে

(প্রকারান্তর) প্রশ্নকালীন লগ্নে, চতুর্থে, পঞ্চমে, সপ্তমে, নবমে বা দশমে যদি শুভগ্রহ থাকে, আর কেন্দ্রে ও অষ্টমে পাপগ্রহ না থাকে তবেই প্রশ্নকর্ত্তার কার্য্যসিদ্ধি, অন্যথায়, কার্য্যনাশ হইবে

কার্য্য সিদ্ধির কাল গণনা

প্রশ্ন সময়ের তিথি, বার, নক্ষত্র ও যোগের অঙ্কের সমষ্টিকে ৩ দিয়া পূরণ করিয়া, গুণফলে ৬ যোগ করিলে যে রাশি হইবে, সেই রাশিকে ৮ দিয়া হরণ করিলে যদি ১ থাকে তবে ১ পক্ষ পরে, যদি ২ থাকে তবে ১ মাস পরে, যদি ৩ থাকে তবে এক ঋতু পরে, যদি ৪ থাকে তবে ১ অয়ন পরে, যদি ৫ থাকে তবে ১ অহোরাত্র পরে, যদি ৬ থাকে তবে ১ প্রহর পরে, যদি ৭ থাকে তবে ২ দণ্ড অর্থাৎ ১ ঘণ্টা পরে, আর যদি ০ থাকে তবে কয়েক পলের মধ্যেই কার্য্যসিদ্ধি ঘটিবে

বিবাহ গণনা।

'বিবাহ হইবে কি না' এরূপ প্রশ্ন উপস্থিত হইলে, প্রশ্নকালীন রাশিচক্র অঙ্কিত করিয়া দেখিবে ত্রিকোণে বা কেন্দ্রে শুভগ্রহ আছেন কি না, অথবা লগ্ন হইতে তৃতীয়, পঞ্চম, ষষ্ঠ, সপ্তম বা একাদশ স্থানে রবি, বৃহস্পতি, বুধের দৃষ্টি প্রাপ্ত হইয়া চন্দ্র আছেন কি না, যদি এরূপ থাকে তবেই বিবাহ হইবে, নচেৎ বিবাহ কখনই হইবে না।

প্রবাসীর কুশল গণনা।

বিদেশস্থ আত্মীয় স্বজনের বাটী আসিবার সম্ভাবনা বোধ হইলে, প্রকৃতপক্ষে আগমন ঘটিবে কি না, নিয়মত গণনায় তাহা অবগত হও।

প্রশ্নকালীন লগ্ন স্থির কর; লগ্ন হইতে যত গৃহ অন্তরে

প্রশ্নে কোনও গ্রহের অবস্থান দেখিবে, তত সংখ্যা দ্বারা ১২ কে গুণিত কর, গুণফল যত সংখ্যা হইবে, তত দিবসের মধ্যে প্রবাসী প্রত্যাগত হইবে জানিও।

যদি কোনও গ্রহ প্রশ্নলগ্নের সপ্তম স্থান হইতে বক্রগামী হয়, তবে প্রবাসী আর ফিরিবে না জানিবে, আর যদি বক্রগামী না হইয়া সক্রম হইতে অষ্টমে গতি করে তবেই প্রবাসী স্বরায় প্রত্যাগমন বুঝিবে

প্রশ্নলগ্নের দ্বিতীয় তৃতীয় ও পঞ্চম স্থানে গ্রহ থাকিলে প্রবাসী বাটী আসিবে, আর শুক্র ও বৃহস্পতি ঐ স্থানে দৃষ্ট হইলে শীঘ্র আগমন বুঝিবে পূর্ণচন্দ্র, বৃহস্পতি, বুধ ও শুক্র ঐ তিন স্থানে অবস্থিত থাকিলে প্রশ্নকর্ত্তার নষ্ট বস্তু লাভ হইবে [illegible] থাকিলে ও কেন্দ্রে কোনও অশুভ গ্রহ না থাকিলে নির্ব্বিঘ্নে আগমন ঘটে; যদি [illegible]ষ্টমে চন্দ্র ও কেন্দ্রে শুভ-গ্রহ থাকে তবে প্রবাসী বহুধন লাভ [illegible] হইয়া আসিতেছে জানিবে

যদি কোনও পৃষ্ঠোদয় রাশি, অর্থাৎ মেষ, বৃষ, [illegible], ধনু অথবা মীন ইহাদের যে কোনটী প্রশ্নের লগ্ন হয়, এবং সেই লগ্নে যদি পাপগ্রহের দৃষ্টি থাকে, তবে জানিবে প্রবাসীর [illegible] মৃত্যু না হয় বন্ধন দশা ঘটিয়াছে; যদি লগ্ন হইতে তৃতীয় গৃহে অশুভ গ্রহের অবস্থান থাকে এবং তাহাতে কোনও শুভগ্রহের দৃষ্টি পতিত না হয়, তবে জানিবে প্রবাসী পূর্ব্বস্থান হইতে স্থানান্তরে গমন করিতেছে ষষ্ঠস্থানে যদি পাপগ্রহ থাকে এবং তাহা শুভ গ্রহের দৃষ্ট না হয়, তাহা হইলে জানিবে প্রবাসী জীবিত নাই। যদি কেন্দ্রে পাপগ্রহ থাকে ও তথায় শুভগ্রহের দৃষ্টি না

থাকে, তবে নিশ্চয় বুঝিবে প্রবল শত্রুকর্ত্তৃক প্রবাসী উৎপীড়িত হইতেছে বা শত্রু জনে তাহাকে হরণ করিযাছে

সুজাতক বিজাতক গণনা।

যে কোনও ব্যক্তি পিতার ঔরসে জন্ম গ্রহণ করিযাছে কি অপরের ঔরসে জন্মিযাছে, জানিতে হইলে এই সকল প্রক্রিয়ার অবলম্বন কর।

জাতকের কোষ্ঠী থাকে ত দেখ, জন্মলগ্ন ও চন্দ্র যে স্থানে আছে সে স্থানে যদি বৃহস্পতির দৃষ্টি না থাকে, অথবা চন্দ্র ও রবি যুক্ত না থাকে, বা যদি পাপ চন্দ্রের সহিত রবি যুক্ত হয়, তবে জানিবে ঐ ব্যক্তি অপরের ঔরসে জন্ম গ্রহণ করিযাছে

যদি জন্মতিথি দ্বিতীয়া দ্বাদশী বা সপ্তমী হয়, জন্মনক্ষত্র কৃত্তিকা, মৃগশিরা, পুনর্ব্বসু, উত্তরফল্গুনী, চিত্রা, বিশাখা, উত্তরাষাঢ়া, ধনিষ্ঠা বা পূর্ব্বভাদ্রপদ হয়, এবং জন্মবার রবি, সোম বা মঙ্গল হয়, তবে নিশ্চয় বুঝিবে ঐ ব্যক্তি পরবীর্য্যে উৎপন্ন হইয়াছে

এইরূপে ইহার প্রশ্ন গণনা করিবে যথা,—

প্রশ্নকালীন যোগ (বিষ্কুম্ভাদি) সংখ্যাকে ৫ দিয়া পূরণ করিয়া তাহাতে ১৪ যোগ কর, সমষ্টিকে হারকাঙ্ক ৩ দিয়া হরণ করিলে, যদি ১ থাকে তবে পিতার ঔরসে, যদি ২ থাকে তবে অপরের ঔরসে, আর যদি ৩ থাকে তবে উভয়ের ঔরসযোগে জন্ম হইয়াছে জানিবে।

(প্রকারান্তর) যত দণ্ড সময়ে প্রশ্ন উপস্থিত হইবে, সেই দণ্ডসংখ্যাকে ৫ দিয়া পূরণ করিয়া তাহাতে তাৎকালিক

তিথি, নক্ষত্র ও বারের সংখ্যা যোগ কর, যোগফলকে প্রশ্ন লগ্নের রাশির সংখ্যা দিয়া পূরণ করিয়া তাহাতে ক্ষেপকাঙ্ক '১৩' যোগ কর, যোগফল যে অঙ্ক হইবে তাহাকে প্রশ্নের মাসাঙ্ক দিয়া হরণ কর, যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহা যদি সমাঙ্ক অর্থাৎ ২ ৪ ৬ ৮ ১০ হয়, তবে ঐ ব্যক্তি পিতার ঔরসে জন্মিয়াছে, আর যদি বিষমাঙ্ক অর্থাৎ ১ ৩ ৫ ৭ ১১ হয়, তবে নিশ্চিৎ পরের বীর্য্যে তাহার উৎপত্তি হইয়াছে জানিবে মাসাঙ্ক চৈত্রে ১, বৈশাখে ২, জ্যৈষ্ঠে ৩, আষাঢ়ে ৪, শ্রাবণে ৫, ভাদ্রে ৬, আশ্বিনে ৭, কার্ত্তিকে ৮, অগ্রহায়ণে ৯, পৌষে ১০, মাঘে ১১ ও ফাল্গুনে ১২

পঞ্চতত্ত্ব প্রশ্ন গণনা।

প্রশ্ন পৃথ্বীতত্ত্বে * উপস্থিত হইলে মূল চিন্তা, জলতত্ত্বে অথবা বায়ুতত্ত্বে উপস্থিত হইলে জীবচিন্তা, অগ্নিতত্ত্বে উপস্থিত হইলে ধাতুচিন্তা, এবং আকাশতত্ত্বে উপস্থিত হইলে প্রশ্নকর্ত্তার কোনও নির্দ্দিষ্ট চিন্তা নাই বুঝিবে পৃথ্বীতত্ত্বে বহুপদের, জল বা বায়ুতত্ত্বে দ্বিপদের, অগ্নিতত্ত্বে চতুষ্পদ এবং আকাশতত্ত্বে পদহীন জীবের চিন্তা হইতেছে জানিও।

যদি চন্দ্রনাড়ীতে পৃথ্বী ও জলতত্ত্বের এবং রবিনাড়ীতে অগ্নিতত্ত্বের উদয়কালে প্রশ্ন উত্থাপিত হয়, তবে, যে কোনও বিষয়ক হউক না, সে প্রশ্ন শুভফলপ্রদ ও সুসিদ্ধ হইবে

* পঞ্চতত্ত্ব ও স্বরজ্ঞান দেখ

প্রশ্নকালে পৃথ্বী ও জলতত্ত্বের প্রবাহ শুভপ্রদ, অগ্নিতত্ত্বের প্রবাহ মিশ্রফলপ্রদ, এবং বায়ু ও আকাশ তত্ত্বের প্রবাহ অশুভ প্রদ ক্ষতি ও মৃত্যু প্রদায়ক হইয়া থাকে

পৃথ্বীতত্ত্বে বিলম্বে লাভ, জলতত্ত্বে তৎক্ষণাৎ লাভ, বহ্নি ও বায়ুতত্ত্বে ক্ষতি ও হানি এবং আকাশতত্ত্বে নিষ্ফলপ্রশ্ন জানিবে।

জীবীত, জয়, লাভ, কৃষি, ধন, কর্ষণ, মন্ত্র, অর্থ, যুদ্ধ এবং গমনাগমন প্রভৃতি প্রশ্নে, জলতত্ত্বে আগমন, পৃথ্বীতত্ত্বে নির্ব্বিঘ্নে সমভাবে স্থিতি, বায়ুতত্ত্বে গমন, এবং আকাশ ও অনলতত্ত্বে হানি ও মৃত্যু সংঘটন হয়।

(প্রবাসীপ্রশ্ন) বায়ু যখন চন্দ্র সূর্য্যকে পরিত্যাগ করিয়া, রাহুগত হয়, সেই সময়ে প্রবাসীপ্রশ্ন উপস্থিত হইলে বুঝিবে সে ব্যক্তি অস্থির ও উৎকণ্ঠিত হইয়া পূর্ব্বস্থান হইতে স্থানান্তর গমনের অপেক্ষা করিতেছে; জলতত্ত্বে প্রশ্ন হইলে বাটী আসিতেছে, পৃথ্বী ও বায়ুতত্ত্বের প্রশ্নে কুশলে আছে, এবং অগ্নিতত্ত্বের প্রশ্নে প্রবাসীর প্রাণ বিয়োগ হইয়াছে বুঝিবে

বিবিধ গণনা।

সন্তান গণনা।

প্রশ্নের তিথির অঙ্ককে চতুর্গুণ কর; তাহাতে প্রশ্নের বার ও যোগের অঙ্ক ও অতিরিক্ত ১ যোগ করিয়া সমষ্টির অর্দ্ধেক গ্রহণ কর, পরে এই গৃহিত অঙ্ককে ৩ দিয়া পূরণ করিয়া ৪ দিয়া হরণ কর; যদি ১ থাকে তবে কালবিলম্বে সন্তান

জন্মিবে, যদি ২ থাকে তবে কখনও সন্তান জন্মিবে না; আর যদি ০ থাকে তবে শীঘ্র সন্তান জন্মিবে জানিবে

কন্যা পুত্র গণনা।

প্রশ্নের বর্ণাঙ্ক, মাত্রাঙ্ক, এবং বার, তিথি ও নক্ষত্রের অঙ্ক একত্র সমষ্টি করিয়া ৭ দিয়া হরণ করিলে যদি অযুগ্মাঙ্ক অর্থাৎ ১।৩ ৫ ৭ ইহার কোনও অঙ্ক অবশেষ থাকে তবে পুত্র জন্মিবে, আর যদি যুগ্মাঙ্ক অর্থাৎ ২।৪ ৬ ইহার কোনও অঙ্ক থাকে তবে কন্যা জন্মিবে জানিবে।

(অন্য মতে)

গর্ভিণীর নামের অক্ষর সংখ্যার সহিত বার তিথি নক্ষত্র ও যোগের অঙ্কসংখ্যা একত্র করিয়া সমষ্টিকে ৩ দিয়া হরণ করিলে যদি ১ থাকে তবে পুত্র, যদি ২ থাকে তবে কন্যা, আর যদি ০ থাকে তবে গর্ভপাত হইবে জানিও

সধবা-বিধবা গণনা।

অর্থাৎ

স্ত্রীপুরুষের অগ্রপশ্চাৎ মৃত্যু নির্ণয়

স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ের নামে যত গুলি অক্ষর থাকে তাহার ব্যঞ্জন সংখ্যাকে দ্বিগুণ ও মাত্রার সংখ্যাকে চতুর্গুণ করিয়া সমষ্টিকে ৩ দিয়া হরণ কর, যদি অবশিষ্ট অঙ্ক ১ এক অথবা ০ হয়, তবে স্ত্রী বিধবা হইবে অর্থাৎ পুরুষ অগ্রে মরিবে, আর

যদি অবশিষ্ট অঙ্ক ২ হয়, তবে স্ত্রী সধবা থাকিবে অর্থাৎ স্বামীর অগ্রে স্ত্রী মরিবে।

দিব্য নারী গণনা।

জাতকের জন্মকালে যদি তাহার মাতার মৃত্যু হয় এবং পিতা প্রবাসে থাকে, তবে তাহার বিবাহ কালে দিব্যনারী লাভ হইবে অর্থাৎ তাহার পরমসুন্দরী স্ত্রী হইবে

যে পুরুষ উচ্চরাশিতে, উত্তরাষাঢ়া বা শতভিষা নক্ষত্রে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, পরম রূপবতী কন্যার সহিত তাহার বিবাহ হইবে, ইহা নিশ্চয় জানিও

আয়ু গণনা।

আয়ুর্গণনা সকল গণনার প্রধান, জীবন থাকিলেই তবে জীবনের ফলাফল জ্ঞানের প্রয়োজন,—বিবিধ উপায়ে জাতকের পরমায়ু নিরূপণ হইয়া থাকে, কিন্তু, খনার প্রচলিত সামান্য গ্রাম্য কবিতার এক চরণে যে আয়ুর্গণনা নিরূপিত হইয়াছে, বহু তর্কের মিমাংসায় বহু জ্যোতির্ব্বিদগণের সর্ব্ববাদিসম্মতিক্রমে, তাহাই সকল গণনার সার ও একমাত্র অভ্রান্ত বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে

পলকে জীবন বার দিন। খনা

জাতক ভূমিষ্ঠ হইবার পরে, জন্ম নক্ষত্রের ভোগ্যমান যত দণ্ডপল থাকে, তাহাকে পল করিয়া, প্রতি পলে ১২ দিন হিসাবে পরমায়ুর পরিমান করিবে।

পীশাচ প্রশ্ন

বা

অঙ্গবিদ্যা ।

পিশাচ-প্রশ্ন-গণনায় পূর্ব্বপ্রক্রিয়াগত লগ্নজ্ঞান, তত্ত্বনির্ণয়, প্রশ্নাক্ষর নিরূপণ বা তন্ত্রশিক্ষা প্রভৃতি কিছুরই প্রয়োজন হয় না প্রশ্নকর্ত্তার অবস্থান, অঙ্গচালনা, হস্তস্থিত বস্তু অথবা সম্মুখস্থ যে কোনও পদার্থ দৃষ্টিমাত্র করিয়া, ইহা দ্বারা অতি সহজে যে কোনও প্রশ্নের সমাধান করা যায় পবিত্রক্রিয় নিগূঢ়মন্ত্র দৈবজ্ঞ দৈবজ্ঞান প্রভাবেই প্রশ্নের উত্থাপন হইতে না হইতে তাহার উত্তর প্রদান করিবেন

যে কোনও স্থানে বসিয়া গণনা করিলে, অভীষ্টফল পাওয়া যাইবে না যে সকল স্থান শাস্ত্রে শুভ বলিয়া কীর্ত্তিত ও প্রশংসিত আছে, সেইরূপ স্থানে অবস্থান করিয়া ইহার গণনা করিবে কোন্ কোন্ স্থান শুভ আর কোন্ কোন্ স্থান অশুভ তাহা বর্ণিত হইতেছে

যে সকল স্থান সুন্দর স্নিগ্ধ ও মনোরম, মনোজ্ঞ পাদপগণ ফলকুসুমে সুশোভিত হইয়া যে স্থানে সুষমা বৃদ্ধি করিতেছে, শ্যামল শস্যক্ষেত্র বা শষ্পবীথিকাসকলে বেষ্টিত হইয়া প্রকৃতি যে স্থানে হাস্যমুখী হইয়া রহিয়াছে, মধুরনাদী বিহঙ্গমগণ অস্ফুট মধুর ধ্বনীতে যে স্থানে শ্রবণ রঞ্জন করিতেছে, যে স্থানে প্রস্ফুটীত সুগন্ধ কুসুমরাজি মধুকরগণের, ও সুমধুর স্বচ্ছ

শাদ্বলশোভিত সলিলরাশি তৃষিতজনের তৃপ্তিপ্রদ হইয়া রহিয়াছে, যে স্থান দেব, দ্বিজ, সিদ্ধ, সদাত্মা ও সৎপুরুষগণের আনন্দক্ষেত্র বলিয়া স্বভাবতঃ অন্তঃকরণে আনন্দ সঞ্চারিত হয়, সেই অনুত্তম রমণীয় ও পবিত্র স্থানই শাস্ত্রে সর্ব্বত্র প্রশংসনীয়, শুভ ও সম বলিয়া কীর্ত্তিত আছে। আর যে স্থান ছিন্ন-ভিন্ন কৃমিকণ্টকাদিদলিত শুষ্ক বৃক্ষসকলে সমাকীর্ণ, হিংস্র চতুষ্পদ জন্তু ও কঠোর রবকারী পক্ষী সকল কর্ত্তৃক পীড়িত, যে স্থান অতি কুৎসিৎ দর্শন, যে স্থান শ্মশান, শূন্যগৃহ, চতুষ্পথ, অপবিত্র ক্ষেত্র, উষর ভূমি, এবং অঙ্গার, অস্থি, তুষ, ভস্ম, বিষ্ঠা ও শুষ্ক তৃণাদি দ্বারা দূষিত, অথবা, যে স্থানে অস্ত্র ও মদিরা বিক্রিত হয়, নির্ব্বাসিত, নগ্ন, নাপিত, মুচি, বিপু কারা-বাসী; বাজীকর, চণ্ডাল, উন্মাদ বা রুগ্ন ব্যক্তি যে স্থানে বসতি করে, শাস্ত্রে সেই সকল স্থান অতি নিন্দনীয়, ত্যজ্য, অশুভ ও বিষম বলিয়া অভিহিত আছে

নিপুণবুদ্ধি দৈবজ্ঞ, সর্ব্বত্র, বিষম স্থান পরিত্যাগ করিয়া সম স্থানে অবস্থিত হইবেন কুত্রাপি বিষম স্থানে এই প্রশ্নের উত্থাপনা বা জল্পনা মাত্রও করিবেন না।

প্রশ্নকর্ত্তা যদি পূর্ব্ব, উত্তর ও ঈশান এই তিন দিকের কোনও দিকে অবস্থিত হইয়া প্রশ্ন করেন তবে তাহাতে শুভ, আর যদি দক্ষিণ, পশ্চিম, বায়ু নৈঋত ও অগ্নি, এই পাঁচ দিকের কোনও দিকে অবস্থিত হইয়া প্রশ্ন করেন তবে তাহাতে নিশ্চিৎ অশুভ হইবে। পূর্ব্বাহ্নকালই প্রশ্নগণনার প্রকৃত সময় ও সর্ব্বত্র প্রশস্ত, অপরাহ্ণ, সায়াহ্ন ব নিশামানের প্রশ্ন অমঙ্গলকর হয়।

প্রশ্নকর্ত্তার হস্তে বা বস্ত্রে যদি কোনও বস্তু থাকে, তাহা

দেখিয়াই প্রশ্নের উত্তর হইবে পুরুষের উরু, ওষ্ঠ, স্তন, বৃষণ (মুষ্ক), চরণ, দন্ত, বাহু, হস্ত, গণ্ড, কেশ, নখ, অঙ্গুষ্ঠ, কক্ষ, অংস, কর্ণ, শিশ্ন, জিহ্বা, গ্রীবা, জঙ্ঘা, গুল্ফ, নাভি, পার্শ্ব, বক্ষ, তালু, নেত্র ও বদন প্রভৃতি ; এবং নারীর ভ্রূ, নাসিকা, নিতম্ব, বলি, কটি ও অঙ্গুলিরেখা (অঙ্গুলিচিহ্ন) প্রভৃতি, এবং নপুংসকের মুখ, মস্তক, ও কপাল এবং রুক্ষ ক্ষত ও কৃশ বা ভগ্নাঙ্গ প্রভৃতি দ্বারা শুভাশুভ নির্ণয় করিবে ।

প্রশ্নকর্ত্তা, প্রশ্ন করিবার সময় যদি আপনার পদাঙ্গুষ্ঠ স্পর্শ বা সঞ্চালন করে, তবে চক্ষুরোগ উপস্থিত হইবে , যদি অঙ্গুষ্ঠ ভিন্ন অপরাঙ্গুলি হয়, তবে কন্যাশোক হইবে

যদি প্রশ্নকর্ত্তা, তৎকালে মস্তকে আঘাত প্রাপ্ত হয় তবে রাজভয়, যদি ঐ আঘাত বক্ষস্থলে ঘটে, তবে পত্নীবিরহ শঙ্কা উপস্থিত জানিবে ।

যদি প্রশ্নকালে প্রশ্নকর্ত্তা পদাঙ্গুষ্ঠ দ্বারা ভূমি বিলেখন করে, তবে ক্ষেত্রচিন্তা, আর যদি পাদ কণ্ডূয়ন করে তবে দাসীচিন্তা জানিবে

প্রশ্নকালে যদি তাল, ভূর্জ্জপত্র বা পট্টবস্ত্র দৃষ্টিপথে পতিত হয়, তবে কেশ, তুষ, অস্থি বা ভস্ম সম্বন্ধীয় প্রশ্ন, যদি রজ্জু জাল দৃষ্ট হয় তবে ব্যাধি সম্বন্ধীয় প্রশ্ন, এবং যদি বল্কল দৃষ্ট হয় তবে জ্ঞাতি বা বন্ধন সম্বন্ধীয় প্রশ্ন বুঝিবে

প্রশ্নকালে যদি বৃদ্ধ দৃষ্টিগোচর হয়, তবে বন্ধু বা বেশ্যা সম্বন্ধীয়, যদি পরিব্রাট দৃষ্ট হয়, তবে ধন বা নবপ্রসূতি নারী সম্বন্ধীয়, এবং যদি উন্মাদ দৃষ্ট হয় তবে নৃপতি বা দ্যূতক্রীড়া সম্বন্ধীয় প্রশ্ন হইবে

প্রশ্ন সময়ে শাক্য দৃষ্টে তস্কর, উপাধ্যায দৃষ্টে দম্পতি, আহত দৃষ্টে ব্যবসায়ী, নিগ্রন্থ দৃষ্টে দাসী, নিমিত্ত দৃষ্টে আক্রমণকারী, নিগম দৃষ্টে বিক্রেয় বস্তু এবং কৈবর্ত্তজাতি দৃষ্টে অতিশত্রু বা বধ্যপ্রাণী সম্বন্ধে প্রশ্ন জানিবে।

প্রশ্নকালে গাভী দৃষ্ট হইলে মেধ, হস্তী দৃষ্ট হইলে ধন, মহিষ দৃষ্ট হইলে ভবন, পক্ষ দৃষ্ট হইলে চন্দন, বৌপ্য দৃষ্ট হইলে কৌষেয় বসন এবং ব্যাঘ্র দৃষ্ট হইলে ভূষণ লাভ হইবে

প্রশ্নকালে ধান্য, পূর্ণপাত্র বা পূর্ণকুম্ভ দর্শনে কুটুম্ববৃদ্ধি হস্তির মল দর্শনে ধনহানি, গোময় দর্শনে যুবতিবিনাশ, ও কুক্কুর পুরীষ দর্শনে সুহৃদক্ষয় বুঝিবে

প্রশ্নকালে তপস্বী দর্শনে প্রবাসীজন, শৌণ্ডিক দর্শনে পশুপালন, এবং উঞ্ছবৃত্তি দর্শনে প্রশ্নকর্ত্তার বিপদ ও বন্ধন বিষয়ক প্রশ্ন জানিবে

প্রশ্নকালে পিপ্পলী দৃষ্টে নারী বিষয়, মরিচ দৃষ্টে পুরুষবিষয় শুণ্ঠি দৃষ্টে দুষ্টজন, বালা দৃষ্টে পীড়িত ব্যক্তি, লোধ দৃষ্টে অন্ন (পথ) বিষয়, কুড দৃষ্টে পুত্র, বসন দৃষ্টে ধন, বারি দৃষ্টে ধান্য জীবক দৃষ্টে কন্যা, গন্ধমাংসী দৃষ্টে দ্বিপদ, শতপুষ্পা দৃষ্টে চতুষ্পদ এবং তগর দৃষ্টে ভূমি সম্বন্ধীয় প্রশ্ন ইহা নিশ্চয় জানিবে

প্রশ্নকালে যদি বিধ, তুষ অস্থি, রোদনধ্বনি বা ক্ষুৎ (হাঁচির শব্দ) গোচর হয় তাহা হইলে, পীড়িতের মৃত্যু বুঝিবে; যদি সহসা গৃহাভ্যন্তরে বাত্যা প্রবিষ্ট হইয়া বহিয়া যায়, তবে অনুমান করিবে কোনও ব্যক্তি পথ্যবিষয়ে অত্যাচারী হইয়া বা অতিভোজন করিয়া মৃতবৎ হইয়াছে

প্রশ্ন সময়ে প্রশ্নকর্ত্তার হস্তে বটফল থাকিলে ধন, মধুকফল

থাকিলে স্বর্ণ তিন্দুকফল থাকিলে মনুষ্য, জম্বুফল থাকিলে ধাতু, অশ্বত্থফল থাকিলে বস্ত্র, আম্রফল থাকিলে রৌপ্য এবং বদরীফল থাকিলে তাম্রলাভ হইবে জানিও

প্রশ্নকর্ত্তা যদি প্রশ্ন করিবার সময়ে, অন্তঃস্থ অঙ্গ সঞ্চালিত করে তবে স্বজন সম্বন্ধীয় প্রশ্ন, যদি বহিরঙ্গ চালিত করে তবে অপর ব্যক্তি সম্বন্ধীয় প্রশ্ন, যদি পাদাঙ্গুলি চালিত করে তবে দাসদাসীবিষয়ক প্রশ্ন,যদি জঙ্ঘা চালনা করে তবে বিদেশী ব্যক্তি বিষয়ে প্রশ্ন, যদি নাভি সঞ্চালন করে তবে ভগিনী সম্বন্ধে প্রশ্ন ও যদি বক্ষ চালনা করে তবে নারী সম্বন্ধীয় প্রশ্ন বুঝিবে

প্রশ্নকর্ত্তা হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ স্পর্শ করিলে পুত্র, এবং অপর অঙ্গুলি স্পর্শ করিলে কন্যা বিষয়ে প্রশ্ন জানিবে

প্রশ্নকর্ত্তা প্রশ্নকালে যদি জঠর স্পর্শ করে তবে জননী যদি মস্তক স্পর্শ করে তবে গুরু,যদি দক্ষিণবাহু স্পর্শকরে তবে ভ্রাতা এবং যদি বাম বাহু স্পর্শ করে তবে ভ্রাতৃপত্নীর চিন্তা জানিবে

যদি অন্তঃস্থ অঙ্গ ত্যাগ করিয়া প্রশ্নকর্ত্তা আপনার বাহ্য অঙ্গ স্পর্শ করে কিম্বা যদি প্রশ্নকালে শ্লেষ্মা মূত্র বা মলত্যাগ করে, আর সেই সময়ে হস্তস্থিত বস্তু ভূতলে পড়িয়া যায় অথবা যদি প্রশ্নকর্ত্তা প্রশ্নকালে শরীর অবনত করে, কিম্বা সেই সময়ে কেহ রিক্তভাণ্ড অর্থাৎ শূন্য কলস লইয়া চলিয়া যায়, তাহা হইলে তস্করবিষয়ক চিন্তা হইতেছে নিশ্চয় বুঝিবে

প্রশ্নকালে যদি 'হৃত' 'পতিত' 'ক্ষত' 'বিনষ্ট' 'মৃত' বা 'গত' ইত্যাদি সূচক কথা শুনা যায়, তবে তস্কর চিন্তা হইতেছে এবং ঐ নষ্টদ্রব্য আর পাওয়া যাইবে না ইহা বুঝিবে

যদি প্রশ্নকারক আপনার ললাট স্পর্শ করে কিম্বা হৃদয়

স্পর্শ করে, অথবা গ্রীবা স্পর্শ করে, কিম্বা যদি তৎকালে শস্তশীর্ষ (শীষ) দৃষ্ট হয়, তবে অন্নবিষয়ক চিন্তা জানিবে।

প্রশ্নকর্ত্তা প্রশ্নকালে স্বীয় কুক্ষি স্পর্শ করিলে আকাঙ্ক্ষিত দ্রব্য, মুখ বিকৃত করিলে অম্লরস দ্রব্য, হিক্কা ত্যাগ করিলে কটু তিক্ত, কষায় বা উষ্ণদ্রব্য, এবং নিষ্ঠীবন পরিত্যাগ করিলে লবণাক্ত দ্রব্য সম্বন্ধীয় চিন্তা জানিও

যদি প্রশ্নকালে হিংস্র জন্তু দৃষ্ট হয়, কিম্বা প্রশ্নকর্ত্তা যদি তৎকালে শ্লেষ্মা ত্যাগ করে, তবে শুষ্ক ও তিক্ত বস্তু সম্বন্ধীয় প্রশ্ন, আর যদি প্রশ্নকারক স্বীয় ভ্রূ, গণ্ড বা ওষ্ঠ স্পর্শ করে তবে বুঝিবে সেই ব্যক্তি অভক্ষ্য ভোজন করিয়াছে।

গর্ভ সম্বন্ধীয় প্রশ্ন উপস্থিত হইলে নিম্নলিখিত মতে সমাধান কর

প্রশ্নকর্ত্তা প্রশ্নকালে যদি অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা অপরাঙ্গুলি বা ভ্রূ স্পর্শ করে কিম্বা যদি তৎকালে মাতা পুত্র ও ধাত্রী নিকটে থাকে, অথবা যদি ঘৃত, মধু বা স্বর্ণ প্রবালাদি রত্ন দৃষ্ট হয়, তবে গর্ভ সম্বন্ধীয় প্রশ্ন উপস্থিত বুঝিবে

গর্ভপ্রশ্ন সময়ে, প্রশ্নকর্ত্তা যদি জঠর স্পর্শ করে তবে নিশ্চয় গর্ভ হইয়াছে জানিবে; যদি প্রশ্নকর্ত্তা উদর আকুঞ্চিত করে, হস্তের উপর হস্ত স্থাপন করে, কিম্বা যদি তৎকালে তাহার আসন পরিচালিত হয়, বা সেই সময়ে কোনও দুর্নিমিত্ত দৃষ্ট হয় তবে গর্ভের সঞ্চার হয় নাই বুঝিবে

গর্ভপ্রশ্ন সময়ে পানীয় দ্রব্য, অন্ন, পুষ্প ও ফল দৃষ্ট হইলে মঙ্গলদায়ক হয়।

প্রশ্নকর্ত্তা প্রশ্নকালে দক্ষিণ নাসা স্পর্শ করিলে একমাস

পরে, বাম নাসা বা কর্ণ স্পর্শ করিলে দুই মাস পরে, এবং স্তন স্পর্শ করিলে চারিমাস পরে প্রসব হইবে জানিও

প্রশ্নকর্ত্তা প্রশ্নকালে যদি কোন পুরুষ দর্শন বা স্পর্শ করে তাহা হইলে পুত্র, যদি নারী দর্শন বা স্পর্শ করে তবে কন্যা, এবং ক্লীব দর্শন বা স্পর্শ করে তবে নপুংসক সন্তান হইবে।

যদি প্রশ্নকালে প্রশ্নকর্ত্তা, মস্তকের শিখা স্পর্শ করে, তাহা হইলে তিন পুত্র দুই কন্যা, যদি কর্ণ স্পর্শ করে তবে পাঁচ পুত্র, যদি হস্ত স্পর্শ করে তবে তিন পুত্র, এইরূপ করাঙ্গুষ্ঠ স্পর্শ করিলে পাঁচ পুত্র, এবং পদাঙ্গুষ্ঠ বা পার্শ্বদ্বয় স্পর্শ করিলে কন্যা-মাত্র জন্মিবে জানিও

উক্তরূপে বাম উরু স্পর্শ করিলে দুই কন্যা, দক্ষিণ উরু স্পর্শ করিলে দুই পুত্র, মধ্যললাট স্পর্শ করিলে চারি কন্যা এবং প্রান্ত-ললাট স্পর্শ করিলে তিন কন্যা উৎপন্ন হইবে জানিবে।

রাক্ষসী-বিদ্যা।

প্রশ্নকর্ত্তাকে যে কোনও একটী ফলের নাম উচ্চারণ করিতে বলিবে, কথিত ফলের আদ্যাক্ষর লইয়া সংজ্ঞাষ্টক অবলম্বনে প্রশ্নের উত্তর প্রদান কর

সংজ্ঞাষ্টক—১ ধ্বজ, ২ ধূম্র, ৩ সিংহ, ৪ শ্বান, ৫ বৃষ, ৬ খর, ৭ গজ ও ৮ ধ্বাঙ্ক্ষ

বর্ণমালার অষ্ট বর্গ এই অষ্ট সংজ্ঞায় বিভক্ত; অর্থাৎ অবর্গ বা সমুদায় স্বরবর্ণে ধ্বজ, কবর্গ বা ক খ গ ঘ ঙ এই পঞ্চবর্ণে ধূম্র, চবর্গ বা চ ছ জ ঝ ঞ এই পঞ্চবর্ণে সিংহ, টবর্গ বা ট ঠ ড ঢ ণ এই পঞ্চবর্ণে শ্বান, তবর্গ বা ত থ দ ধ ন এই পঞ্চবর্ণে বৃষ, পবর্গ বা প ফ ব ভ ম এই পঞ্চবর্ণে খর, যবর্গ বা য র ল ব এই চারিবর্ণে গজ ও শবর্গ বা শ ষ স হ এই কয় বর্ণে ধ্বাঙ্ক্ষ সংজ্ঞা হয়।

ঐ অষ্ট সংজ্ঞায় অষ্টবর্গ আবার সপ্তগ্রহ দ্বারা বিভক্ত হয়;—ধ্বজ বা অবর্গের অধিপতি রবি গ্রহ, ধূম্র বা কবর্গের অধিপতি মঙ্গল গ্রহ, সিংহ বা চবর্গের অধিপতি শুক্রগ্রহ, শ্বান বা টবর্গের অধিপতি বুধগ্রহ, বৃষ বা তবর্গের অধিপতি বৃহস্পতিগ্রহ, খর বা পবর্গের অধিপতি শনিগ্রহ এবং গজ ও ধ্বাঙ্ক্ষ বা যবর্গ ও শবর্গের অধিপতি চন্দ্রগ্রহ হয়

পুনশ্চ, দ্বাদশ রাশিতে ঐ অষ্ট সংজ্ঞা এইরূপে বিভক্ত হয়,

যথা ;—ধ্বজে সিংহরাশি, ধূম্রে মেষ ও বৃশ্চিক রাশি, সিংহে তুলা ও বৃষরাশি, শ্বানে মিথুন ও কন্যারাশি, বৃষে ধনু ও মীনরাশি, খরে মকর ও কুম্ভরাশি, এবং গজে ও ধ্বাঙ্ক্ষ কর্কটরাশি হয় তাহা হইলেই—

প্রশ্নকর্ত্তা যে ফলের নাম উচ্চারণ করিবে, তাহার আদিবর্ণ যদি 'অ আ ই ঈ উ ঊ এ ঐ ও ঔ অং অঃ' ইহার কোনও অক্ষর হয়, তবে তাহার সংজ্ঞা ধ্বজ, গ্রহ রবি, ও রাশি সিংহ হইবে। যদি ফলের আদিবর্ণ 'ক খ গ ঘ' ইহার কোনও অক্ষর হয়, তবে তাহার সংজ্ঞা ধূম্র, গ্রহ মঙ্গল ও রাশি মেষ এবং বৃশ্চিক হইবে। যদি 'চ ছ জ ঝ' ইহার কোনও বর্ণ হয়, তবে তাহার সংজ্ঞা সিংহ, গ্রহ শুক্র ও রাশি তুলা ও বৃষ হইবে। ইত্যাদি

এই ধ্বজাদি অষ্টসংজ্ঞা দ্বারা ভূতভবিষ্যৎবর্ত্তমান ত্রিকালের সকল প্রশ্নই অতি সহজে গণনা করা যায়।

পরমায়ু গণনা।

প্রশ্নকর্ত্তার উচ্চারিত ফলের আদ্যক্ষর যদি ধূম্র হয় তবে ১ বৎসর, যদি ধ্বজ বা সিংহ হয় তবে ৬ বৎসর, যদি শ্বান তবে ২০ বৎসর, যদি খর হয় তবে ৩০ বৎসর, যদি গজ হয় ৫০ বৎসর ও যদি বৃষ হয় তবে ৬০ বৎসর পরমায়ু জানিবে।

সত্য মিথ্যা গণনা।

উচ্চারিত ফলের আদ্যক্ষর যদি ধ্বজ, গজ, বৃষ বা সিংহ হয় তবে সত্য, আর যদি ধূম্র, শ্বান, খর বা ধ্বাঙ্ক্ষ হয় তবে প্রশ্ন মিথ্যা জানিবে

গর্ভস্থ সন্তান গণনা।

উচ্চারিত ফলের নাম যদি ধ্বজ, গজ, বৃষ বা সিংহ হয় তবে গর্ভিণীর পুত্র হইবে, আর যদি ধূম্র, শ্বান, খর বা ধ্বাঙ্ক্ষ হয় তবে কন্যা জান্মিবে

কার্য্য সিদ্ধি গণনা

ফলের আদিবর্ণ যদি ধ্বজ বা গজ হয়, তবে স্থির কার্য্য সিদ্ধি যদি বৃষ বা সিংহ হয় তবে শীঘ্র কার্য্য সিদ্ধি, যদি খর বা শ্বান হয় তবে বিলম্বে কার্য্য সিদ্ধি, আর যদি ধূম্র বা ধ্বাঙ্ক্ষ হয় তবে কার্য্য সিদ্ধি হইবে না বুঝিবে

লাভালাভ গণনা।

আদিবর্ণ যদি ধ্বজ, গজ, বৃষ বা সিংহ হয় তবে নিশ্চিৎ লাভ হইবে, আর যদি খর, শ্বান, ধূম্র বা ধ্বাঙ্ক্ষ হয় তবে লাভ কোনও কপেই হইবে

।, আ

। বু

হার (মোকদ্দমা) গণনা।

উচ্চারিত ... বা সিংহ হইলে মোকর্দ্দমায় মঙ্গ... ধ্বাঙ্ক্ষ হইলে অমঙ্গল ঘটিবে

যশ অপযশ গণনা।

...লের আদ্যক্ষর যদি ধ্বজ, গজ বৃ...

...যশ ঘটিবে জানিও

... গণনা।

ফলের আদিব... া, ব... জানিতে হইলে ধ্বজ গমাগম বুঝিবে, ... শ্বান, আশঙ্কা করিও না

প্রবাসীর কুশলাকুশল গণনা।

ধ্বজ, গজ, বা বৃষ বা সিংহ আদিবর্ণ হইলে প্রবাসী কুশলে আছে জানিবে, আর খর, শ্বান, ধূম্র বা ধ্বাঙ্ক্ষ হইলে তাহার অকুশল ঘটীয়াছে।

প্রবাসীর গতি গণনা।

ধ্বজ অথবা গজ সংজ্ঞা হইলে প্রবাসী স্থির আছে, বৃষ বা সিংহ সংজ্ঞা হইলে প্রবাসী চঞ্চল হইয়াছে, শ্বান বা ধূম্র সংজ্ঞা হইলে প্রবাসী যাত্রা করিয়াছে, এবং খর বা ধ্বাঙ্ক্ষ সংজ্ঞা হইলে প্রবাসী কাষ্ঠক যানে আরোহণ করিয়াছে জানিবে।

মাস গণনা।

মাস ঘটিত প্রশ্ন হইলে, ধ্বজ সংজ্ঞায় ১ পক্ষ, ধূম্র সংজ্ঞায় সপ্তাহ, সিংহ সংজ্ঞায় ২০ দিন, শ্বান সংজ্ঞায় ১ মাস, বৃষ সংজ্ঞায় দেড় মাস, খর সংজ্ঞায় ২ মাস, গজ সংজ্ঞায় ৩ মাস [illegible] সংজ্ঞায় অয়ন অর্থাৎ ৬ মাস জানিবে [illegible]

দিন গণনা।

দিনঘটিত প্রশ্ন হয় তবে ৩০ বৎসর, যদি [illegible] দিন, শ্বানে ২০ [illegible] বৃষ হয় তবে ৬০ বৎসর ঃ খরে ও ধ্বাঙ্ক্ষে [illegible]রমায়ু জানিবে

সত্য মিথ্যা গণন।

উচ্চারিত ফলের আদ্যক্ষর যদ্যি প্রশ্নের গণনা করিতে হইলে, যদি [illegible]বে সত্য, আর যদি ধূম্র, শ্বান হয়, তবে শীঘ্রই হইবে, আর [illegible]থ্যা জানিবে [illegible] সংজ্ঞা হইলে বৃষ্টি হইবে না জানিবে।

বহুবিষয় প্রাপ্তি গণনা।

ধ্বজ, গজ, বৃষ বা সিংহ সংজ্ঞা হইলে বহু সম্পত্তি প্রাপ্তি হইবে, খর বা শ্বান সংজ্ঞা হইলে সম্পত্তি হস্তগত ও শত্রু জয় হইবে, আর ধূম্র বা ধ্বাঙ্ক্ষ সংজ্ঞা হইলে প্রাপ্তি কিছুই হইবে না, অধিকন্তু আত্মীয়ের সহিত কলহ উপস্থিত হইবে

সামান্য বিষয় প্রাপ্তি গণনা।

উচ্চারিত ফলের আদ্যক্ষর সিংহ, শ্বান, খর বা ধ্বাঙ্ক্ষ সংজ্ঞা হইলে প্রাপ্তি হইবে, আর ধ্বজ, গজ, বৃষ বা ধূম্র সংজ্ঞা হইলে প্রাপ্তি হইবে না বুঝিবে।

মানসিক চিন্তা গণনা।

প্রশ্নকর্ত্তার উচ্চারিত ফলের আদিবর্ণ যদি ধ্বজ বা ধূম্র সংজ্ঞা হয়, তবে প্রশ্নকর্ত্তার ধাতু চিন্তা, যদি গজ বা সিংহ সংজ্ঞা হয়, তবে মূল চিন্তা, আর যদি খর, শ্বান, বৃষ বা ধ্বাঙ্ক্ষ সংজ্ঞা হয়, তবে জীব চিন্তা বুঝিবে

যশ অপযশ গণনা।

উচ্চারিত ফলের আদ্যক্ষর যদি ধ্বজ, গজ বৃষ বা সিংহ সংজ্ঞা হয় তবে অপযশ রটিবে জানিও

নষ্ট দ্রব্য গণনা।

অপহৃত দ্রব্য পাওয়া যাইবে কি না জানিতে হইলে, ধ্বজ,

গজ, বৃষ ও সিংহ সংজ্ঞাদ্বারা প্রাপ্তি বুঝিবে আর খর শ্বান, ধূম্র ও ধ্বাঙ্ক্ষ সংজ্ঞায় ক্ষয় অর্থাৎ আর পাওয়া যাইবে না জানিও

নষ্ট দ্রব্য কোন্ দিকে নীত হইয়াছে, তাহা জানিতে হইলে, ধ্বজে পূর্ব্বদিক, ধূম্রে অগ্নিকোণ, সিংহে দক্ষিণ দিক্, শ্বানে নৈঋৎ কোণ, বৃষে পশ্চিম দিক্, খরে বায়ুকোণ এবং গজে উত্তর দিক্ ও ধ্বাঙ্ক্ষ সংজ্ঞায় ঈশান কোণ বুঝিবে

চোরের জাতি কি জানিতে হইলে ধ্বজেব্রাহ্মণ, ধূম্রে ক্ষত্রিয় সিংহে বৈশ্য, শ্বানে শূদ্র, বৃষে অধ্যাপক, খরে সেবক, গজে দাসী, এবং ধ্বাঙ্ক্ষে নাপিতরজকাদি অন্ত্যজ জাতি বুঝিবে

অধিকাংশ দ্ব্যাত্মকপ্রশ্ন গণনায় পূর্ব্ব চতুঃসংজ্ঞায় শুভ ও শেষ চতুঃ সংজ্ঞায় অশুভফলের নির্দ্ধার করিলেই প্রকৃত সাবধান হয়

শুভদিন।

—•—

রবি, সোম মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি শুক্র শনি এই সপ্ত বারের মধ্যে সোম, বুধ, বৃহস্পতি ও শুক্র এই চারিটী শুভগ্রহের বার সকল শুভকর্ম্মে প্রশস্ত, আর রবি, মঙ্গল ও শনি এই তিন পাপ-গ্রহের বার, ক্বচিৎ কোনও শুভ কার্য্যে শুভপ্রদ হয় শুভবারে শুভকর্ম্ম ও সকল সৌম্যকর্ম্ম, এবং পাপবারে, ষট্‌কর্ম্ম ও সকল উগ্রকর্ম্ম করিবে।

সকল বারেরই বারবেলা ও কালবেলা পরিত্যজ্য হয় রবিবার চতুর্থ ও পঞ্চম যামার্দ্ধ* অর্থাৎ দেড় প্রহরের পর এক প্রহর বারবেলা ও কালবেলা সোমবারের দ্বিতীয় ও সপ্তম যামার্দ্ধ অর্থাৎ চারিদণ্ডের পর চারিদণ্ড ও তিন প্রহরের পর চারি-দণ্ড বারবেলা ও কালবেলা মঙ্গলবার ষষ্ঠ যামার্দ্ধ ও দ্বিতীয় যামার্দ্ধ অর্থাৎ আড়াই প্রহরের পর দণ্ড, ও ৪ দণ্ডের পর ৪ দণ্ড বারবেলা ও কালবেলা, বুধবার তৃতীয় পঞ্চম যামার্দ্ধ অর্থাৎ ১ প্রহরের পর ৪ দণ্ড, ও ২ প্রহরের পর ৪ দণ্ড বারবেল ও কাল বেলা, বৃহস্পতিবার সপ্তম ও অষ্টম যামার্দ্ধ অর্থাৎ তিন প্রহরের পর এক প্রহর বারবেলা ও কালবেলা', শুক্রবার চতুর্থ ও তৃতীয় যামার্দ্ধ অর্থাৎ এক প্রহরের পর এক প্রহর বারবেলা ও কাল বেলা, এবংশনিবার প্রথম যামার্দ্ধ, ও ষষ্ঠ যামার্দ্ধ, ও শেষ যামার্দ্ধ অর্থাৎ প্রথম ৪ দণ্ড, আড়াই প্রহরের পর ৪ দণ্ড, ও শেষ ৪ দণ্ড বারবেলা ও কালবেলা হয়।

রাত্রিকালে রবিবার ষষ্ঠ যামার্দ্ধ অর্থাৎ আড়াই প্রহরের পর ৪ দণ্ড, সোমবার চতুর্থ যামার্দ্ধ অর্থাৎ দেড় প্রহরের পর ৪ দণ্ড, মঙ্গলবার দ্বিতীয় যামার্দ্ধ অর্থাৎ ৪ দণ্ডের পর ৪ দণ্ড, বুধবার সপ্তম যামার্দ্ধ অর্থাৎ তিন প্রহরের ৪ দণ্ড' বৃহস্পতিবার পঞ্চম যামার্দ্ধ অর্থাৎ দুই প্রহরের পর ৪ দণ্ড, শুক্রবার তৃতীয় যামার্দ্ধ অর্থাৎ প্রহরের পর ৪ দণ্ড, এবং শনিবার প্রথম ও শেষ যামার্দ্ধ অর্থাৎ প্রথম ৪ দণ্ডওশেষ ৪ দণ্ড কালবেলা বলিয়া জানিবে।

বারবেলা বা কালবেলায় যাত্রা করিলে মৃত্যু, বিবাহে কন্যা বিধবা, উপনয়নে বালকের মৃত্যু হয়, অতএব সকল কর্ম্মেই বারবেলা ও কালবেলা পরিত্যাগ করিবে।

পঞ্চতিথি।

প্রতিপৎ হইতে পূর্ণিমা বা অমাবস্যা পর্য্যন্ত ১৫ তিথি ৫ ভাগে বিভক্ত,—নন্দা, ভদ্রা, জয়া, রিক্তা ও পূর্ণা। প্রতিপদ ষষ্ঠী ও একাদশী এই তিন তিথিকে নন্দ, দ্বিতীয়া সপ্তমী ও দ্বাদশী এই তিন তিথিকে ভদ্রা, তৃতীয়া অষ্টমী ও ত্রয়োদশী এই তিন তিথিকে জয়া, চতুর্থী নবমী ও চতুর্দ্দশী এই তিন তিথিকে রিক্তা, এবং পঞ্চমী দশমী ও পূর্ণিমা ব অমাবস্যা এই তিন তিথিকে পূর্ণাতিথি কহে

সিদ্ধিযোগ

শুক্রবার নন্দাতিথি হইলে সিদ্ধিযোগ হয়, এইরূপ শনিবার রিক্তা মঙ্গলবার জয়া, বুধবার ভদ্রা, বৃহস্পতিবার পূর্ণাতিথি হইলে তাহাকে সিদ্ধিযোগ কহে সিদ্ধিযোগে যাত্রাদিকর্ম্মে নামানুযায়ী ফল জানিবে

অমৃতযোগ

বুধ অথবা শনিবারে যদি নন্দাতিথি হয়, তবে তাহাকে অমৃতযোগ কহে এইরূপ, মঙ্গলবার ভদ্রা ও বৃহস্পতিবার জয়া, শুক্রবার রিক্তা, এবং রবিবার বা সোমবার পূর্ণাতিথি হইলে অমৃতযোগ হয়

পাপযোগ।

রবিবারে বা মঙ্গলবারে যদি নন্দাতিথি হয়, তবে তাহাকে

পাপযোগ কহে, এইরূপ শুক্র বা সোমবারে ভদ্রা, বুধবারে জয়া, বৃহস্পতিবারে রিক্তা, এবং শনিবারে পূর্ণাতিথি হইলে পাপযোগ হয়।

দিনদগ্ধা

যদি রবিবারে দ্বাদশী তিথি হয় তবে তাহাকে দগ্ধা কহে, এইরূপ, সোমবার একাদশী, মঙ্গলবার দ্বাদশী, বুধবার তৃতীয়া, বৃহস্পতিবার ষষ্ঠী, শুক্রবার দ্বিতীয়া, এবং শনিবার সপ্তমী হইলে দিনদগ্ধা হয়

কালঘণ্টযোগ

সোমবারে ষষ্ঠী শুক্রবারে সপ্তমী ও দশমী, বৃহস্পতিবারে অষ্টমী বুধবারে নবমী, শনিবারে দশমী, মঙ্গলবারে একাদশী ও রবিবারে দ্বাদশী হইলে কালঘণ্টযোগ হয়, কালঘণ্টযোগে কোনও কর্ম্মই সুসিদ্ধ হয় না।

বিষ্টিভদ্রা

কৃষ্ণপক্ষের তৃতীয়া ও দশমী তিথির পরার্দ্ধ অর্থাৎ শেষ ত্রিশ দণ্ড, শুক্লপক্ষের চতুর্থী ও একাদশী তিথির ঐ রূপ ত্রিশ দণ্ড, এবং অষ্টমী ও পূর্ণিমার পূর্ব্ব ত্রিশদণ্ডকে বিষ্টিভদ্রা কহে।

ষট্কর্ম্ম ও উগ্রকর্ম্মাদিভিন্ন অন্য কোনও কর্ম্ম ইহাতে

প্রশস্ত নহে বিষ্টিভদ্রার শেষ তিনদণ্ড পুচ্ছ বলিয়া কথিত, পুচ্ছে সকল কর্ম্মই সিদ্ধ হইয়া থাকে

মাসদগ্ধা।

বৈশাখের শুক্লাষষ্ঠি, আষাঢ়ের শুক্লাষ্টমী, ভাদ্রের শুক্লাদশমী কার্ত্তিকের শুক্লাদ্বাদশী, পৌষের শুক্লাদ্বিতীয়া, ফাল্গুণের শুক্লাচতুর্থী, জ্যৈষ্ঠের কৃষ্ণাচতুর্থী শ্রাবণের কৃষ্ণাষষ্ঠি, আশ্বিনের কৃষ্ণাষ্টমী, অগ্রহায়নের কৃষ্ণাদশমী, মাঘের কৃষ্ণাদ্বাদশী ও চৈত্রের কৃষ্ণাদ্বিতীয়া মাসদগ্ধা হয়।

মাসদগ্ধায় যাত্রা করিলেইপ্রতুল্য ব্যক্তিরও মৃত্যু হয়, বিবাহে কন্যা বিধবা হয়, কৃষিকর্ম্মে শস্যহানি হয়, বিদ্যারম্ভে মূর্খতা হয় স্ত্রীসহবাসে গর্ভপাত হয়, এবং বানিজ্যে মূলধনের বিনাশ হয়। অতএব বিচক্ষণ ব্যক্তিমাত্রেই ইহাতে কোনও শুভকর্ম্ম করিবে না।

ত্র্যহস্পর্শ

একদিনের মধ্যে তিন তিথি সম্পাত হইলে তাহাকে অবম, ও একতিথির মধ্যে তিনবারের সম্পাত হইলে তাহাকে ত্র্যহস্পর্শ বহে

অবম এবং ত্র্যহস্পর্শে বিবাহ বা যাত্রাদি মঙ্গল কর্ম্ম করিবে না। দানাদি কার্য্য ইহাতে প্রশস্ত জানিবে

নক্ষত্রামৃতযোগ।

রবিবারে উত্তরফাল্গুনী, উত্তরাষাঢা, উত্তর ভাদ্রপদ, রোহিণী পুষ্যা, হস্তা, মূলা ও রেবতী ইহার কোনও এক নক্ষত্র হইলে অমৃতযোগ হয়, সোমবারে শ্রবণা, ধনিষ্ঠা, মৃগশিরা, রোহিণী, পূর্ব্বফাল্গুনী উত্তরফাল্গুনী, পূর্ব্বভাদ্রপদ, উত্তরভাদ্রপদ, হস্তা ও অশ্বিনী ইহার কোনও এক নক্ষত্র হইলে অমৃতযোগ হয়; এইরূপ, যদি মঙ্গলবারে কৃত্তিকা, স্বাতি পুষ্যা উত্তরভাদ্রপদ বা রেবতী হয়, বুধবারে কৃত্তিকা, রোহিণী, শতভিষা, বা অনুরাধা হয়, বৃহস্পতিবারে অনুরাধা, স্বাতী, পুনর্ব্বসু বা পুষ্যা হয়, শুক্রবার অনুরাধা, ফল্গুনী, পূর্ব্বভাদ্রপদ, উত্তরভাদ্রপদ, অশ্বিনী বা শ্রবণা হয়, অথবা শনিবারে স্বাতী বা রোহিণী নক্ষত্র হয়, তবে সেই দিবস অমৃতযোগ হয়।

অমৃতযোগ অতি শুভদায়ক সূর্য্যের উদয়ে যেমন অন্ধকার বিনষ্ট হয় সেইরূপ অমৃতযোগে বিষ্টিভদ্রা, ব্যতিপাত আদির সকল বিঘ্ন নিবারিত হয়

ত্র্যমৃতযোগ।

রবিবারে অথবা মঙ্গলবারে যদি নন্দাতিথি হয়, আর সেই দিন কৃত্তিকা, মূলা, অশ্লেষা, চিত্রা, রেবতী, শতভিষা, আর্দ্রা, কিম্বা স্বাতী নক্ষত্র হয়, তবে তাহাকে ত্র্যমৃতযোগ কহে। সোমবারে বা শুক্রবারে যদি ভদ্রাতিথি হয় আর সেই দিন পূর্ব্বফল্গুনী, উত্তরফল্গুনী, পূর্ব্বভাদ্রপদ বা উত্তরভাদ্রপদ নক্ষত্র হয়, তবে তাহাকে ত্র্যমৃতযোগ কহে, এইরূপ, বুধবার জয়া-

তিথিযোগে মৃগশিরা, পুষ্যা, ভরণী শ্রবণা বা অভিজিৎ নক্ষত্র ঘটিলে, বৃহস্পতিবার রিক্তাতিথিযোগে কৃত্তিকা, জ্যেষ্ঠা, হস্তা, উত্তরাষাঢ়া রোহিণী, মঘা, বা পুর্ব্বাষাঢ়া নক্ষত্র হইলে অথবা শনিবার পূর্ণাতিথিযোগে হস্তা, ধনিষ্ঠা বা রোহিণী নক্ষত্র সংঘটিত হইলে সেই দিন অমৃতযোগ হইবে

অমৃতযোগ সকলযোগের শ্রেষ্ঠ এবং সর্ব্বত্র অভীষ্টফল প্রদান রিয়া থাকে

বিষযোগ।

এক দিবসের মধ্যে সিদ্ধিযোগ ও অমৃতযোগ উভয়ের সম্পাত হইলে তাহাকে বিষযোগ কহে। যেমন ঘৃত ও মধু একত্র হইলে মধুরতা ছাড়িয়া বিষময় হয়, সেইরূপ, অমৃতযোগ ও সিদ্ধিযোগ উভয়ে মিলি এই বিষযোগের উৎপাদন করে।

যেরূপ বজ্রপাতে বৃক্ষ বিনষ্ট হয়, সেইরূপ, চন্দ্রশুদ্ধি থাকিলে সকল রোগের দোষ নষ্ট হইয় থাকে।

বর্জ্জিতযোগ।

বিষ্কুম্ভ যোগের প্রথম ৫ দণ্ড, শূল যোগের প্রথম ৭ দণ্ড, গণ্ড ও ব্যাঘাত যোগের প্রথম ৬ দণ্ড, হর্ষণ ও বজ্রযোগের প্রথম ৯ দণ্ড, পরিঘ যোগের প্রথমার্দ্ধ এবং বৈধৃতি যোগের ও ব্যতি পাত যোগের সমুদায় ভাগ পরিত্যাগ করিয়া শুভ কার্য্য করিবে।

বর্জ্জিত মাস

ভাদ্র, পৌষ ও চৈত্র এই তিন মাস বর্জ্জিত মাস, ইহাতে বিবাহ, দূরযাত্রা, গৃহারম্ভ, ও ক্ষৌরকার্য্যাদি সমুদয় নিষিদ্ধ

কোন্‌বারে কোন্‌ দিকে গমনে শুভ।

শুক্রবার ও রবিবার পূর্ব্বদিকে যাত্রা করিলে শুভ হয়, সোমবার ও শনিবার "পশ্চিমদিকে" কল্যাণজনক হয়, এবং দক্ষিণদিকে মঙ্গলবারে ও উত্তরদিকে বৃহস্পতিবারে যাত্রা করিলে অবশ্য মঙ্গল হয়

দিক্‌শূল।

শুক্র ও রবিবারে পশ্চিমদিকে, বুধ ও মঙ্গলবারে উত্তর দিকে শনি ও সোমবারে পূর্ব্বদিকে, এবং বৃহস্পতিবারে দক্ষিণদিকে, দিক্‌শূল হয়। দিক্‌শূল লঙ্ঘন করিয়া যে মূঢ় কর্ম্মসিদ্ধির আশায় গমন করিবে, তাহার কার্য্য হইবে না, নিষ্ফল হইয়া সে গৃহে প্রত্যাগত হইবে

যোগিনী নির্ণয়।

যে তিথিতে যে দিকে যোগিনী থাকে, সেই তিথিতে সে দিকে গমন নিষেধ যদি বিশেষ কার্য্যবশে সে দিকে গমন অপ্রতিহার্য্য হয়, তবে, তিথির শেষ ৯ দণ্ডে কোনও মতে যাইবে না। যাত্রাকালে যোগিনী বামভাগে থাকিলে শুভফল,

পৃষ্ঠভাগে থাকিলে কার্য্যসিদ্ধি, সম্মুখে থাকিলে বধ বন্ধন ভয়, এবং দক্ষিণভাগে থাকিলে মৃত্যু হয় জানিবে।

যোগিনী, প্রতিপদ্ ও নবমী তিথিতে পূর্ব্ব দিকে থাকে, তৃতীয়া ও একাদশী তিথিতে অগ্নিকোণে থাকে, এইরূপ, পঞ্চমী ও ত্রয়োদশীতে দক্ষিণে, চতুর্থী ও দ্বাদশীতে নৈঋতকোণে, ষষ্ঠী ও চতুর্দ্দশীতে পশ্চিমে, সপ্তমী ও পূর্ণিমাতে বায়ুকোণে, এবং দ্বিতীয়া ও দশমীতে উত্তর দিকে এবং অষ্টমী ও অমাবস্যাতে ঈশানকোণে যোগিনীর স্থিতি জানিবে।

রাহু কালানল চক্র ।

রাহু অশ্বগতিক্রমে * দিবসের অষ্টযামার্দ্ধে অষ্টদিকে চক্রাকারে পরিভ্রমণ করে যখন যে দিকে রাহুর অবস্থিতি হয়, সে দিঙ্মুখ তখন কালানল তুল্য প্রজ্বলিত থাকে, কর্ম্মের ফলাকাঙ্ক্ষী বিচক্ষণ ব্যক্তিগণ সম্মুখরাহুতে কদাপি যাত্রা করিবে না। এরূপ গমনে শুভফল দূরে থাক্ পদে পদে বিঘ্ন ও অমঙ্গল উপস্থিত হয়।

রাহু রবিবারে প্রথম যামার্দ্ধে পশ্চিমে, দ্বিতীয় যামার্দ্ধে অগ্নিকোণে, তৃতীয় যামার্দ্ধে উত্তরে, চতুর্থ যামার্দ্ধে নৈঋতকোণে পঞ্চম যামার্দ্ধে পূর্ব্বে, ষষ্ঠ যামার্দ্ধে বায়ুকোণে, সপ্তম যামার্দ্ধে দক্ষিণে এবং অষ্টম যামার্দ্ধে অর্থাৎ দিবার শেষভাগে ঈশানকোণে অবস্থিতি করে অন্যবারেও, ঐরূপক্রমে গতি হইবে,—প্রথম যামার্দ্ধে সোমবারে অগ্নিকোণে, বুধবার উত্তরদিকে মঙ্গলবার

---

* সতরঞ্চ খেলায় অশ্বের গতি যেরূপ

কোণে, শুক্রবার নৈঋৎকোণে, বৃহস্পতিবার দক্ষিণদিকে ও শনিবার ঈশানকোণে স্থিতি জানিবে।

লালাটিকযোগ।

বিশেষ কার্য্যোদ্দেশে যাত্রা করিতে হইলে যাত্রাকালের রাশিচক্র অঙ্কিত করিয়া দেখ;—যদি লগ্নে সূর্য্য, দ্বিতীয়ে বা তৃতীয়ে বৃহস্পতি, চতুর্থে বুধ পঞ্চমে বা ষষ্ঠে চন্দ্র, সপ্তমে শনি, অষ্টমে বা নবমে রাহু, দশমে মঙ্গল, এবং একাদশে বা দ্বাদশে শুক্র অবস্থিত থাকে তবে তাহাকে লালাটিকযোগ কহে, এ যোগে যাত্রা করিলে, ইন্দ্রতুল্য ব্যক্তিও নিধন প্রাপ্ত হয়

কোন্ তিথিতে যাত্রায় কিরূপ ফল।

দ্বিতীয়ায় যাত্রা করিলে গন্তব্য স্থানে নির্ব্বিবাদে উপস্থিত হয় ও কার্য্যও নিষ্ফল হয় না। তৃতীয়ায় যাত্রা করিলে জয়লাভ, চতুর্থীতে বধবন্ধন ও ক্লেশ, পঞ্চমীতে কার্য্যসিদ্ধি, ষষ্ঠিতে নিষ্ফল, সপ্তমীতে ভূমি ও অর্থ লাভ, অষ্টমী তিথিতে কুত্রাপি গমন করিবে না, নবমীতে গমন করিলে মৃত্যু হইবে, দশমীতে ভূমি লাভ, একাদশীতে আরোগ্য লাভ, দ্বাদশীতে নিষ্ফল, ত্রয়োদশীতে সর্ব্বসিদ্ধি, চতুর্দ্দশী তিথিতে যাত্রা করিবে না, পূর্ণিমার যাত্রা নিষ্ফল ও অমাবস্যায় যাত্রা মৃত্যুকর জানিবে। আর প্রতিপদ্ তিথি শুক্ল ও কৃষ্ণপক্ষ ভেদে দুইপ্রকার ফল প্রদান করে, কৃষ্ণ প্রতিপদ সিদ্ধিপ্রদ ও শুক্লপ্রতিপদ নিষ্ফল জানিবে।

কোন্ নক্ষত্রে যাত্রায় কিরূপ ফল।

অশ্বিনী, অনুরাধা, রেবতী, মৃগশিরা, মূলা, পুনর্ব্বসু, পুষ্যা, হস্তা ও জ্যেষ্ঠা এই কয়টী যাত্রিক উত্তম নক্ষত্র। রোহিণী, পূর্ব্বফল্গুনী, পূর্ব্বাষাঢ়া, পূর্ব্বভাদ্রপদ, চিত্রা, স্বাতী, শতভিষা, ও ধনিষ্ঠা এই কয়টী যাত্রিক মধ্যম নক্ষত্র উত্তরফল্গুনী, উত্তরাষাঢ়া, উত্তরভাদ্রপদ, বিশাখা, মঘা, আর্দ্রা, ভরণী, কৃত্তিকা ও অশ্লেষা এই কয়টি নক্ষত্র যাত্রিক অধম বলিয়া জানিবে উত্তম নক্ষত্রে যাত্রা করিলে উত্তমফল, মধ্যম নক্ষত্রে মধ্যবিদ্ এবং অধম নক্ষত্রে যাত্রা করিলে মৃত্যুফল ঘটিয়া থাকে।

বর্জ্জিত নক্ষত্র
বা
নক্ষত্রশূল।

পূর্ব্বদিকে শ্রবণা ও জ্যেষ্ঠা, দক্ষিণ দিকে পূর্ব্বভাদ্রপদ ও অশ্বিনী, পশ্চিম দিকে পুষ্যা ও রোহিণী এবং উত্তর দিকে হস্তা ও উত্তরফল্গুনী এই অষ্টনক্ষত্র, মহাশূলস্বরূপ ইহাতে কদাপি যাত্রা করিবে না

যদি প্রতিপদ তিথিতে উত্তরাষাঢ়া, নবমীতে কৃত্তিকা, অষ্টমীতে পূর্ব্বভাদ্রপদ, একাদশীতে রোহিণী, দ্বাদশীতে অশ্লেষা, অথবা ত্রয়োদশী তিথিতে মঘা নক্ষত্র হয়, তবে তাহাতে ইন্দ্রতুল্য ব্যক্তিও যাত্রা করিলে মৃত্যুমুখে পতিত হইবে

যাত্রিক করণ।

গর বনিজ ও বিষ্টি এই তিন করণ ভিন্ন অন্য সকল করণই যাত্রায় প্রশস্ত হয়, কাহারও কাহারও মতে গরকরণও প্রশস্ত, বণিজকরণ বাণিজ্যকার্য্যে অতি শুভজনক

যাত্রিক লগ্ন।

ধনু মেষ বা তুলা লগ্নে যাত্রা করিলে বিলম্বে কার্য্যসিদ্ধি, সিংহে ও কুম্ভে স্থিরকার্য্য সিদ্ধি, কন্যা, মীন ও মিথুনে অভীষ্ট-লাভ এবং মকর কর্কটও বৃশ্চিকে যাত্রা করিলে নিশ্চিৎ মৃত্যু * হয়

কোন্ লগ্নে কোন্ দিকে যাত্রায় শুভ

পূর্ব্বদিকে ধনু সিংহ ও মেষলগ্ন প্রশস্ত, উত্তর দিকে কর্কট বৃশ্চিক ও মীনলগ্ন প্রশস্ত, পশ্চিম দিকে মিথুন তুলা ও কুম্ভলগ্ন প্রশস্ত এবং বৃষ কন্যা ও মকরলগ্ন দক্ষিণ-দিক-গমনে প্রশস্ত হয় জানিবে

যদি জন্মমাসে অষ্টমী তিথিতে জন্মনক্ষত্রের সংযোগ হয়, তবে সেই দিন যতই শ্রেষ্ঠ ও উৎকৃষ্ট হউক না, তথাপি কুত্রাপি যাত্রা করিবে না ইহাতে আয়ুক্ষয়, পীড়া ও বধবন্ধন নিশ্চিৎ ফল জানিবে

* 'মৃত্যু' সর্ব্বত্র নিধনবাচক নহে, কার্য্যহানি, মনস্তাপ, বিত্তনাশ, অপমান, রোগ, শোক ও দীনতা প্রভৃতির উৎকট আতিশয্যকেও মৃত্যু কহে।

যাত্রাগণনায় চন্দ্রতারাশুদ্ধিই সর্ব্ব প্রধান, যদি বিশেষ প্রয়োজন বিরুদ্ধ তিথিনক্ষত্রে চন্দ্রতারার অশুদ্ধি সত্ত্বেও কোথাও গমন করিতে হয়, তবে উষা বা গোধূলিতে যাত্রা করিবে।

উষাতে পূর্ব্বদিকে এবং গোধূলিতে পশ্চিমদিকে কদাপি গমন করিবে না।

নিশাবসানে যখন পূর্ব্বদিক্ আরক্ত বর্ণ ধারণ করে অথচ সূর্য্যোদয় না হয় সেই সময়কে উষা এবং দিবাবসানে যখন পশ্চিমদিক্ আরক্ত বর্ণ ধারণ করে অথচ অন্ধকার না হয় সেই সময়কে গোধূলি কহে।

যাত্রাকাল।

কোনও স্থানে যাইবার জন্য যাত্রা করিয়া যদি তিন দিনের মধ্যে যাওয়া না ঘটে, তবে পুনর্ব্বার শুভদিন দেখিয়া যাত্রা করিবে।

তিন দিন স্থলে কাহারও মতে পাঁচ দিন, কাহারও মতে সাত দিন হয়, কেহ কেহ কহেন যত দিন না যাত্রায় ফল প্রাপ্ত হয় তত দিন যাত্রা ভঙ্গ হয় না।

গন্তব্য স্থানে উপস্থিত হইয়া, তথা হইতে অন্য স্থানে যাইতে হইলেও ঐ বিধি জানিবে।

যাত্রাবিধি।

দিবসে যাত্রা করিয়া ভোজনগৃহ এবং রাত্রিতে যাত্রা করিয়া শয়নগৃহ পরিত্যাগ করিবে। গার্গ্যমুনি বলেন গৃহ হইতে গৃহান্তরে থাকিবে। ভৃগু বলেন সীমা পরিত্যাগ করিবে। ভরদ্বাজ বলেন তীর ক্ষেপণ করিলে যত দূর যায়, তত দূর অতিক্রম করিয়া থাকিবে. এবং বশিষ্ঠমুনির মতে গ্রামত্যাগ, করিয়া থাকিতে হইবে।

প্রত্যঙ্গ-বিবেক।

মানবদেহের হস্ত, পদ, মস্তক প্রভৃতিকে অঙ্গ, এবং অঙ্গুলি, বাহু, গ্রীবা, ললাট, নখ, কর্ণ ও নাসা ইত্যাদি অঙ্গের অবয়ব সকলকে প্রত্যঙ্গ কহে মানবের অবয়ব অর্থাৎ এই প্রত্যঙ্গ সমুদয়ের লক্ষণাদি দৃষ্টে তাহার চিরজীবনের শুভাশুভ লক্ষণাদির বিনির্ণয় হইয়া থাকে। পরিমাণ, প্রকৃতি ও গঠনাদিভেদে প্রত্যঙ্গ সকলের লক্ষণভেদ হয় প্রত্যঙ্গের প্রকৃত পরিমাণ রূপ, যথা;—পদতলে বৃদ্ধাঙ্গুল ও তর্জ্জনী উভয়ের পরিমাণ আপন অঙ্গুলির দুই অঙ্গুল মধ্যমা, তর্জনীর পাঁচ ভাগের চারিভাগ। অনামিকা, মধ্যমার পাঁচ ভাগের চারিভাগ, এবং কনিষ্ঠা, অনামিকার পাঁচ ভাগের চারিভাগ হয় পদতলের আয়তন চারি অঙ্গুলি ও বিস্তার পঞ্চাঙ্গুল, পদতলের উপরি

হইতে অঙ্গুলির মূলদেশ পর্য্যন্ত স্থানেরও এই পরিমাণ। পার্ষ্ণি-দেশ চারি অঙ্গুল বিস্তীর্ণ এবং আয়তনে পঞ্চাঙ্গুল। সমগ্র পাদতলের দৈর্ঘ্য চতুর্দ্দশাঙ্গুল গুল্ফ, জঙ্ঘা ও জানুর মধ্যবর্ত্তী স্থানের বিস্তার চতুর্দ্দশাঙ্গুল জঙ্ঘার দৈর্ঘ্য অষ্টাদশাঙ্গুল, ও জানুর উপবিভাগের পরিমাণ দ্বাত্রিংশতাঙ্গুল, এইরূপে সমগ্র পরিমাণ পঞ্চাশ৫ অঙ্গুলি হয় জঙ্ঘা ও উরু উভয়ের দৈর্ঘ্য একরূপ। কোষ, চিবুক, দন্ত, নাসিকাপুট, কর্ণমূল এবং নয়নের মধ্যস্থলের পরিমাণ দুই অঙ্গুল শিশ্ন, মুখবিবর, নাসিকা, কর্ণ, কপাল, গ্রীবার উচ্চতা ও চক্ষুর আয়তন চতুরঙ্গুল। যোনির বিস্তার দ্বাদশাঙ্গুল। শিশ্ন হইতে নাভি, ও নাভি হইতে গ্রীবাস্থলের পরিমাণ দ্বাদশাঙ্গুল স্তনদ্বয়ের অন্তরস্থান ও মুখমণ্ডলের দৈর্ঘ্য দ্বাদশাঙ্গুল প্রকোষ্ঠ ও মণিবন্ধের স্থূলতা দ্বাদশাঙ্গুল। বস্তি (তলপেট) ষোড়শাঙ্গুলি বিস্তীর্ণ, এবং স্কন্ধ-দেশ হইতে কনুইয়ের অন্তর ঐ ষোড়শাঙ্গুল উরুদ্বয় ও ভুজ-দ্বয়ের দৈর্ঘ্য দ্বাত্রিংশতাঙ্গুল। মণিবন্ধ হইতে কনুইয়ের অন্তর ষোড়শাঙ্গুল, হস্ততল দৈর্ঘ্যে ষড়াঙ্গুল এবং প্রসারে চতুরঙ্গুল অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জনীর অন্তরস্থান দুই মধ্যমাঙ্গুলীর পরিমাণের সমান। কর্ণ হইতে অপাঙ্গ (চক্ষুর কোণ) পঞ্চাঙ্গুল। অনা-মিকা ও তর্জনীর অন্তরস্থান সার্দ্ধ দুই অঙ্গুল এবং অঙ্গুষ্ঠ ও কনিষ্ঠার অন্তর সার্দ্ধ তিন অঙ্গুল গ্রীবা ও মুখমণ্ডল উভয়ের বিস্তার প্রত্যেকের দ্বাদশাঙ্গুল নাসিকারন্ধ্র একাঙ্গুলির চারি-ভাগের তিনভাগ, চক্ষুর তারার পরিমাণ চক্ষুর পরিমাণে চারি-ভাগের তিনভাগ, ও তারার পুত্তলীর পরিমাণ তারার নব ভাগের একভাগ। মস্তিষ্ক হইতে ললাটের ঊর্দ্ধস্থ কেশ স্থান পর্য্যন্ত

একাদশাঙ্গুল, ও পশ্চাৎ ভাগের কেশান্ত পর্য্যন্ত দশাঙ্গুল কর্ণ ও গ্রীবার অন্তর সপ্তাঙ্গুল পুরুষের বক্ষস্থল ও নারীর কটিতল পরিমাণে একরূপ নারীর বক্ষঃস্থল ও পুরুষের কটি এ উভয়েরই পরিমাণ অষ্টাদশাঙ্গুল পুরুষের সর্ব্বশরীর এক শত বিংশতি অঙ্গুল

যে রূপ পরিমাণ লিখিত হইল, পুরুষ বা নারীর সমুদয় প্রত্যঙ্গ তাহার নিজাঙ্গুলি দ্বারা যদি ঐ রূপে পরিমিত হয় তবে সেই পুরুষ বা স্ত্রী সংসারে দীর্ঘজীবন ও বহুধন সম্ভোগ করে, অধিকাংশ অঙ্গের উক্তরূপ পরিমাণ হইলে মধ্যবিধরূপে আয়ু ও ধনের অধিকার প্রাপ্ত হয়, যদি উক্তরূপে পরিমিত প্রত্যঙ্গ অতি অল্পই হয় অথবা একবারেই না থাকে, তবে সে সংসারে অতি অল্পায়ু ও অল্পবিত্তা হইয়া থাকে।

প্রত্যঙ্গের মধ্যে তিনটী বিশাল, তিনটী গভীর, পাঁচটী দীর্ঘ, পাঁচটী সূক্ষ্ম, ছয়টী উন্নত, চারিটী হ্রস্ব, এবং সাতটী রক্তবর্ণ হইলে মহা সুলক্ষণ হয় কপাল মুখমণ্ডল ও বক্ষস্থল বিশাল; নাভি, কণ্ঠস্বর ও বুদ্ধি গভীর, স্তনদ্বয়ের মধ্যস্থান, বাহুযুগল, দন্তপংক্তি, নেত্রদ্বয় ও নাসিকা এই পঞ্চস্থান দীর্ঘ; দন্ত, অঙ্গুলি-পর্ব্ব, নখ, কেশ, ও ত্বক এই পঞ্চস্থান সূক্ষ্ম, চক্ষু, কর্ণ নাসিকা, দন্ত, মুখ ও ঘাড় এই ছয়স্থান উন্নত; জঙ্ঘা, গ্রীবা, লিঙ্গ ও পৃষ্ঠ এই চারিস্থান হ্রস্ব; এবং করতল, তালু অধর, ওষ্ঠ, নখ, নয়নপ্রান্ত, চরণতল ও জিহ্বা এই সপ্তস্থান রক্তবর্ণ বিশিষ্ট হইলে সেই ব্যক্তি রাজা বা রাজ্যমান্য মহাভাগ্যবান পুরুষ হইবে সন্দেহ নাই।

দীর্ঘায়ুর লক্ষণ—হস্ত, পদ, পার্শ্ব, পৃষ্ঠ, স্তনাগ্র, দন্ত

বদন, স্বর, ও ললাটদেশ বৃহৎ; অঙ্গুলি, পর্ব্বের উচ্ছাস, বাহু ও চক্ষুদ্বয় দীর্ঘ; ভ্রু, স্তনদ্বয়ের মধ্যস্থান ও বক্ষঃস্থল বিস্তীর্ণ; জঙ্ঘা, মেঢ্র এবং গ্রীবাদেশ খর্ব্ব, নাভি এবং বুদ্ধি গম্ভীর, স্তনদ্বয় অত্যুচ্চ দৃঢ়; শ্রবণদ্বয় বিস্তৃত ও দীর্ঘ রোমাবৃত; মস্তিষ্কস্থল মস্তকের পশ্চাৎভাগে অবস্থিত; এবং স্নানান্তে অঙ্গে অনুলেপন প্রদান করিলে প্রথমে মস্তক হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমেই পাদতল পর্য্যন্ত শুষ্ক হয় ও সমস্ত অঙ্গ শুষ্ক হইলে অব শেষে বক্ষঃস্থল শুষ্ক হয়। শরীরের সন্ধিস্থান, শির ও স্নায়ু-সকল অপ্রকাশিত, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দৃঢ়, ইন্দ্রিয়সমুদয় স্থির, দেহ উত্তরোত্তর সুন্দর, আজন্ম রোগশূন্য, এবং শরীর, জ্ঞান ও বিজ্ঞান উত্তরোত্তর সংবর্দ্ধিত।

মধ্যামায়ুর লক্ষণ—চক্ষুর নিম্নভাগে তিন বা ততোধিক ব্যক্ত ও বিস্তৃত রেখা। পদদ্বয় ও কর্ণদ্বয় মাংসল, পৃষ্ঠে ঊর্দ্ধ-রেখা নাসিকা উন্নত।

অল্পায়ুর লক্ষণ—অঙ্গুলির পর্ব্ব সকল হ্রস্ব, শিশ্ন বৃহৎ, বক্ষ স্থূল ও রোম ও মাংস বিহীন। পৃষ্ঠদেশ অপ্রসর, কর্ণ যুগল কিঞ্চিদূর্দ্ধে সন্নিবিষ্ট, নাসার অগ্রভাগ উন্নত, কথা কহিতে বা হাস্য করিতে দন্তের মাংস দৃষ্ট হয়, এবং ভ্রান্তলক্ষণ অর্থাৎ উন্মত্তবৎ দৃষ্টিপাত করে

প্রত্যঙ্গ সকলের আকৃতি প্রকৃতি ও গঠনাদিভেদে মানবের যেরূপ শুভাশুভ লক্ষণের বিনির্ণয় করা যায়, তাহার সহজ বোধের নিমিত্ত, প্রত্যেঙ্গ ও তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ পৃথক্ পৃথক্ সংজ্ঞায় নিম্নে প্রদত্ত হইল।

জঙ্ঘা।

জঙ্ঘার গঠন হস্তিশুণ্ডের ন্যায় হইলে সুলক্ষণ, আর শৃগালের জঙ্ঘার তুল্য হইলে কুলক্ষণ হয়। জঙ্ঘা যদি অল্প লোম-যুক্ত হয় তবে সেই ব্যক্তি অগম্যাগমনে বড়ই সন্তুষ্ট থাকে, যদি অধিক লোমযুক্ত হয় তবে নিশ্চয় সে দুর্ভাগ্য ভোগ করে। যদি হস্তিশুণ্ডাকার জঙ্ঘার প্রতি লোমকূপে এক একটী লোম থাকে তবে সৌভাগ্যের চিহ্ন সুলক্ষণ, আর শৃগালের জঙ্ঘার তুল্য জঙ্ঘার প্রতি লোমকূপে এক একটী লোম থাকিলে তাহা দরিদ্রের চিহ্ন ও কুলক্ষণ। জঙ্ঘার প্রতি লোমকূপে সাধারণতঃ দুইটী করিয়া লোম থাকিলে মনুষ্য ধীমান, পণ্ডিত, লক্ষ্মীযুক্ত, যশস্বী ও ভূপতিতুল্য হয়, তিনটী করিয়া থাকিলে দরিদ্র হয়, এবং চারিটী করিয়া থাকিলে মহাদরিদ্র হয়।

স্ত্রীলোকের জঙ্ঘা রোমশূন্য, শিরাবিহীন, সরল সুগোল ও স্থূল হইতে ক্রমশঃ সূক্ষ্ম সমান আকার ও স্নিগ্ধ হইলে রাজপত্নী হয়। জঙ্ঘা লোমশূন্য অথবা প্রতি লোমকূপে একটী করিয়া লোম বিশিষ্ট হইলে রাজরাণী, দুইটী করিয়া হইলে সুখভাগিনী, এবং তিনটী করিয়া হইলে বিধবা ও বহু দুঃখ-ভাগিনী হয়।

জানু।

জানু মাংসহীন অর্থাৎ কৃশ হইলে মনুষ্য রুগ্ন ও অল্প-ভোগ সম্পন্ন হয়, নিম্ন হইলে, মনুষ্য স্ত্রীরত হয়, বিকট হইলে দরিদ্র হয়, মাংসযুক্ত হইলে ধনবান্ হয় এবং জানু ও উরুস্থল সমানায়ত হইলে রাজা বা রাজতুল্য সৌভাগ্যযুক্ত হয়।

স্ত্রীজাতির জানু যদি সুগোলগঠন ও পিশিতলগ্ন (অর্থাৎ হাড়ে মাংসে জড়িত) হয়, এবং যদি জানু সমান হয় ও সন্ধি-স্থান উচ্চনীচ না হয়, তবে সেই নারী সৌভাগ্যবতী হইয়া থাকে; জানু কৃশ হইলে নারী স্বেচ্ছাচারিণী এবং শিথিল হইলে নারী দুঃখভাগিনী হয়।

নিতম্ব।

নিতম্ব স্থূল হইলে পুরুষ দরিদ্র, মাংসল হইলে সুখভোগী, এবং সিংহের তুল্য সুদৃঢ় হইলে মহাসৌভাগ্যবান্ হয়।

স্ত্রীজাতির নিতম্ব যদি সমুন্নত ও চতুরস্র অর্থাৎ উন্নত এবং বিস্তৃত ও মাংসযুক্ত হয় তবেই সে সৌভাগ্যভাগিনী হয় নতুবা আজীবন তাহার অসুখে অতিবাহিত হইয়া থাকে; নিতম্ব কপিত্থ (কৎবেল) বৎ সুগোল, মাংসল, বিপুল, ঘন ও বলিরেখাবিহীন হইলে, সেই কামিনী রতিসুখবর্দ্ধিনী ও গৃহের লক্ষ্মীস্বরূপিণী হয়।

নাভি।

নাভি প্রশস্ত, গভীর ও দক্ষিণাবর্ত্ত হইলে সুলক্ষণ, এবং অপ্রশস্ত, ব্যক্তগ্রন্থিবিশিষ্ট, ও কুৎসিৎ বামাবর্ত্ত হইলে অতি অলক্ষণের হয়, নাভির মধ্যস্থান মৎস্যোদরাকৃতি হইলে মনুষ্য বিপুল ধনাধিপতি হয়, নাভি বিস্তৃত হইলে মনুষ্য সুখী, পার্শ্ব ভাগে বিস্তৃত হইলে দীর্ঘজীবী, স্নিগ্ধ হইলে বহুভোগী, নিম্ন হইলে ক্লেশভোগী, দুই বলির মধ্যে স্থিত হইলে শূলরোগী, উন্নত হইলে

অল্পজীবী দক্ষিণাবর্ত্তরেখাযুক্ত হইলে অতিমেধাবী, বামাবর্ত্ত চিহ্নিত হইলে পশুশক্তিসম্পন্ন, উদ্ধমুখ হইলে দুরাদৃষ্ট, অধোমুখ হইলে শুভাদৃষ্ট, এবং অভ্যন্তরভাগ পদ্মকোষের ন্যায় গভীর ও মনোহর হইলে ভূপতি হয়

যাহার নাভি বিস্তৃত, মাংসল, গভীর, পদ্মকোষের তুল্য, দক্ষিণাবর্ত্ত এবং মধ্যভাগে ত্রিবলীবিশিষ্ট সেই ব্যক্তি কখনও জীবনে দুঃখ ভোগ করে না

উদর।

উদর সমানকার হইলে মনুষ্য ভোগী, ঘটের ন্যায় দীর্ঘাকার হইলে নিঃস্ব, সর্পতুল্য প্রলম্বিত হইলে দরিদ্র, এবং রেখাঙ্কিত হইলে দীর্ঘজীবী হয়

স্ত্রীজাতির উদর স্নিগ্ধচর্ম্ম, অনুন্নত, শিরাহীন, কোমল ও সমাকৃতি হইলে সুলক্ষণ হয় উদর কুম্ভাকার বা মৃদঙ্গাকার হইলে দরিদ্রা, যবতুল্য বা কুষ্মাণ্ডবৎ হইলে অসৎকুলজাতা, অতি বৃহৎ হইলে বন্ধ্যা ও দুর্ভগা, এবং প্রলম্বিত হইলে শ্বশুর ও দেবর ঘাতিনী হয়

বস্তি।

বস্তি (তলপেট) প্রশস্ত, কোমল ও ঈষদুন্নত হইলে সুলক্ষণ, আর লোমবিশিষ্ট ও শিরাযুক্ত রেখাঙ্কিত হইলে অলক্ষণের হয়।

কটি।

কটি সিংহকটির তুল্য হইলে সৌভাগ্যভোগ, এবং বানর-কটির তুল্য হইলে দুর্ভাগ্যভোগ হইয়া থাকে।

স্ত্রীজাতির কটি ক্ষীণ ও মনোজ্ঞ হইলে সুলক্ষণ হয় যে নারীর কটিদেশ অবনত, দীর্ঘল, চেপ্টা ও মাংসবিহীন তাহার বিপদ উপস্থিত হয়, অ র যাহার কটি অতিখর্ব্ব ও লোমযুক্ত তাহার বৈধব্য ও দুঃখ ভোগ হয়

বক্ষঃ।

বক্ষঃ বিস্তৃত, উন্নত, মাংসল, অকম্প, (যাহা সামান্য কারণে কম্পিত হয় না) সমাকৃতি ও স্থূলতাসম্পন্ন হইলে সুলক্ষণ হয়। বক্ষঃ সমতল হইলে ধনবান, স্থূল হইলে বলবান, কর্কশ লোমস ও স্পষ্ট শিরাযুক্ত হইলে দরিদ্র, এবং বন্ধুর বা বিষম অর্থাৎ অসমতল হইলে দুর্ভাগ্যভোগী হয়। যাহার বক্ষঃস্থল অতিশয় বন্ধুর (উচ্চনীচ) তাহার অস্ত্রাঘাতে মৃত্যু হইয়া থাকে।

স্ত্রীজাতির বক্ষ অষ্টাদশ অঙ্গুলি বিস্তৃত, স্থূল, উন্নত সমতল, লোমশূন্য ও অনিম্ন হইলেই প্রশস্ত হয়, এরূপ নারী কখনও বিধবা হয় না, প্রত্যুত, পতিপ্রেমভাগিনী ও ঐশ্বর্য্যশালিনী হয় যে নারীর বক্ষঃস্থল সমতল সে ভোগবতী, যে নারীর নিম্ন সে দরিদ্রা, এবং যে নারীর বক্ষঃ বিশাল সে নির্দ্দয়া ও কুলটা হয় স্ত্রীলোকের বক্ষে লোম উৎপন্ন হইলে সে অচিরাৎ পতিঘাতিনী হয়।

স্তন।

পুরুষের স্তনের অগ্রভাগ উন্নত না হইলেই সুলক্ষণ হয়। যে পুরুষের স্তনাগ্রদ্বয় বিষম, দীর্ঘ, পীতাভ, স্থূল, বিস্তৃত ও উন্নত সেই ব্যক্তি নির্ধন হয়

স্ত্রীজাতীর স্তনদ্বয় বৃত্তাকার, লোমশূন্য, স্থূল, ঘন ও গগোচ্চ হইলেই সুলক্ষণ ; আর ভিন্নাকার, বিষম, বিরল, উপান্ত বিস্তৃত, উপরিভাগ স্থূল, শুষ্ক বা কৃশ হইলে অতি কুলক্ষণা হয়। যাহার বিপুল স্তনযুগল উদরের উপর পতিত হয় সে স্বামীঘাতিনী হয়। যাহার স্তনযুগল মূলভাগে স্থূল হইয়া ক্রমশঃ অগ্রভাগে সূক্ষ্ম ও কৃশ, সে প্রথমাবস্থায় সুখভোগ করিয়া শেষাবস্থায় দুঃখে পতিত হয় যাহার দক্ষিণ স্তন উন্নত সে পুত্রবতী ও যাহার বাম স্তন উন্নত সে কন্যাবতী হয় যাহার স্তনদ্বয় লোমযুক্ত ও উচ্চনীচ সে দুর্ভাগ্যবতী হয়।

স্তনদ্বয়ের অগ্রভাগ সুদৃশ্য, শ্যামবর্ণ ও সুবর্তুল হইলে তাহা শুভ, এবং অন্তর্মগ্ন, দীর্ঘ ও কৃশ হইলে তাহা অশুভ হইয়া থাকে।

স্কন্ধ।

পুরুষের স্কন্ধ কদলীস্কন্ধ তুল্য ব গজস্কন্ধ তুল্য হইলে সেই ব্যক্তি রাজা বা রাজতুল্য সৌভাগ্যবিশিষ্ট হয়

স্ত্রীজাতীর স্কন্ধ গূঢ়সন্ধি, খর্ব, স্থূল, অবনত ও সুগঠিত হইলে সেই নারী ভাগ্যবতী হয় যে নারীর স্কন্ধ বক্র, স্থূল, ও লোমাবৃত সে বিধবা হয় ও দাসীবৃত্তি দ্বারা দিনপাত করে,

স্কন্ধদেশের অগ্রভাগ উচ্চ ও কৃশ হইলে সে নারী বিধবা ও চির-দুঃখিনী হয়।

বাহু।

বাহুদ্বয় বিপুল, সুগোল, নাতিস্থূল, ঈষৎ বক্র, হস্তিশুণ্ডবৎ ও আজানুপ্রলম্বিত হইলে অতি সুলক্ষণ হয়। বাহু লোমযুক্ত হইলে মনুষ্য দরিদ্র ও লোমহীন হইলে সুখী হয়। হস্তিশুণ্ডবৎ বিপুলবাহু অল্পরোমাবৃত হইলে মঙ্গলদায়ক হয়।

স্ত্রীজাতীর বাহুদ্বয় শিরা ও লোমশূন্য, নিগূঢ়াস্থি, কোমল-গ্রন্থি এবং দোষহীন ও সরল দৃষ্ট হইলে সে নারী অতি শুভ-লক্ষণা হয়; বাহু কৃশ, লোমবিশিষ্ট ও খর্ব্ব হইলে নারী বিধবা, এবং কর্কশ ও শিরাবিশিষ্ট হইলে ক্লেশভাগিনী হয়

হস্ত।

কোমল ও সুন্দর হইলে শুভ হয়। বানর দির তুল্য হইলে অশুভজনক হয়, হস্ত শিরাময়, ণ মনুষ্য দরিদ্র হয় ব্যাঘ্রের হস্তের তুল্য হস্ত বানরের হস্তের তুল্য হস্ত হইলে নির্দ্ধন হয়। দম দীর্ঘ হইলে স্বামীঘাতিনী হয়, এবং হস্তের ষ্ট হইলে সে নারী চৌর্য্যবৃত্তি আশ্রয় করে

মণিবন্ধ।

কজা) নিগূঢ়, সুগঠন ও সদ্‌গন্ধবিশিষ্ট হইলে

সুলক্ষণ হয় ছেদযুক্ত ও শব্দবিশিষ্ট হইলে মনুষ্য অধম ও নির্ধন হয়

স্ত্রীজাতির মণিবন্ধ অর্থাৎ হাতের কব্জা নিগূঢ় ও পদ্ম-পুষ্পের অভ্যন্তরের ন্যায় হস্ত মনোরম হইলে সে মহা সুলক্ষণা হয়। যাহার মণিবন্ধে উর্দ্ধনাড়ী থাকে সে নারী পাপাসক্তা, দুঃখভাগিনী এবং ডাকিনী অর্থাৎ ডাইন হয়

করতল।

করতল স্নিগ্ধ, সম ও লাক্ষার ন্যায় বর্ণ বিশিষ্ট হইলে শুভ-লক্ষণ হয়। যাহার করতল নিম্ন সে পিতৃধনবিনাশী, যাহার উচ্চ সে দাতা, যাহার লাক্ষাবর্ণ যুক্ত সে ধনবান্, যাহার বিষম সে দুর্ভাগ্যবান্ সংবৃত অথচ নিম্ন করতল যাহার সে ধনশালী, যাহার পীতবর্ণ সে পরস্ত্রীরত, এবং যাহার করতল রুক্ষ সে নির্ধন হইয়া থাকে

স্ত্রীজাতির পাণিতল মৃদু, রক্তবর্ণ, ছিদ্রশূন্য, প্রশস্ত মধ্যভাগে উন্নত ও অল্পরেখাবিশিষ্ট হইলে শুভলক্ষণ হয়

পাণিপৃষ্ঠ।

পুরুষের পাণিপৃষ্ঠ সঙ্কোচ্চ, স্বল্পলোমযুক্ত ও সুন্দর হইলে শুভলক্ষণ হয়

স্ত্রীজাতির পাণিপৃষ্ঠ সমুন্নত, শিরহীন এবং রোমহীন হইলে সুলক্ষণের হয়। যাহার পাণিপৃষ্ঠ রোমবিশিষ্ট সে পতিঘাতিনী, এবং যাহার কৃশ ও শিরাবিশিষ্ট সে অশুভদায়িনী হয়

অঙ্গুলি।

অঙ্গুলি কৃশ হইলে মনুষ্য বিনয়ী হয়, অঙ্গুলি স্থূল হইলে ধনবান্, বিরল হইলে দীর্ঘজীবী অপত্যবান্ এবং নির্ধন হয়, ও যাহার অঙ্গুলির পর্ব্ব সকল দীর্ঘ সে মানব পুত্রবান হইয়া থাকে, যাহার অঙ্গুষ্ঠদ্বয়ের মূলে বা মধ্যভাগে তাম্রবর্ণের যবরেখা থাকে, সেইব্যক্তি রাজা বা রাজতুল্য সৌভাগ্য ভোগ করে। যাহার মণিবন্ধ হইতে তিনটী রেখা উঠিয়া করতলমধ্যে প্রসারিত হয় সেই ব্যক্তি রাজা হইয়া থাকে

স্ত্রীজাতির অঙ্গুলি রক্তবর্ণ, সুগোলনখবিশিষ্ট, ক্রমসূক্ষ্ম, দীর্ঘল, সরল উচ্চ, কোমল, ও সুন্দর পর্ব্বযুক্ত হইলে সুলক্ষণ হয়। অঙ্গুষ্ঠ পদ্মমুকুলসদৃশ স্ফীনাগ, অঙ্গুলিগুলি রক্তবর্ণ এবং শিখারিশিষ্ট ও উচ্চ হইলে নারী সৌভাগ্যবতী হয় যাহার অঙ্গুলি অতিশয় পর্ব্বকার, কৃশ, বক্র ও বিরল সে নারী আজীবন রোগ ভোগ করে যাহার অঙ্গুলিতে তিনের অধিক পর্ব্ব থাকে সে চিরদিন দুঃখ ভোগ করে, যাহার অঙ্গুলি সকল চিপিটাকার (চেপ্টা) বিষম, রুক্ষ ও পৃষ্ঠভাগে রোমবিশিষ্ট সে অতি অশুভভাগিনী হয়, এবং যাহার সকল অঙ্গুলিই নিম্ন, বিবর্ণ অথবা পীতবর্ণ বা শুক্তির ন্যায় বর্ণ বিশিষ্ট সে নারী নিশ্চয় নির্ধনা হইয়া থাকে

নখ।

নখ সুগোল, কোমল, ও উত্তমবর্ণবিশিষ্ট হইলে সুলক্ষণ,

হয়; তুষের ন্যায় অতি লঘু নখ হইলে ক্লীব হয়; নখ স্ফুটিত বক্র ও কুৎসিতদর্শন হইলে দরিদ্র হয়; এবং বিবর্ণ নখবিশিষ্ট মনুষ্য পরতর্ককারী অর্থাৎ পরের কথা লইয়া বিব্রত হয়।

রোমরাজী।

শরীরের রোম সরল, সূক্ষ্ম, কোমল ও সুন্দর হইলে শুভ দায়ক হয় উদরে কোমল সুন্দর ও দক্ষিণাবর্ত্ত রোমশ্রেণী থাকিলে সেই পুরুষ রাজা বা রাজতুল্য সৌভাগ্যশালী হয় আর উদরে কর্কশ কুৎসিত ও বামাবর্ত্ত রোমশ্রেণী থাকিলে পুরুষ ——— নির্দ্ধন ও দুঃখী হইয়া থাকে

স্ত্রীজাতির শরীরের সূক্ষ্ম, সরল ও কোমল লোমশ্রেণী থাকিলে নারী সর্ব্বসুখভাগিনী হয়; আর কপিলবর্ণ, কুটিল, স্থূল, ও বিচ্ছিন্ন রোমরাজী থাকিলে দুর্ভাগ্যবতী, বিধবা দুঃখিনী ও চৌর্য্যবৃত্তি আশ্রয়কারিণী হয়; যে নারীর উদরের ঊর্দ্ধদেশে গোলাকারে ঐরূপ লোমশ্রেণী দৃষ্ট হয়, সে যদি রাজকুলে জন্ম গ্রহণ করে তথাপি দাসীবৃত্তি করিয়া থাকে।

বলি।

উদরের বলি যদি সরল ও পার্শ্বদেশে মাংসল হয়, তবে এরূপ একটী বলি থাকিলে মনুষ্য শতায়ু, দুইটী থাকিলে শ্রীসম্পন্ন এবং তিনটী থাকিলে রাজা বা অধ্যাপক হয় যাহাদিগের বলি বক্রতাবিশিষ্ট তাহারা অগম্যাগামী হয়।

লিঙ্গ।

লিঙ্গ কৃশ, খর্ব্ব, ও বক্রবর্ণ হইলে সেই পুরুষ মহাসৌভাগ্যবান্ হয় যদি স্থূল ও রক্তবর্ণ হয় তাহা হইলেও পুরুষ ভাগ্যবান্ হয়। লিঙ্গ বৃহৎ হইলে পুরুষ আয়ুষ্মান্ হয়, ক্ষুদ্র হইলে ধনী হয়, শিরাবিশিষ্ট হইলে সুখী হয়; বিবর্ণ ও স্থূল হইলে অথবা বামদিকে নত হইলে সন্তানহীন ও বলহীন হয়। স্থূল গ্রন্থিময় হইলে পুত্রকন্যা সমন্বিত হয়, দীর্ঘ ও কৃশ হইলে দরিদ্র হয়; ক্ষুদ্র, বক্র ও দক্ষিণ দিকে নত হইলে পুত্রবান্ হয়; অল্পলিঙ্গ হইলে বলবান্ ও যোদ্ধা হয়; এবং কর্কশ, কঠিন ও স্বাভাবিক পরিমাণাপেক্ষা অধিকতর বর্দ্ধিত হইলে পুরুষ দরিদ্র কামুক ও নীচস্ত্রীরত হইয়া থাকে

মণি।

লিঙ্গমণি স্নিগ্ধ, উন্নত, সমান, ও সুন্দর হইলে সুলক্ষণ হয়। মণি অণ্ডদ্বয়ের উপর পতিত থাকিলে পুরুষ দীর্ঘায়ু হয়; কুৎসিত ও পাণ্ডুবর্ণ হইলে দ্রব্যহীন ও দরিদ্র হয়; মলিন হইলে সুখী হয়; মধ্যভাগ নিম্ন হইলে কন্যা হয়; এবং যাহার রক্তবর্ণ লিঙ্গমণি সে পুরুষ অনেকের প্রভু হয়

কোষ।

অণ্ডদ্বয় পরস্পর সমান ও অপ্রকাশিত হইলে সুলক্ষণ হয়; অসমান হইলে স্ত্রীলোকের ন্যায় চঞ্চলপ্রকৃতি হয়, লম্বমান হইলে অল্পজীবী হয়, দীর্ঘ ও বক্র হইলে ধনহীন হয়,

এবং পরস্পর অসমান ও কুৎসিতদর্শন হইলে পুরুষ শ্রীভ্রষ্ট ও নিঃস্ব হয়।

শুক্র।

শুক্র সরস, সুগন্ধ ও উত্তমবর্ণবিশিষ্ট হইলে শুভলক্ষণ হয়। পুষ্পবৎ সুগন্ধ হইলে পুরুষ রাজা, মধুর ন্যায় মিষ্টগন্ধ হইলে মহাধনী, আমীষগন্ধ হইলে কন্যাবান্, আমীষগন্ধ ও শ্বেতবর্ণ হইলে পুত্রবান্, মাংসগন্ধি হইলে অতিশয় ভোগবান্, মদগন্ধ হইলে যাজ্ঞিক, এবং ক্ষাবগন্ধযুক্ত হইলে পুরুষ দরিদ্র হয়। যাহার মিথুনকালে শুক্র সত্বর স্খলিত হয় সে পুরুষ দীর্ঘজীবী হইয়া থাকে।

যোনি।

যোনি অশ্বত্থপত্রবৎ উর্দ্ধভাগে বিস্তৃত ও নিম্নভাগে সূক্ষ্ম, জিকোণাকৃতি, সংমিলিতমুখ, সুদৃঢ়দ্বার, অপ্রকাশিত গুমণি মূষিকগাত্রবৎ ক্ষুদ্র বিরল ও কোমল অধঃ; উন্নতমধ্য, পদ্মদলতুল্য মনোরম বর্ণ ও স্পর্শ এবং মসৃণ স্নিগ্ধ ও দক্ষিণাবর্ত্ত রেখাঙ্কিত হইলে অতি আক্রান্ত হয়

…র ও বামবর্ত্ত রেখাঙ্কিত হইলে নারী দুঃখিনী হয়, …ভাগে উন্নত হইলে কন্যা ও দক্ষিণ ভাগে উন্নত হইলে পুত্র হয়, শঙ্খাবর্ত্তবৎ চিহ্ন থাকিলে বন্ধ্যা হয়, খর্পরা বা চিপিটাকৃতি হইলে দাসীবৃত্তি হয়, বংশ বা বেতশ পত্রবৎ অগ্রসর ও বক্র

এবং হস্তিলোমবৎ কুৎসিত অধঃকুন্তলবিশিষ্ট ও ভীষণ হইলে অতি অমঙ্গলদায়িনী হয় এবং অংশুরাকৃতি, উদানগহ্বরতুল্য, বহুললোমাচ্ছন্ন, ও ব্যক্তমুখ হইলে সেই নারী মহাকুলক্ষণা ও অনর্থদায়িনী হয়।

মূত্র।

প্রস্রাব নিঃশব্দে পতিত হইলে, বা দক্ষিণাবর্ত্ত হইয়া পতিত হইলে অথবা একাধিক-ধারা-বিশিষ্ট হইয়া পতিত হইলে সুলক্ষণ হয় যাহার প্রস্রাবপতনকালে শব্দ উৎপন্ন হয় সে দরিদ্র, যাহার পতনকালে কখনও শব্দ হয় কখনও হয় না সে দুর্ভাগা এবং যাহার প্রস্রাব বিস্তীর্ণ হইয়া পতিত হয় সে কখনও সুখী হয় না।

স্ত্রীজাতির মূত্র একাধারে পতিত হইলে সেই স্ত্রী সুলক্ষণা ও সুখদায়িনী হয়

কক্ষ।

অশ্বত্থপত্রাকৃতি, স্বল্প-সূক্ষ্ম-ঊর্দ্ধ-রোমাবৃত, সুগন্ধবিশিষ্ট, সুস্নিগ্ধ ও উন্নত কক্ষ অতি প্রশস্ত। কক্ষ গভীর শিরাযুক্ত ও ঘর্ম্মাক্ত হইলে কুলক্ষণ হয়। বহুল নিম্ন রোমাবৃত, দুর্গন্ধবিশিষ্ট ও গভীর কক্ষ দরিদ্রের লক্ষণ, এবং বিষম কক্ষ যাহার সে কুটিল হইয়া থাকে

স্ত্রীজাতির উভয়কক্ষ স্নিগ্ধ ও সমোন্নত হইলে সুলক্ষণ হয়। যে নারীর কক্ষ গর্ত্তবৎ নিম্ন সে চিরদুঃখিনী হয়

পার্শ্ব

পার্শ্বদ্বয় বিস্তৃত, উন্নত ও মাংসল হইলে সুলক্ষণ হয়। বিস্তৃত-পার্শ্ব হইলে ধনবান হয়, উন্নত পার্শ্ব হইলে দয়ালু হয়, এবং পার্শ্বদেশ মাংসল হইলে পুরুষ বহুভোগী হয়। পার্শ্ব নিম্ন, রক্তবর্ণ ও বক্র হইলে সে পুরুষ দরিদ্র ও দুঃখী হয়।

যে নারীর দুই পার্শ্ব সমান সেই নারী সৌভাগ্যবতী ও চির-সুখিনী হয় যাহার পার্শ্ব শিরাযুক্ত রোমাবৃত ও উন্নত সে দুঃশীলা, দুঃখভাগিনী ও বন্ধ্যা হয়।

পৃষ্ঠ

পৃষ্ঠ রোমরহিত ও অভগ্ন হইলে সুভলক্ষণ এবং রোমশ ও ভগ্ন হইলে অমঙ্গলের কারণ হয়

যে নারীর পৃষ্ঠ অবনত, রোমরহিত মাংসল ও অপ্র-কাশিত অস্থি বিশিষ্ট, সেই নারী অতি সুলক্ষণা ও শুভপ্রদায়িনী হইয়া থাকে; আর শিরাবিশিষ্ট, ভগ্ন, রোমযুক্ত ও বিষমপৃষ্ঠ হইলে নারী বহুদুঃখপীড়িতা হয়

গাত্র।

স্ত্রী অথবা পুরুষের গাত্র পরীক্ষা করিতে হইলে, যে যে অঙ্গ রূক্ষ শিরাল ও মাংসবর্জ্জিত সেই সেই স্থান দৃষ্টে অশুভ ফল এবং অপরাঙ্গ দৃষ্টে শুভফল নিশ্চয় করিবে

স্নেহ।

স্নেহদ্বারা নেত্রের শোভা হইলে সৌভাগ্য, দন্তের শোভা হইলে ভোজন,ত্বকের শোভা হইলে দিব্যাঙ্গন, পদের শোভা হইলে বাহন এবং হস্তের শোভা হইলে ঐশ্বর্য্য লাভ হয়

কণ্ঠ।

কণ্ঠ, মাংসল, বর্ত্তুল, ও চতুরঙ্গুলিপরিমিত হইলে নারীর সুলক্ষণ হয় গ্রীবা সুগঠন ত্রিরেখাঙ্কিত ও অপ্রকাশিত অস্থি হইলে শুভ হয়, আর বিষম, উন্নত, চিপিটাকার এবং দীর্ঘ ও কৃশ কণ্ঠ নিশ্চয় শুভদায়ক হয়।

কণ্ঠঘণ্টী।

কণ্ঠঘণ্টী অর্থাৎ উপজিহ্বা অস্থূল, সুবৃত্ত, সূক্ষ্মাগ্র, সুলোহিত ও খর্ব্ব হইলে নারীর শুভলক্ষণ হয় স্থূল ও কৃষ্ণবর্ণ হইলে নারী দুর্ভাগ্যভাগিনী হইয়া থাকে।

গ্রীবা।

গ্রীবা যদি কঠিন, মৃদুরোমশ, সুখস্পর্শ ও শঙ্খতুল্য হয় তবে সুলক্ষণ জানিবে।

নারীর গ্রীবা অতিখর্ব্ব হইলে নির্ধন, দীর্ঘ হইলে কুলক্ষয়, বিস্তৃত হইলে প্রচণ্ডা, স্থূল হইলে বিধবা, বক্র হইলে দাসী, চিপিটাকার হইলে বন্ধ্যা, এবং খর্ব্ব হইলে সন্তানহীনা হয়

কৃকাটিকা অর্থাৎ ঘাড় যদি সবল স্থূল ও উন্নত হয় তবে শুভ লক্ষণ, আর যদি শুষ্ক, শিরাল, লোমশ, বিস্তৃত বা বক্র হয় তবে অশুভলক্ষণ জানিবে

কৃকাটিকা।

কৃকাটিকা অর্থাৎ ঘাড় যদি সরল স্থূল ও উন্নত হয় তবে লক্ষণ আর যদি শুষ্ক, শিরাল, লোমশ, বিস্তৃত বা বক্র হয় তবে অশুভলক্ষণ জানিবে।

বিবিধ লক্ষণ।

প্রথমবয়সে যে ব্যক্তি অতিশয় মেধাবী, যশস্বী, বিক্রমশালী ও সুখভোগী হয়, সে নিশ্চয়ই অল্পায়ু হইবে

যাহার দন্ত বিরল ও গণ্ডস্থল কূপবিশিষ্ট সেই পরস্ত্রীরত ও পরধনে ধনী হইবে।

যে পুরুষের নাভি পানিতল ও পৃষ্ঠমধ্য এই তিন স্থান গভীর, এবং কপাল, হৃদয় ও পাদতল এই তিন স্থান বিস্তীর্ণ তাহার সর্ব্বদা সম্পদ বৃদ্ধি হইবে।

যাহার চিবুকে শ্মশ্রু নাই ও হৃদয়ে লোম নাই সে ধূর্ত্ত হইবে তাহার সন্দেহ নাই।

যাহার কপাল উচ্চ ও তাম্র বর্ণ এবং উদরে কোনও রেখা নাই, সে উন্মত্ত হইয়া পথে পথে ভ্রমণ করিবে।

স্থূল, খঞ্জ বধির ও কেকর চক্ষু (ট্যারা) চিরদিন দুরভিসন্ধি-বিশিষ্ট থাকিবে।

যে ব্যক্তি খর্ব্ব তাহার দোষ ষষ্টি প্রকার, যে ভণ্ড বা চৌর তাহার অশীতি প্রকার, যে খঞ্জ বা একচক্ষু তাহার শত প্রকার এবং যে কুব্জ তাহার দোষ গণনার অতীত হইবে

যে নারীর অধরোষ্ঠ সরল, বাহু রেখাযুক্ত, এবং মুখ তিল-চিহ্নবিশিষ্ট, সে অল্পকাল মধ্যেই বিধবা হইবে।

নারীর কপাল প্রলম্বিত হইলে শ্বশুরকে, উদর প্রলম্বিত হইলে দেবরকে এবং স্তন প্রলম্বিত হইলে পতিকে ভক্ষণ করিবে

যে নারীর বক্ষঃস্থল বিস্তৃত ও উৎকট এবং উপরোষ্ঠ লোম-বিশিষ্ট, অথবা যাহার দন্ত ও জিহ্বা কৃষ্ণবর্ণ এবং নাসাগ্রে তিল ও মশকযুক্ত সে নারী দশ দিনের মধ্যে বিধবা হইবে।

যে কামিনীর অঙ্গুলি বিরল (ফাক্ ফাক্) গাত্র কর্কশ ও রোমশ, এবং স্তন ভেকের ন্যায় এবং অ কৃতি খর্ব্ব, সে কখনও সুলক্ষণা হইবে না

নারীর ললাটে প্রলম্ব (লম্বমান রেখা) থাকিলে দেবর-বিনাশ, উদরে থাকিলে শ্বশুর বিনাশ এবং নিতম্বে থাকিলে পতিবিনাশ হইবে

যে নারী মন্ত্রণে মন্ত্রীবৎ, আদেশ পালনে সখীবৎ, [illegible] ন্যায়, এবং সুরতকালে বারাঙ্গনার ন্যায় ব্যবহার করে তাহাকেই সর্ব্বসুলক্ষণা বলিয়া জানিবে *

যে পুরুষের নয়নের প্রান্তদেশ রক্তবর্ণ লক্ষ্মী তাহাকে কচিৎ পরিত্যাগ করেন যাহার শরীর তপ্তকাঞ্চনের ন্যায় গৌরবর্ণ সে ব্যক্তি কচিৎ নির্ধন হয়, যে ব্যক্তি দীর্ঘবাহু সে কচিৎ ঐশ্বর্য্যচ্যুত হয় যাহার বদন হাস্যপূর্ণ কচিৎ সে দুঃখ ভোগ করে, যাহার দন্ত উন্নত কচিৎ সে মূর্খ হয়, যাহার অঙ্গ লোমা-চ্ছন্ন কচিৎ সে সুখভোগ করে, যে ব্যক্তি তুন্দিল (ভুঁড়িবিশিষ্ট) কচিৎ সে দুঃখ প্রাপ্ত হয়, এবং যে কামিনী চঞ্চলা কচিৎ সে পতিপরায়না হইয়া থাকে

---

* কার্য্যেষ্বপি মন্ত্রী পত্নী স্যাৎ সখী স্যাৎ করণেষু চ
স্নেহেষু ভার্য্যা মাতা স্যাৎ বেশ্যা চ শয়নে শুভা

বদন-দর্শন।

জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ জন্মপত্রিকার সহিত শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সামঞ্জস্য করিয়া জীবনফল নির্দ্ধারিত করেন, এবং এই রূপে নির্দ্ধারিত ফলই সর্ব্বত্র অতি সূক্ষ্ম ও অভ্রান্ত বলিয়া প্রতিষ্ঠিত হয়। মানসিক ভাববিচারাদি বিষয়ক জন্মপত্রিকা বিবরণ কোষ্ঠী প্রকরণে প্রদত্ত হইয়াছে, আর শারীরিক লক্ষণগত ফলের নির্দ্ধারণার্থ অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদির বিচার বিষয় পাঠকবর্গের সহজবোধের নিমিত্ত, যথাক্রমে প্রত্যঙ্গবিবেক, বদন-দর্শন, পদাঙ্ক-জ্ঞান, কপাল দর্শন, করকোষ্ঠী ও তিলাঙ্ক-দর্শন এই [illegible] সংজ্ঞায় পৃথক্ পৃথক্ রূপে প্রকাশিত হইল। পদতল, মুখমণ্ডল, কপালফলক, করতল ও তিল-জড়ুল প্রভৃতি চিহ্ন শরীরের মধ্যে এই পঞ্চবিষয় প্রধান, এই নিমিত্ত এই কয়েক বিষয় স্বতন্ত্র ও পৃথক্ রাখিয়া, অবশিষ্ট, জঙ্ঘা হইতে গ্রীবা পর্য্যন্ত দেহভাগের বিবরণ প্রত্যঙ্গবিবেক নামে স্বতন্ত্র প্রদত্ত হইল, ফলতঃ প্রত্যঙ্গবিবেক হইতে উক্ত পঞ্চবিষয় অভিন্ন ব্যতিত স্বতন্ত্র নহে

মানবের সমগ্র দেহ যেরূপ সপ্তগ্রহ ও দ্বাদশরাশি কর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত, সেইরূপ, মুখমণ্ডল কপালফলক ও করতলভাগেও উঁহাদিগের স্বতন্ত্র আধিপত্য লক্ষিত হয়, মুখমণ্ডলে গ্রহগণের অবস্থান, যথা ;—কপালফলকে মঙ্গল, (২) দক্ষিণনেত্রে, সূর্য্য (৩) বামনেত্রে চন্দ্র, (৪) দক্ষিণ কর্ণে বৃহস্পতি, (৫) বামকর্ণে শনি, (৬) নাসিকাপ্রদেশে শুক্র, এবং (৭) মুখভাগে বুধ দ্বাদশ-

রাশির অবস্থিতিস্থান ;—(১) কপালের উর্দ্ধভাগে কর্কট (২) কপালের মধ্যভাগে বৃষ, (৩) দক্ষিণ ভ্রূ মধ্যে সিংহ, (৪) বাম ভ্রূ মধ্যে কুম্ভ, (৫) দক্ষিণ নেত্রে ধনু, (৬) বামনেত্রে মিথুন, (৭) দক্ষিণ গণ্ডে কন্যা, (৮) বামগণ্ডে মীন, (৯) দক্ষিণ কর্ণে তুলা, (১০) বাম কর্ণে মেষ, (১১) নাসিকায় বৃশ্চিক, এবং (১২) চিবুক মধ্যে মকর। মুখমণ্ডলস্থিত গ্রহ ও রাশিগণের দ্বারা ভাব-বিচার পরিস্ফুট হয়; জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ ইহা হইতে জাতকের লগ্নজ্ঞান এবং ভাবী শুভাশুভ বিনির্ণয় করিয়া থাকেন, জন্মকালে যে গ্রহ প্রবল থাকে মুখমণ্ডলে সেই গ্রহের নির্দ্দিষ্ট স্থানে, জাতক, চিহ্ন-বিশিষ্ট হইবে সন্দেহ নাই; এবং এই চিহ্ন ধরিয়া অনেকস্থলে সহজে তাহার জীবনের শুভাশুভ ঘটনা স্থিরীকৃত হয়।

মনুষ্যের প্রথমে মুখমণ্ডলই প্রথম পরিদৃষ্ট হয়, এই জন্য মস্তক হইতে চিবুক পর্য্যন্ত প্রত্যঙ্গসকলের পৃথক্ পৃথক্ বিবরণ স্বতন্ত্রভাবে নিম্নে প্রকাশিত হইল।

মস্তক।

ক্ষুদ্র মস্তক যাহার সে অসাধু ও পল্লবগ্রাহী যাহার মস্তক অতি বৃহৎ সে মূর্খ, বর্ব্বর, উন্মাদবৎ, আকণ্ঠভোজী, এবং উদ্দেশ্য বিহীন। যাহার মস্তক দীর্ঘ ও ক্রমসূক্ষ্ম সে নির্লজ্জ এবং ২০ বৎসর বয়ক্রমের পরেই নিস্তেজ হয়, এরূপ ব্যক্তিও বহুভোজী এবং মস্তিষ্কের শুষ্কতাপ্রযুক্ত উগ্র ও দুর্দ্ধর্ষ যাহার মস্তক বৃহৎ, কপাল প্রশস্ত এবং বদন বিশাল সেই ব্যক্তি ধীর, নম্র, পরিশ্রমী ও অপ্রেমিক। যাহার মস্তক সম্পূর্ণ গোলাকার সে উচ্চাশয়, ভ্রান্ত, অল্পজ্ঞানী এবং বিলাসী।

মস্তক ছত্রাকার বা গজকুম্ভসদৃশ হইলে ম
শীর্ষদেশ সুবৃত্ত, স্থূল, বিষম, শূলাকৃতি, উপবি
ও উন্নত ইহা যে কোনও প্রকার হইলেও সু
যাহার মস্তক ঘ র সে পাপী ও দরিদ্র, যাহার স্থূল
সে অধম ও পা হার দীর্ঘ ও শীর্ণ সে মহাদুঃখভো
যাহার চিপিটাকার হীন হয়

স্ত্রীজাতির মস্তক দীর্ঘাকার হইলে বন্ধ্যা ও দেবরঘাতিনী
লোম ও শিরাবিশিষ্টা হইলে চিররোগিনী, স্থূল হইলে স্বামী-
ঘাতিনী এবং বিশাল হইলে অতি দুর্ভাগিনী হয়।

বদন।

অমৃতম শ্যামবর্ণ, স্নিগ্ধ, সৌম্য, শান্ত ও সংবৃত মুখমণ্ডল
অতি সুলক্ষণ, আর উহার বিপরীত ভাবাপন্ন এবং মলযুক্ত ও
সূক্ষ্ম (ছুঁচাল) বদন অতি অলক্ষণের হয় যাহাদের মুখ
স্ত্রীমুখাকৃতি তাহারা পুত্রহীন ও বিলাসী; যাহাদের দীর্ঘাকৃতি
তাহারা সংস্থানশূন্য হয় বদন ভয়শীল হইলে পাপাত্মা, চতুরস্র
হইলে ধূর্ত্ত, নিম্ন হইলে অপুত্র এবং খর্ব্ব হইলে সেই ব্যক্তিকে
সর্ব্বত্র কৃপণ বলিয়া জানিবে মুখমণ্ডল পদ্মবৎ প্রফুল্ল হইলে
ধনে রত্নে ভাগ্যবান্ এবং চন্দ্রের ন্যায় মনোরম হইলে ধর্ম্মাত্মা ও
পুণ্যবান হয়। যার মৃগমূষিকের ন্যায় বদন সে দুর্ভাগ্যভোগী
এবং যাহার বদন হাস্যশূন্য সে চিরদারিদ্রভোগী হয়

নারীর মুখমণ্ডল সুস্নিগ্ধ, সুগোল, সম, পূর্ণিত, সৌরভান্বিত
এবং পিতৃবদনের প্রতিবিম্বস্বরূপ হইলে অতি সুলক্ষণ হয়

হাস্য।

শারিব অবস্থি

(২) কপালে যদি অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি কম্পিত না হইয়া কপোলতল ভ্রূ মধ্যে মুখশ্রী সংবর্দ্ধিত হয় তবে সে হাসি অতি সুলক্ষণ বলিয়া দক্ষিণ

(১) যে পুরুষের হাস্য সুস্পষ্ট প্রকাশিত হয় সে অতি ভয়াবহ মং যে পুরুষ পুনঃ পুনঃ হাস্য করে সে অ ও দুষ্ট অথবা উন্মত্ত পা জানিবে

যে স্ত্রীর হাস্যকালে দন্তপংক্তি অপ্রকাশিত থাকে নয়নদ্বয় মুদ্রিতপ্রায় হয় এবং হাস্য অপরের আনন্দ বর্দ্ধন করে, সেই স্ত্রী সৌভাগ্য সন্দেহ নাই যাহার হাস্যকালে গণ্ডদেশে কূপবৎ হয় সে নারী নিশ্চয় ব্যাভিচারিণী হইয়া থাকে

যাহার হাস্যকালে মুখ রক্তিমাবর্ণ ধারণ করে সে নারী জীবনের শেষাবস্থায় স্বামীঘাতিনী ও কুপথগামিনী হয়।

স্বর।

কণ্ঠস্বর মধুর ও গম্ভীর হইলে প্রশস্ত হয়। যাহার স্বর হংসস্বরবৎ সে অকপট, যশস্বী, দয়ালু ও সুখী, যাহার মেঘশব্দবৎ সে মহাসৌভাগ্যবান্, যাহার ভ্রমরধ্বনিবৎ সে ধনবান ও ভোগী, যাহার বকশব্দবৎ সে ভাগ্যবিশিষ্ট, যাহার সিংহগর্জ্জনবৎ সে পরাক্রান্ত, যাহার চক্রবাকশব্দবৎ সে নিষ্ঠুর ও দুঃখিত, এবং যাহার স্বর গর্দ্দভশব্দবৎ সে নির্ধন ও পাপিষ্ঠ হইয়া থাকে।

নারীর কণ্ঠস্বর কন্যাবস্থায় হংসের ন্যায়, কুমারীকালে

কোকিলের ন্যায় ও যৌবনে চক্রবাকীর তুল্য হইলে অতি সুলক্ষণ হয়

অশ্রু।

যাহার ক্রন্দনকালে অনর্গল অশ্রুপাত হয় এবং অপরে তাহাতে শোকার্দ্র হয় সেই ভাগ্যবান্, আর যাহার ক্রন্দনকালে নেত্র রুক্ষ থাকে ও অপরে তাহাতে শোকানুভব করে না সেই ভাগ্যহীন জানিবে ৷

ক্ষুৎ।

যাহার হাঁচি দীর্ঘ সে দীর্ঘজীবী ও যাহার হাঁচি হ্রস্ব সে অল্পজীবী হয়। এককালে যাহার একটী হাঁচি হয় সে বলশালী, যাহার একের অধিক হাঁচি হয় সে অল্পায়ু এবং সন্তুষ্টচিত্ত, আর যাহার কথা সানুনাসিক সে দীর্ঘজীবী হয়।

অধরোষ্ঠ।

অধরোষ্ঠ বিম্বফলতুল্য হইলে সুলক্ষণ হয়। অধর মাংসল হইলে পুরুষ ধনসম্পন্ন, এবং অব্যক্ত অথবা অবক্র ও বিম্বতুল্য হইলে মহাসৌভাগ্যবান্ হইয়া থাকে। ওষ্ঠ স্ফুটিত, রুক্ষ, খণ্ডিত ও বিষম হইলে অতি দরিদ্র হয়।

স্ত্রীজাতির অধর পাটলবর্ণ, বর্ত্তুল, স্নিগ্ধ, ও মধ্যদেশে রেখাঙ্কিত হইলে অতি শুভলক্ষণ হয় ওষ্ঠ চিক্কণ, রোমরহিত ও মধ্যে কিঞ্চিদুন্নত হইলে সে নারী অতি ভোগবতী হয়; অধর

কৃশ, স্ফুটিত, রুক্ষ ও প্রলম্বিত হইলে নারী দুর্ভাগিনী, অধরোষ্ঠ স্থূল ও ধূসরবর্ণ বা শ্যামবর্ণ হইলে বিধবা ও কলহপ্রিয়া এবং মসৃণ হইলে নারী বিবিধ ভোগবিলাসিনী হয়

দন্ত।

দন্ত কুন্দপুষ্পবৎ শুভ্রবর্ণ, সমান, স্নিগ্ধ, ঘন, ও সংখ্যায় দ্বাত্রিংশৎ হইলে শুভলক্ষণ হয় যাহার দন্ত কুন্দপুষ্পতুল্য সে মহাসৌভাগ্যযুক্ত হয়, যাহার দন্ত পরিষ্কৃত, উজ্জ্বল ও দাড়িম্ব-বীজের মত সে ব্যক্তি অতি সুশীল ও প্রিয়ম্বদ হয়, যাহার দন্ত মিলিত সে ভাগ্যবান্, যাহার দন্ত উচ্চ সে বিদ্যবান্, এবং যাহার দন্ত গণনায় ঊনত্রিংশটী সে দুর্ভাগ্যবান্ হয়। ভল্লুক ও বানরদন্তের ন্যায় দন্ত যাহার সে সর্ব্বদা ক্ষুৎপিপাসায় অধীর থাকে; রুক্ষ, বিকটাকার ও মূষিকদন্তের মত তীক্ষাগ্র দন্ত যার সে দুঃখ ভোগ করে; যাহার দন্ত নিম্ন ও বিকট সে নীচ কর্ম্মে রত হয়, এবং যে দন্তর সে অতি বাচাল ও দেশান্তরে অনুরক্ত, এবং দন্ত অসমান যার সে দরিদ্র ও দুঃখযুক্ত হয়

স্ত্রীজাতির দন্ত যদি উভয় পংক্তিতে সমসংখ্যক, শুভ্র, স্নিগ্ধ, সম, মিলিত, ও গণনায় দ্বাত্রিংশৎ থাকে তবে সুলক্ষণ হয়। যে নারীর দন্ত করাল ও বিষম সে শঙ্কাতুরা ও ক্লেশভাগিনী হয়, যার দন্ত বিবর্ণ, স্থূল, দীর্ঘ ও বিরল সে দুর্ভাগ্যবতী হয়, যার দন্ত নিম্নপংক্তিতে অধিক থাকে সে মাতৃঘাতিনী হয়, যার দন্ত বিকট সে বিধবা ও যার বিরল সে বেশ্যা হয়। যে নারী নিদ্রাকালে দন্তে দন্তে ঘর্ষণ করিয়া উৎকট শব্দ উৎ-

পাদন করে ও প্রলাপ বকে, সে সুলক্ষণা হইলেও সর্ব্বথা পরিত্যজ্য।

জিহ্বা।

জিহ্বা স্নিগ্ধ, কোমল, ও রক্তবর্ণবিশিষ্ট হইলে সুলক্ষণ হয়। যাহার জিহ্বা স্থূল বা বক্র তাহার কথা কথা সুশ্রাব্য হয়, যাহার জিহ্বা রক্তবর্ণ সে বিদ্বান ও শ্রীমান্ হয়, জিহ্বা কৃষ্ণবর্ণ হইলে পুরুষ দুঃখভাজন হয়, শ্বেতবর্ণ হইলে আচারভ্রষ্ট হয়, যে মনুষ্য সর্ব্বদা জিহ্বাদ্বারা নাসিকাগ্র স্পর্শ করে বা লেহন করে সে ধর্ম্মাত্মা হইলে যোগী হয়, নতুবা অনুদিন পাপকর্ম্মে লিপ্ত হইতে থাকে।

নারীর জিহ্বা যদি শুক্লবর্ণ হয় তবে জলমগ্ন হইয়া প্রাণত্যাগ করে, যদি শ্যামবর্ণ হয় তবে কলহপ্রিয়া হয়, যদি স্থূল হয় তবে ধনহীনা হয়, যদি বিস্তৃত হয় তবে প্রমোদভাগিনী, যদি প্রলম্বিত হয় তবে অভক্ষ্যভক্ষণে অনুরাগিনী, এবং যদি মধ্যভাগ সংকীর্ণ ও প্রান্তভাগ বিস্তীর্ণ হয় তবে সেই নারী অতি দুঃখভাগিনী হইয়া থাকে

তালু।

তালু পদ্মপত্রের ন্যায় আয়ত হইলে সুলক্ষণ হয়। যাহার তালু শ্বেতবর্ণ সে ধনশালী, যাহার রক্তবর্ণ সে বহুবিভবশালী, এবং যাহার কৃষ্ণবর্ণ সে কুলবিনাশকারী হয়।

রমণীর তালু স্নিগ্ধ, কোমল ও রক্তোৎপলবর্ণ হইলে শুভলক্ষণ হয় যাহার তালু শ্বেতবর্ণ সে বিধবা, যাহার পীতবর্ণ

সে তপস্বিনী, যাহার কৃষ্ণবর্ণ সে সন্তানশোকাতুরা এবং যাহার রুক্ষ সে বহুকুটুম্ববতী হয়।

চিবুক।

চিবুক দুই অঙ্গুলি পরিমাণে বিস্তৃত, স্থূল, বর্ত্তুল ও কোমল হইলে সুলক্ষণ হয়। যাহার চিবুকে বহুরেখা থাকে সে নির্ধন, যাহার চিবুক কৃশ সে সংস্থানহীন, এবং যাহার চিবুক দুইভাগে বিভক্ত, স্থূল, বিস্তৃত ও বহুরোমযুক্ত সে ভাগ্যহীন হয়।

গণ্ড।

গণ্ডস্থল পরিপূর্ণ, স্নিগ্ধ, ও পদ্মপত্রের তুল্য মনোরম হইলে অতি সুলক্ষণ হয়। এরূপ গণ্ডবিশিষ্ট ব্যক্তি বিদ্বান, ভোগবান্ ও কামিনীগণের অতিপ্রিয় হয়। যাহার কপোল সিংহ, ব্যাঘ্র বা হস্তির কপোলের তুল্য, সেই ব্যক্তি কৃষিভোগী ও বহুপুত্রবান্ হয়।

স্ত্রীর কপোল সমান, সুগোল, স্থূল ও উন্নত হইলে সুলক্ষণ হয়। যে নারীর গণ্ড শুভ্র ও গর্ত্তবৎচিহ্নবিশিষ্ট তাহাকে দেখিতে সাধ্বীর মত কিন্তু সে ব্যভিচারিণী।

যাহার কপোল কর্কশ, রোমযুক্ত, মাংসহীন ও নিম্ন সে কুলক্ষণা জানিবে।

হনু।

হনু অর্থাৎ গণ্ডস্থলের উপরিভাগ চিবুকের সহিত সংমিলিত,

ঘন ও রোমশূন্য হইলে শুভলক্ষণ হয়। যাহার হনু রোমশ, বক্র, উচ্চ, ক্ষীণ ও খর্ব্ব সেইব্যক্তি অশুভভাগী হয়।

শ্মশ্রু।

শ্মশ্রু (দাড়ি) অস্ফুটিতাগ্র, সম্পূর্ণ, মিলিত, স্নিগ্ধ, সুকোমল ও মনোজ্ঞ হইলে সুলক্ষণ হয়, এরূপ শ্মশ্রুধারী ব্যক্তি মহাভোগে জীবন যাপন করে। যাহার শ্মশ্রু রক্তবর্ণ সে তস্কর এবং যাহার শ্মশ্রু কর্কশ, বিরল ও রক্তবর্ণ, পাপকার্য্যে তাহার মৃত্যু হয়।

নাসা।

নাসিক শুকচঞ্চুবৎ সমপুট, সরল, স্বল্পরন্ধ্র ও পরিমিতরূপে দীর্ঘ ও উচ্চ হইলে অতি সুলক্ষণ হয়। যাহার নাসা শুক-চঞ্চুবৎ সে রাজা বা মহাভাগ্যবান্ যাহার নাসা তিলফুলবৎ সে ভোগবান্, যাহার সরল ও দীর্ঘ সে ধনবান্ হয়; নাসিকা খর্ব্ব হইলে পুরুষ অধার্ম্মিক, চিপিটাকার হইলে স্ত্রীবিয়োগী, বক্র হইলে চোর, শুষ্ক হইলে অল্পায়ু এবং উচ্চ হইলে সর্ব্ব-জনপ্রিয় হয়। যাহার নাসার অগ্রভাগ সংকীর্ণ, মধ্যে ছিদ্রযুক্ত এবং সূক্ষ্মরোমে আবৃত সেই ব্যক্তি অসচ্চরিত্র অধার্ম্মিক ও চিরদুঃখিত হয়, নাসার অগ্রভাগ ছিন্ন ও রন্ধ্রদ্বয় কূপ-গভীর হইলে সে পুরুষ নিশ্চয় অগম্যাগামী হয়।

স্ত্রীর নাসা সমপুট, সমবৃত্ত সুগোল ও সরল হইলে প্রশস্ত হয়। নাসার অগ্রভাগ স্থূল ও উচ্চ এবং মধ্যভাগ নিম্ন হইলে অশুভপ্রদ হয়। যে নারীর নাসার অগ্রভাগ কুঞ্চিৎ ও রক্তবর্ণ

সে নারী বৈধব্যাদিক্লেশভাগিনী হয়, যাহার নাসা হ্রস্য অথবা দীর্ঘ সে কলহপ্রিয়া হয়, এবং যাহার নাসা চিপিটাকৃতি সেই নারী পরপ্রেষ্যা অর্থাৎ পরের দাসী হয়।

— —

নাসাপুট।

নাসারন্ধ্র সরল, সুগোল ও সূক্ষ্ম হইলেই উত্তমলক্ষণবিশিষ্ট হয়। যাহার নাসাপুটের দক্ষিণভাগ বক্র সে ক্রূর, যাহার সানুনাসিক বাক্য উচ্চারণ হয় সেই ব্যক্তি দীর্ঘজীবী।

কর্ণ।

কর্ণ নাতিহ্রস্ব নাতিবৃহৎ এবং স্নিগ্ধ, বিস্তৃত ও লম্বমান হইলে সুলক্ষণ হয়। কর্ণ বৃহৎ হইলে ধনবান্, ক্ষুদ্র হইলে কৃপণ, মৃদু হইলে নির্ধন, হ্রস্ব হইলে যশস্বী, দীর্ঘ হইলে বিদ্বান্ রোমশ হইলে সুখী, অধিক রোমযুক্ত হইলে অল্পায়ু, মূষিকবর্ণ হইলে মেধাবী, হস্তিকর্ণ হইলে সুপণ্ডিত, সিংহকর্ণ বা শৃঙ্গবৎ হইলে ধনহীন, বক্র হইলে পাপিষ্ঠ, এবং দীর্ঘ ও বৃহৎ হইলে মহাধনী হয়। যাহাদের কর্ণ দেখিতে চিপিটাকার ও অধিক মাংসল নহে তাহারা নিশ্চয় অতি ভোগবান্ হয়।

স্ত্রীজাতির কর্ণ অনতিস্থূল, সমানকার, সুগঠন, কোমল, লম্বিত ও আবর্তবিশিষ্ট হইলে সুলক্ষণা হয়। যাহার কর্ণ, শিরাযুক্ত, কুটিল, কৃশ ও যাহার কর্ণকুহর দৃষ্ট হয় না সে নারী নিশ্চয় মন্দভাগিনী হয়।

নেত্র।

চক্ষু পদ্মপত্রের ন্যায় বিস্তৃত, স্নিগ্ধ ও সুন্দর এবং প্রান্ত ঈষদ্বক্র ও রক্তবর্ণসমন্বিত হইলে অতি সুলক্ষণ হয়। চক্ষু বক্র হইলে বলবান্, কেকর (ট্যারা) হইলে ক্রুর, পিঙ্গলবর্ণ হইলে দুঃশীল, হরিতবর্ণ মার্জ্জারবৎ হইলে পাপাত্মা, স্থূল হইলে সুমন্ত্রী, হস্তিবৎ হইলে সেনাপতি, গম্ভীর হইলে প্রভু, শ্যামবর্ণ হইলে সৌভাগ্যশালী, মণ্ডলাকার হইলে পাপিষ্ঠ, দীনভাবাপন্ন হইলে দরিদ্র, কুক্কুটবৎ হইলে দক্ষ ও পরোক্ষদর্শী, রক্তবর্ণ হইলে ভাগ্য ও স্ত্রীযুক্ত, সিংহ ব্যাঘ্রবৎ রক্তবর্ণ হইলে কোপনস্বভাব, গোচক্ষুবৎ হইলে সৌভাগ্যশালী, শিখিনকুলবৎ হইলে সুখ-ভোগী, এবং নীলোৎপলবৎ হইলে বিদ্বান হয়, চক্ষুর তারকা কৃষ্ণবর্ণ হইলে সে চক্ষু উৎপাটিত হয়

স্ত্রীজাতির নয়নতারা কৃষ্ণবর্ণ, প্রান্তভাগ রক্তবর্ণ, চতুঃপার্শ্ব শ্বেতবর্ণ, পদ্মপত্রের ন্যায় আয়ত ও সুন্দর, এবং স্নিগ্ধ ও প্রশান্ত-দৃষ্টি বিশিষ্ট হইলে সর্ব্বসুলক্ষণা হয় যে নারীর চক্ষু গোল সে কুলটা, যে নারীর চক্ষু উন্নত সে অল্পায়ু যার চক্ষু রক্তবর্ণ সে পতিঘাতিনী, যার পিঙ্গলবর্ণ সে গর্ব্বিতা, যার চক্ষু পারাবতের ন্যায় সে দুঃশীলা, যার গজের ন্যায় সে কুলক্ষণা, যার চক্ষু বক্র অথবা মেষমহিষের ন্যায় সে ভাগ্যহীনা, যার চক্ষু কপিলবর্ণ সে ধনবতী, যার নয়নতারা প্রলম্বিত সে দেবরঘাতিনী, যার চক্ষু মধুপিঙ্গলবর্ণ সে সৌভাগ্যশালিনী, এবং যার বামচক্ষু কাণা সে পুংশ্চলী, যার দক্ষিণ চক্ষু কাণা সে বন্ধ্যা হয়

পক্ষ্ম।

সে নারী বৈধব্য
দীর্ঘ সে

পুরুষের পক্ষ্ম কৃষ্ণবর্ণ, ঘন, সূক্ষ্ম ও স্নিগ্ধ হইলে সুলক্ষণ হয়। স্ত্রীজাতির পক্ষ্ম কপিলবর্ণ স্থূল ও বিরল হইলে অলক্ষণ হইয়া থাকে।

ভ্রূ।

ভ্রূদ্বয় উন্নত, বিশাল, দীর্ঘ সংমিলিত ও সুদৃশ্য হইলে অতি সুলক্ষণ হয়। যার ভ্রূমধ্য ছিন্ন থাকে সে নির্ধন হয়, যার ভ্রূমধ্যে কোন চিহ্ন থাকে সে অঙ্গনারীগামী হয় না, এবং সকলেই তাহার বশীভূত হয়। যাহার ভ্রূ অবনত সে অগম্যাগামী থাকিয়া পুত্র কর্তৃক নিবারিত হয়।

কামিনীর ভ্রূ অসংমিলিত, কৃষ্ণবর্ণ, ধনুকাকৃতি কোমল, রোমবিশিষ্ট, স্নিগ্ধ ও সুগোল হইলে অতি সুলক্ষণ হয়। যে নারীর ভ্রূ রেখাবৎ সরল, সংমিলিত, পিঙ্গলবর্ণ, কর্কশ, দীর্ঘরোমাবৃত, বিস্তৃত ও বিষম সে নারী অতিকুলক্ষণা জানিবে।

কেশ।

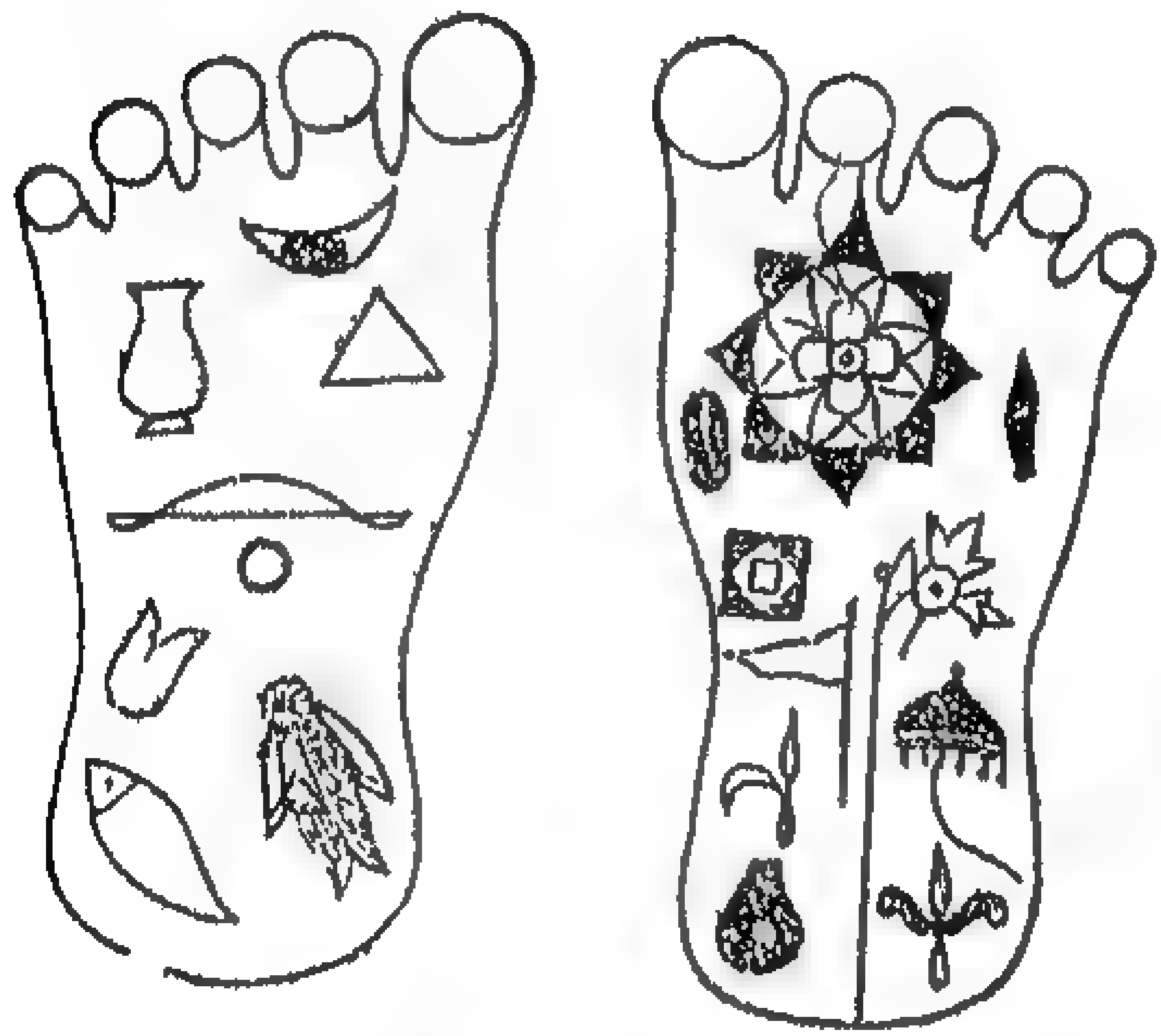
পুরুষের কেশ শুক্লবর্ণ, কুঞ্চিত, স্নিগ্ধ কোমল, বিরল এবং অভিন্নাগ্র ও অবহুমূল হইলে অতি সুলক্ষণাক্রান্ত হয়, কপিলবর্ণ, স্থূলাগ্র, স্ফুটিতাগ্র, বহুমূল, নিম্ন, কুটিল, ঘন ও বিষম; কর্কশ ও বিরল, দৃঢ় ও রূক্ষ ইত্যাদিরূপ কেশবিশিষ্ট ব্যক্তি কুলক্ষণযুক্ত জানিবে, যাহার কেশ অতিসুন্দর সে প্রবাসে প্রাণ পরিত্যাগ করে। যাহার কেশ অতি রূক্ষ ও স্থূল সে

তস্কর হয়। কুৎসিতকেশশালী ব্যক্তি নিশ্চয় দারিদ্র্য ভোগ করে।

নারীর কেশদাম ভ্রমরকৃষ্ণ, কুঞ্চিতাগ্র, সূক্ষ্ম, স্নিগ্ধ ও সুকোমল হইলে সুলক্ষণ হয়।

পদাঙ্ক-জ্ঞান।

বামপদ।   দক্ষিণপদ।



মানবের পদাঙ্ক (পদতলস্থিত চিহ্ন) দেখিয়া তাঁহার জীবনের শুভাশুভ লক্ষণ সুস্পষ্ট পরিজ্ঞাত হওয়া যায়। পদাঙ্ক বহুবিধ, তন্মধ্যে উপরি-প্রদর্শিত ঊনবিংশতিটীই প্রধান। বামপদে অর্দ্ধচন্দ্র, কলস, ত্রিকোণ, ধনু, শূন্য, গোষ্পদ, প্রোষ্ঠীমৎস্য ও শঙ্খ

এই অষ্টচিহ্ন; এবং দক্ষিণপদে অষ্টকোণ, স্বস্তিক, চক্র, ছত্র, যব, অঙ্কুশ, ধ্বজ, বজ্র, জম্বু, উর্দ্ধরেখা ও পদ্ম এই একাদশচিহ্ন। যাঁহার পদতলে এই উনবিংশতি পদাঙ্ক বর্ত্তমান আছে, স্বয়ং কমলা তাঁহার সেবা করেন।

যে পুরুষের চরণতলে পদ্ম, চক্র, তড়াগ, তোরণ, অঙ্কুশ অথবা বজ্রচিহ্ন দৃষ্ট হয়, সেই ব্যক্তি রাজা বা রাজতুল্য ক্ষমতা-শালী ও মহাসৌভাগ্যবান হইয়া থাকে।

যাহার পদতলে, বৃদ্ধাঙ্গুলির মূলপর্য্যন্ত উর্দ্ধরেখা থাকে, সে নিশ্চয়ই মহাসৌভাগ্যবিশিষ্ট উৎকৃষ্ট পুরুষ সন্দেহ নাই।

পাদমূলে অবিচ্ছিন্ন বক্ররেখা দৃষ্ট হইলে নিশ্চিৎ বুঝিবে তাহার শ্রেষ্ঠ ও উৎকৃষ্ট বংশে উৎপত্তি হইয়াছে।

চরণের পর্ব্বরেখার মধ্যে যদি অন্য রেখা থাকে তবে সেই পুরুষ মহাভাগ্যবান হইবে।

পদদ্বয়ের গুল্ফ উন্নত ও অপ্রকাশিত, চরণতল পদ্মবৎ সুন্দর ও কোমল, ঈষৎ স্বেদযুক্ত, এবং মৎস্য ও মকর চিহ্নে অঙ্কিত থাকিলে অতি সুলক্ষণ হয়

যাহার পাদদ্বয় সূর্পবৎ (কুলার ন্যায়) কুৎসিত, বক্র, ও কঠোরদর্শন এবং অঙ্গুলিসকল অতি বিরল (ফাক্ ফাক্) সে ব্যক্তি সংসারে অতি দরিদ্র, ও শ্রীভ্রষ্ট থাকিবে সন্দেহ নাই।

যাহার পদদ্বয়ের বর্ণ পীতলোহিত, আকৃতি, খঞ্জবৎ, বিচ্ছিন্ন, বক্র বা শঙ্কুর (গোঁজা ন্যায়, এবং গমনকালে বিষম ভাবে নিক্ষিপ্ত হয়, সে ব্যক্তি ব্রহ্মহত্যাকারী, অথবা মহাপাপী হইয়া থাকে।

পুরুষের চরণ যদি শিরাবিশিষ্ট, বক্র, শুষ্ক ও রুক্ষ হয়, পাদ-

পৃষ্ঠ সূর্পবৎ হয়, নখগুলি পাণ্ডুবর্ণ, এবং অঙ্গুলিসকল অতি বিরল হয় তবে তাহা মহাদরিদ্রের লক্ষণ জানিবে।

মহাভাগ্যবান্ পুরুষের চরণের লক্ষণ,—পদদ্বয় পদ্মের উদরের ন্যায় সুন্দর, ঈষদুষ্ণ ও শিরাবিহীন, গুলফ অপ্রকাশিত ও মনোহর, পাদপৃষ্ঠ কূর্ম্মপৃষ্ঠবৎ উন্নত, চরণতল স্বেদরহিত, অঙ্গুলিসকল চম্পকতুল্য মনোহর এবং মিলিত, নখশ্রেণী তাম্রবর্ণ, এবং চরণতলে উনবিংশতিপদাঙ্ক বা তাহার কতিপয়দ্বারা শোভিত।

স্ত্রীজাতির চরণতলে যদি বজ্র, পদ্ম ও হল চিহ্ন থাকে তবে সে দাসী হইলেও শেষে রাজরাণী হয়।

যাহার চরণতলে চক্র, স্বস্তিক, শঙ্খ, পদ্ম, ধ্বজ, মৎস্য ও ছত্র রেখা অঙ্কিত থাকে সে নারী রাজপত্নী হয়।

যাহার পদদ্বয় স্নেহবিশিষ্ট, সুন্দর, উন্নত ও তাম্রবর্ণ নখযুক্ত, এবং উনবিংশতি পদাঙ্কের যে কোনও কতিপয় দ্বারা অঙ্কিত সে স্ত্রী অখণ্ডবিভবশালিনী ও অতি পুণ্যবতী হয়।

পদতলে তাম্রবর্ণ রেখা থাকিলে, নারী, সুলক্ষণসম্পন্ন-পুত্র পৌত্রবতী হয়।

চরণের নখসমুদয় তাম্রবর্ণ, স্নিগ্ধ, সমুন্নত, সুগোলগঠন, ও সুদর্শন, এবং চরণতল ধ্বজাঙ্কুশাদিচিহ্নে অঙ্কিত হইলে সে নারী মহাসৌভাগ্যবতী হয়।

যে কামিনীর পদতল স্নিগ্ধ কোমল, মাংসল, স্বেদহীন, সমান উত্তপ্ত ও আরক্ত সে স্ত্রী বহুভোগশালিনী ও পতির সৌভাগ্যপ্রদায়িনী হয়।

যে মরালগামিনী কামিনীর চরণতলে উনবিংশতি পদাঙ্কের

কতিপয় চিহ্নমাত্রও লক্ষিত হয়, গমনকালে মৃত্তিকাপৃষ্ঠে সমুদয় চরণের প্রতিকৃতি অঙ্কিত হয় এবং অতি নিঃশব্দে পদ-সঞ্চার হয় সেই নারী সর্ব্বসুলক্ষণা জানিবে।

যে স্ত্রীর গমনকালে ভূমিকম্প হয়, যাহার গতি সবেগ, শব্দোৎপাদক ও ভয়ঙ্কর, সে নারী অতি শীঘ্র বৈধব্য লাভ করিয়া বাঞ্ছিতব্য পথ আশ্রয় করে।

পদতলে মূষিক সর্প ও কাকরেখা অঙ্কিত থাকিলে সে নারী দুর্ভাগ্যবতী হয়

বৃদ্ধাঙ্গুলি ভিন্ন অন্য অঙ্গুলিতে প্রদেশিনী রেখা মিলিত থাকিলে নারী ব্যভিচারিণী হয়।

গমনকালে যে স্ত্রীর কণিষ্ঠাঙ্গুলি মৃত্তিকা স্পর্শ না করে সে অচিরে পতিঘাতিনী হইয়া অন্যপতি গ্রহণ করে, এবং তাহার পুত্রেরও মৃত্যু হয়।

যাহার অনামিকাঙ্গুলি ভূমিতে স্পৃষ্ট না হয় সে বিধবা হইয়া দীর্ঘজীবন ভোগ করে।

যাহার তর্জ্জনী অথবা মধ্যমাঙ্গুলি গমনকালে ভূতল স্পর্শ করে না, সে সৌভাগ্যসুখে বঞ্চিত হয়

অঙ্গুষ্ঠ ভূমিস্পর্শ না করিলে, নারী পতিবিনাশিনী ও স্বেচ্ছা-চারিণী হয়।

গমনকালে যদি তর্জ্জনী অঙ্গুলী বৃদ্ধাঙ্গুলির উপর দিয়া যায় তবে সে নারী নিশ্চিৎ কুলটা হইয়া থাকে

গমনকালে যদি পৃথিবী হইতে ধূলী উৎক্ষিপ্ত হয়, তবে সে নারী, পিতৃ মাতৃ ও পতি এই তিন কুলের ধ্বংসকারিণী হয়।

পদতলের মধ্যস্থান নত হইলে নারী দরিদ্রা, পদ শিরা-বিশিষ্ট হইলে ভ্রমণকারিণী, কোমল হইলে দাসী এবং মাংস-শূন্য হইলে ভাগ্যবিহীনা হয়।

পদতল খণ্ডিতাকার, অসমান, কঠোর, কর্কশ, বিবর্ণ ও সূর্পবৎ বিশালাকৃতি এবং শুষ্ক হইলে নারী চিরদুঃখিনী ও হতভাগিনী হয়

স্ত্রীর চরণের বৃদ্ধাঙ্গুলি সুগোল, মাংসল, ও অগ্রভাগ উন্নত হইলে সুলক্ষণ; আর বক্র, হ্রস্ব ও চিপিটাকৃতি হইলে কুলক্ষণ হয়

পদের অঙ্গুলিসকল মৃদু ঘন, সুগোল ও উন্নত হইলে শুভ; অন্যথা, নারী অশুভদায়িনী হয়

চরণের অঙ্গুলি দীর্ঘ হইলে কুলটা, কৃশ হইলে দরিদ্র, খর্ব্ব হইলে আয়ুহীনা, বক্র হইলে দুর্ভগা, চিপিটা হইলে পরপ্রেষ্যা (দাসী,) বিরলা হইলে দুঃখভাগিনী, এবং অতিসংলগ্না হইলে পরপ্রেষ্যা ও পতিঘাতিনী হয়

চরণতলে যে কোনও মাঙ্গল্যদ্রব্যের প্রতিকৃতি অঙ্কিত থাকিলে মঙ্গল হয়, আর অশুভচিহ্ন অঙ্কিত থাকিলে অশুভ হইয়া থাকে

কপাল-দর্শন।

ললাটক্ষেত্র মানবের অন্তঃপ্রকৃতির দর্পণস্বরূপ। যেরূপ পুরোধৃত নির্ম্মল স্ফটিক দর্পণে অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি বহিঃপ্রকৃতির অবিকল প্রতিরূপ প্রতিভাসিত হয়, সেইরূপ শিরোধৃত সহজাত ললাট দর্পণে জাতকের ইহ জীবনের শুভাশুভ সুখ দুঃখাদি অন্তঃপ্রকৃতির অনুরূপ প্রতিবিম্ব দীপ্যমান থাকে। কপাল প্রদেশের আকৃতি, গঠন, পরিমাণ ও অধিষ্ঠাতা গ্রহবর্গের অবস্থিতি এবং তদঙ্গত রেখাপুঞ্জের বৈষম্য ইত্যাদি দৃষ্টে বিচক্ষণ ব্যক্তিগণ অনায়াসে জাতকের অদৃষ্ট দর্শন করিয়া ত্রিকালের ফলাফল ব্যক্ত করেন

সকল মানবের কপালের আকৃতি একরূপ নহে। কাহারও অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি, কাহারও শঙ্খাকৃতি, কাহারও ডিম্ববৎ, কাহারও শুক্তিতুল্য কাহারও চতুরস্র, কাহারও অন্যবিধ;—এইরূপ, বৃহৎ ক্ষুদ্র, প্রশস্ত, দীর্ঘ, খর্ব্ব, উচ্চ, নিম্ন, অপ্রসর প্রভৃতি আয়তন ভেদেও জাতকের কপালতলের শ্রেণীভেদ হইয়া থাকে।

কপালস্থ রেখাপুঞ্জও স্থূল, সূক্ষ্ম, উজ্জ্বল, মলিন, অস্ফুট সরল, বক্র, ছিন্ন, অবিচ্ছিন্ন ইত্যাদিরূপে বিভিন্ন প্রকৃতিবিশিষ্ট হইয়া থাকে। কপালের সর্ব্বোচ্চস্থানে কেশের নিকটস্থ প্রথম রেখার অধিপতি শনি, তন্নিম্নে দ্বিতীয় রেখার অধিষ্ঠাতা বৃহস্পতি নিম্নে রেখায় মঙ্গল, তৎপরে সূর্য্য, তৎপরে নিম্নস্থ রেখায় শুক্র,

তন্নিম্নে ষষ্ঠরেখায় বুধ, সর্ব্বনিম্নে সপ্তমরেখা বা শেষরেখার অধিপতি চন্দ্র হইয়া থাকেন *

কপালের আকৃতি ও গঠনভেদে মানব-চরিত্রের যেরূপ প্রকৃতিভেদ হয় তাহা সংক্ষেপে নিম্নে প্রকাশিত হইল।

যাহার কপাল বৃহৎ এবং প্রশস্ত সেই ব্যক্তি মৃদু, গম্ভীর এবং পূর্ণ-হিতাহিত জ্ঞানসম্পন্ন ও পরহিতার্থী হয় এইরূপ প্রকৃতিবিশিষ্ট মনুষ্যগণ ব্যবহারাজীব পদের সম্পূর্ণ উপযুক্ত হইয়া থাকে †

যাহার ললাট অতিক্ষুদ্র সে অসৎ, অরম্যপ্রকৃতি, অহিতার্থী, এবং আপনার অসার মতের প্রবল প্রতিপোষক ও অপরের প্রতি অবিশ্বাসী হয় ইতর প্রাণীর মধ্যে মার্জ্জার জাতির সহিত ইহাদিগের তুলনা হইয়া থাকে

যাহার ললাট অতি প্রশস্ত সে স্বেচ্ছাচারবিশিষ্ট, ভুরিখাদক, ও ঘোর চাটুকার হয়; ইহারা সম্মুখে মধুর মিত্রতার ভান করে, এবং পরোক্ষে যারপরনাই কুৎসা ও গ্লানি করিতে কুণ্ঠিত হয় না, ফলতঃ, সম্মুখে যাহাকে মিত্র বলিয়া স্নেহ ও প্রীতি প্রকাশ করে পশ্চাৎ তাহারই প্রতি ঘোরশত্রুবৎ ব্যবহার করিয়া থাকে ইতরপ্রাণীর মধ্যে বন্যহংসের সহিত ইহাদের তুলনা করা যায়।

---

* তিলাঙ্ক দর্শন—মুখমণ্ডলে ললাটচিত্র দেখ

† A great and spacious forehead signifies a sluggish and fearful person, that is compared to the ox; most of those that have the forehead such, are people of great consciences, not given to do any hurt, they are very fit to become lawyers,—Dr, Roback,

যদি কপাল অতিবৃহৎ এবং অতিপ্রশস্ত হয়, তবে সে ব্যক্তি নিপুণবুদ্ধি হয় ও সময়ে সময়ে অতি ক্রোধন স্বভাব ধারণ করে। ইহারা অধিকাংশ স্থলেই অতিশয় মিথ্যাবাদী হয়।

যাহাদিগের ললাট শুক্তিবৎ (ঝিনুকের ন্যায়) উভয় পার্শ্বে অতি সংকীর্ণ ও অস্থি প্রকাশিত, তাহারা বৃথাগর্ব্বিত, অব্যবস্থিতচিত্ত, অল্পজ্ঞানী, কার্য্যে অনুৎসাহী ও পরিবর্ত্তপ্রিয় হয়।

যাহার কপালদেশ উচ্চ, স্ফুরিত, ও অতিমাংসল সেই ব্যক্তি দাম্ভিক, আশুক্রোধী ও অসমসাহসীক হয়। ইহারা বিবাদকলহাদিতে সর্ব্বত্রই অগ্রগামী হইয়া থাকে।

যাহার কপাল চতুরস্র (বিশাল চতুষ্কোণ) সেই মনুষ্য বীরত্বে ও মাহাত্মে সর্ব্বত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। সাহস, সামর্থ ও সমীচীনতা এই তিনে ইহারা পরিপূর্ণ প্রাণীর মধ্যে সিংহের সহিত ইহাদের তুলনা হইয়া থাকে।

যাহাদিগের ললাট কুঞ্চিত ও মধ্যভাগে নিম্নতাবিশিষ্ট এবং নাসার নিকট যেন দুইভাগে বিভক্ত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়, তাহারা সামান্য মনুষ্যমাত্র ইহারা দুঃখাবস্থায় সুখভোগ করে, প্রকৃত সুখের মুখ কখনও দর্শন করিতে পায় না।

যাহার ললাট ক্ষুদ্রাকৃতি, কোমল, মসৃণ ও সমান এবং সম্মুখভাগে কেশহীন অথবা অতি-অল্প-কেশ যুক্ত, সেই মনুষ্য অবহিত, অব্যবস্থিতচিত্ত অবস্থাহীন হইয়া থাকে

যাহার কপাল স্তূপাকার ও কুঞ্চিত সেই ব্যক্তি প্রকৃত চাটুকার হয়, প্রবঞ্চনাপূর্ণ প্রিয়বাক্যে সে সর্ব্বদা স্বকার্য্য সাধন করে ইতর প্রাণীর মধ্যে কুক্কুরজাতি ইহাদিগের উৎকৃষ্ট তুলনার স্থল।

যাহাদিগের ললাট অৰ্দ্ধচন্দ্রাকৃতি ও অসমান (উচ্চনীচ) তাহারা প্রবঞ্চক, প্রতারক, উচ্চাভিলাষী ও ভয়াবহ ইহারা লোকের নিকট বিনয়নম্র ও সদালাপী হইয়া থাকে যদি এরূপ ললাট কুঞ্চিত হয়, তবে সে ব্যক্তি কপট ও অতি-কুট-বুদ্ধি-বিশিষ্ট এবং সর্ব্বদা বিমর্ষপ্রকৃতি হয় অধিক ধনসম্পন্ন হইলে ইহাদিগের বিমর্ষভাব সমধিক পরিবর্দ্ধিত হয়

পরিষ্কৃত অনাকুঞ্চিত ললাট (ভ্রূকুটী করিলে যাহাদিগের কপাল আকুঞ্চিত হয় না) সারল্যপ্রকাশক। এরূপ কপালবিশিষ্ট ব্যক্তি অকপট ও সরলচিত্ত হয় ইহারা বাদ-প্রতিবাদকূটতর্ক অভিযোগাদিবিষয়ে পক্ষসমর্থনার্থ মন্দবুদ্ধিসম্পন্ন হইয়া থাকে।

ললাট যদি সরলও নহে উচ্চনীচও নহে মসৃনও নহে এরূপ প্রকৃতির হয়, তবে সেই ব্যক্তি লোকের সহিত মধ্যবিধ রূপে ব্যবহার করিয়া থাকে ইহারা কখনও কোনও বিষয়ের আতিশয্য সাধনে যত্নবান হয় না।

কপাল ফলক নিষ্প্রভ ও কৃষ্ণবর্ণের চিহ্নযুক্ত থাকিলে সেইব্যক্তি সর্ব্বদা ক্রোধনস্বভাব, অসমসাহসিক ও অপরিণামদর্শী হয় বন্যবৃষ ও সিংহের সহিত ইহাদের প্রকৃতির তুলনা হইয়া থাকে।

যে সকল মনুষ্যের কপাল নিম্নভাগে এরূপ মাংসল যে দুই চক্ষুর পক্ষদয় (চক্ষুর পাতা) নিম্নমুখে অবনত হইয়া থাকে, তাহারা প্রতারক, বিশ্বাসঘাতক, নিষ্ঠুর ও অতি নির্দ্দয় হয়

দর্শনমাত্রেই যাহাদের কপাল কর্কশ ও কঠোর বলিয়া বোধ হয় এবং অন্তঃকরণে একরূপ বিজাতীয় ঘৃণার উদয় হয়, তাহারা নিশ্চয়ই বর্ব্বরপ্রকৃতি তাহার সন্দেহ নাই। ইহারা করুণার লেশশূন্য; যতই কেন অমানুষিক নিষ্ঠুরের কার্য্য

হউক না, প্রযোজন হইলে অতিসহজে তাহার সাধন করিয়া থাকে।

যাহাদিগের কপাল ফলক সংযত (চাপা) এবং নিম্নতল তাহারা স্ত্রীজাতির ন্যায় মৃদু প্রকৃতি প্রাপ্ত হয়। স্ত্রীজাতির সহিত ইহাদের অতিপ্রণয় হইতে দেখা যায়

ললাটের আকৃতি ও গঠনাদিভেদে যত প্রকার প্রকৃতিভেদ হইতে পারে, তাহার সহজ ও সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইল; এক্ষণে ললাটস্থ রেখাপুঞ্জের বিষয় বিবৃত হইতেছে।—

কপালের সর্ব্বোচ্চভাগস্থ কেশপুঞ্জ হইতে সর্ব্বনিম্নভাগস্থিত নাসামূল পর্য্যন্ত স্থানে সপ্তরেখায় সপ্তগ্রহ অবস্থিত করে ইহা পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে প্রতি গ্রহের অধিষ্ঠিত রেখার পার্শ্বভাগে কখনও কখনও অতিরিক্ত রেখা পরিদৃষ্ট হয়, কখনও কখনও অধিষ্ঠিত রেখাও দৃষ্টিগোচর হয় না রেখাপুঞ্জের কতিপয় রেখা সৌভাগ্যসূচক ও কতিপয় রেখা দুর্ভাগ্যসূচক হইয়া থাকে। যে যে রেখা সরল, সমলম্বিত, অবিচ্ছিন্ন, অপ্রতিহত অথবা নাসাভিমুখে ঈষদানত বলিয়া প্রতীত হয়, সেই সকল রেখা মানবের সৌভাগ্যসূচক হয়, আর যে যে রেখা কুঞ্চিত, বক্র, ছিন্নভিন্ন অথবা অসমান তাহারা অনিষ্টদায়ক ও দুর্ভাগ্যের পরিচায়ক হইয়া থাকে।

রেখাপুঞ্জ যদি সম ও সরল হয় তবে সেই ব্যক্তি পাপ-বিরহিত, সদাত্মা ও ধার্ম্মিক হয়।

রেখাপুঞ্জ যদি কুঞ্চিত বক্র ও বিচ্ছিন্ন হয় তবে সেই ব্যক্তি পাপাসক্ত প্রবঞ্চক ও দুষ্টবুদ্ধিবিশিষ্ট হয়

পুংগ্রহের অধিষ্ঠিত রেখা যদি বামভাগে সমানত হয় (বিশেষ

বুধের রেখা) তাহা হইলে সম্পূর্ণ অশুভ প্রকাশ করে। যে গ্রহের অধিষ্ঠিত রেখার পার্শ্বে অতিরিক্তরেখা থাকে; সেই গ্রহের দশাকালে তাহারই কারকতাশক্তিমূলক ঘটনা-চক্রের বৈচিত্র ও পরিবর্ত্তন প্রকাশিত হয়।

বৃহস্পতিরেখা প্রস্ফুট ও উজ্জলাকৃতি হইলে জাতকের যশোকীর্ত্তিসমন্বিত হয়।

পাপগ্রহের রেখা যদি কুঞ্চিতভাবে প্রলম্বিত থাকে, তবে জাতকের কোনও বিশেষ ক্ষতিমূলক দুর্ঘটনা উপস্থিত হয়।

বৃহস্পতিরেখা যদি শনিরেখা অপেক্ষা দীর্ঘতর হয় তবে বৃহস্পতির প্রদেশ সমুদয় বস্তুর অধিকার প্রাপ্ত হয়।

যদি মঙ্গলের রেখা সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ হয়, তবে জাতক অত্র-পরাক্রমী, দুর্দ্ধর্ষ, ও প্রতাপান্বিত হয়

বুধের অধিকৃত স্থানে যদি দুই বা তিনটী সমান ও সুস্পষ্ট সবল রেখা দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি সদাশয়, বিচক্ষণ-চেতা, সুবক্তা, কবি ও জ্ঞানী হয় রেখা যদি তিনের অধিক থাকে তবে উহার বিপরীত ফল উৎপন্ন হয়।

স্ত্রীজাতির ললাটে বুধের ক্ষেত্রে যদি তিনের অধিক রেখা দৃষ্ট হয়, তবে নিশ্চয়, সেই নারীকে মুখরা, চঞ্চলা, অসতী বা ডাকিনী বলিয়া জানিবে।

যদি নাসিকামূলের সন্নিকট দুইটী বা তিনটী রেখা মধ্যবিচ্ছিন্ন হইয়া বর্ত্তমান থাকে, তাহা হইলে, সেই ব্যক্তি লম্পট হয়।

রবিরেখা যদি অবিচ্ছিন্ন, অপ্রতিহত, সরল ও সমান ভাবে সুস্পষ্ট প্রকাশিত থাকে, তবে জাতক বিপুল ধন, প্রচুর সম্ভ্রম ও রাজানুগ্রহলাভ করিয়া মহাসৌভাগ্যবান্ হয়

চন্দ্ররেখা ঐরূপ থাকিলে, ভ্রমণ বাণিজ্য এবং ভূরি উপার্জ্জন প্রকাশিত হয়।

ললাট শুক্তিতুল্য ও বিপুলায়ত হইলে সেই ব্যক্তি অধ্যাপক হইয়া। ললাট বহুশিরা বিশিষ্ট হইলে মনুষ্য পাপী হয়। যদি উন্নত শিরাসমূহে পরিবেষ্টিত হইয়া ললাটে স্বস্তিক চিহ্ন অঙ্কিত থাকে, তবে সে ব্যক্তি মহাধনবান্ হয়।

যাহার ললাট অতিনিম্ন নিষ্ঠুর ও বধকার্য্যে রত থাকে। ললাট আবৃত হইলে কৃপণ হয়। সমুন্নত ও সুদর্শন হইলে মনুষ্য সৌভাগ্যবান্ হয়।

যাহার কপাল অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি, লোমবিহীন, অনুচ্চ ও দেখিতে সুন্দর, সেই ব্যক্তি মঙ্গলাস্পদ ও ধনসম্পন্ন হয়।

উন্নত ও প্রসর ললাট সৌভাগ্যের চিহ্ন অসমান ললাট দুর্ভাগ্যের পরিচায়ক, এবং অর্দ্ধচন্দ্র চিহ্ন-বিশিষ্ট ললাট মনুষ্যকে মহাসৌভাগ্য প্রদান করে।

যে মানবের ললাট ফলকে বজ্র, ত্রিশূল, এবং ধনুর চিহ্ন পরি-দৃষ্ট হয়, সেই ব্যক্তি সংসারে সকলের পূজনীয়, দিব্যাঙ্গনাগণের অতিপ্রিয় এবং দীর্ঘায়ু ও সর্ব্বসুখী হইয়া থাকে।

যাহার কপালে তিনটী রেখা দৃষ্ট হয় সে ব্যক্তি সুখ-সম্পন্ন, পুত্রবান্ এবং ষষ্টীবৎসর পরিমিত-পরমায়ু-বিশিষ্ট হয়।

যাহার কপালে দুইটী রেখা থাকে সে চত্বারিংশৎ বৎসর পরিমাণে পরমায়ু প্রাপ্ত হয়, এবং যাহার কপালে আকর্ণ-বিশ্রাম একটী মাত্র রেখা থাকে সে ৺ বৎসরজীবী হইয়া থাকে।

কপালে স্পষ্ট ও অস্পষ্ট বহুরেখা থাকিলে জাতক অল্পায়ু

হইয়া থাকে। যাহার ললাটস্থ রেখাসকল ছিন্নভিন্ন তাহার নিশ্চয়ই অপমৃত্যু হয়

যাহার কপালে ত্রিশূল ও পট্টিশের চিহ্ন দীপ্যমান, সে ব্যক্তি ধনবান্ বহু সন্তান ও শতায়ু হয়

কপালের রেখাসকল পৃথক্ পৃথক্ রূপে অঙ্কিত থাকিলে সে ব্যক্তি পুরুষ হইলে লম্পট ও নারী হইলে ব্যাভিচারিণী হয়

স্ত্রীজাতির ললাট শিরাশূন্য, রোমবিহীন, অর্দ্ধচন্দ্রাকার, অনিম্ন ও তিনাঙ্গুলি—পরিমিত হইলে সেই নারী অরোগিণী ও সৌভাগ্যবতী হয় যদি এইরূপ ললাটে স্বস্তিক-চিহ্ন বর্ত্তমান থাকে, তবে নিশ্চয়ই সেই নারী রাজ্যাধিশ্বরিণী বা তত্তুল্য মহা বিভবশালিনী হয়।

যে নারীর ললাটে প্রলম্বিনী রেখা (দীর্ঘ রেখা) দৃষ্ট হয় সে দেবরঘাতিনী হয়

যে নারীর ললাটে ত্রিশূল—চিহ্ন দীপ্যমান, সেই নারী সহস্র স্ত্রীলোকের উপর প্রভুত্ব করিয়া থাকে

যদি আকর্ণ বিস্তৃতনেত্র ও সুগভীর দৃষ্টি-বিশিষ্ট ব্যক্তির ললাটে সরল ও সমান পঞ্চরেখা পরিদৃষ্ট হয়, তবে তাহাকে সার্থকজন্মা বলিয়া জানিবে।

কপালে চারিটীরেখা সমান ও সরল থাকিলে মনুষ্য দীর্ঘজীবী, বিদ্বান, ভোগী, সুখী ও সম্পত্তিবিশিষ্ট হয়।

যে নারীর ললাটে শ্রীবৎস ও স্বস্তিক—চিহ্ন যুক্ত একটীমাত্র রেখা থাকে, সে অতি সুলক্ষণা হয়।

যে অঙ্গনার ললাটে ত্রিশূল চিহ্ন কৃষ্ণ—বা-পিঙ্গল-বর্ণ-বিশিষ্ট হয়, সে পঞ্চপুত্র প্রসবিনী ও ধনধান্যরত্ন সংবর্দ্ধিনী হয়।

২৭

যদি ললাট তাম্রবর্ণ—বিশিষ্ট এবং উন্নত হয়, এবং কক্ষদেশ লোমবিরহিত হয়, তবে সেই ব্যক্তি উন্মত্ত হইয়া পথে পথে ভ্রমণ করে

ললাটের অধিষ্ঠাতা সপ্তগ্রহকর্ত্তৃক মানবের কণ্ঠস্বর বিভক্ত হয়। জাতকের জন্মকালে কোন্ গ্রহের আধিপত্য ছিল এবং তজ্জনিত শুভাশুভফল কিরূপ তাহা এতদ্বারা অভ্রান্তরূপে নির্ণিত হইয়া থাকে গ্রহগণের আধিপত্যভেদে, মানবের এই রূপ স্বরভেদ হয়, যথা ;—

শনি—অবিশুদ্ধ, ধীর, গম্ভীর ও কর্কশ।

বৃহস্পতি—সুন্দর, সতেজ, সুহাস্যযুক্ত, মনোজ্ঞ, সময়ে সময়ে গম্ভীর এবং সর্ব্বদা পরিমিত।

সূর্য্য—শান্ত, শুদ্ধ, মধুর ও বীণাধ্বনিবৎ।

বুধ—সরল, মৃদু, অস্বচ্ছ ও দ্রুত, এবং সময়েং অতি দ্রুত ও ভগ্ন (তোতলা)।

মঙ্গল—তীব্র, কর্কশ, উচ্চ, অশান্ত ও কোপন

চন্দ্র—নিম্ন, জড়িত ও অসমান।

শুক্র—মধুর, কোমল, শান্ত ও নারীকণ্ঠবৎ।

ষড়জ, ঋষভ, গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবত ও নিষাদ এই সপ্ত পর্য্যায়েও গ্রহগণের আধিপত্যভেদ হইয়া থাকে

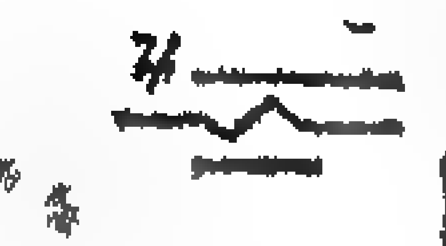
শিক্ষার্থী পাঠকবর্গের যুগপৎ বোধ-সৌকর্য্য সাধন ও বিনোদন এই উভয়কল্পে নিম্নে কতিপয় নর-কপালের চিত্র প্রতিরূপ প্রকাশিত হইল। অধিষ্ঠাতা গ্রহগণের ক্ষেত্র ও তদগত রেখাপুঞ্জের প্রকৃতি বিচার করিয়া পশ্চাৎ প্রকাশিত সংখ্যানু-

যাযী ফল দৃষ্টি করিলে কপাল-দর্শন-শাস্ত্রে বিশিষ্ট ব্যুৎপত্তি জন্মিতে পারিবে।

৫১ প্রকার ললাট লিখন।

হার করিতে পারে না ... শাবণ

১



যে ভূরি উপার্জ্জনের প্রতিভা সত্ত্বেও তাহার সাধন
বে না আকস্মিক-প্রাপ্ত বা দৈব-প্রদত্ত ধন ভিন্ন
ইহাদের পরিপুষ্ট হইবার উপায়ান্তর নাই সমস্ত
ত থাকে, এবং অর্থ হইতে তাহার বিবিধ বিপত্তি

৬



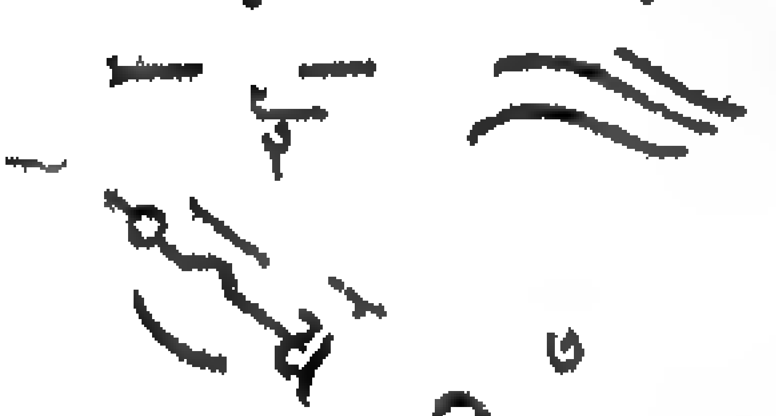
কার ক্ষুদ্র ও বিচ্ছিন্ন রেখা থাকিলে মানব বহু-
পূত, চাটুতাবলম্বী, অসত্যসন্ধ এবং অস্থির-

১১



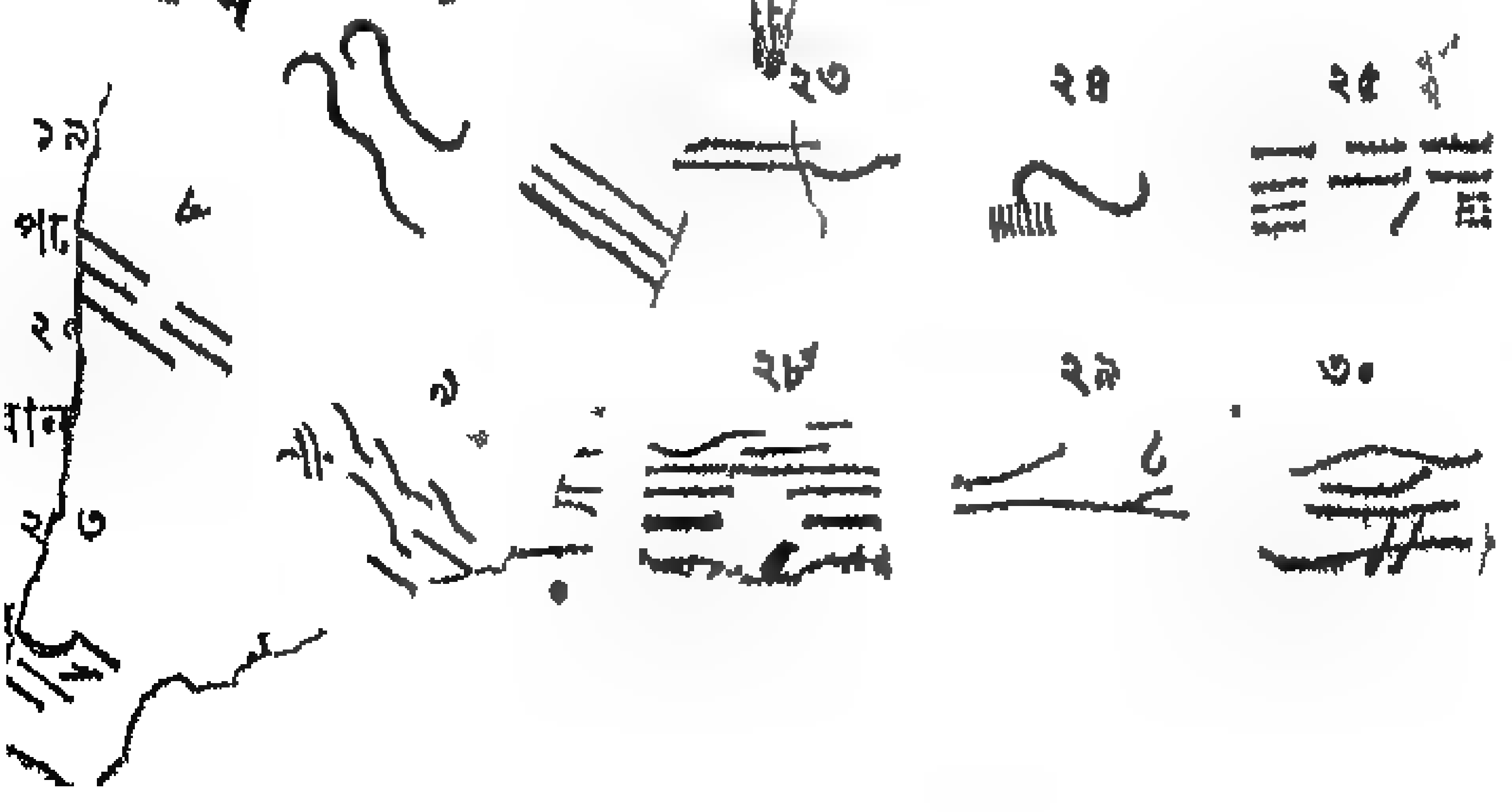
দৃষ্ট হইলে মনুষ্য (২০) বান্ ও ধনশালী হয়
এই প্রকার বক্রভাবে থাকিলে মনুষ্য
হপায়ে নক ... বলপ্রয়ো
থাকে।

১৬ ১৭

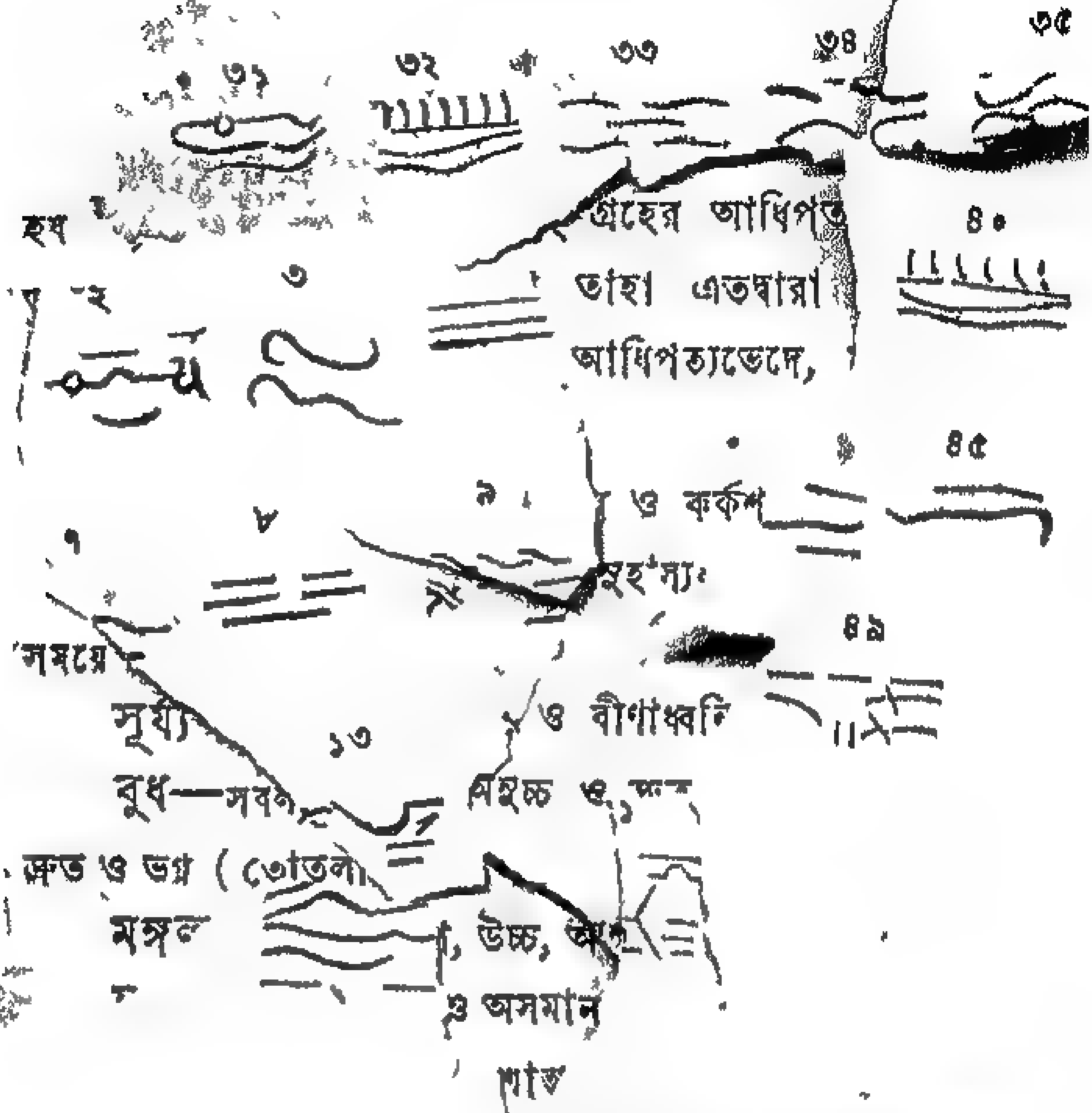




থাকি



৫১ প্রকার ললাট লিখন।



১। এই প্রকার বৃহস্পতিরেখা থাকিলে মানব ধনসম্পন্ন, বিচক্ষণচেতা ও সৎস্বভাব-বিশিষ্ট হয়।

২। বৃহস্পতিরেখায় এই প্রকার বৃত্তাকার চিহ্ন থাকিলে মানবের ধনক্ষতি হয়

৩। রেখা এইরূপ বক্র ও নাসিকাভিমুখে অবনত থাকিলে মনুষ্য যারপরনাই দুরবস্থা প্রাপ্ত হয়।

৪ এই প্রকার সমান ও সরল রেখা থাকিলে মানব ধীমান্, চরিত্রবান্, যারপরনাই সৎপ্রকৃতি, প্রতিষ্ঠা প্রাপ্ত এবং প্রশস্ত অবস্থাপন্ন হয় এই শ্রেণীর মানবগণ বঞ্চনা,প্রতারণা বা কোন ও রূপ দ্বন্দ ব্যবহার করিতে পারে না, ব্যবহার ইহাদের এত সরল ও এত সৎ যে ভূরি-উপার্জ্জনের প্রতিভা সত্ত্বেও তাহারা সাধন করিতে পারে না। আকস্মিক-প্রাপ্ত বা দৈব প্রদত্ত ধন ভিন্ন সংসারে ইহাদের পরিপুষ্ট হইবার উপায়ান্তর নাই। সমস্ত পদার্থে বঞ্চিত থাকে, এবং অর্থ হইতে তাহার বিবিধ বিপত্তি উপস্থিত হয়।

৫। এই প্রকার ক্ষুদ্র ও বিচ্ছিন্ন রেখা থাকিলে মানব বহু-বুদ্ধিসম্পন্ন, বহুবিষয়ব্যাপৃত,চাটুতাবলম্বী, অসত্যসন্ধ এবং অস্থির ভাগ্য-বিশিষ্ট হয়

৬ এরূপ রেখা দৃষ্ট হইলে মনুষ্য [illegible]বান্ ও ধনশালী হয়।

৭ বৃহস্পতিরেখা এই প্রকার বক্রভাবে থাকিলে মনুষ্য ধনসম্পন্ন হয়—কিন্তু সদুপায়ে নহে, বঞ্চনা বা বলপ্রয়ে ধনরাশি সংগৃহিত হইয়া থাকে

৮ এইরূপ রেখা থাকিলে মনুষ্য ভাগ্যহীন হয় জীবনে বহু অশুভ সংঘর্ষ প্রাপ্ত হইয়া থাকে

৯। এইরূপ রেখা থাকিলে মনুষ্য বৃহস্পতির অধি

১০ এই প্রকার শনিবেধ ও বিচ্ছিন্ন বৃহস্পতি থাকিলে মনুষ্য স্থাবর ও অস্থাবর উভয় সম্পত্তি হইতে ক্ষতিগ্র

১১। এইরূপ বক্র ও উন্নতাবনত রেখা থাকিলে জঘন্য-স্বভাব-বিশিষ্ট ও যার-পর-নাই অসদ্ব্যবহারী হয়।

১২। এই প্রকার রেখা থাকিলে মনুষ্য দুর্ভাগ্যবান্ হয়

১৩ এইরূপ রেখা থাকিলে মনুষ্য খড়্গহস্ত (খুনে) ও নরহত্যাকারী হয় অপঘাতে ইহাদের নিশ্চিত মৃত্যু হইয়া থাকে।

১৪ এই প্রকার একটী বক্র রেখা থাকিলে মানব কঠোর কৃপণ ও দুর্দশাপন্ন অবস্থাপন্ন হয়

১৫ এইরূপ রেখা থাকিলে মানব পরিবর্ত্তপ্রিয়, সন্দিগ্ধ-হৃদয় ও অব্যবস্থিতচিত্ত হয়

১৬ এইরূপ রেখা থাকিলে মনুষ্য সাধারণ-সৎপ্রকৃতি হয়।

১৭ রেখা এই প্রকারে অবস্থিতি থাকিলে মনুষ্য উচ্চস্থান হইতে পতিত হইয়া সাংঘাতিক আঘাত প্রাপ্ত হয়

১৮ এইরূপ [illegible] থাকিলে মানব অস্থির-ভাগ্য বিশিষ্ট অর্থাৎ ক্বচিৎ ধনবান [illegible]-দরিদ্র হয়

[illegible]। এইরূপ রেখা থাকিলে মানব জলমগ্ন হয় অথবা [illegible] ভীষণ বিপদে পতিত হয়।

[illegible]। এইরূপ রেখা থাকিলে, মানব উৎকৃষ্ট বুদ্ধি-সম্পন্ন, বিচক্ষণ, এবং স্থির সৌভাগ্য-বিশিষ্ট হয়।

২১। এইরূপ রেখা থাকিলে, মানব উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ [illegible]

২২ [illegible] থাকিলে, মানব নিষ্ঠুর ও [illegible]

[illegible] অতিশয় ধনশালী ও

২৪। এইরূপ রেখা থাকিলে, মনুষ্য বাবদূক ও বালকবৎ অসম্বন্ধ-প্রলাপী হয়।

২৫। এইরূপ রেখা থাকিলে মানব বহুকার্য্যভারগ্রাহী ও অল্পকার্য্যসাধক হয়।

২৬। এরূপ ক্রুসের চিহ্ন যুক্ত ললাটরেখা হইলে, মানব উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করে।

২৭। এইরূপ রেখা থাকিলে মানব উৎকৃষ্ট অনুকূল ও অসাধারণ ভাগ্য সম্পন্ন হয়।

২৮। এইরূপ রেখা থাকিলে মানব প্রত্যুৎপন্নমতি চিন্তা-শক্তিসম্পন্ন, ন্যায়পরায়ণ, ও অস্থির-ধনভাগ্য বিশিষ্ট হয়। মঙ্গল রেখা সর্ব্বাপেক্ষা সংবর্দ্ধিত থাকায় ইহারা সহজে ক্রোধী হইয়া থাকে।

২৯। এইরূপ রেখা থাকিলে, মানব নর-ঘাতক বা হয়।

৩০। এইরূপ রেখা থাকিলে, মনুষ্য সাংঘাতিকরূপে অস্ত্রাঘাত প্রাপ্ত হয়।

৩১। এইরূপ রেখা থাকিলে, মানব বহুবার উচ্চস্থান হইতে পতিত হইয়া আঘাতপ্রাপ্ত হয়।

৩২। এইরূপে রবি ও চন্দ্রের রেখা * পরস্পর সংযুক্ত থাকিলে, মনুষ্য মহাসৌভাগ্যসম্পন্ন হয়।

৩৩। শনি ও মঙ্গলের রেখা এইরূপ অসম্পূর্ণ ও বিচ্ছিন্ন থাকিলে, মানব পতন হইতে সাংঘাতিক যন্ত্রণা প্রাপ্ত হয়।

---

* বিশেষ বিধি—দক্ষিণ ভ্রু মধ্যে রবি ও বাম ভ্রু মধ্যে চন্দ্র অধিষ্ঠিত।—বদন দর্শন দেখ।

৩৪। এইরূপ রেখা থাকিলে, মনুষ্য পরিবর্ত্তনপ্রিয়, অব্যবস্থিতচিত্ত, অসত্যসন্ধ, প্রবঞ্চক, বিশ্বাসঘাতক, এবং অসার ও বৃথাগর্ব্বিত হয়।

৩৫। এইরূপ রেখা থাকিলে, মানব লোভী, বর্ব্বর, নিষ্ঠুর নৃশংস ও অতি-খল হয়

৩৬। এইরূপ রেখা থাকিলে, মানব বিনীত, বিনম্র, প্রফুল্ল ও প্রতিভা-সম্পন্ন হয়

৩৭ এইরূপ রেখা থাকিলে, মনুষ্য ধনহীন হয়

৩৮ এইরূপ রেখা থাকিলে, মনুষ্য প্রথমে ভাগ্যবান্ থাকিয়া শেষে অকস্মাৎ অতি দুরবস্থায় নিপতিত হয়

৩৯ বৃহস্পতিরেখায় বৃত্তাকার চিহ্ন থাকিলে, মানবের ধন ক্ষতি হয়

৪০। এইরূপ রবি চন্দ্র রেখা সংযুক্ত থাকিলে, মানব অতিশয় সৌভাগ্যবিশিষ্ট হয়। *

৪১। এইরূপ রেখা থাকিলে, মানব হত্যাকারী হয়।

৪২। বুধরেখা এইরূপ রক্ত থাকিলে, মানব মন্দবুদ্ধিসম্পন্ন, বিবাদপ্রিয়, তেজস্বী এবং প্রবঞ্চক ও প্রলোভন-পরায়ণ হয়।

৪৩। এইরূপ রেখা থাকিলে, মনুষ্য অতি বর্ব্বর ও নর-হত্যাকারী হয়।

৪৪। অপর স্নায়ুর রেখা সরল, মঙ্গলরেখা সর্ব্বাপেক্ষা

---

* The lines of the sun and moon thus joined denote a person very fortunate.

Dr. Roback.

বৃহৎ, এবং শুক্ররেখা কর্ত্তিত থাকিলে, মানব মুক্তান্তঃকরণ, বদান্য, স্বাধীনচেতা, এবং কামুক হয়

৪৫। এইরূপ রেখা থাকিলে, মানব বহুধন ও বহুনারী প্রাপ্ত হয়।

৪৬। এইরূপ রেখা থাকিলে, মনুষ্য মস্তকে আঘাত প্রাপ্ত হয়, কুক্কুর বা অপর জন্তুতে তাহাকে দংশন করে, এবং বিষভয় প্রবল থাকে

৪৭। এইরূপ রেখা থাকিলে, মানব সুখী ও সৌভাগ্যবান্ হয়।

৪৮ এইরূপ রেখা থাকিলে, মনুষ্য উগ্র-প্রকৃতি, অসমসাহসিক, অব্যবস্থিতচিত্ত, ও অস্থির-ভাগ্য বিশিষ্ট হয়।

৪৯ এইরূপে বুধরেখা কর্ত্তিত থাকিলে, মানব সুফলের পরিবর্ত্তে কুফলভাগী হয়, এবং বুধের আধিক্যহেতু * মানবগণের সহিত ইহাদের সর্ব্বদা উপস্থিত

৫০ এইরূপ মঙ্গলরেখা পূর্ণ ও প্রস্ফুট, এবং বৃহস্পতি ও শনিরেখা অসম্পূর্ণ ও বিচ্ছিন্ন থাকিলে, মানব মঙ্গলরেখাগুণে অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন হইয়াও, শনি ও বৃহস্পতি রেখাদোষে প্রতিপদে বাধাবিপত্তি ভোগ করিতে থাকে, বহু বিষয়ের প্রতি চিত্ত আকৃষ্ট হয়, এবং দৃঢ় অধ্যবসায় ও পরিশ্রম পরায়ণ হইয়াও তাহার কচিৎ কোনও বিষয়ে বাঞ্ছিত ফল প্রাপ্তি হইয়া থাকে

৫১ এইরূপ রেখা থাকিলে, মানব পরমধার্ম্মিক ও অশেষসদ্‌গুণশালী হয়, এবং সংসারে অশেষ দুঃখ যন্ত্রণা ভোগ করিয়া থাকে

---

* কোষ্ঠিপ্রকরণ—গ্রহগণের স্বরূপ-বর্ণনা দেখ।

কর-কোষ্ঠী।

মানবের করতলে, পদতলস্থিত চিহ্নসমূহের ন্যায় শঙ্খচক্র-যবপদ্মাদি যে সকল চিহ্ন পরিদৃষ্ট হয় তাহাকে করাঙ্ক কহে। আর ললাটস্থিত রেখাপুঞ্জের ন্যায় ইহাতে যে সমুদয় বিভিন্নাকার রেখা পরিদৃষ্ট হয় তাহাকে কররেখা কহে ফলতঃ, পদাঙ্ক ও ললাট-রেখা উভয়ের সামঞ্জস্যে মানবের যেরূপ জীবনের শুভাশুভ বিনির্ণিত হয়, এক, করতল দর্শনে সেই সমুদয় ও তদপেক্ষা অধিকতর সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ও পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে জীবনের আনুপূর্ব্বিক ঘটনাবলীর প্রস্ফুট চিত্র প্রাপ্ত হওয়া গিয়া থাকে, এই করতল দৃষ্টেই পুরাকালীন পুণ্যাত্মা আর্য্য জ্যোতির্ব্বিদ মুনিঋষিগণ মানবমাত্রেরই ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমান ত্রিকালের ফলাফল অভিব্যক্ত করিতেন, এখনও পাশ্চাত্য জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ সাক্ষাৎ ফল-প্রদ করকোষ্ঠি গণনায় প্রত্যক্ষ ফল দর্শাইয়া সাধারণ্যে পূজিত ও প্রতিষ্ঠিত হইতেন, কোনও সুপ্রসিদ্ধ পাশ্চাত্য পণ্ডিত্য স্পষ্টাক্ষরে নির্দ্দেশ করিতেছেন,—"আমরা কামনারূপ অন্ধ-তমিস্রায় দিশাহারা হইয়া ভাগ্য ও যশের অন্বেষণে অনুক্ষণ অবশ্য পদক্ষেপ করি, তথাপি করতলস্থিত দিব্য-দীপকের কেহ আশ্রয় গ্রহণ করি না, এ অপেক্ষা আশ্চর্য্যের আর কি হইতে পারে!" * সহজে ও সংক্ষেপে

* Mr. Craig. in "your luck's in your hand"

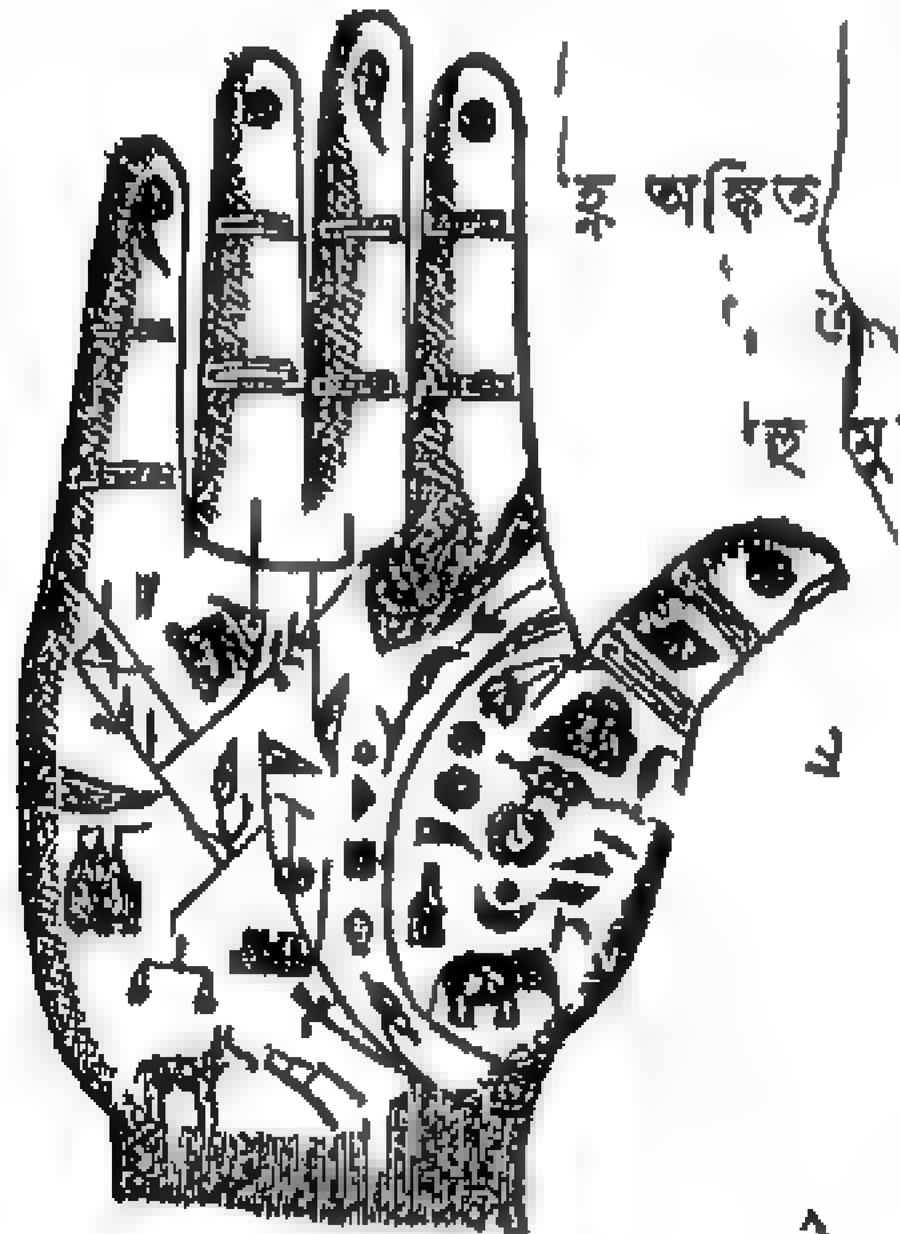
যাহাতে শিক্ষার্থীগণ এই পরমপ্রয়োজনীয় ও অথবা ঘটের স্থূলমর্ম্মগ্রহে সমর্থ হইতে পারেন, তদনুরূপ রূপেই আমূল্য বিবরণ প্রদত্ত হইল চিহ্ন অঙ্কিত

করকোষ্ঠী দুই প্রকার ;—অঙ্ককোষ্ঠী ও রেখার করতলে উহার যবাদিরূপ করাঙ্ক বিজ্ঞানকে অঙ্ককোষ্ঠী যাহার একটী বিচারবিজ্ঞানকে কোষ্ঠী কহে অঙ্ককোষ্ঠী হইতেছে।—

মানব বিদ্যা

অঙ্ককো হইয়া থাকে

দ্যা, ও সৎস্ব



যে যে গ্রহ হইতে যে যে বিষয়ের ঘটনা নিরূ পুরুষ সর্ব্ববিদ্যা কোষ্ঠীপ্রকরণে সম্যক্ বিবৃত হইয়াছে, ফলতঃ এবং মহাসুখী হয়। গ্রহ হইতে বিবাহ প্রণয়াদি ঘটনা বৃহ পুরুষ ভোগী ও সুখী সম্ভ্রমাদি বিষয়, শনিগ্রহ হইতে

...তি চন্দ্র হইতে আন্তরিক পীড়া ও দুঃখাদি এবং ...ন্তে সামর্থ পরাক্রম, ও অগ্নাগ্নি হয় প্রভৃতি বিষয়ের ...করিবেন।

...(ফোরাস) বা মৎস্যের চিহ্ন থাকিলে মানব মানবের কষ্ট হয়।...া, মৎস্যপুচ্ছে বিদ্বান; চক্রে ধন-সম্পন্ন; শঙ্খ, ছত্র ... পরিদৃষ্টা, বা পদ্মচিহ্নে রাজা বা তত্তুল্য সৌভাগ্যবান্ যথাপুঞ্জের স্থায় মৃণাল বা পতাকা চিহ্নে নিধিপতি, সূত্র চিহ্নে শ্রেষ্ঠ হয় তাহা...কচিহ্নে সম্রাট্; চক্র, করবাল, তোমর, ধনু বা উভয়ের চিহ্নে ভূস্বামী; এবং উদুখল, বেদী তড়াগ, দেবনির্মিত ত্রিকোণ চিহ্নে মানব যাজ্ঞিক ও ধার্ম্মিক হয়। ...ধিকতর

যাহার কর... চক্র, শঙ্খ, ধবল এবং মাষাকৃতি চিহ্ন লক্ষিত হয়, সেই ব্যক্তি সর্ব্বশাস্ত্র-পারদর্শী ও বিশিষ্টজ্ঞানী বলিয়া সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

যাহার করতলের মধ্যে প্রস্ফুট ও উজ্জ্বল মীন চিহ্ন থাকে, সেই ব্যক্তি ধনবান্ পুত্রবান্ ও সুখী হয়। ইহারা সংসারে যে কোনও কার্য্যে হস্তক্ষেপ করে তাহাই প্রায় সুসিদ্ধ হইয়া থাকে।

যাহার করতলে তুলাদণ্ড, গোম, চতুষ্কোণ অথবা বজ্রচিহ্ন অঙ্কিত থাকে, সেই ব্যক্তি সংসারে যে কোনও রূপ বাণিজ্য অবলম্বন করে তাহাই সৌভাগ্যপ্রদায়ক হয় ...স্থিত দিব্য-দীপকে ...তে ত্রিশূলের চিহ্ন অঙ্কিত থাকে, সেই ব্যক্তি আশ্চর্য্যের আর কি ...ভাগ্যসম্পন্ন হয় খড়্গ ধনু ও তোমরাদি ...ও ভাগ্যবান্ হয়, অষ্টকোণচিহ্ন

* Mr. Craig. in "your ...

যাহার হস্তে পর্ব্বত, কঙ্কন, যোগী, নরমুণ্ড অথবা ঘটের ন্যায় চিহ্ন অঙ্কিত থাকে, সেই ব্যক্তি রাজমন্ত্রী হয়

যাহার করতলে অঙ্কুশ ছত্র ও কুণ্ডল এই তিন চিহ্ন অঙ্কিত থাকে সেই পুরুষ মহারাজচক্রবর্ত্তী হয়; যাহার করতলে উহার দুইটি চিহ্ন অঙ্কিত থাকে সে সৌভাগ্যবান্, এবং যাহার একটী থাকে সে দারসুখভোগী হয়

মৎস্যপুচ্ছ করতলে থাকিলে মানব বিদ্বান্ ও ধনবান্ হয়। ইহরা পৈতৃক ধন কিঞ্চিৎ প্রাপ্ত হইয়া থাকে

করতলে যব-চিহ্ন থাকিলে বিদ্যা, ও মৎস্য এবং চক্র চিহ্ন থাকিলে ধনলাভ হয়।

যাহার করতলে একটী মুদ্রা-চিহ্ন অঙ্কিত থাকে সেই ব্যক্তি রাজা, যাহার দুইটী থাকে সে ধনবান্, এবং যাহার তিনটি থাকে সে যোগযুক্ত, আর যাহার হস্তে বহু মুদ্রাচিহ্ন থাকে সে বহু সন্তানযুক্ত হয়

পাশ্চাত্যমতেও করতলে মৎস্য অথবা মৎস্যপুচ্ছ অঙ্কিত থাকিলে শতপতি, বজ্রচিহ্ন ব মকরচিহ্ন অঙ্কিত থাকিলে সহস্রপতি, পদ্মচিহ্ন থাকিলে লক্ষপতি, এবং শঙ্খ-চিহ্ন করতলে অঙ্কিত থাকিলে মানব কোটীপতি হয়।

যাহার অঙ্গুষ্ঠের মূলভাগে বজ্রচিহ্ন অঙ্কিত থাকে সেই ব্যক্তি বহুভোগশালী হয়

অঙ্গুষ্ঠের উদরের মধ্যে যবচিহ্ন থাকিলে পুরুষ সর্ব্ববিদ্যা-পারদর্শী, অতুলৈশ্বর্য্যসম্পন্ন, বহুভোগী এবং মহাসুখী হয়। অঙ্গুষ্ঠের ঊর্দ্ধভাগে যবচিহ্ন থাকিলে পুরুষ ভোগী ও সুখী হয়।

তর্জ্জনী বা মধ্যমাঙ্গুলীর মধ্যে যবচিহ্ন থাকিলে, পুরুষ ধনবান্, সুখী ও স্ত্রী-পুত্র-গৃহাদি-সম্পন্ন হয়।

যাহার সকল অঙ্গুলিতে চক্রচিহ্ন অঙ্কিত থাকে সেই ব্যক্তি মহাবলসম্পন্ন ও সর্ব্বসুলক্ষণযুক্ত হয়

যাহার কনিষ্ঠাঙ্গুলিতে চক্রচিহ্ন থাকে সেই ব্যক্তি বানিজ্যে বিপুল-উপার্জ্জনকারী হয় যাহার কনিষ্ঠাঙ্গুলিতে চক্রচিহ্ন না থাকে সেরূপ ব্যক্তি বাণিজ্যে ক্ষতিগ্রস্ত হয়

যাহার অনামিকাতে চক্রচিহ্ন থাকে সে বিবিধ উপায়ে বা মিত্রকর্ত্তৃক অর্থবান্ হয় অনামিকাতে চক্র চিহ্ন না থাকিলে বিবিধ প্রকারে তাহার ধনক্ষতি হয়।

যাহার মধ্য-অঙ্গু[illegible]তে চক্র চিহ্ন থাকে সে দৈব কর্ত্তৃক বিভব-শালী হয় মধ্[illegible] চক্রচিহ্ন না থাকিলে তাহার দৈব-বিড়ম্বনায় ধনক্ষয় হয়।

যাহার তর্জ্জনীতে চক্রচিহ্ন থাকে সে পিতা অথবা বন্ধু কর্ত্তৃক অর্থশালী হয়। তর্জ্জনীতে চক্র চিহ্ন না থাকিলে তাহার আয় অপেক্ষা ব্যয় অধিক হয়।

যাহার অঙ্গুষ্ঠে চক্রচিহ্ন থাকে সেই ব্যক্তি পিতৃপিতামহাদির ধনাধিকারী হয়। অঙ্গুষ্ঠে চক্রচিহ্ন না থাকিলে মনুষ্য পিতৃ-উদ্দেশে ব্যয়শালী হয়

মধ্যমাঙ্গুলি বা অঙ্গুষ্ঠে যবচিহ্ন থাকিলে মানব অন্যসঞ্চিত ধন প্রাপ্ত হয়

বৃদ্ধাঙ্গুলিতে বজ্র করতলে তোরণ, এবং মধ্যতলে শ্বেতপদ্ম অঙ্কিত থাকিলে সেই ব্যক্তি অখণ্ড-বিভব-শালী ও বিপুলকীর্ত্তি-মান্ হয়

স্ত্রীজাতির করতলে অশ্ব, গজ, বিবতরু, যূপ, বাণ, যব, তোমর, ধবজা চামর, মালা, ক্ষুদ্রপর্ব্বত, কর্ণভূষণ, বেদিকা শঙ্খ, ছত্র, কমল, মীন, স্বস্তিক, চতুষ্পথ সর্পফণা. অট্টালিকা, রথ, অঙ্কুশ ইত্যাদির মধ্যে যদি কোনও চিহ্নও অঙ্কিত লক্ষিত হয় তবে সেই নারী রাজরাণী বা মহাসৌভাগ্যশালী হয়

যাহার করতলে অসি, ত্রিশূল, শক্তি, গদা কলে দুভির চিহ্ন অঙ্কিত থাকে সেই নারী সংসারে অতি যশস্বিনী হয়।

যে নারীর করতলে অঙ্কুশ কুণ্ডল বা চক্রচিহ্ন থাকে সে পতির সৌভাগ্যপ্রদায়িনীও সুন্দরপুত্র-প্রসবিনী হয়। ধনু বা চামর চিহ্ন থাকিলেও নারী সুলক্ষণা হয়।

যাহার করতলে শকট অথবা যুগ (জোয়াল) চিহ্ন থাকে সেই নারীর পতি নিশ্চয়ই কৃষিজীবী হইয়া থাকে।

যে কামিনীর করতলে দক্ষিণাবর্ত্ত শঙ্খ থাকে সে স্বয়ং সিংহাসনাধিকারিণী হয় যদি শঙ্খ, ছত্র, কমঠ, অথবা পদ্ম-চিহ্ন থাকে তবে গর্ভজাত পুত্র রাজা হয় নারীর হস্তে স্বস্তিক থাকিলে তাহার কুলপাবন সুপুত্র হয়।

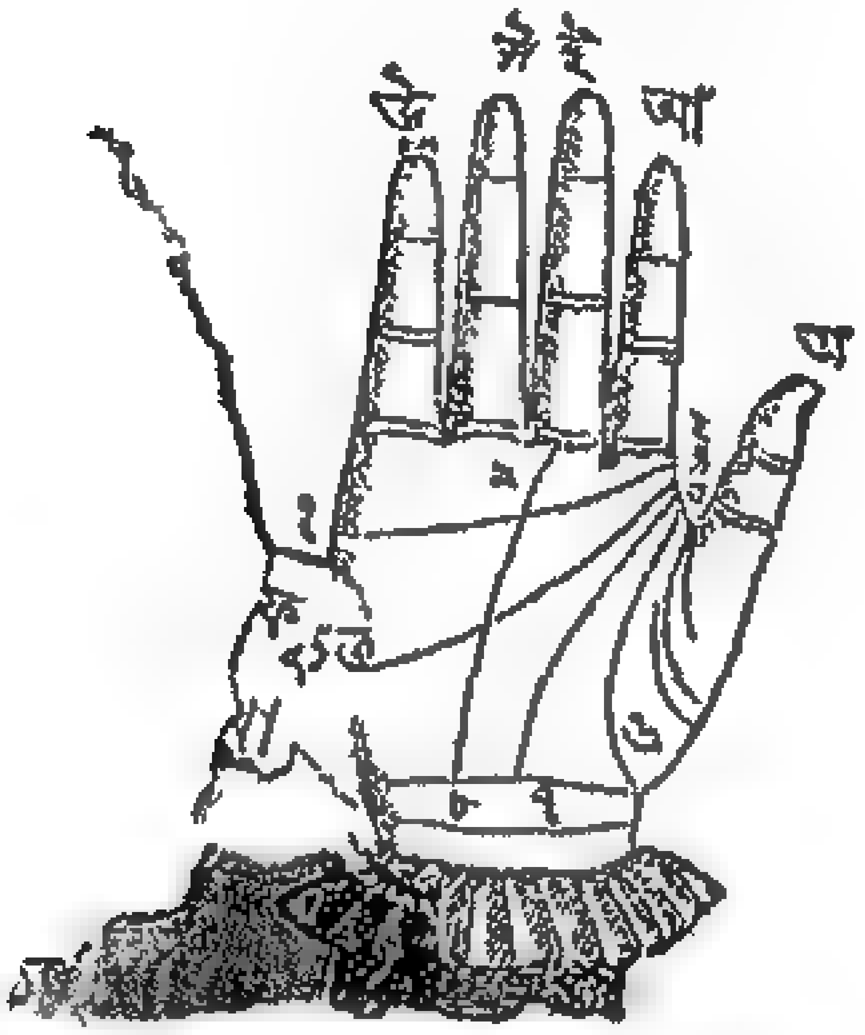
নারীর করতলে মৎস্য অঙ্কিত থাকিলে সে নিশ্চয় সৌভাগ্যবতী হয় যদি প্রাচীরের চিহ্ন অঙ্কিত থাকে তবে নারী দাসবংশে জন্মিয়াও রাজপত্নী হয়।

যে কামিনীর দক্ষিণ করতলে তুলাদণ্ড এবং বাম করতলে হস্তী ঘোটক বা বৃষচিহ্ন সমঙ্কিত থাকে তাহার পতি বাণিজ্য-জীবী হয়

যে নারীর করতলে পূর্ণকুম্ভ চিহ্ন থাকে সে পৌত্রবতী হয়। যে, নারীর করতলে কঙ্ক, শৃগাল, ভেক ব্যাঘ্র, বৃশ্চিক

সর্প, গর্দ্দভ, উষ্ট্র, বা মার্জ্জার চিহ্ন অঙ্কিত থাকে অথবা বামাবর্ত্ত মণ্ডল দৃষ্ট হয়, সেই নারী নিশ্চয়ই অতি দুর্ভাগ্যভাগিনী হইয়া থাকে।

রেখা-কোষ্ঠী।



জ্যোতির্ব্বিদগণ মানবের করতলভাগকে প্রথমতঃ তিন প্রধান ভাগে বিভক্ত করেন, অঙ্গুলিভাগ তলভাগ ও প্রকোষ্ঠভাগ অঙ্গুলিভাগে অঙ্গুষ্ঠে শুভগ্রহ, তর্জ্জনীতে বৃহস্পতি, মধ্যমায় শনৈশ্চর, অনামিকায় সূর্য্য ও কনিষ্ঠায় বুধগ্রহ অধিষ্ঠীত, আর তলভাগে মধ্যস্থানে মঙ্গল ও তন্নিম্নে চন্দ্র অবস্থিতি করে অঙ্গুষ্ঠে দুইটী পর্ব্ব, তদ্ভিন্ন সমুদয় অঙ্গুলিতে তিন তিনটী করিয়া পর্ব্ব আছে, তর্জ্জনীর মস্তকে মেষ মধ্যে বৃষ, নিম্নে মিথুন, তৎপরে অনামিকার মস্তকে কর্কট, মধ্যে সিংহ, নিম্নে কন্যা; কনিষ্ঠার মস্তকে তুলা, মধ্যে বৃশ্চিক ও নিম্নে ধনু; এবং মধ্য-

মার মস্তকে মকর মধ্যে কুম্ভ ও নিম্নে মীন—দ্বাদশরাশি যথাক্রমে এইরূপে মানবের করতলে অধিষ্ঠান করে; বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠে কোনও রাশি নাই। প্রত্যেক অঙ্গুলির পাদদেশকে সেই অঙ্গুলির অধিষ্ঠাতা গ্রহের শিখাস্থান কহে মঙ্গল ও চন্দ্রের শিখাস্থান নাই, উহাদের অধিষ্ঠীত স্থানকে উহাদের ক্ষেত্র কহে মনুষ্যের যে কোনও বিষয়ের শুভাশুভ নির্ণয় করিতে হইলে সেই বিষয়ের অধিষ্ঠাতাগ্রহের * শিখা বা ক্ষেত্র দর্শন করিলেই অদৃষ্টফল অবগত হওয়া যায় সম্পূর্ণ শিক্ষিত বিচক্ষণচেতা জ্যোতির্বেত্তা হইলে এই প্রকারে গ্রহদের অধিষ্ঠিতস্থান দর্শন ও রেখাপুঞ্জের প্রকৃতি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া জাতকের জীবনকালের প্রতিমুহূর্ত্তের ঘটনা প্রকাশিত করিতে পারেন

করতলের মধ্যে চারিটী রেখা প্রধান—আয়ুরেখা, মাতৃরেখা, পিতৃরেখা ও ঊর্দ্ধরেখা কনিষ্ঠের মূলভাগে বুধগ্রহের শিখাস্থানের নিম্ন হইতে তর্জ্জনীর মূলভাগে বৃহস্পতির শিখাস্থানের ঊর্দ্ধ পর্য্যন্ত যে বিস্তৃত রেখা, তাহাকে আয়ুরেখা কহে অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনীর অন্তবর্ত্তী স্থান বৃহস্পতির শিখার নিম্নতল হইতে করতলের মধ্যভাগদিয়া চন্দ্রের ক্ষেত্রের ঊর্দ্ধভাগ পর্য্যন্ত যে রেখা বিস্তৃত তাহাকে মাতৃরেখা কহে। মাতৃরেখার মূলভাগ হইতে উৎপন্ন হইয়া শুক্রের শিখা ও চন্দ্রের ক্ষেত্র এই উভয়ের মধ্য ভেদিয়া যে প্রস্ফুট আবক্র রেখা মণিবন্ধাভিমুখে সঞ্চারিত হইয়াছে, তাহাকে পিতৃরেখা কহে আর প্রকোষ্ঠ (মণিবন্ধ অর্থাৎ কব্জা) ভাগ হইতে সঞ্চারিত হইয়া যে রেখা

* কোষ্ঠীপ্রকরণ—গ্রহগণের স্বরূপ কথন দেখ।

পিতৃ ও মাতৃরেখার অন্ত্যভাগ স্পর্শ পূর্ব্বক উর্দ্ধভাগে মধ্যামামূলে শনৈশ্চরের শিখাভিমুখে ধাবিত হইয়াছে তাহাকে উর্দ্ধরেখা কহে।

এতদ্ভিন্ন 'প্রকোষ্ঠ' শুভ্রপারিজাত,' 'রতিপতাকা' 'বিবাহ,' 'জ্ঞান,' 'সন্তান,' 'বন্ধী,' 'কাল' 'কীর্ত্তি' 'মৈত্রী' প্রভৃতি স্ফুট অস্ফুট ও সূক্ষ্ম বহুসংখ্যক শাখা ও প্রশাখা রেখা মানবের করতলে বর্ত্তমান আছে

প্রকোষ্ঠরেখা।

যদি প্রকোষ্ঠে উজ্জ্বল ও সমান চারিটী রেখা থাকে তবে জাতক সৎপ্রকৃতি, স্বাস্থ্যবান্ ও ৮০ বা ১০০ বৎসর পরমায়ু বিশিষ্ট হয় যদি ঊর্দ্ধ-ভাগে দুইটী ক্ষুদ্র রেখার সম্পাতে একটি সুদৃশ্য সূক্ষ্ম কোণের ন্যায় পরিদৃষ্ট হয়, তবে জাতক কোনও মৃত ব্যক্তির বহুল সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইয়া শেষাবস্থায় সমাজে যথাসম্ভব সম্ভ্রমশালী হইবে।

যদি প্রকোষ্ঠে তিনটী সমান ও বিস্তীর্ণ রেখা দৃষ্ট হয়, তবে জাতক ৬০ বৎসর-পরিমিত আয়ুবিশিষ্ট ও মধ্যবয়সে বিপুল-ধনসম্পন্ন থাকিয়া বার্দ্ধক্যে দুরাবস্থাপন্ন হয়। যদি প্রথমরেখা স্থূল, দ্বিতীয়রেখা সূক্ষ্ম ও তৃতীয়রেখা ক্ষুদ্র হয় তবে জাতক প্রথম বয়সে ধনশালী, মধ্যাবস্থায় দরিদ্র এবং বার্দ্ধক্যে পুনরায় সম্পত্তিবিশিষ্ট হইবে

যদি প্রকোষ্ঠে দুইটী মাত্র রেখা থাকে, তবে জাতক উর্দ্ধ-সংখ্যায় ৫০ বৎসর পরমায়ু প্রাপ্ত হইবে, এবং পীড়া ও রোগে সর্ব্বদা আক্রান্ত থাকিবে।

যদি প্রকোষ্ঠে একটী মাত্র রেখা দৃষ্ট হয়, তবে জাতকের মৃত্যু আসন্ন জানিবে

যদি প্রকোষ্ঠে রেখাসকল বিভিন্নভাবে বহুমুখী হইয়া থাকে, তবে জাতক উর্দ্ধসংখ্যায় ৪০, বৎসর-পরিমিত পরমায়ুবিশিষ্ট, অল্পজ্ঞানী ও সাহস সম্পন্ন হয়

যাহার প্রকোষ্ঠের রেখাপুঞ্জ পরস্পর কর্ত্তিত ও মিলিত দৃষ্ট হয় তাহার নিধনকাল বহুদূর নহে জানিবে।

যদি রেখাপুঞ্জ প্রকোষ্ঠের উপরে অব্যবস্থায় অবস্থিত, চারিদিকে বিস্তীর্ণ এবং বক্রভাবে বিভিন্নদিগাভিমুখী হইয়া থাকে অথচ পরস্পর সংমিলিত না হয়, তবে জানিবে জাতক অস্থির-সংকল্প, অদ্ভুতকৌতুহলী, বিকল্প-প্রকৃতি, অত্যুচ্চ ভাবুক ও অসম্ভব উচ্চাভিলাষী হইয়াছে।

যদি রেখাপুঞ্জ শৃঙ্খলাকৃতি হয়, বিশেষতঃ প্রথমরেখা যদি এইরূপ আকৃতি বিশিষ্ট থাকে, তবে জানিবে ঐ ব্যক্তি বাণিজ্য-ব্যবসায় অবলম্বন করিলে, জীবনে মহোন্নতি লাভ করিতে পারিবে

যদি প্রকোষ্ঠ হইতে দুইটী রেখা সঞ্চারিত হইয়া চন্দ্রের ক্ষেত্রের সন্নিকটে ত্রিকোণাকার গঠিত করে, তবে পুরুষ হইলে অতি লম্পট, আর স্ত্রী হইলে অতি কামুকী বা বেশ্যা হয়।

আয়ুরেখা।

সপ্তগ্রহের মধ্যে চারিগ্রহের শিখরস্থান এক আয়ুরেখায় অধিকৃত করিয়া রহিয়াছে। এই রেখা সকলরেখার মধ্যে

প্রধান। করকোষ্ঠীর প্রায় অর্দ্ধেক বিচার এই আয়ুরেখা হইতেই সংগৃহিত হয়। আয়ুরেখার মধ্যে মুদ্রাকৃতি বা নক্ষত্রবৎ বিন্দুচিহ্ন থাকিলে, ঐ বিন্দু যে গ্রহের শিখাভুক্ত হইবে জাতক সেই গ্রহকর্ত্তৃক দুর্ভাগ্য পীড়িত হইয়া থাকে যদি বৃহস্পতির হয় তবে ধন ও মান, যদি শনির হয় তবে স্বাস্থ্য ও সুখ, যদি সূর্য্যের হয় তবে আধিপত্য ও সম্ভ্রম এবং যদি বুধের হয় তবে বিদ্যা ও বুদ্ধি বিষয়ক দুর্ভাগ্যভোগ জানিবে যদি বিন্দুর পরিবর্ত্তে ক্রুশের চিহ্ন হয় তবে যে যে গ্রহের শিখানুবর্ত্তী হইবে সেই সেই গ্রহ কর্ত্তৃক উক্তরূপের পূর্ণ বিপরীত ক্রমে জাতক সৌভাগ্য-শোভিত হইবে

যাহার আয়ুরেখা উজ্জ্বল ও বিস্তারবিশিষ্ট দৃষ্ট হয় সেই ব্যক্তি তেজস্বী [illegible] ও সদাশয় জানিবে

যাহার আয়ু[illegible] হইতে তর্জ্জনি অভিমুখে এক শাখা ও মধ্যমাভিমুখে [illegible] শাখারেখা বহির্গত থাকে এবং এই দুই শাখা রেখা যদি অঙ্গুলাগ্র হয়, তবে নিশ্চয় জানিবে ঐ ব্যক্তি স্বীয় অধ্যবসায় ও পরিশ্রমের বলে সংসারে মহাসৌভাগ্যসম্পন্ন হইবে।

যদি বৃহস্পতির শিখাস্থানে আয়ুরেখা সূক্ষ্মভাব ধারণ করে, অথবা যদি ঐ স্থানে বিন্দুবৎ কোনও চিহ্ন দৃষ্ট হয় তবে জাতক আজীবন দরিদ্র থাকিবে সন্দেহ নাই

আয়ুরেখার কোনও একপ্রান্তে যদি দুই বা তিন ভাগে বিভক্ত থাকে তবে জাতক ভাগ্যবান্, প্রফুল্ল প্রকৃতি, সাহসিক উচ্চমতি, বিনয়ী, এবং মিত্রজনের কার্য্যসাধক হয়

যদি বৃহস্পতির শিখাস্থানে আয়ুরেখা বিদীর্ণ হয় এবং,

মূলভাগে চন্দ্রের ক্ষেত্রে বহুশাখাবিশিষ্ট থাকে হইয়া সে জাণ শান্তিশূণ্য ও সন্দিগ্ধচিত্ত হয়। এরূপ ব্যক্তি বিশিষ্ট হইয়াও বঞ্চনা বা বলপ্রয়োগে অর্থবান্ হ

যদি আয়ুরেখা কুজাকার দৃষ্ট হয়, তাহা ত্রিকোণাকার পাদ জন্তু কর্ত্তৃক নিধন প্রাপ্ত হইবে, কিম্বা যে কো এই তাহার অপমৃত্যু ঘটিবে, বা ক্ষিপ্ত জন্তুতে তাহাকে আত্ম-দংশন করিবে

যদি আয়ুরেখার মধ্যে দুইটী ক্রুসচিহ্ন (ঢেবার চিহ্ন) এক স্থানে থাকে তবে, জাতক, যে কোনও পদস্থ হইয়া হউক সমাজে সম্ভ্রমবিশিষ্ট হইবে

আয়ুরেখা যদি সুস্পষ্ট বিন্দুসমষ্টি বলিয়া প্রতীয়মান হয়, তবে পুরুষ হইলে হইলে অতিকপট ও নারী হ ব্যভিচারিণী হইবে

পিতৃরেখা।

পিতৃরেখা যদি পরিষ্কার, রক্তবর্ণবিশিষ্ট, সরল ও মনিবন্ধ-র্য্যন্ত মিলিত থাকে, তবে, জাতক শান্তিপূর্ণদীর্ঘজীবন ভোগ করিবে সন্দেহ নাই যদি নক্ষত্রাকৃতি কোনও বিন্দু হার মধ্যে পরিদৃষ্ট হয়, তাহা হইলে ঐ বিন্দু যে গ্রহের অধি-ার ভুক্ত হইবে তৎকর্ত্তৃক জাতক উৎপীড়িত ও দুর্ভাগ্যগ্রস্ত য়

যদি পিতৃরেখা যুগ্ম (যোড়া) দৃষ্ট হয়, তবে জাতক নিঃসন্দেহ দীর্ঘজীবী ও ভাগ্যবান হইয়া থাকে। এরূপ ব্যক্তিগণ

প্রধান। করকোষ্ঠীশাস্ত্র মহাসম্ভ্রান্ত পুরুষদিগের মিত্র, প্রিয়পাত্র, সংগৃহিত হয়। আঙ্গুষ্ঠ। এরূপ যুগ্ম পিতৃরেখা স্ত্রীজাতির হইলে থাকিলে, ঐ বিলাসিনী ও সৌভাগ্যশালিনী হয়।

গ্রহকর্তৃক দুর্গ পিতৃরেখা বিবর্ণ অথবা সীসকের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট, তবে ধন প্রকৃতি তাহার মৃত্যুর কারণ হয়। শুক্র ও বৃহস্পতির স্থানের মধ্যবর্তী যে স্থানে পিতৃরেখা মিলিত হয়, সে স্থানে যদি বিন্দুরেখা (শাখা প্রশাখা) থাকে তবে জাতক মহামান্য ও ধনসম্পন্ন হয়; যদি এইস্থানে নক্ষত্র বা মুদ্রার ন্যায় বিন্দুচিহ্ন থাকে, তবে জাতকের জীবনকালে বিশেষতঃ বার্দ্ধক্যে বহু রোগভোগ হয়। যদি অনুরেখাকর্তৃক পিতৃরেখা কোনও স্থানে কর্ত্তিত থাকে তবে তাহা দুর্ভাগ্যের পরিচায়ক জানিবে।

পিতৃরেখার মধ্যে নক্ষত্র-চিহ্ন থাকিলে মানব নারীজাতির অতিপ্রিয় হয়, এবং তজ্জনিত তাহার জীবন সঙ্কটের সম্ভাবনা থাকে।

পিতৃরেখার মধ্যে পরপর তিনটী নক্ষত্র চিহ্ন থাকিলে সেই ব্যক্তি নারীর নিমিত্ত অবমান, নিন্দা, ও যন্ত্রণা ভোগ করে, এবং লোক সমাজে অতি ঘৃণ্য ও উপহাসাস্পদ হয়।

যাহার পিতৃরেখার নিম্নপ্রান্ত মণিবন্ধের নিকটে বিদীর্ণ থাকে, সেই ব্যক্তি অর্বাচীন উদাসপ্রকৃতি ও স্রোতবাহী হয়।

যে নারীর পিতৃরেখার উপরপ্রান্তে পরপর দুইটি ক্রুসের চিহ্ন দৃষ্ট হয়, সেই নারী দুর্দমনীয়া নির্লজ্জা ও ব্যাভিচারিণী হয়।

যাহার পিতৃরেখা মধ্যস্থানে বিচ্ছিন্ন থাকে তাহার উৎকট

রোগ ভোগ হয় এবং বার্দ্ধক্যে সেই রোগে হইয়া সে প্রাণ পরিত্যাগ করে

পিতৃরেখার নিম্ন প্রান্তে মণিবন্ধের নিকট যদি ত্রিকোণাকার চিহ্ন দৃষ্ট হয়, তবে, সেই ব্যক্তি বাচাল ও মিথ্যাভাষী হয়। এই রূপ ব্যক্তিগণ কথোপকথনে বা কার্য্যকালে যারপরনাই আত্মমতপ্রেক্ষী হইয়া থাকে।

পিতৃরেখা ও আয়ুরেখার মধ্যবর্ত্তী স্থানের উপর প্রান্তে যদি বজ্রচিহ্ন থাকে, তবে, সেই ব্যক্তি উদারচরিত্র, মহদাশয়, বদান্য এবং জ্ঞানী হয় ইহারা রাজসভায় বা সম্ভ্রান্তসমাজে অতি সহজে লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইয়া থাকে।

মাতৃরেখা।

মাতৃরেখার মধ্যে ক্রুসের চিহ্ন দৃষ্ট হইলে জাতক ধনভাগ্য সম্পন্ন হয়, এবং চাটুতাপূর্ণ অনভিজ্ঞবাদে ও মিথ্যাকথনে চির-অভ্যস্থ থাকে। মাতৃরেখা ও আয়ুরেখার মধ্যবর্ত্তী স্থানে যতগুলি অঙ্কুরেখা থাকে, জাতক প্রথমবয়সে ততগুলি রোগ ও পীড়া কর্ত্তৃক আক্রান্ত হয়; কিন্তু এই সকল পীড়া সাংঘাতিক হয় না। যতগুলি বৃহত্তর রেখা মধ্যমাঙ্গুলির নিকট পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত থাকে, জাতক মধ্যবয়সে ততগুলি রোগে আক্রান্ত হয়, এবং যদি কোনও কোনও রেখা তর্জ্জনী পর্য্যন্ত সঞ্চারিত বোধ হয়, তবে, জাতক শেষাবস্থায় ততগুলি পীড়া ও রোগে শয্যাগত হইবে; এই অবস্থার প্রথম পীড়ায় জাতকের মৃত্যু হইবার সম্ভাবনা। যদি ঐ সকল ক্ষুদ্র রেখার মধ্যে কোনও রেখার

অর্দ্ধক্রুস অঙ্কিত ... অথবা যদি উহা শাখা প্রশাখা বিশিষ্ট হয় এবং কোন ঐ শাখারেখা আয়ুরেখা হইতে নির্গত ও তর্জ্জনী মুখে ধাবিত হইয়া ইহাকে ব্যাহত করে, তবে জাতক স্বোপার্জ্জিত ধনে মহাধনবান্ ও স্বনামবিখ্যাত প্রসিদ্ধ পুরুষ হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

যদি আয়ুরেখার সহিত পিতৃরেখা একত্রে সম্মিলিত থাকে যে মাতৃরেখা পরিদৃষ্ট না হয়, তবে জাতক নৃশংস অসমসাহসিক ও পাশব প্রকৃতি-বিশিষ্ট হইবে। ত্রিংশ বৎসর বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত এরূপ ব্যক্তির জীবনসঙ্কট উৎকট ফাঁড়া থাকে, পিতা মাতা অথবা স্ত্রীর সহিত ইহাদের দারুণ মনোবাদ ঘটে এবং অতি সত্বর ইহাদের সমস্ত আশা ভরসার অবসান হয় যদি মাতৃরেখার পরিবর্ত্তে ...থায় নক্ষত্রাকৃতি বিন্দুচিহ্ন লক্ষিত হয়, তাহা হইলে আত্মহত্যা উদ্বন্ধন অথবা রাজদণ্ডে ফাঁসী ঐ জাতকের নিশ্চিৎ পরিণাম জানিবে

যদি মাতৃরেখা বক্রভাবে আসিয়া আয়ুরেখার সহিত সম্মিলিত হয়, তবে বুঝিবে ঐ ব্যক্তি কোনও আকস্মিক আশ্চর্য্য ঘটনা বশে যারপরনাই ক্ষতিগ্রস্ত হইবে

যদি মাতৃরেখা বৃত্তাকার ও বিস্তারবিশিষ্ট হয়, তাহা হইলে জাতক দীর্ঘজীবন ভোগ করিবে, এবং সপ্ততি বা অশীতি বৎসর বয়ঃক্রমে দুরবস্থাপন্ন হইবে

মাতৃরেখা যদি যুগ্ম দৃষ্ট হয়, তবে জাতক মধ্যবয়সে বিপুল সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইবে সন্দেহ নাই মাতৃরেখা যদি ধুসরবর্ণ হয় তবে ঐ ব্যক্তি হীনাবস্থায় পতিত ও প্রায় সর্ব্ববিধ রোগে আক্রান্ত হইবে।

মাতৃরেখার মধ্যে যদি গ্রন্থি চিহ্ন (গাঁট) দৃষ্ট হয় তবে জাতক নরহত্যাকারী হইবে যত গুলি উক্তরূপ চিহ্ন থাকিবে মনুষ্য তত গুলি নরহত্যা করিয়া থাকে

ঊর্দ্ধরেখা।

ঊর্দ্ধরেখা সবল প্রস্ফুট ও উজ্জ্বলবর্ণবিশিষ্ট হইয়া যদি মধ্যমাঙ্গুলি পর্য্যন্ত সঞ্চারিত থাকে, তবে, জাতক ধনবান্ পুত্রবান্,ও সর্ব্ববিধ সুখসৌভাগ্যবান্ হয়

রক্তবর্ণ বিশিষ্ট ঊর্দ্ধরেখা যদি অনামিকা মূল পর্য্যন্ত সম্মিলিত থাকে, তবে, জাতক সমৃদ্ধিসম্পন্ন ও সম্ভ্রান্ত হয়।

যাহার ঊর্দ্ধরেখা তর্জ্জনীর মূলভাগে যাইয়া মিলিত হইয়াছে, সেই ব্যক্তি বহুমিত্রবিশিষ্ট বহুজনের প্রভু ও সুন্দর অট্টালিকা বা উৎকৃষ্ট আলয়ের অধীশ্বর হয়

যদি ঊর্দ্ধরেখা সবল, আয়ুরেখা কর্ত্তৃক কর্ত্তিত, ও অপরিস্ফুট পরিলক্ষিত হয়, তবে জাতক উত্তম স্বাস্থ্যবান্, সুনায় মেধাবী, ও নিপুণবুদ্ধি হয়। সেই শ্রেণীর ব্যক্তিগণ শিশুবৎ চঞ্চলমতি, অস্থিরপ্রতিজ্ঞ ও অধ্যবসায়-বিরহিত হইয়া থাকে।

ঊর্দ্ধরেখা যদি মণিবন্ধের উপর পিতৃরেখার মূলভাগে বিদীর্ণ ভাবে থাকে অথবা যদি পিতৃরেখার সহিত দ্বিগুণ বা ত্রিকোণ উৎপাদন করে, তাহা হইলে মনুষ্য সম্পত্তি ও প্রতিপত্তি লাভের জন্য সর্ব্বদা লালায়িত হয় এবং ধর্ম্ম-বা অধর্ম্ম-বিহিত যে কোনও উপায়ে তাহার [illegible]নকল্পে সচেষ্ট থাকে।

যদি ঊর্দ্ধরেখা তনুস্নায়ত এবং ঊর্দ্ধাধঃ বক্রতা বিশিষ্ট হয়,

তবে জাতক দুষ্টবুদ্ধি, তস্কর, প্রতারণাবপটু ও ছদ্মবেশধারী হয় উর্দ্ধরেখা অন্য যে কোনও রূপে অবস্থিত থাকিলে জাতকের শুভদায়ক হয়।

শুক্রের শিখাস্থান।

প্রত্যেক অঙ্গুলির পাদদেশে করতলের মধ্যে যে ঈষদুচ্চ স্থান পরিদৃষ্ট হয় তাহাকে সেই অঙ্গুলির অধিষ্ঠাতা গ্রহের শিখা-স্থান কহে, ইহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। যদি শুক্রের শিখা স্থান অর্থাৎ পিতৃরেখা ও অঙ্গুষ্ঠমূল এই উভয়ের অন্তর্ব্বর্ত্তীভাগ পরিষ্কার, সুদৃশ্য, ও উজ্জ্বল হয়, এবং কতিপয় রক্তবর্ণসুদৃশ্য ক্ষুদ্র ও সূক্ষ্ম কর্ত্তরীরেখা কর্ত্তৃক সুশোভিত থাকে, তবে সেই পুরুষ বা নারী সর্ব্বদা প্রফুল্ল, নৃত্যগীতাদিপ্রিয়, ভোজবিলাসী সুখাভিলাষী ও কামান্ধ হয়

শুক্রের শিখার মধ্যস্থানে যদি পরিস্কৃত প্রস্ফুট ও সুগোল নক্ষত্র চিহ্ন দৃষ্ট হয়, তবে, ঐ পুরুষ বা নারী বাঞ্ছিত-প্রণয়ে সর্ব্বত্র সফল মনোরথ হয়, এবং উহাতে পূর্ণ-পরিতোষ ও পরম-সুখ লাভ করে

শুক্রের শিখাস্থানে যদি বোম বা বহুসংখ্যক ছেদ চিহ্ন থাকে, তবে, জাতক অল্পবুদ্ধি, অরসিক, অপ্রেমিক ও স্বেচ্ছাচার হয়

স্ত্রীজাতির অঙ্গুষ্ঠের অপরভাগে নখের নিকট যদি ছেদচিহ্ন অথবা ক্রুসের ন্যায় রেখা দৃষ্ট হয়, তবে, সেই নারী অতিদুষ্টা, মায়াবিনী, ও অহিতাকারিণী হয় বিচক্ষণগণ এরূপ নারীর সংসর্গ ত্যাগ করিতে মুহূর্ত্তমাত্রও বিলম্ব করেন না।

যে নারীর অঙ্গুষ্ঠমূলে শুক্রের শিখাস্থানে বৃত্তাকার কোনও চিহ্ন থাকে, সে নারী পঞ্চসহস্র পুরুষের সহবাসসুখেও পরিতৃপ্ত হয় না।

যদি অঙ্গুষ্ঠের প্রথমপর্ব্বের নিকট দুই অথবা তিনটি ক্রুসের চিহ্ন দৃষ্ট হয়, তবে, সেই নারী বা পুরুষ অ-বশীভূত, অ-বিনয়ী, বিবাদপ্রিয়, বাচাল, দুষ্টভাষী ও অতি দুর্ব্বল হয়। যদি প্রথম পর্ব্বের নিকট না হইয়া ঐ চিহ্ন দ্বিতীয় পর্ব্বের নিকট হয়, তবে, সম্পূর্ণ উহার বিপরীত ফল হয় অর্থাৎ সেই নারী বা পুরুষ বিজ্ঞ, বিনীত, ভক্তিমান্, সুশীল, সুজন ও অতি ধার্ম্মিক হয়।

যে নারীর বৃদ্ধাঙ্গুলির দ্বিতীয় পর্ব্বের সন্ধিস্থানের নিকট নক্ষত্র চিহ্ন অথবা ছেদ, বা রেখাপুঞ্জ থাকে সেই নারীর অতি বালিকা-বয়সে বিবাহ হয়, এবং সে দুর্ভাগ্যভাগিনী হয়; পতির হস্তে মৃত্যুর আশঙ্কা থাকে।

বৃহস্পতির শিখাস্থান।

বৃহস্পতির শিখাস্থানে যদি এক অথবা দুইটি ক্রুসের চিহ্ন লক্ষিত হয়, তবে, মনুষ্য উচ্চপদ, আধিপত্য, সম্ভ্রম, এবং বিবাহ-মূলসৌভাগ্য-সম্পন্ন হয়।

বৃহস্পতির শিখাস্থানে যদি একটি মাত্র নক্ষত্রচিহ্ন থাকে তবে, মনুষ্য অপযশ, অসম্ভ্রম ও অধোগতি প্রাপ্ত হয়। যদি দুইটী নক্ষত্রচিহ্ন থাকে, তবে সম্পূর্ণ ইহারই বিপরীত ফল হয়, অর্থাৎ জাতক সুযশ সম্ভ্রম ও উন্নতি লাভ করে।

যদি আয়ুরেখা হইতে শাখারেখা নির্গত হইয়া বৃহস্পতির

লেখা দ্বিখণ্ডিত করে তবে নিশ্চিৎ সেই মানবের অকস্মাৎ অপঘাত মৃত্যু হইবে।

যদি তর্জ্জনীর দ্বিতীয়পর্ব্বে দুই অথবা তিনটী রেখা থাকে, তবে সেই নারী সতী ও সুলক্ষণা হয়। সূতিকাগৃহে ইহাদের মৃত্যু সম্ভব

যদি তর্জ্জনীর প্রথমপর্ব্বের উপর দ্বিতীয়পর্ব্বের সন্ধিস্থানে দুইটী সমান রেখা থাকে, তবে জাতক প্রকৃতি, পুণ্যবান্, ধর্ম বিশিষ্ট ও সৎসাহসী হয়।

যদি স্ত্রীজাতির ঐ সন্ধিস্থানে দুইটী সমান্তর সরলরেখা থাকে তবে সেই নারী বহু সন্তান প্রসব করিবে। ইহাদের কন্যাপেক্ষা পুত্রভাগ অধিক হয়।

শনির শিখাস্থান।

শনির শিখাস্থানে যদি মধ্যমাঙ্গুলির মূল হইতে কোনও রেখা আসিয়া মিলিত হয় এবং ঐ রেখা যদি অপর দুই ক্ষুদ্র রেখা কর্ত্তৃক দুইটী ক্রুসের আকারে কর্ত্তিত হয়, তবে মনুষ্য চিরদাস হইবে বা কারাবাস ভোগ করিবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

আয়ুরেখা হইতে কোনও রেখা আসিয়া যদি শনির শিখা বিখণ্ড করে, তবে সেই ব্যক্তি সংসার-চিন্তায় চিন্তিত, উৎকণ্ঠিত ও সর্ব্বদা বিষণ্ণ থাকে, ইহারা সৌভাগ্য সংগ্রহে সতত সযত্ন থাকিয়াও দারিদ্রদুঃখ কদাপি বিমোচন করিতে পারে না

স্ত্রীজাতির মধ্যমাঙ্গুলির প্রথম সন্ধিস্থান হইতে যদি পাঁচ ছয় সাত বা আটটী রেখা নির্গত হইয়া দ্বিতীয় সন্ধিস্থানাবধি উত্থিত

থাকে, তবে ঐ নারী উপর্য্যুপরি ঐ রেখাসংখ্যক পুত্র প্রসব করিবে তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। এই সকল সন্তানের প্রত্যেকেই দরিদ্র ও দুর্ভাগ্য হয়

মধ্যমাঙ্গুলির প্রথমসন্ধিস্থানে যদি নক্ষত্রচিহ্ন থাকে, তবে, প্রকাশ্য বা গুপ্তহত্যায় সেই ব্যক্তির নিধনপ্রাপ্তি হয় *

শনির শিখাস্থানে যদি বহুরেখা থাকে, তবে জাতক দুঃখী দরিদ্র, ভীরু, কাপুরুষ এবং দুষ্টব্যক্তির শত্রুতাপরামর্শে ঋণদায়ে কারাবাসী হয়।

ত্রিংশ বৎসর বয়ঃক্রমের পর শনির শিখাস্থানে দুইটী অসামান্য রেখা প্রকাশিত হয়, তবে নিশ্চিত জানিবে যে, কোনও ভীষণ হত্যাপরাধ শত্রুকর্ত্তৃক মিথ্যা করিয়া জাতকের প্রতি অর্পিত হইবে এই সময়ে সতর্ক হইয়া ঘটনার প্রাক্কালে দূরদেশে পলায়ন করিলে রক্ষা হয়, নতুবা উপায়ান্তর নাই।

যদি রবির শিখাস্থানে কতিপয় অকর্ত্তিত ও অখণ্ডিত রেখা থাকে এবং যদি তাহারা অনামিকার সন্ধিস্থান হইতে উৎপন্ন হইয়া আয়ুরেখাবধি সঞ্চারিত হয়, তাহা হইলে জাতক ধর্ম্ম-

---

* "I have known the truth of this to my great grief, for it happend to a gentleman that was my good friend, who was murdered in his own wood the 24th of july 1623. He had such a mark or star, and I warned him that he was in danger of such a woful, death, I gave him that notice about the 20th of February the same year 1623."

A French author.

প্রকৃতি, সূক্ষ্মবুদ্ধি, বিবিধবিদ্যারত, গর্ব্বিত, আত্মগতপ্রেক্ষী ও বিচিত্র বাকপটু হয় বাক্যগুণে ইহারা রাজা বা রাজতুল্য সম্রান্ত ব্যক্তিগণের আনুকূল্যবশে অতিশয় ধনশালী হইয়া থাকে

যদি উপরোক্ত রেখাপুঞ্জ অখণ্ড ও অকর্ত্তিত না হইয়া ছিন্নভিন্ন বহুধা বিস্তীর্ণ ও কুব্জাকার বিশিষ্ট হয়, তবে উপরি লিখিত ফলের সম্পূর্ণ বিপরীত হইয়া থাকে, অধিকন্তু অতি দারিদ্র, চরিত্রদোষ, মিথ্যাকলঙ্ক, ও অপযশ উপস্থিত হয়, এবং হয়ত এরূপ দুর্ঘটনা আসিয়া ঘটে যাহাতে তাহাকে সম্বলশূন্য পথের ভিখারী হইতে হয়

[illegible]নে যদি ক্রুসের চিহ্ন দৃষ্ট হয় তবে জাতক যাবপরনাই কৃপণ—স্ব[illegible]ভাব হইবে।

যদি আয়ুরেখা[illegible]ত কয়েকটি ক্ষুদ্র [illegible]খা নির্গত হইয়া সমান্তর ভাবে অনামি[illegible] সন্ধিস্থানে যাইয়া মিলিত হয় এবং যদি পরস্পর সম্মিলিত না হয়, তাহা হইলে ঐ ব্যক্তি সর্ব্বদা আকাশকুসুম দর্শনে পরিতৃপ্তি লাভ করিবে অর্থাৎ অপ্রকৃত বিষয়ে অস্তিত্ব আরোপ করিয়া তজ্জনিত সুখানুভব [illegible] থাকিবে *

---

* "I have observed it in many whom I would name, but that civility forbids me, many of them being *persons of good quality*, but having that disease of the mind, which is nouished by the wind of hope, and makes them believe themsetves already possessed of those charges and dignities, which are but promised them

R. Sanders.

যদি অনামিকার প্রথম পর্ব্বে কতিপয় সরল ও সমান্তর রেখা থাকে তবে মনুষ্য সৎস্বভাববিশিষ্ট হয়, এবং শ্রম ও বুদ্ধিবলে ধনশালী হইয়া থাকে। যদি ঐ রেখাপুঞ্জ প্রথমপর্ব্বে না থাকিয়া অনামিকার দ্বিতীয়পর্ব্বে থাকে তবে মনুষ্য স্বীকায় গুণবিশেষের জন্য লোক সমাজে আদরনীয় ও মাননীয় হয়, কিন্তু দুর্ভাগ্য-পীড়িত ও দারিদ্রদগ্ধ থাকে।

যদি অনামিকার দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্ব্বের মধ্যস্থিত সন্ধিস্থানে নক্ষত্র অথবা ক্রুসের চিহ্ন দৃষ্ট হয়, তবে ঐ ব্যক্তি উত্তরাধিকারসূত্রে ধনসম্পন্ন হয় বটে, কিন্তু, যারপরনাই হতভাগ্য হয়। এই শ্রেণীর ব্যক্তিগণ যেন চিরদুঃখভোগের জন্যই সংসারে জন্মগ্রহণ করে, রোগশোক মর্ম্মদাহ ও কারাবাস ইহাদের ভাগ্যে অখণ্ডনীয়।

অনামিকার তৃতীয়পর্ব্বে মস্তকের দিকে যদি কয়েকটি রেখা পরিদৃষ্ট হয় তবে ঐ ব্যক্তি অবকাশ ও বিশ্রাম শূন্য, সর্ব্বদা অভাববিশিষ্ট ও দরিদ্র হইবে। কথায় ইহারা মহত্ত্ব প্রকাশ করে, কিন্তু, কার্য্যকালে অকর্ম্মণ্য থাকে; অধিকাংশ এই শ্রেণীর ব্যক্তিগণকে কোনও অল্প প্রচলিত বিষয় বা বৃত্তির অব-লম্বন দ্বারা সর্ব্বস্বান্ত হইতে দেখা যায়।

যে পুরুষ বা স্ত্রীর আয়ুরেখা হইতে সরল ও প্রস্ফুট একটি মাত্র রেখা অনামিকা অঙ্গুলির সন্ধিস্থান স্পর্শ করে উত্তরাধিকার সূত্রে তাহার পরধন লাভ হয়। অনামিকার যে পার্শ্বে রেখা শেষ হইবে, সেই পর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট মাসের মধ্যে ঐ অধিকারের সংঘটন হয়। অনামিকার তৃতীয়পর্ব্বের কর্কট বা শ্রাবণ মাস, দ্বিতীয়পর্ব্বে সিংহ বা ভাদ্র মাস এবং প্রথমপর্ব্বে কন্যা বা আশ্বিন মাস নির্দ্দিষ্ট হয়।

বুধের শিখাস্থান।

বুধের শিখাস্থান যদি উত্তম বর্ণ বিশিষ্ট সমোন্নত এবং সমাকৃতি হয়, তাহা হইলে মানব অসার-বাসনা-বিবর্হিত, মহদ্বিষয়ে অধ্যবসায়ী ও দৃঢ়তাসম্পন্ন, শিল্পবিজ্ঞানাদিবিশারদ এবং প্রভূত ন্যায়পরায়ণ ও লোকসমাজে প্রতিষ্ঠাপন্ন হয়।

বুধের শিখাস্থান যদি অসমান হয়, ও বিভিন্নাকৃতির সবল রেখাপুঞ্জে অন্ধ-সমাচ্ছন্ন থাকে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি অস্থির-প্রকৃতি, ভাগ্যমান, বিশ্বস্ত, ও বহুমিথ্যাভাষী ও স্ত্রী-প্রিয় হয়।

যদি কণিষ্ঠার মূলভাগ হইতে কয়েকটী কুজরেখা নির্গত হইয়া বুধের শিখাস্থানে পরিব্যাপ্ত হয়, তাহা হইলে বুঝিবে, সেই ব্যক্তি লোকসমাজে বিদ্যাবত্তার ভান প্রদর্শন করে, বস্তুতঃ, তাহার অধীত বিদ্যা সামান্য। ইহারা প্রতিবেশীসমাজে চৌর্য্য-প্রিয় ও প্রতারণাপরায়ণ হয়।

যদি করতলের অপরভাগ হইতে কয়েকটী রেখা বুধের শিখা ভেদ করিয়া অনামিকার মূলভাগস্থ রেখার সহিত সম্মিলিত হয়, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি মিথ্যাপরায়ণ, ছদ্মজ্ঞানী, ও অস্থিরপ্রকৃতি হয়। ইহারা প্রায় সকলকে অসারবাক্যে ও মিথ্যা প্রতিজ্ঞায় অবমাননা করে। বিশেষ, যদি ঐ রেখা কুজাকার হয় তবে ঐ ব্যক্তি যারপরনাই প্রতারণাকুশল ও কপটী হয়, এবং জীবনের মধ্যাবস্থায় এমন এক অতি জঘন্য অসৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করে যে আজীবন তাহাতে তাহার মর্ম্ম দগ্ধ হয়।

মঙ্গলের ক্ষেত্র।

মাতৃরেখা, পিতৃরেখা ও ঊর্দ্ধরেখা এই তিনের মধ্যবর্ত্তী ত্রিকোণাকার স্থানকে মঙ্গলের ক্ষেত্র কহে মঙ্গলের ক্ষেত্রস্থান যদি নিম্নতল বা গর্ত্তবৎ হয়, এবং তথাক্ত রেখাপুঞ্জ কুব্জ অথবা বক্রভাববিশিষ্ট হয়, তবে মনুষ্য সংঘাতিক রূপে শস্ত্রাহত হইবে, কিম্বা কোনও উচ্চস্থান হইতে পতিত হইয়া অঙ্গহীন হইবে, অথবা গুরুতর আঘাত প্রাপ্ত হইবে

যদি শনির শিখাস্থান হইতে রেখা আসিয়া মঙ্গলে ক্ষেত্রে প্রবেশ করে, তবে মনুষ্য বন্দী, কারাবাসী বা দাসত্বভোগী হয়, অথবা উপর্য্যুপরি রোগ শোক ও মনস্তাপ প্রাপ্ত হয়।

যদি মণিবন্ধ বা প্রকোষ্ঠ স্থান হইতে রেখা উত্থিত হইয়া মঙ্গলের ক্ষেত্র দিয়া চন্দ্রমণ্ডলে (চন্দ্রের ক্ষেত্রে) প্রবেশ করে, তবে মনুষ্য অস্থিরজীবন উৎকণ্ঠাকুলিত ও নানাস্থানবাসী হয়, মঙ্গ-লের প্রতিকূল প্রকৃতি প্রাপ্ত হয় বলিয়া ইহার কুত্রাপি শান্তি প্রাপ্ত হয় না।

যদি মঙ্গলের ক্ষেত্রমধ্যে পারিপার্শ্বিক পিতৃরেখার (পিতৃরেখার পার্শ্বস্থ রেখা) অবসান দৃষ্ট হয়, তাহাহইলে মনুষ্য দাম্ভিক, বৃথাগর্ব্বিত, ক্রোধী, অধীর, সন্দিগ্ধহৃদয়, অসূয়াবশ, প্রতারক, চৌর, প্রলোভনকারী, কাণ্ডজ্ঞানবর্জ্জিত, বিশ্বাসঘাতী, ও হত্যা-কারী হয়।

যদি মঙ্গলের ক্ষেত্রমধ্যে অন্য কোনও ক্ষুদ্রাকৃতি ত্রিকোণ দৃষ্ট হয় এবং যদি উহা আয়ুরেখার সমীপবর্ত্তী ঊর্দ্ধভাগে হয়, তবে মনুষ্য সুখ, সম্ভ্রম, খ্যাতি, ও জয় লাভ করে যদি অধোভাগে

প্রকোষ্ঠাভিমুখে হয় তবে দুঃখ, অসন্ত্রম, অখ্যাতি, পরাজয় প্রভৃতি বিবিধ দুর্ভাগ্যের সংঘটন হইয়া থাকে।

যদি মঙ্গলের ক্ষেত্রমধ্যে বজ্র বা ক্রুশের চিহ্ন লক্ষিত হয় এবং উহা যদি মাতৃরেখার নিকটবর্ত্তী না হইয়া অন্যস্থানে থাকে, তাহা হইলে মনুষ্য সমাজমান্য ও সুমিত্রসম্পন্ন হয়। যদি মাতৃরেখার নিকটস্থিত হয় তবে ভাগ্যশূন্য, নগণ্য, ও সর্ব্বদা শত্রুপীড়িত হয় ইহারা অবিমৃশ্যকারিতার বশে আপনার দোষে লোকের সহিত শত্রুতা উৎপাদন করিয়া থাকে।

চন্দ্রের ক্ষেত্র।

চন্দ্রের ক্ষেত্রে [illegible]মণ্ডলে কৃষ্ণবর্ণের আভাবিশিষ্ট মলিন রেখাপুঞ্জের দৃষ্ট হ[illegible] তাহা দুর্ভাগ্যের চিহ্ন জানিবে।

চন্দ্রমণ্ডলস্থিত রেখাপুঞ্জ সমাকৃতি পরিস্ফুট এবং উজ্জ্বলবর্ণ বিশিষ্ট হইলে মনুষ্য ভাগ্যযুক্ত হয়। ইহারা প্রবাসে সুখভোগ করে। যদি স্ত্রী-জাতির এরূপ চিহ্ন থাকে তবে সে নারী বহু প্রসবিনী হয় এবং প্রসবকালে কোনও যন্ত্রণা ভোগ করে না।

চন্দ্রমণ্ডলে বৃত্তবৎ গোলাকার চিহ্ন পরিদৃষ্ট হইলে জাতক অন্ধ হয়, অথবা ভগ্ন-স্বাস্থ্য ও শয্যাশয়ী হয়। ইহারা যক্ষ্মা, পক্ষাঘাত, বাতব্যাধি প্রভৃতি দীর্ঘরোগ গুরুরোগে আক্রান্ত হইয়া থাকে।

যদি চন্দ্রের ক্ষেত্রে নক্ষত্রাকৃতি চিহ্ন প্রকাশিত হয়, তবে বুঝিবে হৃদয়ে কোনও ভীষণ বিশ্বাসঘাতকতার সঙ্কল্প উদয় হইয়াছে এবং তাহার সাধনের নিমিত্ত জাতক উদ্যোগী ও

ফলতঃ এরূপ চিহ্নবিশিষ্ট ব্যক্তি যারপরনাই

বজ্র বা ক্রুসের চিহ্ন দৃষ্ট হয়, তবে জাতক প্রকৃতি হয় যদি পরপর এইরূপ পাঁচটি লে জাতক চির-রুগ্ন হয়, এবং সাধারণতঃ বৎসর পরেই নিধন প্রাপ্ত হয় মৃত্যুর একটী চিহ্ন বিলুপ্ত হইয়া যায়।

বিবিধ রেখা।

লের শিরোভাগে যদি কোনও রেখা দৃষ্ট মানবের জলমগ্ন ফাঁড়া আছে

নে অগ্রভাগে যদি একটী রেখা থাকে তবে লে সে হইবে না। যদি দুইটী রেখা থাকে লগ্ন প্রাপ্ত হইবে। যদি ঐ দুইটী যদি ত্রিকোণ ভমুখে থাকে, অধিকৃত বৃহৎ সম্পত্তি বিপন্ন ই ব্যক্তি

অর্থাৎ বৃদ্ধাঙ্গুলির মূলভাগস্থিত করতল- ত উচ্চ অথবা স্তূপাকৃতি থাকে, তাহা হইলে ও লম্পট হয়

নের উপর অঙ্গুষ্ঠের মূলদেশে যে কয়েকটী রীর সেই কয়টী সন্তান জন্মিবে। যদি ঐ রেখাসকল করতলে পূর্ব্বভাগাবধি বিস্তৃত থাকে, তবে তত সংখ্যক পুরুষে নারী নিশ্চিৎ উপরতা হইবে

পিতৃরেখা যদি মধ্যস্থানে বিচ্ছিন্ন বা দুই ভাগে বিভক্ত থাকে তবে মানব সাংঘাতিক অস্ত্রাঘাত প্রাপ্ত হইবে।

তর্জ্জনী ও মধ্যমার মূলের মধ্যবর্ত্তী সন্ধিস্থান হইতে অনামিকা ও কনিষ্ঠার মূলের মধ্যবর্ত্তী সন্ধিস্থান পর্য্যন্ত যে রেখা শনি ও রবির শিখাস্থানের মধ্যে পরিব্যাপ্ত থাকে তাহাকে শুক্রপারিজাত * রেখা কহে যাহার করতলে এই রেখা অতি উজ্জ্বল ও পরিস্ফুট ভাবে প্রকাশিত থাকে সেই ব্যক্তি যারপর নাই ভোগাভিলাষী হয়। অন্য রেখা দ্বারা বিচ্ছিন্ন বা ব্যাহত হইলে শুক্রপারিজাতের কারকতাশক্তির হ্রাস হইয়া থাকে। এ রেখা একবারে প্রকাশিত না থাকে বা খণ্ডরূপে কর্ত্তিত বা খণ্ডিত হইয়া থাকে, তাহা হইলেই জাতকের শুভপ্রদ হয়।

ঊর্দ্ধরেখার মূলদেশের কিঞ্চিদন্তর হইতে কনিষ্ঠার মূলে বুধের শিখাস্থান পর্য্যন্ত যে রেখা চন্দ্রস্থানের মধ্যে সঞ্চারিত থাকে তাহাকে রতিপতাকা † রেখা কহে। যাহার করতলে এই রেখা অখণ্ড, সবল ও প্রস্ফুটাকারে প্রকাশিত থাকে সে ব্যক্তি যারপরনাই ইন্দ্রিয়পরায়ণ থাকে অব্যবস্থিতচিত্ত, অবিবেকী, অতি তরল, ও চপলপ্রকৃতি হয় অন্য যন্ত্রণা দ্বারা বিচ্ছিন্ন অথবা ব্যাহত হইলে শুক্রপারিজাতেরন্যায় রতিপতাকারও কারকতা-শক্তির হ্রাস হইয়া থাকে। এ রেখাও একবারে অপ্রকাশিত অথবা বিচ্ছিন্ন বা ব্যাহত হইয়া থাকিলে জাতকের শুভপ্রদ হয়।

আয়ুরেখা যদি একাগ্র হইয়া (শাখাশূন্য ভাবে) মধ্যমার মূলে

---

* Venus' Girdle,

† Via Lactea,

তবে সেই ব্যক্তি আপনার দোষে মৃত্যুমুখে
জানিবে। ইহারা নির্দ্দিষ্ট দোষে সংশোধিত
মৃত্যু হইতে মুক্তি পাইতে পারে।
আয়ুরেখার মধ্যস্থানেরদিকে আবক্র হইয়া
ব্যক্তি আপনার দোষে আত্মঘাতী হইবে
মুক্তি পাইতে পারে।
দিকে, আয়ুরেখা ও মাতৃরেখার মধ্যবর্ত্তী
প্রস্ত রেখাশূন্য পতিত থাকে, তবে সেই ব্যক্তি
াবাদী, ও দুর্ভাগ্যবান্ হইবে।
ও উর্দ্ধরেখার মূলভাগ একত্র সংস্থিত না
কে অবিবেচক, অমিতব্যয়ী ও অসত্যপ্রিয়
হ

নে অর্থাৎ অনামিকার মূলদেশে কঙ্কণাকৃতি
ল সেই ব্যক্তি কৃতঘ্ন ও তস্কর জানিবে।
যদি ত্রিকোণ থাকে, আর সেই ত্রিকোণের
ভমুখে থাকে তাহা যদি অপর রেখা কর্ত্তৃক
ই ব্যক্তি নিশ্চিৎ পিতৃঘাতী হইবে।
ণর মধ্যে চতুষ্কোণ চিহ্ন থাকিলে সেই ব্যক্তি
জানিবে।
প্রান্তে (চন্দ্রের ক্ষেত্র) যদি বৃত্তাকার চিহ্ন
চিহ্ন রেখার বামপার্শ্বে হইলে বাম চক্ষু
ল দক্ষিণ চক্ষু বিনষ্ট হইবে যদি সেখার
রূপ চিহ্ন দৃষ্ট হয়; তবে জাতকের দুই
চক্ষুই বিনাশ প্রাপ্ত হইবে।

আয়ুরেখার উপর প্রান্ত যদি দ্বিধা বিদীর্ণ হইয়া একভাগ বৃহস্পতির শিখায় তর্জ্জনীমূলে, আর অপরভাগ পিতৃরেখা উত্তীর্ণ হইয়া অঙ্গুষ্ঠাভিমুখে সঞ্চারিত থাকে, তাহা হইলে, সেই ব্যক্তি মহামতি মনে হয় ও মহাভাগ্যবান্ হয়

কনিষ্ঠার প্রথমপর্ব্বের মধ্যে ক্রুশের চিহ্ন থাকিলে সেই ব্যক্তি মূর্খ ও তস্কর হয়।

যদি সূর্য্যের শিখাস্থানে অর্থাৎ অনামিকার মূলদেশে, বাঁকা আবক্র, নিম্নাভিমুখী, দুইটী সবল ক্ষুদ্ররেখা দৃষ্ট হয়, তবে সেই ব্যক্তি জ্ঞানবান্, মাননীয় ও শ্রদ্ধাস্পদ বুঝিবে।

যদি কনিষ্ঠার প্রথম সন্ধিস্থান হইতে সরলরেখা দ্বিতীয় সন্ধি ভেদ করিয়া উঠে, তবে, সেই ব্যক্তি [illegible] প্রতিভাসম্পন্ন হয়।

কনিষ্ঠার মূলদেশে অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি চিহ্ন থাকিলে সেই ব্যক্তির আকস্মিক মৃত্যু হইবে।

মধ্যমার প্রথম পর্ব্বের মধ্যে ত্রিকোণ থাকিলে মানব সর্ব্বপ্রকারে সৌভাগ্যহীন হয়

বৃহস্পতির শিখাস্থানে ত্রিকোণ থাকিলে মনুষ্য ভাগ্যযুক্ত ও ধন সম্পন্ন হয়

কনিষ্ঠাঙ্গুলির যদি অনামিকার তৃতীয় পর্ব্বরেখা অতিক্রম করে, তবে মনুষ্যের শান্তপ্রকৃতি ও সুশীলা ভার্য্যা হয়, যদি কনিষ্ঠা ঐ পর্ব্বরেখার নিম্নে থাকে তবে তাঁর বিপরীত প্রকৃতি সম্পন্না নারী ভোগ হয়

করতলে বহুরেখা থাকিলে মনুষ্য বহুকষ্টভোগী ও দুর্ভাগ্য-পীড়িত হয়। অল্পরেখা থাকিলে দুঃখী ও দরিদ্র হয়। নারীর

বহুরেখা থাকিলে বিধবা হয় রেখাসকল রক্তবর্ণবিশিষ্ট হইলে সৌভাগ্যপ্রদ এবং কৃষ্ণবর্ণাক্রান্ত হইলে দুর্ভাগ্যদায়ক হয়।

আয়ুরেখা যদি তর্জ্জনীর মূলদেশ দিয়া বহির্ভাগ পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ হয় ... বৎসর পরমায়ু হয় যদি তর্জ্জনী পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ থাকে তবে ১০০ বৎসর পরমায়ু হয় যদি তর্জ্জনী ও মধ্যমার সন্ধিস্থল পর্য্যন্ত বিস্তৃর্ণ হয়, তবে ৭০ বৎসর, এবং যদি মধ্যমার মূল পর্য্যন্ত থাকে তবে ৬০ বৎসর হয় ইহা অপেক্ষা ... রেখা যাহার সে অল্পায়ু হয় আয়ুরেখা অতি প্রস্ফুট, ... সবল ও অবিচ্ছিন্নভাবে যদি অনামিকা মূল স্পর্শ করে ... হইলেও মনুষ্য দীর্ঘায়ু হয়

আয়ুরেখা যদি কোনও ক্ষুদ্র রেখা দ্বারা ... সেই ব্যক্তি অল্পায়ু হয় যদি বহু ক্ষুদ্ররেখা ... ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন থাকে তবে জাতকের অপমৃত্যু ... রেখা মূলভাগে স্থূল থাকিয়া ক্রমশঃ সূক্ষ্মাকার ... ভাগ্যবান্ হয়, আর সূক্ষ্মমূল ও স্থূলাগ্র আয়ুরেখা যাহার সে ...বান্ হয়। যদি আয়ুরেখা কোনও স্থানে বিনারেখা ... থাকে তবে সেই বয়সে উচ্চস্থান হইতে পতিত হইয়া ... প্রাপ্তি হয়

ঊর্দ্ধরেখা যদি তর্জ্জনীর মূল পর্য্যন্ত বি... মনুষ্য সম্ভ্রান্ত-পদারূঢ় ও ধর্ম্মবিরহিত হয় ... পর্য্যন্ত থাকে, তবে পুত্রপৌত্রাদিবিশিষ্ট ... সম্পন্ন হয়, আর যদি ঊর্দ্ধরেখা অনামি... তাহা হইলে জাতক পুত্রপৌত্রগৃহাদি ... ও সুখ দুঃখ-সম্পন্ন হয়।

পিতৃরেখা যদি পূর্ণরূপে অঙ্কিত থাকে, তবে, মনুষ্য পিতার ঔরসে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে, আর যদি অর্দ্ধরূপে অঙ্কিত থাকে, তবে, অপরের ঔরসে জন্মিয়াছে জানিবে, অপিচ, পিতৃ ও মাতৃ-রেখার প্রথমাংশ সংযুক্ত থাকিলে সুজাত ও বিযুক্ত থাকিলে জারজাত হয়।

মধ্যমাঙ্গুষ্ঠারেখার নিম্নপ্রান্ত যদি রতিপতাকারদিকে বহুশাখা, রিক্ত মূর্খ কে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি যাবপরনাই অকর্ম্মণ্য, যদি তবিলাসী (পুঁটিব পুত্র পদ্মলোচন ?) হয়।

আবর্ত্ত তপতাকার নিম্নতলে কনিষ্ঠার মূলের নিকটে যতগুলি ব্যক্তি দৃষ্ট হয়, পুরুষের ততগুলি নারী ও নারীর ততগুলি হইবে।

যদি কনিষ্ঠা সন্ধি ছেদ করিয়া নিম্নতলে, উপরোক্ত রেখার অব্যবহিত অধো-হয়। ক্ষুদ্ররেখা থাকে জাতকের ততগুলি পুত্র

কনিষ্ঠার মূলে নিম্নতলে, ঐ পুত্ররেখার অধোভাগে যে কয়টি আকস্মি ক্ষুদ্ররেখা থাকে জাতকের ততগুলি কন্যা হইবে।

মধ্যা তির অঙ্গুষ্ঠমূলপর্য্যন্ত কোনও রেখা থাকিলে সে প্রকারে হয় পতিঘাতিনী হয়

বৃহস্পতি স্থানের ঊর্দ্ধতলে অঙ্গুষ্ঠের পাদদেশে যতগুলি ধন সম্পন্ন হয় প্রস্ফুট ক্ষুদ্ররেখা দৃষ্ট হয়, জাতকের ততগুলি

কনিষ্ঠাঙ্গুলির এই সহজরেখা কৃষ্ণাভ বা ক্রমহ্রস্ব থবে, তবে মনুষ্যের অথবা কলঙ্ক ঘটিয়া থাকে

কনিষ্ঠা ঐ পর্ব্বরেখার রেখা থাকিলে মানব অতিশয় মাতৃ-সম্পন্না নারী ভোগ হয় বজ্রচিহ্ন দৃষ্ট হয় তবে সেই ব্যক্তি

করতলে বহুরেখা

পীড়িত হয় ক্রুশরেখা

৬। এইরূপ চিহ্ন দৃষ্ট হইলে সেই ব্যক্তি দারুণ লজ্জাগ্রস্ত হয়

৭ এই স্থানে এই চিহ্ন প্রকাশিত হইলে তাহার মৃত্যু আসন্ন হয়

৮ এই চিহ্ন থাকিলে তাহা... ...না ও বাসে মৃত্যু হয়।

৯ এই চিহ্ন থাকিলে মানব ধনবান্ হয়

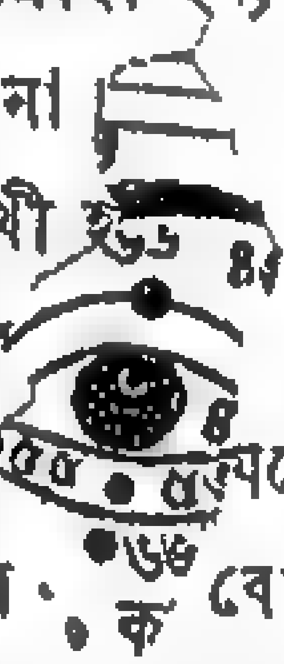
১০ এই চিহ্ন থাকিলে মানব দরিদ্র হয়

১১ এই চিহ্ন থাকিলে মানবের মনোকষ্টে মৃত্যু হয়।

১২ এই চিহ্ন থাকিলে মানব বিদ্যাবলে ধনবান্ হয়।

১৩ এই চিহ্ন থাকিলে মানব পল্লবগ্রাহী হয়

১৪ এই চিহ্ন থাকিলে মানব ধর্মদ্রোহী হয়, অর্থাৎ তাহার কোনও নির্দ্দিষ্ট ধর্মমত থাকে না।



১৫ এই চিহ্ন থাকিলে মানব অসুখী হ...

১৬ এই চিহ্ন থাকিলে মানব ঘৃণা...

১৭ এই চিহ্ন থাকিলে মানবের ... ঘটে।

১৮ এই ... চিহ্ন করতলে থাকিলে ... রোগগ্রস্ত হয়।

... এই চিহ্ন থাকিলে মানব ভীরু ও কাপুরুষ হয়

এই চিহ্ন থাকিলে মানব অস্বাভাবিক রতি বিলাসী হয়

... চিহ্ন থাকিলে, মানব, ... হইলে লম্পট ও ... বেশ্যা হয়

... চিহ্ন থাকিলে মানব জারজ হয়

... চিহ্ন থাকিলে মনুষ্য অনুসন্ধিৎসু ও নিপুণবুদ্ধি হ...

...রূপ চিহ্ন করতলে দৃষ্ট হইলে সেই ব্যক্তি ভাবুক ... প্রেমিক হয়

...এই চিহ্ন থাকিলে পুরুষ বহু-কামিনী-বিলাসী হয়।

২৬ এই চিহ্ন থাকিলে মানব উগ্র প্রকৃতি ও অতিনিষ্ঠুর হয়

২৭ এই চিহ্ন থাকিলে মানব সর্ব্বত্র জয় লাভ করে

২৮ এই চিহ্ন থাকিলে সর্ব্বত্র সম্মান লাভ হয়

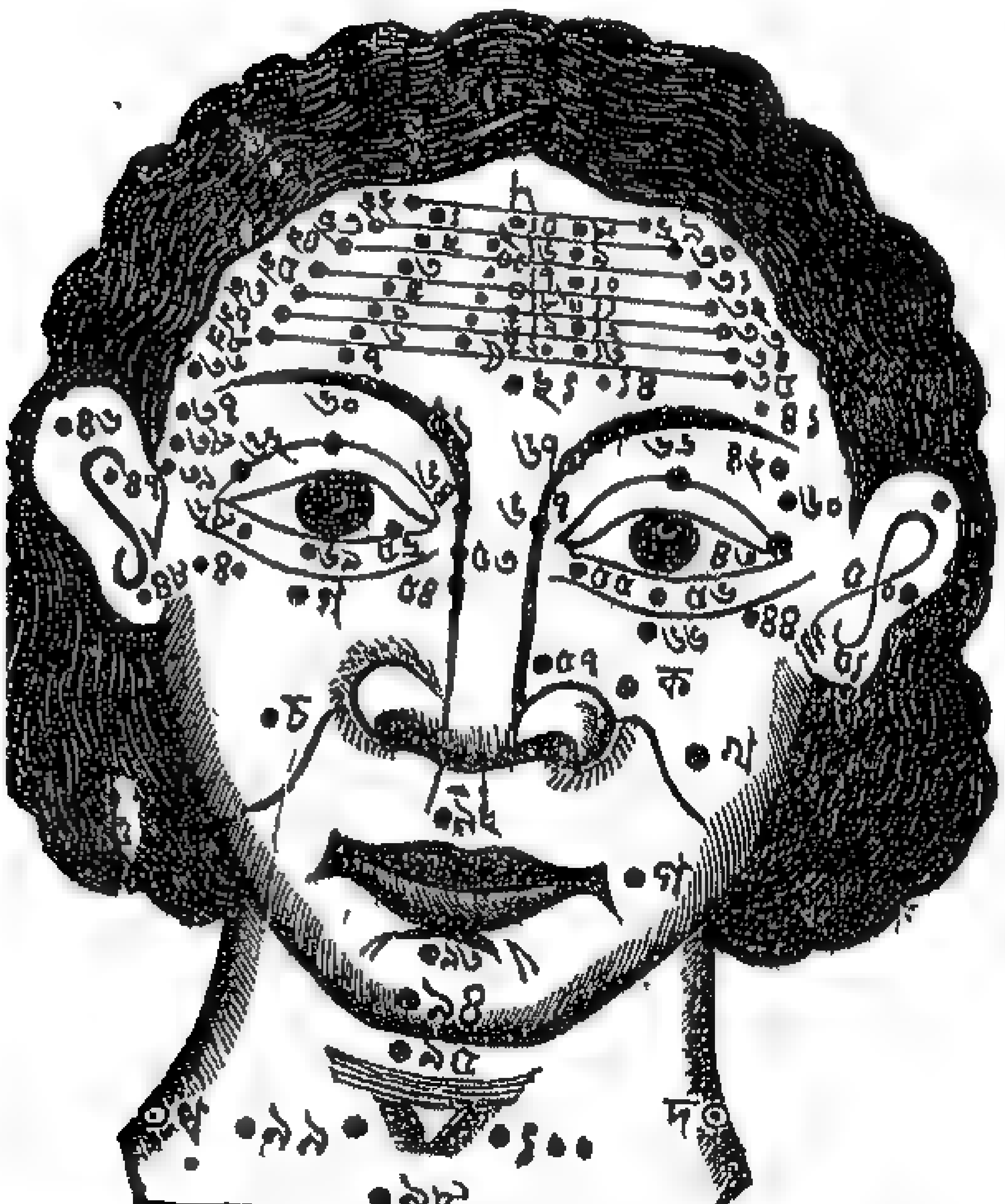
২৯ এইরূপ চিহ্ন থাকিলে মানব অপুত্রক হয়

৩০ এই চিহ্ন থাকিলে তাহার শত্রুভয় প্রবল হয়

জ্যোতিষ-রত্নাকর।

দ্বিতীয় অংশ।

তিলাঙ্ক-দর্শন।



মানবের অঙ্গস্থিত তিল, জড়ুল, মশক, আবর্ত্ত, বিন্দু, চক্র ও মুদ্রা প্রভৃতি বিশেষ চিহ্ন হইতে তাহার জীবনের লক্ষণালক্ষণ

শুভাশুভ ফল নির্দ্ধারিত হয় এই সকল চিহ্ন বিশেষ বিশেষ অঙ্গে অবস্থিত হইয়া বিশেষ বিশেষ ফলের উৎপাদন করে, আবার আকৃতি গঠন পরিমাণ ও বর্ণ ভেদে উক্তরূপ নির্দ্ধারিত ফলের ন্যূনাধিক্য ঘটিয়া থাকে তিলাদি চিহ্নের আকৃতি বা পরিমাণ যত বৃহত্তর হয়, অথবা বর্ণ যত গাঢ়তর হয়, নির্দ্দিষ্ট শুভাশুভ ফলও সেই পরিমাণে বর্দ্ধিত হয়, এবং চিহ্ন যত ক্ষুদ্রাকৃতি ও অপ্রগাঢ় হয় নির্দ্দিষ্ট ফলেরও তত পরিমাণে হ্রাস হইয়া থাকে। চিহ্ন গোলাকৃতি হইলে শুভ লক্ষণ হয়, বিষম বা আবক্র গঠন হইলে অনেকাংশে শুভ হয়, এবং ত্রিকোণাকৃতি হইলে শুভাশুভ মিশ্রফল প্রদান করে যদি তিলাদি চিহ্ন বহল-লোমাচ্ছন্ন হয়, তবে মানবের দুরদৃষ্ট, আর যদি দীর্ঘ অল্প রোমে ভূষিত হয় তবে শুভাদৃষ্ট জানিবে

মানবের ললাটের দক্ষিণ প্রান্তে যদি তিলাদি চিহ্ন দৃষ্ট হয়, তবে সেই ব্যক্তি জীবনকালে কোনও সময়ে ঝটিতি ধনশালী ও সম্ভ্রান্ত হইবে।

যদি দক্ষিণ ভ্রু মধ্যে উক্তরূপ চিহ্ন লক্ষিত হয় তবে জাতকের প্রথম বয়সে বিবাহ হইবে এবং পুরুষ হইলে গুণবতী [স্ত্রী] ও নারী হইলে সদ্‌গুণসম্পন্ন স্বামী প্রাপ্ত হইবে

উক্তরূপ চিহ্ন ললাটের বামপ্রান্তে বা বাম ভ্রূতে দৃষ্ট হইলে মানবের আশাভঙ্গ ও কার্য্যনাশ হয়

অপাঙ্গের বহিঃপ্রান্তে (চক্ষুর কোণের বাহির দিকে) চিহ্ন থাকিলে মানব শান্তপ্রকৃতি, বিনীত ও অধ্যবসায়সম্পন্ন হয় ইহাদের অপঘাতে মৃত্যু হইয়া থাকে

গণ্ডস্থলে বা কপোলে চিহ্ন থাকিলে মনুষ্য মধ্যবিধ অবস্থাপন্ন

হয় ইহারা যতই যত্ন ও চেষ্টা করুক কখনই বহুধনভাগী হয় না, এবং যতই অমিতব্যয়ী বা অত্যাচারী হউক কখনই অতি দরিদ্র হয় না।

নাসিকায় তিলাদি চিহ্ন থাকিলে মানবের অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অভীষ্টসিদ্ধি হয়

অধরোষ্ঠে চিহ্ন থাকিলে মানব প্রেমিক ও বিলাসী হয়। চিবুকে চিহ্ন থাকিলে মনুষ্য মহাসৌভাগ্যসম্পন্ন ও লোকমান্য হয়

গলদেশে চিহ্ন থাকিলে মানব অতি দীন ও দুরবস্থাপন্ন হয় ইহারা শেষাবস্থায় কোনও আকস্মিক-প্রাপ্ত সম্পত্তি-ভোগে সমাজে লব্ধ-প্রতিষ্ঠ হইয়া থাকে

কণ্ঠভাগে চিহ্ন থাকিলে মানব বিবাহসূত্রে ভাগ্যবান্ হয়।

বক্ষঃস্থলের দক্ষিণাংশে চিহ্ন থাকিলে মানব দৈবদুর্ব্বিপাকে বা অপরিহার্য্য কোনও ঘটনাবশে সহসা সর্ব্বস্বান্ত হয় ইহাদের অধিকাংশ কন্যা সন্তান হয়

বক্ষঃস্থলের বামভাগে চিহ্ন থাকিলে মানব যে কার্য্যে হস্ত-ক্ষেপ করে তাহাই প্রায় সুসিদ্ধ হয় ইহাদের অধিকাংশ পুত্র সন্তান হইয়া থাকে

বক্ষঃস্থলের মধ্যভাগে চিহ্ন থাকিলে মানব মধ্যবিধ ভাগ্য ও স্বাস্থ্য সম্ভোগ করে

যদি বক্ষঃস্থলের বামাংশের অধোভাগে স্তনের নিম্নে চিহ্ন হয়, তবে মানব অস্থিরচেতা, আলস্যপ্রিয়, উগ্রপ্রকৃতি, ও তরল-মতি হয় স্ত্রীজাতি হইলে, বুদ্ধিমতী প্রগাঢ় প্রেমবতী এবং সুখ-প্রসবিনী হয়।

দক্ষিণ পঞ্জরে চিহ্ন থাকিলে মনুষ্য নির্ব্বোধ ও কাপুরুষ হয়। ইহারা অতি কষ্টে যে কোনও কর্ম্মের সাধন করিয়া থাকে

উদরে চিহ্ন থাকিলে মনুষ্য দীর্ঘসূত্রী স্বার্থপর ও বহুভোজী হয় ইহাদের পরিচ্ছদের কোনরূপ পারিপাট্য বা শৃঙ্খলা থাকে না

নিতম্বে চিহ্ন থাকিলে মনুষ্যের বহু সন্তান জন্ম গ্রহণ করে, এবং কয়েকটী মাত্র জীবিত থাকে এই সকল সন্তান সহিষ্ণু স্বাস্থ্যবান্ ও কামুক হইয়া থাকে,

দক্ষিণ জঙ্ঘায় চিহ্ন থাকিলে মানব ধনবান্ হয়। ইহারা প্রায়ই বিবাহসূত্রে সৌভাগ্য সঞ্চয় করে।

বাম জঙ্ঘায় চিহ্ন থাকিলে মানব অর্থহীন ও মিত্রহীন হয়। ইহারা প্রতিবেশীর শত্রুতা ও অন্যায় ব্যবহারে উৎপীড়িত হইয়া থাকে

দক্ষিণ জানুদেশে চিহ্ন থাকিলে, জাতক, পুরুষ হইলে অতি মনোরমা স্ত্রী, এবং নারী হইলে অতি মনোহর পতি লাভ করে। ইহাদের জীবনে কচিৎ দুঃখভোগ হইয়া থাকে।

বাম জানুতে চিহ্ন থাকিলে মানব উগ্রপ্রকৃতি অবিবেচক ও ক্ষিপ্রকারী হয়। ইহারা যখন শান্ত ও সুস্থ থাকে তখন অতিসৎ ও বিনীতবৎ ব্যবহার প্রদর্শন করে।

পাদদেশে তিলাদি চিহ্ন থাকিলে মনুষ্য ভাবনাশূন্য ও মূর্খপ্রকৃতি হয় ইহারা প্রায় সকল কার্য্যেই শৈথিল্য প্রকাশ করিয়া থাকে।

মানবের করতলে একটী মুদ্রা চিহ্ন থাকিলে রাজা, দুইটী

থাকিলে ধনী, তিনটী থাকিলে রোগী, ও বহু থাকিলে বহুসন্তান হয় *

গুল্‌ফদেশে চিহ্ন থাকিলে পুরুষ নারীর ন্যায় স্বভাববিশিষ্ট ও পরিচ্ছদপ্রিয় হয়। স্ত্রীজাতির হইলে সেই নারী অতি কর্ম্মিষ্ঠা ও সৎগৃহিণী হইয়া থাকে

শরীরের যে কোনও স্থানে জড়ু চিহ্ন যদি বিষম, নিম্ন, অথবা অস্থিসংলগ্ন হয় তবে মানব দরিদ্র হইয়া থাকে, জড়ু উন্নত হইলে মানব ভোগবিশিষ্ট এবং স্থূল হইলে অর্থবিশিষ্ট হয়

পুরুষের নখে পুষ্পবৎ চিহ্ন দৃষ্ট হইলে সেই ব্যক্তি দুঃখভোগী হয়। স্ত্রীজাতির নখে যদি ঐ শ্বেতবর্ণ বিন্দু লক্ষিত হয়, তবে সে নিশ্চিৎ স্বেচ্ছাচারিণী ও কুলটা হইয়া থাকে।

ললাটে বা প্রান্তভ্রূমধ্যে মশক (আঁচিল) থাকিলে সেই নারী রাজ্যাধিকারিণী বা মহাসৌভাগ্যশালিনী হয়

হৃদয়ে তিলাঙ্ক থাকিলে নারী সৌভাগ্যবতী হয় বামকপোলে যদি কোনও বর্ণের মশক দৃষ্ট হয়, তবে সেই নারী আজীবন সুখভাগিনী হইয়া থাকে

দক্ষিণ স্তনে যদি তিলাঙ্ক থাকে, এবং উহা যদি লোহিত বর্ণ হয় তবে সেই নারীর চারিটী কন্যা এবং দুই অথবা তিনটী পুত্র হইবে যদি বাম স্তনে ঐরূপ তিল বা অন্য কোনও

---

*এক মুদ্রোভবেদ্রাজা দ্বিমুদ্রো ধনবান্নর
ত্রিমুদ্রো রোগসম্পন্নো বহুমুদ্রো বহুপ্রজঃ ॥"

লোহিত বর্ণের চিহ্ন থাকে, তবে নারী একটি মাত্র পুত্র প্রসব করিয়াই বিধবা হইবে

গুহ্যদেশের দক্ষিণ পার্শ্বে যদি তিলচিহ্ন থাকে, তবে সেই নারী রাজপত্নী ও রাজমাতা হয়

নাসিকার অগ্রভাগে মশক দৃষ্ট হইলে, উহা যদি শোণবর্ণ হয় তবে সেই নারী ভাগ্যবতী, আর যদি কৃষ্ণবর্ণ হয় তবে সেই নারী বিধবা ও পুংশ্চলী হইবে

নাভির নিম্নস্থলে তিলাদি চিহ্ন থাকিলে সেই নারী সৌভাগ্য শালিনী আর ঐ চিহ্ন গুল্‌ফে থাকিলে অতি হতভাগিনী হয়

অঙ্ক মশক এবং তিল এই তিনের কোনও এক চিহ্ন যদি বামকর্ণে বামকপোলে অথবা বাম কণ্ঠে লক্ষিত হয়, তবে সেই নারী প্রথমগর্ভে পুত্র প্রসব করিবে

বাম কুক্ষিতে মাষ চিহ্ন (মাষকল ইবৎ) থাকিলে নারী অতি সুলক্ষণা হয়

পার্শ্বভাগে সুদীর্ঘ ও সুন্দর তিলক থাকিলে নারী পতিপ্রিয়া ও পৌত্রবতী হয়।

কন্যার † বামকপোলে, বামহস্তে, বামকর্ণে অথবা গলদেশের বা অধরোষ্ঠের বামভাগে যদি মাষ তুল্য তিলচিহ্ন থাকে তবে সে কন্যা অতি সুলক্ষণা হয়।

---

† পূর্ব্বকালে বিবাহের সময় কন্যার সর্ব্বাঙ্গের লক্ষণ পরীক্ষিত হইত মহাত্মা মনুও প্রকারান্তরে অসবর্ণ বিবাহে অনুমোদন করিয়াছেন, তথাপি কুলক্ষণা কন্যার পাণিগ্রহণে অনুমতি দেন নাই।

কণ্ঠদেশে দক্ষিণাবর্ত্ত চিহ্ন থাকিলে নারী বিধবা ও দুঃখভাগিনী হয়

আবর্ত্ত চিহ্ন কটিদেশে থাকিলে নারী ব্যভিচারিণী,নাভিতে থাকিলে পতিব্রতা, এবং পৃষ্ঠদেশে থাকিলে পতিঘাতিনী বা বারবিলাসিনী হয়

হস্তে দক্ষিণাবর্ত্ত চিহ্ন থাকিলে নারী সুলক্ষণা ও বামাবর্ত্ত চিহ্ন থাকিলে কুলক্ষণ হয় নারীর নাভিদেশে কর্ণে অথবা বক্ষঃস্থলে দক্ষিণাবর্ত্ত থাকিলে সে কন্যা অতিশয় শুভফলদায়িনী হয়।

নারীর পৃষ্ঠদেশের দক্ষিণভাগে অথবা মধ্যভাগে যদি দক্ষিণাবর্ত্ত থাকে, তবে সেই নারী মহাসৌভাগ্যবতী হয়। যোনির উপরে দক্ষিণাবর্ত্ত থাকিলে কন্যা লক্ষ্মীরূপিণী হয়

যদি উদর হইতে পৃষ্ঠ পর্য্যন্ত দক্ষিণাবর্ত্ত রেখা থাকে তবে সেই কন্যা অশুভভাগিনী ও ব্যভিচারিণী হয় যদি ঐ রেখা গুহ্য হইতে কটি পর্য্যন্ত থাকে তবে নারী পতিপুত্রঘাতিনী ও চিরদুঃখভাগিনী হয়

ললাটে বা সীমন্তে দক্ষিণাবর্ত্ত থাকিলে, অথবা কৃকাটিকা অর্থাৎ ঘাড়ের মধ্যভাগে উহা দৃষ্ট হইলে সে কন্যা সম্বৎসর মধ্যেই বিধবা হইবে। যদি মূর্দ্ধাদেশের বামভাগে একটী বামাবর্ত্ত অথবা মূর্দ্ধার যে কোনও স্থানে একটী বা দুইটী বাম বা দক্ষিণাবর্ত্ত থাকে তবে দশাহমধ্যে সে কন্যা পতি বিনাশ করিয়া বৈধব্য সংগ্রহ করিবে সন্দেহ নাই।

মানবের মুখমণ্ডলের যে কোনও স্থানে যেরূপ তিলাঙ্ক পরিদৃষ্ট হয়, অপরাঙ্গের কোনও বিশেষ নির্দ্দিষ্ট স্থানে তাহারই

অনুরূপ তিলাঙ্ক প্রকাশিত থাকে, তিলাঙ্ক-দর্শনের প্রথম পৃষ্ঠার শীর্ষভাগে যে তিলাঙ্কিত মুখমণ্ডলের চিত্র প্রতিরূপ প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহাতে কপাল-ফলকের অধিষ্ঠাতা গ্রহ ও অধিষ্ঠিত রেখাগণের সহিত তদধিকৃত প্রাগুক্তরূপ তিলকপুঞ্জ সংখ্যাক্রমে যথাস্থানে সন্নিবেশিত হইয়াছে বদনাঙ্কিত কোন্ তিলাঙ্কের অনুরূপ তিলক মানবের অপর কোন অঙ্গে পরিদৃষ্ট হইবে এবং তজ্জনিত জীবনফল মানবের কিরূপ সংঘটিত হইবে, তাহার সহজবোধের জন্য পশ্চাতে এক একটী সংক্ষিপ্ত ও সংখ্যানুক্রমিক বিবরণ প্রদত্ত হইল শিক্ষার্থীগণ নিবিষ্টচিত্তে কিঞ্চিৎ অনুধাবন করিয়া দেখিলেই উক্ত প্রত্যেক তিলাঙ্কের অবস্থান স্থান ও ফলভেদ বিশেষরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন।

১

অনুরূপ তিলাঙ্কের অবস্থিতি স্থান—বক্ষঃস্থলের দক্ষিণভাগ তিলাঙ্কজনিতফল—কৃষি বা স্থপতিবিদ্যায় পারদর্শিতা ও ভাগ্য ভাগ্য। যদি তিলাঙ্ক মধুর ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট বা রক্তবর্ণ হয়, তবে চিরজীবন সুখে অতিবাহিত হইবে। যদি কৃষ্ণবর্ণ হয় তবে অবস্থা মধ্যবিধ থাকিবে যদি মসূরবৎ হয় তবে বংশের মধ্যে শ্রেষ্ঠপুরুষ হইবে। স্ত্রীজাতির হইলে, উত্তরাধিকারসূত্রে ভাগ্যবতী হইবে অধিষ্ঠাতা গ্রহ—শুক্র বুধ ও মঙ্গল।

২

অনুরূপ তিলাঙ্ক—দক্ষিণাঙ্গ। বিবাহসূত্রে ভাগ্যবান্, দীর্ঘজীবন, সম্ভ্রম ও সম্পত্তি। মধুবর্ণ হইলে শ্রমফলে ভাগ্যবান্, রক্তবর্ণ হইলে কোনও ধর্ম্মাত্মা পুরুষ হইতে ভাগ্যবান্, কৃষ্ণবর্ণ

হইলে, অতি মুক্তহস্ত বা অমিতব্যয়ী স্ত্রীজাতির হইলে, সুলক্ষণ, মসূরবৎ হইলে স্ত্রী বা পুরুষ আকস্মিক-ভাগ্য-বিশিষ্ট হইবে অধিষ্ঠাতা গ্রহ শুক্র ও মঙ্গল

৩

দক্ষিণবাহু * মধ্যবিধ অবস্থা বিশিষ্ট মধুবর্ণ হইলে চতুষ্পদ পশু কর্তৃক ভাগ্যবান্, রক্তবর্ণ হইলে ব্যসন সঙ্গীত বা তদনুরূপ কোনও বৃত্তি অবলম্বী কৃষ্ণবর্ণ হইলে উচ্চস্থান হইতে পতন আশঙ্কা, এবং মসূরবৎ হইলে ব্যবসায়জীবী স্ত্রীজাতির হইলে পতির সৌভাগ্যদায়িনী হয় বৃহস্পতি ও শুক্র ।

৪

পৃষ্ঠদেশ ভাগ্যবান্, ধনশালী ও মহতের আনুকূল্য বিশিষ্ট। মধুবর্ণ হইলে ভূস্বামী, রক্তবর্ণ হইলে সম্ভ্রান্ত ও পদস্থ, এবং কৃষ্ণবর্ণ হইলে আশাভঙ্গ, অপূর্ণমনোরথ ও দরিদ্র যদি ইহারা ভাগ্যবন্ত হয় তবে নিজের ক্ষমতায় নহে। স্ত্রীজাতির হইলে সুলক্ষণা হয়, কৃষ্ণবর্ণ হইলে সেই স্ত্রী অতি পতিপরায়ণা হইয়া থাকে বৃহস্পতি ও মঙ্গল

৫

দক্ষিণ উদর আত্মীয়-বন্ধু-অর্থ-বিশিষ্ট মধুবর্ণ হইলে কামিনী বল্লভ, কৃষ্ণবর্ণ হইলে জিতেন্দ্রিয়, ও মসূরবৎ হইলে উচ্চপদ বিশিষ্ট স্ত্রীজাতির হইলে অল্পায়ু ও ভাগ্যবতী, কৃষ্ণবর্ণ হইলে শত্রুবেষ্টিতা ও শান্তপ্রকৃতি। শনি ও শুক্র

অপবাঙ্গের এই স্থানে নির্দিষ্ট তিলাঙ্ক পরিদৃষ্ট হইবে।
অধিষ্ঠাতা গ্রহ •

৬

দক্ষিণ বক্ষঃস্থল সুবুদ্ধি, শ্রমশীল, এবং বুদ্ধিবলে ধনবান্। মধুবর্ণ হইলে বাণিজ্যে মহাসৌভাগ্যসম্পন্ন, রক্তবর্ণ হইলে বিদ্যাবলে ভাগ্যবান্ কৃষ্ণবর্ণ হইলে সৎচিত্র বিশিষ্ট, এবং মসুর-বৎ হইলে সকল কার্য্যে সিদ্ধমনোরথ হয় স্ত্রীজাতির হইলে সুলক্ষণ ও দীর্ঘজীবন হয়, যদি কৃষ্ণবর্ণের হয় তবে সেই নারী মিথ্যাকলঙ্কভাগিনী হইবে বুধ ও বৃহস্পতি

৭

দক্ষিণ উদর। ব্যবসায় বাণিজ্য ও ক্রয় বিক্রয় কার্য্যে ভাগ্য ও ভ্রমণকার্য্যে ধনাগম মধুবর্ণ হইলে দূরযাত্রায় সিদ্ধি লাভ, কৃষ্ণবর্ণ হইলে সর্ব্বত্র প্রতারিত, এবং মসুরবৎ হইলে বিবাহ-বিষয়ে বা তৎসূত্রে ভাগ্য সঞ্চারিত হয় স্ত্রীজাতির এ চিহ্ন সুলক্ষণ, মধুবর্ণ হইলে বহুদূরে বিবাহ হয়, রক্তবর্ণ হইলে ধন-ধান্য বর্দ্ধিনী; কৃষ্ণবর্ণ হইলে প্রোষিতভার্য্যা বা পতিবিরহিনী; এবং মসুরবৎ হইলে পতির সহিত বিদেশবাসিনী হয় বৃহ-স্পতি ও মঙ্গল

৮

বাম পৃষ্ঠ,—দীর্ঘকাল দণ্ডভোগ; মধুবর্ণ হইলে শত্রু কর্ত্তৃক সামান্যাপরাধে দণ্ডিত; রক্তবর্ণ হইলে অচিরে কারামুক্তি; কৃষ্ণবর্ণ হইলে কারামধ্যে মৃত্যু; এবং মসুরবৎ হইলে দুর্ভাগ্যের ভাগ কথঞ্চিৎ প্রশমিত থাকে স্ত্রীজাতির হইলে পরগৃহবাসিনী, কৃষ্ণবর্ণ হইলে দুঃখভাগিনী, ও বিচারিণী হয়।—বৃহস্পতি ও বুধ

৯

বাম জঠর,—ভোগবিলাসী ও সম্পত্তি নাশক ; মধুবর্ণ হইলে বিনীত, রক্তবর্ণ হইলে দুরবস্থাবিশিষ্ট ও অশ্লিলবাদী, এবং চণকতুল্য বা মসুরবৎ হইলে মধ্যবিধ অবস্থা ও প্রকৃতি বিশিষ্ট হয় স্ত্রীজাতির হইলে সৌভাগ্যদায়িনী, লজ্জাহীনা, ও অসতী হয় —শুক্র ও মঙ্গল

১০

বাম বাহু,—কঠোর প্রকৃতি, অকারণ ক্রোধী ও হত্যাকারী ; মধুবর্ণ হইলে হত্যাপরাধে মুক্তিলাভ; রক্তবর্ণ হইলে নারীর জন্য বিপদগ্রস্ত, এবং কৃষ্ণবর্ণ হইলে বিশ্বাসঘাতকতার চক্রান্তে ধর্ম্মাধিকরণে ধৃত ও দণ্ডিত হয় স্ত্রীজাতির হইলে মুখরা ও কটুভাষিণী হয় —শনি।

১১

বাম বক্ষঃ কষ্টান্বিত ও গুরু ব্যক্তির নিকটে উপেক্ষিত ; মধুবর্ণ হইলে বৃথাকার্য্যকারী ; রক্তবর্ণ হইলে দারিদ্রদগ্ধ ; কৃষ্ণবর্ণ হইলে উগ্র প্রকৃতি, অসাবধান ও দুর্দ্দম্য ; এবং উচ্চ হইলে দুর্ভাগ্য কথঞ্চিত প্রশমিত হয় স্ত্রীজাতির হইলে ধনহীন ও দুর্ভাগিনী, কৃষ্ণবর্ণ হইলে অতি কুলক্ষণ হয়,—চন্দ্র ও মঙ্গল

১২

বামস্কন্ধ—মনঃপীড়া দুঃখ ও দুশ্চিন্তা ; মধুবর্ণ হইলে মিত্র কর্ত্তৃক পীড়িত ; রক্তবর্ণ হইলে জ্ঞাতি কর্ত্তৃক ঐ সকল সংঘটিত, কৃষ্ণবর্ণ হইলে নারীসূত্রে দুর্ভাগ্যগ্রস্ত ; এবং উচ্চ হইলে দুর্ভাগ্য প্রশমিত হয় স্ত্রীজাতির হইলে অতি চঞ্চলা এবং কৃষ্ণবর্ণ হইলে

যৌবনে বেশ্যা ও বার্দ্ধক্যে দূতী ও দুর্ভাগিনী হয়।—চন্দ্র ও মঙ্গল।

১৩

বামপার্শ্ব,—রাজদণ্ড, বিবাদ, অপমান ও শত্রুতা; মধুবর্ণ হইলে হিতে বিপরীত হইয়া ঐ সকল ঘটে; রক্তবর্ণ হইলে নিজের ক্ষিপ্রকারিতা দোষে, এবং কৃষ্ণবর্ণ হইলে প্রতারণা দ্বারা ঘটে; মসৃণবৎ হইলে যত্ন ও অধ্যবসায় বলে দুর্ভাগ্য প্রশমিত হয় স্ত্রীজাতির হইলে বহুভাষিণী ও বহুবিলাসিনী হয়। মঙ্গল ও বুধ

১৪

বাম নাভি,—বিবিধ রোগ; মধুবর্ণ হইলে গুল্ম বা শূল রোগ রক্তবর্ণ হইলে দূষিত রক্তজাত রোগ, এবং কৃষ্ণবর্ণ হইলে দুঃখ ও কষ্ট জনিত রোগ এবং অল্পজীবন বহু ভ্রমণ ও কুভার্য্যা স্ত্রীজাতির হইলে উদর বেদনা রোগ, কৃষ্ণবর্ণ হইলে প্রসব শঙ্কট, এবং উচ্চ হইলে এই সকল দুর্ভাগ্য প্রশমিত হয় —মঙ্গল ও বুধ

১৫

মধ্যজঠর,—বিলাসিতা ও নারীসূত্রে দুর্ভাগ্য; কৃষ্ণবর্ণ হইলে উহার আধিক্য, এবং মধুবর্ণ বা রক্তবর্ণ হইলে অতীব ভয়ঙ্কর হয়; মসৃণবৎ ও উচ্চ হইলে নারীবল্লভ হয়। স্ত্রীজাতির হইলে কুলক্ষণ।—বৃহস্পতি ও মঙ্গল

১৬

মধ্যবক্ষঃস্থল,—বর্ব্বর ও নিষ্ঠুর প্রকৃতি, অস্থির মস্তিষ্ক, অকার্য্যকারী, এবং রুক্ষভাষী মধুবর্ণ হইলে লোকপ্রিয়; রক্তবর্ণ

হইলে অতি কোপন স্বভাব, কৃষ্ণবর্ণ হইলে অকৃতকর্ম্মা এবং উচ্চ ও বৃহৎ জরুবৎ হইলে সৌভাগ্যপ্রদ হয় স্ত্রীজাতির হইলে অলস প্রকৃতি ও বুদ্ধিহীনা, ও কৃষ্ণবর্ণ হইলে স্বেচ্ছাচারিণী হয় —মঙ্গল ও বুধ।

১৭

বাম উদর,—বিভিন্ন ফল; মধুবর্ণ হইলে সৌভাগ্য ও সদ্‌গুণ, রক্তবর্ণ হইলে দৃঢ়পাকশক্তি ও বিপুল সামর্থ, কৃষ্ণবর্ণ হইলে নরঘাতক, এবং জরুবৎ হইলে জ্ঞানী ও ধার্ম্মিক হয়। স্ত্রীজাতির কুলক্ষণ, কৃষ্ণবর্ণে নরঘাতিনী হয় —বৃহস্পতি ও মঙ্গল

১৮

মধ্য-উদর,—বাক্‌পটুতা, সম্ভ্রম, বিলাসীতা ও বহুভোজন। স্ত্রীজাতির হইলে মদনোন্মাদ ও ব্যভিচার।—শুক্র ও শনি।

১৯

মধ্য-বক্ষঃস্থল;—বহুবিপদ ও দুশ্চিকিৎস্য ব্যাধি; পীতবর্ণে কারাবাস এবং ক্ষত অর্শ ও বগস্ত প্রভৃতি রোগ; রক্তবর্ণে রক্তদোষ জনিত রোগ; কৃষ্ণবর্ণে দন্ত ও গুহ্যরোগ এবং মসূরবৎ আকারে ঐ সকল রোগে সহজ মুক্তি হয়। স্ত্রীজাতির অর্শ ও গুহ্যরোগ, কৃষ্ণবর্ণে আধিক্য —শনি ও শুক্র।

২০

বক্ষঃস্থল,—বহু বিপদ ও দুঃখ;—মধুবর্ণে কিঞ্চিৎ শমতা, রক্তবর্ণে সাহায্য ও সহানুভূতি প্রাপ্তি, কৃষ্ণবর্ণে সর্ব্বদা অভাব বোধ, এবং জরুবৎ হইলে নিপুণবুদ্ধি ও শ্রমক্ষম হয়। স্ত্রীজাতির

সুলক্ষণ এবং কৃষ্ণবর্ণে অপঘাতে পিতার মৃত্যু হয় —মঙ্গল ও বুধ।

২১

গুহ্যদেশ; পাপাসক্তি ও বহুবিপত্তি;—কৃষ্ণবর্ণে বিলাস বাসনা জনিত বহু অপকার ও রাজদণ্ড, কুষ্ঠ বা তদ্বৎ দুশ্চিকিৎস্য ব্যাধি, এবং নরহত্যা, মধু বা রক্তবর্ণে অপেক্ষাকৃত শুভ, এবং মসূরাকারে কথঞ্চিৎ হিতপরিবর্ত্তন স্ত্রীজাতির কুলক্ষণ। মঙ্গল

২২

দক্ষিণ জঙ্ঘা; কৃষিকার্য্যে সৌভাগ্য, এবং স্বকীয় ও প্রাকৃতিক ব্যক্তির প্রতি সম্পত্তিলাভ,—মধুবর্ণে যৌবনে ধনশালী, রক্তবর্ণে আজীবন সৌভাগ্যবান্, কৃষ্ণবর্ণে আয়াপেক্ষা ব্যয়াধিক্য, এবং মসূরবৎ উচ্চাকারে বার্দ্ধক্যে বিপুল বিষয় ও সম্ভ্রম। স্ত্রীজাতির সুলক্ষণ,—বিপুল সঞ্চয় —শুক্র ও বুধ

২৩

দক্ষিণ জঙ্ঘা;—আকস্মিক অসম্ভাবিত বিত্তপ্রাপ্তি ও বিপুল সম্পত্তি। মধুবর্ণে রক্তবর্ণে বা মসূরাকারে সমধিক সৌভাগ্যবর্দ্ধন এবং কৃষ্ণবর্ণে অতি দুর্ভাগ্য স্ত্রীজাতির সুলক্ষণ—জ্ঞাতি বা আত্মীয় কর্ত্তৃক বহুধনপ্রাপ্তি – মঙ্গল ও বৃহস্পতি

২৪

দক্ষিণ বাহুমধ্য;—বাসন বা পশুপালন জনিত সৌভাগ্য; মধুবর্ণে অথবা মসূরাকারে অধিকতর শুভ, এবং অসম্ভাবিত সম্পত্তি লাভ স্ত্রীজাতির সুলক্ষণ পিতৃ-মাতৃ-দত্ত-বিত্তলাভ — শনি ও শুক্র

২৫

দক্ষিণ গুহ্য ;—মতদানুকূল্যে সৌভাগ্য, সম্পত্তি ও সম্রান্ত পদ , যে কোনও বর্ণে বা আকারে শুভ এবং কৃষ্ণবর্ণে কথঞ্চিৎ ক্ষতি স্ত্রীজাতির সুলক্ষণ, কৃষ্ণবর্ণে কিঞ্চিৎ মুখরা।—বৃহস্পতি ও মঙ্গল।

২৬

বক্ষঃস্থল,—নারী বা মিত্র সূত্রে সৌভাগ্য ; মধু বা রক্তবর্ণে বিবাহ মূলক ভাগ্য, মসুরাকারে মিত্রসূত্রে উপার্জ্জন এবং কৃষ্ণ-বর্ণে বহু কষ্টে সিদ্ধি স্ত্রীজাতির সুলক্ষণ —শনি ও শুক্র

২৭

দক্ষিণবক্ষঃ দক্ষিণ ভাগ ; প্রবাসজনিত সৌভাগ্য, স্বনাম-ধন্য সম্ভ্রম ও বংশশ্রেষ্ঠ খ্যাতি ; মধুবর্ণে বহুশ্রম ও অধ্যবসায়, রক্তবর্ণে সামান্য ধন, কৃষ্ণবর্ণে অসারবাসনা, এবং মসুরাকারে পূর্ণসৌভাগ্য হয়। স্ত্রীজাতির সুলক্ষণ, কিঞ্চিৎ মুখরা।—বুধ ও বৃহস্পতি।

২৮

দক্ষিণ নাভি ,—দূরভ্রমণ ও প্রবাসে ভাগ্য ; মধুবর্ণে বনিতাজনিতভাগ্য, রক্তবর্ণে আত্মীয় হইতে প্রাপ্তি, কৃষ্ণবর্ণে অতি দারিদ্র, এবং অক্রবৎ আকারে অর্থ ও সম্পত্তি স্ত্রীজাতির সুলক্ষণ—পতির শুভ ও ধন, কৃষ্ণবর্ণে অস্থিরভাগ্য এবং মসুরা-কারে অতি শুভ।—বৃহস্পতি ও মঙ্গল।

২৯

বাম পৃষ্ঠ , আত্মদোষজনিত দুঃখ দারিদ্র ও তাপ ; মধু-বর্ণে অথবা রক্তবর্ণে কথঞ্চিৎ দুর্ভাগ্য হ্রাস, কৃষ্ণবর্ণে অতি দুঃখ

ও কারাবাস, এবং অক্র বা চণক তুল্য আকারে অধিকাংশ শমতা ও মিশ্র শুভ স্ত্রীজাতির অতি কুলক্ষণ।—শনি, বৃহস্পতি ও বুধ

৩০

নিম্ন বামবক্ষঃ,—দুর্ভাগ্যজীবন, অমিতব্যয় ও সঞ্চিত বিনাশ; মধু অথবা রক্তবর্ণে পানদোষ ও বহুভোজন। কৃষ্ণবর্ণে মস্তিষ্ক-বিকার, মস্থাকারে বিলাসবৃত্তি ও লাম্পট্য স্ত্রী জাতির কুলক্ষণ।—মঙ্গল ও বৃহস্পতি।

৩১

বাম পৃষ্ঠ, অভিযোগলিপ্সা, বিবাদ বিসম্বাদ, এবং নারী সংস্রবে বিপত্তি; মধুবর্ণে আত্মীয়-স্ত্রী হইতে দুঃখ, রক্তবর্ণে বিলাসীতা জনিত দুর্ভাগ্য, কৃষ্ণবর্ণে আত্মদোষে বিষয়ক্ষয়, এবং মস্থাকারে সামর্থ ও সাহস। স্ত্রীজাতির মহা অলক্ষণ; এই তিলাঙ্ক যে কোন বর্ণে বা আকারে থাকিলে নারী অতি অসচ্চরিত্রা ও যারপরনাই কুগৃহিণী হয়।—শুক্র ও মঙ্গল। *

৩২

বাম স্কন্ধ;—কারাদণ্ড ভয় ও মিত্র কর্তৃক নিগ্রহ; মধুবর্ণে অপব্যয়, অমিতব্যয় ও সম্পত্তিনাশ; রক্তবর্ণে অধঃপতন ও দারিদ্র, কৃষ্ণবর্ণে মহতের কোপদৃষ্টি এবং অক্রবৎ বা মস্থাকারে যৌবনে বিপুলবিত্ত ও বার্দ্ধক্যে ধনহীন স্ত্রীজাতির কুলক্ষণ, মনস্তাপ ও যন্ত্রণা, কৃষ্ণবর্ণে যাবপরনাই হতভাগিনী।—শনি ও মঙ্গল।

---

* বিবাহের পূর্ব্বে কন্যাদর্শন-সময়ে অন্ততঃ এই একটী মাত্র তিলাঙ্ক পরীক্ষিত হওয়া উচিত

৩৩

বাম উদর।—বাধা-বিপত্তি, কষ্ট, ও দুশ্চিকিৎস্য ব্যাধি; মধুবর্ণে উদরব্যথা, রক্তবর্ণে পানদোষ-জনিত যকৃৎরোগ, কৃষ্ণবর্ণে শুক্রের অযথা ক্ষয়-বা সঞ্চয় জনিত ব্যাধি, এবং মসূরাকারে বিপুল সামর্থ প্রবল রতিশক্তি ও পুত্রলাভ। স্ত্রী-জাতির অতি অশুভ লক্ষণ।—মঙ্গল।

৩৪

বামপার্শ্বে; হিংসা দ্বেষ মাৎসর্য্য ও দুষ্টাবস্থা, মধুবর্ণে মিত্র কর্তৃক অপমান, রক্তবর্ণে অসৎ প্রত্যুৎপন্নমতি, কৃষ্ণবর্ণে অপরাধ-জনিত সঙ্কট, এবং অঙ্ক বা মসূরাকারে দুর্ভাগ্যের সমতা। স্ত্রীজাতির কুলক্ষণ। শনি ও বুধ।

৩৫

বামনাভি;—নরহত্যা ও দেশান্তরপলায়ন; মধুবর্ণে বা রক্তবর্ণে জ্ঞাতি বা আত্মীয় কর্তৃক বিপদ, কৃষ্ণবর্ণে জলপথে বিপদ, এবং অন্যরূপ আকারে কথঞ্চিৎ সমতা। স্ত্রীজাতির অলক্ষণ অল্পায়ু ও কুস্বামী, কৃষ্ণবর্ণে শত্রুভয়। মঙ্গল।

৩৬

দক্ষিণ-উদর;—স্বাস্থ্যসুখ দীর্ঘজীবন ও সৌভাগ্য; মধুবর্ণে বা রক্তবর্ণে অধ্যয়নশীলতা ও ভাবনাশক্তি, কৃষ্ণবর্ণে মধ্যবিধ ধন এবং অঙ্ক বা মসূরাকারে সৌভাগ্যের বৃদ্ধি। স্ত্রীজাতির সুলক্ষণ, পতির সৌভাগ্য ও সুগৃহিণীপনা, কৃষ্ণবর্ণে পতির স্বাস্থ্যহানি। বৃহস্পতি ও শুক্র।

৩৭

দক্ষিণাঙ্গ।—বিপুল বিত্ত ও সন্তানসম্পদ; মধুবর্ণে কার্যসিদ্ধি,

রক্তবর্ণে নিধিলাভ ও পদপ্রাপ্তি, কৃষ্ণবর্ণে মধ্যবিধ ধন, এবং মসূরাকারে প্রভূত সদ্‌গুণ ও জ্ঞান স্ত্রীজাতির অতি সুলক্ষণ, সৎপ্রকৃতি, পতিব্রত, ধর্ম্ম, সতীত্ব ও সর্ব্বসুখ বৃহস্পতি ও শনি।

৩৮

দক্ষিণাঙ্গ —সৌভাগ্য মান্য ও খ্যাতি, মধুবর্ণে বস্ত্র ও ভূমি, রক্তবর্ণে খ্যাতি ও ধন, কৃষ্ণবর্ণে কথঞ্চিৎ ক্ষতি, এবং মসূরাকারে সর্ব্বসুখ সৌভাগ্য ও জয় স্ত্রীজাতির অতি সুলক্ষণ বৃহস্পতি ও মঙ্গল

৩৯

দক্ষিণ পার্শ্ব নিপুণতা, অবহিত শ্রম, বহুধন ও দীর্ঘায়ু; মধু বা রক্তবর্ণে সৌভাগ্যযুক্ত, কৃষ্ণবর্ণে কথঞ্চিৎ ক্ষতি, এবং অক্র ব মসূরাকারে মহা সৌভাগ্য ও সর্ব্বসিদ্ধি স্ত্রীজাতির অতি সুলক্ষণ, কৃষ্ণবর্ণে আংশিক ক্ষতি। বৃহস্পতি ও বুধ।

৪০

দক্ষিণ জানু — দৈবশক্তি বা প্রতিভা এবং বহুধন; মধুবর্ণে মহাসৌভাগ্য, রক্তবর্ণে মহোচ্চবংশে পত্নীলাভ কৃষ্ণবর্ণে দাম্পত্য কলহ, এবং মসূরাকারে সর্ব্বত্র মহোন্নতি ও মহাধন স্ত্রী-জাতির সুলক্ষণ-অস্থির সৌভাগ্য বুধ ও বৃহস্পতি

৪১

বামজঙ্ঘা জীবন-সঙ্কট ব্যাধি; মধু বা রক্তবর্ণে কিঞ্চিৎ শমতা, কৃষ্ণবর্ণে উচ্চ হইতে পতনে জলে বা অগ্নিকূপে অকাল মৃত্যু, এবং অক্র অথবা মসূরাকারে অল্পায়ু ও দুর্গমৃত্যু স্ত্রী জাতির অতি অলক্ষণ চিররোগভোগ, কৃষ্ণবর্ণে মহাদুর্ভাগ্য ও অপঘাতমৃত্যু শনি ও শুক্র।

৪২

বামাঙ্গ অতি নীচ ব্যবহার ও অবস্থাবস্থা ; মধু বা রক্ত-বর্ণে অপেক্ষাকৃত শুভ, কৃষ্ণবর্ণে বিলাসীতা ও কুষ্ঠ পক্ষাঘাত যক্ষ্মা প্রভৃতি দুশ্চিকিৎস্য ব্যাধি এবং অক্র বা মসুরাকারে অস্থির ও সন্দিগ্ধচিত্ত স্ত্রীজাতির অতি কুলক্ষণ—ঐরূপ প্রকৃতি। মঙ্গল ও চন্দ্র।

৪৩

বামাঙ্গ –মহৎরোগ ও অতি দুর্ভাগ্য, মধু বা রক্তবর্ণে চিররোগ, কৃষ্ণবর্ণে সংক্রামকব্যাধি বা জলমগ্নফাঁড়া এবং মসুরা-কারে দীর্ঘ জীবন ভোগ স্ত্রীজাতির অতি কুলক্ষণ জলমগ্ন ও পতন ফাঁড়া ও পূর্ব্ববৎ প্রকৃতি। শনি

৪৪

নিম্ন বামপৃষ্ঠ দুষ্ট প্রকৃতি ; মধুবর্ণে অতি ক্রোধ, রক্তবর্ণে অতি নিষ্ঠুরতা, কৃষ্ণবর্ণে চৌর্য্য, হত্যা ও সমুচিত দণ্ডভোগ এবং অক্র বা মসুরাকারে দুর্ভাগ্যের কথঞ্চিৎ শমতা স্ত্রীজাতির অতি কুলক্ষণ অসৎপ্রকৃতি, কৃষ্ণবর্ণে অল্পায়ু শনি

৪৫

বামজঙ্ঘা বাধা বিপত্তি ও দুঃখ ; মধু বা রক্তবর্ণে অবি-মৃশ্যকারিতা, কৃষ্ণবর্ণে অপমৃত্যু, এবং মসুরাকারে আপেক্ষিক শুভ স্ত্রী জাতির অতি কুলক্ষণ—কৃষ্ণবর্ণে অপঘাত মৃত্যু ভয় মঙ্গল ও চন্দ্র

৪৬

দক্ষিণ উদর জীবনসঙ্কট বিপত্তি ও মস্তকে আঘাত ভয় ; মধু বা রক্তবর্ণে বিপদ্ ও মুক্তি, কৃষ্ণবর্ণে কার্য্যক্ষতি বিঘ্নাশঙ্কা

ও সঙ্ঘাতিক আঘাত প্রাপ্তি, এবং মসুরাকারে ঐ কর্ণ ক্ষতি স্ত্রীজাতির অতি কুলক্ষণ—পতনফাঁড়া ও আদরের বস্তু নাশ, এবং কৃষ্ণবর্ণে মস্তকে আত্মকৃত প্রস্তরাঘাত মঙ্গল

৪৭

দক্ষিণাঙ্গ।—শত্রুভয় ও মানহানি; রক্তবর্ণে আপেক্ষিক বৃদ্ধি, কৃষ্ণবর্ণে দক্ষিণাঙ্গে অস্ত্রাগ্নি ভয়, এবং মসুরাকারে মধ্যবিধ ভাগ্য স্ত্রীজাতির অতি কুলক্ষণ শনি ও মঙ্গল

৪৮

দক্ষিণাঙ্গ দুর্ভাগ্য ও দৈন্য; যে কোনও বর্ণে বা আকারে অশুভ এবং জলমগ্ন ও পতনফাঁড়া স্ত্রীজাতির অতি কুলক্ষণ মঙ্গল।

৪৯

বাম উদর। শত্রুভয়, রাজদণ্ড ও দুর্ভাগ্য; মধু বা রক্তবর্ণে প্রবল শত্রু এবং কৃষ্ণবর্ণে অপঘাত মৃত্যু শঙ্কা স্ত্রীজাতির কুলক্ষণ। শনি ও মঙ্গল

৫০

নিম্ন বামাঙ্গ অশুভ আকার কুৎসিৎ ব্যবহার ও অতি নীচপ্রকৃতি; মধুবর্ণে তস্করবৃত্তি, রক্তবর্ণে নরহত্যা, এবং অক্ষ বা মসুরাকারে ঘোর বিলাসীতা স্ত্রীজাতির অতি কুলক্ষণ—মৃত্যু ফাড়া, কৃষ্ণবর্ণে অপঘাত মৃত্যু মঙ্গল ও বুধ

৫১

নিম্ন বামাঙ্গ।—বৈষম্যপ্রিয়তা ও বিবাদানুরক্তি; মধুবর্ণে আপেক্ষিক শমতা, রক্তবর্ণে অতিক্রোধ, কৃষ্ণবর্ণে হত্যাপরাধ,

এবং জক্র বা মস্থরাকারে ক্বচিৎ অপমৃত্যু স্ত্রীজাতির অতি কুলক্ষণ বিষভয় ও অপঘাত মৃত্যু শনি ও মঙ্গল

৫২

দক্ষিণ গুহ্য। বিবাহজনিত সৌভাগ্য, মধুবর্ণে বহুসম্পত্তি ও ধন, রক্তবর্ণে নারীসূত্রে উত্তরাধিকার, কৃষ্ণবর্ণে উৎকণ্ঠা ও আংশিক ক্ষতি এবং মসৃণাকারে অসম্ভাবিত সম্পত্তি লাভ। স্ত্রীজাতির অতি সুলক্ষণ শুক্র ও বুধ।

৫৩

মধ্য-অঙ্গ —গর্ব্ব, ক্ষিপ্রকারিতা এবং বক্র ও কোপন প্রকৃতি; যে কোনও বর্ণ বা আকারে স্বভাব দোষ স্ত্রীজাতির অতি কুলক্ষণ—ঐরূপ প্রকৃতি মঙ্গল ও বুধ

৫৪

গুহ্যদেশ —ব্যাপক ও সঙ্কট বহুরোগ; মধুবর্ণে গুহ্যপীড়া, রক্তবর্ণে শিরঃপীড়া, কৃষ্ণবর্ণে দন্ত ও গুহ্যরোগ এবং মসৃণাকারে চিত্তোদ্বেগ তীব্রভাষা ও অদ্ভুত কৌতূহল। স্ত্রীজাতির কুলক্ষণ স্বাস্থ্যক্ষয়, স্ত্রীরোগ ও আত্মদোষ জনিত মৃত্যু শনি।

৫৫

বামগুহ্য। নরহত্যা; মধু বা রক্তবর্ণে আপেক্ষিক শমতা, কৃষ্ণবর্ণে স্বজনহত্যা এবং মসৃণাকারে মস্তিষ্কবিকার ও উন্মত্ততা স্ত্রীজাতির অতি কুলক্ষণ। শুভ ও মঙ্গল

৫৬

বামগুহ্য —অপযশঃ ও ব্যভিচার, মধুবর্ণে আত্মী সূত্রে ও কৃষ্ণবর্ণে পত্নীসূত্রে দুর্ভাগ্য এবং মসৃণাকারে আপেক্ষিক

শযতা ও শুভ স্ত্রীজাতির কুলক্ষণ—পুংশ্চলী বা বেশ্যা। ও শনি ও শুক্র

৫৭

বস্তির নিম্নতল —বিলাসবাসনা ও অশ্লীলপ্রকৃতি ; রক্ত-বর্ণে বহুরতি, কৃষ্ণবর্ণে তজ্জনিত রোগ ও ক্ষতি, এবং মসূর বা চণকাকারে দুর্ব্বলতা ও অসামর্থ স্ত্রীজাতির অতি কুলক্ষণ—ঐরূপ প্রকৃতি শুক্র।

৫৮

দক্ষিণ-উদর।—সৌভাগ্য ও সম্পদ ; মধুবর্ণে যৌবনে সৌখ্য, রক্তবর্ণে আজীবন সৌভাগ্য, কৃষ্ণবর্ণে আপেক্ষিক ক্ষতি এবং মসূরাকারে বার্দ্ধক্যে মহাসৌখ্য। স্ত্রীজাতির সুলক্ষণ। বৃহস্পতি ও মঙ্গল।

৫৯

দক্ষিণ-নাভি —নারীসূত্রে সৌভাগ্য ; মধুবর্ণে দানসম্পত্তি, রক্তবর্ণে উত্তরাধিকার, কৃষ্ণবর্ণে বিপন্ন বিষয় এবং মসূরাকারে সৌভাগ্য বর্দ্ধন। স্ত্রীজাতির সুলক্ষণ বৃহস্পতি ও শুক্র

৬০

বাম উদর।—দাম্পত্যজনিত কষ্ট দুর্ভাগ্য ও রাজদণ্ড ; মধুবর্ণে সামান্যা নারীসূত্রে, রক্তবর্ণে মহদ্বংশীয়া নারীসূত্রে এবং কৃষ্ণবর্ণে অতি জঘন্যা নারী বা কোনও অস্বাভাবিক অশ্লীল সূত্রে এবং মসূরাকারে আত্মকৃত সূত্রে দুর্ভাগ্য স্ত্রীজাতির কুল-ক্ষণ—ঐরূপ প্রকৃতি। শনি ও শুক্র

৬১

বামাঙ্গ ;—বিবাহজনিত দুর্ভাগ্য ;—মধুবর্ণে দৈন্য, রক্তবর্ণে

অপযশঃ, কৃষ্ণবর্ণে অশান্তি এবং মসূবাকারে সম্পত্তি বিনাশ স্ত্রীজাতির অতি কুলক্ষণ—কৃষ্ণবর্ণে পুংশ্চলা বা বেশ্যাবৃত্তি।—শনি ও মঙ্গল।

৬২

বামাঙ্গ; ভাগ্য ও উন্নতি;—যে কোনও বর্ণে বা আকারে শুভ স্ত্রীজাতির সুলক্ষণ—পতির শুভ বৃহস্পতি ও শনি

৬৩

দক্ষিণাঙ্গ;—সৌভাগ্য;—মধু বা রক্তবর্ণে বিপুল বিত্তলাভ কৃষ্ণবর্ণে বাধা বিপত্তি, অতি দুর্ভাগ্য ও মুক্তি, এবং মসূবাকারে অসম্ভাবিত ও অচিন্তিত পূর্ব্ব সম্পত্তি লাভ। স্ত্রীজাতির সুলক্ষণ, কৃষ্ণবর্ণে কুলক্ষণ। বুধ ও বৃহস্পতি

৬৪

দক্ষিণাঙ্গ;—বিপুলবিত্ত ও সম্ভ্রম;—কৃষ্ণবর্ণে আপেক্ষিক ক্ষতি, এবং মসূবাকারে পরস্বাপ্তি। স্ত্রীজাতির সুলক্ষণ—কৃষ্ণবর্ণে কুলক্ষণ।—শুক্র বুধ

৬৫

বামাঙ্গ; বিলাসবৃত্তি;—মধু বা রক্তবর্ণে আপেক্ষিক শমতা, কৃষ্ণবর্ণে অতি জঘন্য নীচাবস্থা, এবং উচ্চকারে অশ্লীল ও অস্বাভাবিক বিলাস। স্ত্রীজাতির কুলক্ষণ—কৃষ্ণবর্ণে কুলকলঙ্কিনী —শনি ও বুধ।

৬৬

বামগুহ্য,—বিরক্তি ও যন্ত্রণা;—মধু বা রক্তবর্ণে উগ্রপ্রকৃতিজাত যন্ত্রণা, কৃষ্ণবর্ণে অপমৃত্যু, এবং মসূরাকারে চিরযন্ত্রণা ভোগ। স্ত্রীজাতির অতি সুলক্ষণ।—শনি ও বুধ।

৬৭

বাম জঙ্ঘা —অশ্লীল ইন্দ্রিয় দোষ ;—মধুবর্ণে অতি রতি-সামর্থ, রক্তবর্ণে অযথা অতিরেক, কৃষ্ণবর্ণে শিশ্ন পরায়ণতা-জনিত দণ্ডভোগ, এবং মস্থরাকাবে নারীর কূটচক্রে মহাক্ষতি। স্ত্রীজাতির অতি কুলক্ষণ কৃষ্ণবর্ণে আত্মহত্যা শনি ও শুক্র।

৬৮

দক্ষিণ পার্শ্ব ;- ক্রোধ ও নিষ্ঠুরতা ,—মধুবর্ণে আপেক্ষিক শমতা, রক্তবর্ণে প্রতিহিংসা লিপ্সা, কৃষ্ণবর্ণে নরহত্যা বা তাহার হেতু, এবং মস্থরাকারে অসমসাহস। স্ত্রীজাতির অতি কুলক্ষণ— কৃষ্ণবর্ণে জীবনসঙ্কট —মঙ্গল

৬৯

গুহ্যদেশ ,—অল্পায়ু ;—মধুবর্ণে বহুভোজন কুপথ্য ও চরিত্র-দোষজনিত আয়ুক্ষয়, রক্তবর্ণে ভ্রমণ পরিবর্ত্তন ও অস্থির কর্ম্ম-জনিত আয়ুক্ষয়, কৃষ্ণবর্ণে বিষযোগে বিনাশ, এবং মস্থরাকারে অমিতাচারে অপমৃত্যু স্ত্রীজাতির অতি কুলক্ষণ প্রসব সঙ্কট, কৃষ্ণবর্ণে অল্পায়ু ও বিষসেবনে অপমৃত্যু শনি

৭০

বামাঙ্গ ;—বিবাদ বিপদ ও জীবনসঙ্কট ,— মধু বা রক্তবর্ণে সম্পত্তি জনিত বিপত্তি, কৃষ্ণবর্ণে ঐরূপ দুঃখে প্রাণাত্যয়, এবং উচ্চাকারে আপেক্ষিক শমতা স্ত্রীজাতির কুলক্ষণ— কৃষ্ণবর্ণে বিচারিণীভাব ও অকালমৃত্যু ভয় শনি ও মঙ্গল।

৯২ *

গুহ্যদেশ ; বহুবিপদে উচ্ছিন্নবস্থ ;—মধুবর্ণে প্রতিবিপদে আশুমুক্তি, রক্তবর্ণে আরোপিত বিপদ, কৃষ্ণবর্ণে বিপদের সহিত গুহ্যপীড়া, এবং অক্র বা মসুরাকারে সঙ্কটে শমতা ও মুক্তিলাভ। স্ত্রীজাতির কুলক্ষণ— ঐরূপ প্রকৃতি —মঙ্গল

৯৩

জানুদেশ বহুদেশ ভ্রমণ ;—মধুবর্ণে ভ্রমণদ্বারা ভাগ্য ও ধন, রক্তবর্ণে নিজস্ব-উচ্ছেদ, কৃষ্ণবর্ণে বিশ্বাসদ্রোহ ও অসৎ-প্রকৃতি, এবং অক্র বা মসুরাকারে সুখসম্পত্তি ভোগ স্ত্রীজাতির কুলক্ষণ—কু গৃহিণী কৃষ্ণবর্ণে অসতী —মঙ্গল ও বুধ

৯৪

পাদদেশ ;—জারজ সন্তান লাভ ;—মধু বা রক্তবর্ণে ভাগ্য ও ভোগ, কৃষ্ণবর্ণে নীচবৃত্তি বা অল্পবিত্ত, এবং মসুরাকারে তীক্ষবুদ্ধি ও প্রতিভ স্ত্রীজাতির কুলক্ষণ—ঐরূপ প্রকৃতি। অধিকাংশ জারজ সন্তান লাভ ও জারজ পুত্রগণ কর্তৃক সংসারে উৎপীড়ন। বৃহস্পতি ও মঙ্গল।

৯৫

পাদদেশ ;—অশান্তি বর্ব্বরতা ও কলহলিপ্সা ,—মধুবর্ণে সাহস ও সামর্থ্য, রক্তবর্ণে অত্যুগ্রস্বভাব, কৃষ্ণবর্ণে নরহত্যা, এবং অক্র বা মসুরাকারে অকারণ আততায়ীতা। স্ত্রীজাতির

---

* স্থগাভ্যন্তরস্থ তিলাঙ্ক অদৃষ্টতা বশতঃ উপেক্ষিত হয় ; চিত্র প্রতিরূপে সংখ্যার সহিত সে গুলি পরিব্যক্ত হইয়াছে—চিত্র দেখ।

কুলক্ষণ ঐরূপ প্রকৃতি, কৃষ্ণবর্ণে রসনাবৈগুণ্যে অকালমৃত্যু —মঙ্গল।

৯৬

দক্ষিণ নিতম্ব ;—শিল্পপ্রতিভা অধ্যবসায় ও খ্যাতি ; মধু-বর্ণে পরধন লাভ, রক্তবর্ণে সুখ ও সৌভাগ্য, কৃষ্ণবর্ণে নিধিজ্ঞান, এবং মসুরাকারে সর্ব্বসুখ। স্ত্রীজাতির সুলক্ষণ—কৃষ্ণবর্ণ ব্যতিত অন্যবর্ণে সৌভাগ্য ও দীর্ঘায়ু, কৃষ্ণবর্ণে আপেক্ষিক ক্ষতি।—বৃহস্পতি ও মঙ্গল।

৯৭

নাভি ও গুহ্যের মধ্যভাগ ;—উদ্বন্ধন অথবা রাজদণ্ডে ফাঁসী বা অপমৃত্যু ; মধুবর্ণে আপেক্ষিক শমতা, রক্তবর্ণে শত্রু কর্ত্তৃক দুর্ভাগ্য, কৃষ্ণবর্ণে রাজদণ্ডে নিধন, এবং মসুরাকারে জলমধ্যে মৃত্যু স্ত্রীজাতির অতি কুলক্ষণ—গর্ভাবস্থায় কষ্ট ও বিপদ, কৃষ্ণবর্ণে ঐ অবস্থায় মৃত্যু শনি ও শুক্র

৯৮

জঙ্ঘা ;—সৌভাগ্য, সহজসিদ্ধি, অসাধারণ প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ও সুখ ;—মধুবর্ণে স্থানীয় রোগ ভোগ, রক্তবর্ণে অর্শ পীড়া ও আয়ুর্হানি, কৃষ্ণবর্ণে অল্লায়ু এবং মসুরাকারে দুর্ভাগ্যের শমতা স্ত্রীজাতির কুলক্ষণ বস্তিপীড়া ও মাতৃরোগ, কৃষ্ণবর্ণে পতনে গর্ভস্রাব।—শনি।

৯৯

নিতম্ব ;—পতনফাঁড়া —মধুবর্ণে সামান্য আঘাত, রক্ত-বর্ণে বহুবার পতন ও গুরু আঘাত, কৃষ্ণবর্ণে আঘাতে জীবন-সঙ্কট, এবং মসুরাকারে অতি সামান্য ক্ষতি, কণ্ঠ ও নিতম্বের

উভয় তিল সমবর্ণে ও সমাকারে কুষ্ঠাদি দুশ্চিকিৎস্য ব্যাধি। স্ত্রীজাতির কুলক্ষণ—পতন বা জল মগ্ন ফাঁড়া—শনি ও মঙ্গল।

ক

সাংঘাতিক ক্ষত বা আঘাত এবং কঠোর ভাগ্য —শনি।

খ

দুশ্চিকিৎস্য ব্যাধি অস্থিরবাস ও অল্পায়ু। শনি ও মঙ্গল।

গ

সাংঘাতিক রোগ, পৌনঃপুনিক পীড়া ও অল্পায়ু —চন্দ্র ও মঙ্গল

ঘ

সৌভাগ্য, স্বকৃত ন্যায়োপার্জ্জিত সম্পত্তি, সৌখ্য ও দীর্ঘ-জীবন। বৃহস্পতি ও মঙ্গল

চ

ব্যবসায় বা বিবাহজনিত সৌভাগ্য ও সম্মান।—বুধ ও বৃহস্পতি

ছ

মদনোন্মাদ ও তৎসূত্রে দাসত্বভোগ —শনি ও শুক্র।

জ

পাপ প্রকৃতি ও আত্মাহিত বৃত্তি। শনি ও শুক্র।

চরিত্রানুমান বিদ্যা।

কর্ম্মক্ষেত্র সংসারে সর্ব্বথাসাধ্য অপ্রতিহার্য্য ক্রিয়া কলাপের সাধনা সংবেশেই হউক, আর লোকসাধারণ নৈমিত্তিক বৃত্তি আসঙ্গলিপ্সার মোহিনী শক্তি বশেই হউক, প্রতিপদেই সর্ব্বত্র ও সর্ব্বক্ষণে যে জাতককে বহু বিভিন্ন প্রকৃতিস্থ বিভিন্নচরিত্র ব্যক্তিবিশেষের সহিত সঙ্ঘর্ষণ করিতে হয়, কুত্রাপি তদ্বিষয়ে সন্দেহ মাত্র নাই, এবং অহোরহ এইরূপে অপরিচিত অজ্ঞাত কুলশীল ব্যক্তি কর্ত্তৃক কতজনে কতদিকে কতরূপেই যে অমুক্ষা অসৎকৃত ও বিপদগ্রস্ত হইয়া থাকেন তাহারও ইয়ত্তা হয় না। সম্পূর্ণ না হউক, আংশিক পরিমাণেও ব্যবহার্য্য ব্যক্তির প্রকৃতি অবগত হইতে পারিলে এ দুর্দ্দৈবের হস্ত হইতে কথঞ্চিৎ নিষ্কৃতি লাভ হইতে পারে প্রত্যঙ্গ বিবেক জ্ঞানে সম্পূর্ণ আয়ত্ত হইলেই অধিকাংশ ক্ষেত্রে ব্যক্তিগ্রহ জন্মিবে সন্দেহ নাই, তথাপি অপেক্ষাকৃত বিশদ ও পরিস্ফুট করিয়া এই মহার্ঘ জ্ঞান শিক্ষার্থীগণের হৃদয়ঙ্গম করাইবার জন্য, মানব-তত্ত্ববিদ্ মহামতি জ্যোতির্জ্ঞগণের মতানুবর্ত্তী অবশ্য জ্ঞাতব্য প্রধান প্রধান চরিত্রগুলি পৃথক পৃথক সংজ্ঞায় সহজে ও সংক্ষেপে যথাক্রমে নিম্নে প্রকাশিত হইল

পিত্ত-প্রকৃতি।

(প্রধান লক্ষণ দশ প্রকার।

ত্বক্‌ভাগ উষ্ণস্পর্শ, শুষ্ক, কৃশ, কর্কশ ও রোমশ মুখ-মণ্ডল—বর্ণ ঈষৎ পাণ্ডু ও আভা পাংশুবৎ। জিহ্বা ও মুখাভ্যন্তর—স্বভাবতঃ শুষ্কবৎ তৃষ্ণা—অপেক্ষাকৃত ঈষৎ প্রবল ও পৌনঃপুনিক। প্রকৃতি—অব্যবস্থিত অশান্ত ও চঞ্চল। নাড়ী প্রকৃতি—কষায় এবং গতি দ্রুত ও বেগবান্। মুখের আস্বাদ—তিক্ত কষায় বা কটু প্রস্রাব—অপেক্ষাকৃত তরল স্বল্পধার ও ঈষৎ হরিদ্রাবর্ণ স্বপ্ন—কলহ, বিবাদ ও অধিকাংশ পীতবর্ণ পদার্থ ভুক্তদ্রব্যের পরিণাম—অধিকাংশ পিত্ত।

বায়ু-প্রকৃতি।

(প্রধান লক্ষণ একাদশ প্রকার)

ত্বক্‌ভাগ—যুগপৎ উষ্ণ ও আর্দ্রস্পর্শ, মাংসল, কোমল ও রোমশ লাবণ্য—কিশলয় তুল্য, সতেজ ও সবল। মুখভাব—অপরিস্ফুট ঈষৎ সলজ্জ। শিরা ও মাংসপেশি—পূর্ণতাবিশিষ্ট এবং ঈষৎ স্ফীত। নাড়ীর প্রকৃতি—পুষ্ট, আর্দ্র ও দ্রুত। প্রস্রাব ঈষৎ রক্তবর্ণ ও স্থূলধার। মুখের আস্বাদ—মিষ্ট বা মধুর। অভ্যাস—বাক্‌পটুতা। প্রকৃতি—হাস্য, বিদ্রূপ ও প্রফুল্লতা। স্বপ্ন দৃশ্য—শোভা, সৌন্দর্য্য, নৃত্যগীতাদি আনন্দময় পদার্থ। ভুক্তদ্রব্যের পরিণাম—অধিকাংশ ভাগ শোণিত।

কফ-প্রকৃতি।

(প্রধান লক্ষণ দশ প্রকার)

ত্বক্‌ভাগ—শীতল ও আর্দ্র স্পর্শ, কোমল, স্থূল ও রোমশ। মুখমণ্ডল—সর্ব্বদা স্বভাবতঃ নিষ্প্রভ আর্দ্রতার আধিক্য—পৌনঃপুনিক শ্লেষ্মা বা নিষ্ঠীবন ক্ষেপ প্রস্রাব—ঈষৎ শুভ্র জলবৎ ও অধিক। নাড়ী প্রকৃতি—কোমল শিথিল ও মৃদু তৃষ্ণা—অপেক্ষাকৃত প্রবল। নিদ্রা—অধিক ও গভীর। প্রকৃতি—শিথিল, মৃদু ও আলস্যপরায়ণ স্বপ্ন দৃশ্য জলপথ জলপ্লাবন ও জলীয় ঘটনা। ভুক্তদ্রব্যের পরিমাণ—অধিকাংশ ভাগ কফ ও শ্লেষ্মা

অতিপিত্ত বা বিষণ্ণ-প্রকৃতি।

(প্রধান লক্ষণ দশ প্রকার)

ত্বক্‌ভাগ—শীতলস্পর্শ, শুষ্ক, কঠিন, সূক্ষ্ম ও মসৃণ শরীরের বর্ণ—যে কোনও বর্ণ হউক না ঈষৎ সীসকপ্রতিভ নিষ্ঠীবন—অত্যম্ল ও কটু। প্রস্রাব—অতিশয় মলিন ও ঈষৎ সীসক-প্রতিভ। নাড়ী প্রকৃতি—মৃদু, মন্দ ও কর্কশ প্রকৃতি—সর্ব্বদা বিষণ্ণ অন্যমনস্ক ও অব্যবস্থিত অভ্যাস—সকল বিষয়েই শঙ্কা ও দুর্ব্বলতা। চিন্তাশক্তি—অখণ্ড দৃঢ় ও একাগ্রতাসম্পন্ন। স্বপ্ন-দৃশ্য—অধিকাংশ কৃষ্ণবর্ণের পদার্থ, হত্যাকার্য্য, বধ এবং ভূত প্রেত পিশাচাদি ভয়াবহ যোনি। ভুক্তদ্রব্যের পরিণাম—অতি পৈত্তিক পদার্থ ও বিষাদ

উষ্ণ মস্তিষ্ক।

(প্রধান লক্ষণ তিন প্রকার)

মুখমণ্ডল—স্বভাবতঃ রুক্ষ ও আরক্তিম বর্ণ। মস্তক—মুণ্ডিত করিলে অতি শীঘ্র কেশ পুনরুত্থিত হয়। কেশ—কঠিন, কুঞ্চিত, অতি কৃষ্ণবর্ণ ও অল্পবয়সে লুপ্তি (টাক্)।

শীতল মস্তিষ্ক।

(প্রধান লক্ষণ তিন প্রকার)

১। মুখমণ্ডল—স্বভাবতঃ শীতল ও নিষ্প্রভ ২। মস্তক—কেশ মুণ্ডিত করিলে অতি বিলম্বে পুনরুত্থিত হয় ৩। কেশ—বিরল ঋজু ও বিবর্ণ।

শুষ্ক মস্তিষ্ক।

(প্রধান লক্ষণ পঞ্চ প্রকার)

জিহ্বা—অল্পশুষ্কবৎ। গাত্রমল—চক্ষু কর্ণ ও নাসিকার মল অত্যল্প। কেশ—কর্কশ ও অল্পবয়সে লুপ্তি (টাক্)। বাহ্যেন্দ্রিয়—শক্তি অতি প্রখর। নিদ্রা—কচিৎ ও অত্যল্প।

আর্দ্র মস্তিষ্ক।

(প্রধান লক্ষণ পঞ্চ প্রকার)

জিহ্বা—অত্যধিক রসযুক্ত। গাত্রমল—চক্ষু কর্ণ ও নাসার প্রচুর। মস্তক—কোমল ও শীঘ্র বর্দ্ধনশীল (কেশ যুক্ত) বাহ্যে-

স্নিগ্ধ—স্বভাবতঃ অপ্রখর শক্তিবিশিষ্ট। নিদ্রা—প্রচুর ও গভীর

উষ্ণ (কঠিন) হৃদয়।

(প্রধান লক্ষণ পঞ্চ প্রকার)

নিশ্বাসের গতি—সরল ও পৌনঃপুনিক নাড়ী প্রকৃতি—সরল দ্রুত ও পৌনঃপুনিক। বক্ষঃস্থল—বৃহৎ বিষম ও লোমাচ্ছন্ন প্রকৃতি—উৎসাহ ও উদ্যমপূর্ণ। ক্রোধ—ক্ষিপ্র ও বিষম (বিবেচনা শূন্য)

শীতল (কোমল) হৃদয়।

(প্রধান লক্ষণ পঞ্চ প্রকার)

নিশ্বাসের গতি—ক্ষুদ্র ও দীর্ঘ নাড়ী প্রকৃতি—অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল বিরল ও মন্দ বক্ষঃস্থল—সমাকৃতি সুদৃশ্য ও অল্প ক্ষুদ্ররোমযুক্ত। প্রকৃতি—অপেক্ষাকৃত অল্পোৎসাহ ও হীনোদ্যম। ক্রোধ—বিরল ও সম (বিবেচনা বিশিষ্ট)

শুষ্ক হৃদয়।

(প্রধান লক্ষণ দুই প্রকার)

নাড়ী প্রকৃতি—তীক্ষ্ণ ও কর্কশ। ক্রোধ—বহুব্যাপী ও অদম্য।

আর্দ্র হৃদয়।

(প্রধান লক্ষণ দুই প্রকার)

নাড়ী প্রকৃতি—লঘু কোমল ও মৃদু ক্রোধ—অত্যন্ন স্থায়ী ও শাম্য।

তীক্ষ্ণ প্রতিভা।

(প্রধান লক্ষণ পঞ্চবিংশতি প্রকার)

দেহ—নাতিহ্রস্ব নাতিদীর্ঘ, সবল ও সম গঠন—নাতিকৃশ নাতিস্থূল ও পরিমিত। মাংস ও পেশি—স্বভাবতঃ কোমল ত্বক্‌ভাগ—সূক্ষ্ম, সমান ও নাতিকর্কশ নাতিকোমল বর্ণ—জ্যোতি বিশিষ্ট কেশ—নাতিকর্কশ নাতিকোমল, ঋজু ও ঈষৎ আকুঞ্চিত মস্তক মধ্যাকৃতি, নাতিবৃহৎ নাতিক্ষুদ্র মুখমণ্ডল নাতিমাংসল নাতিকৃশ ললাট—অনতিউচ্চ ও অনতিমসৃণ নেত্র—অনতিবৃহৎ ও জ্যোতিবিশিষ্ট। দৃষ্টি—স্নিগ্ধ ও বিনম্র কর্ণ—বোদিতবৎ সুন্দর ও অপেক্ষাকৃত গভীর। দন্ত—ক্বচিৎ ঘন ক্বচিৎ বিরল, অপেক্ষাকৃত স্থূল, সমসংখ্যক ও সুন্দর। জিহ্বা—সূক্ষ্ম ও রক্তাভ স্বর—অনতিশিথিল ও মধ্যম। গলদেশ—অনতিস্থূল, সুন্দর ও সম। কণ্ঠঘণ্টী গলার টুঁটি)—প্রকাশিত ও চঞ্চল পার্শ্ব ও পৃষ্ঠ—অনতিমাংসল ও সুগঠন। স্কন্ধ—অনুচ্চ, অস্থূল ও সম। শিরা ও গ্রন্থি—সুস্পষ্ট সম্বদ্ধ ও সুন্দর হস্ত—অনতিদীর্ঘ, সম, ও সুদৃশ্য অঙ্গুলি—কৃশ, দীর্ঘ, সমদূরবর্ত্তী ও সম পদতল—অনতিমাংসল কোমল

ঃ সম নখ—মসৃণ, শুভ্র সূক্ষ্ম, রক্তাভ ও জ্যোতিযুক্ত ৫তি-ন রল ও সমান।

মলিন প্রতিভা।

(প্রধান লক্ষণ বিংশতি প্রকার)

দেহ—অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ ও বৃহৎ। গঠন—অতিমাংসল ও স্থূল। মাংস ও পেশি—কঠিন ও কর্কশ। বর্ণ—জ্যোতি বিরহিত। মস্তক—অতি বৃহৎ বা অতি ক্ষুদ্র, এবং সম্মুখভাগ িম্ন ও পশ্চাৎভাগ বর্তুল। কেশ—তীক্ষ্ণ কর্কশ এবং অত্যধিক মুখমণ্ডল—অতিবৃহৎ ও মাংসল। ললাট—বৃহৎ মাংসল ও গোলাকার। কর্ণ—গোলাকৃতি, ও চিপিটাকার, অথবা ক্ষুদ্র ও খাড়ু। নেত্র—অস্ফুট ও শিথিল অথবা অচঞ্চল ও স্থির। কণ্ঠবর্ণী—স্থানভ্রষ্ট অথবা কুৎসিৎ গঠন। স্কন্ধ—উভয় সীমান্তে ঋজু বা ঊর্দ্ধমুখ উদর ভাগ—অতি মাংসল ও স্থূল বক্ষঃস্থল—বৃহৎ ও মাংসল। উদর অতি প্রকাশিত। বাহু অত্যধিক মাংসযুক্ত জঙ্ঘা—খর্ব্ব ও সন্ধিস্থানে স্থূল মাংসল ও গোল গুল্ফ—খর্ব্ব, ক্ষুদ্র ও বক্র।

প্রবল স্মৃতি।

(প্রধান লক্ষণ চারি প্রকার)

দেহ—উত্তমাঙ্গ সমুদয় ও সন্ধিস্থান সকল অনতিবৃহৎ,

মধ্যমাকার, সুগঠন ও মাংসল অথচ অস্থূল মস্তিষ্ক—উষ্ণ মস্তক—পশ্চাদ্ভাগস্থিত মেধাস্থান বৰ্দ্ধিতায়তন কর্ণ—ঈষৎ বৃহৎ।

দুৰ্ব্বল স্মৃতি।

(প্রধান লক্ষণ চারি প্রকার)

১ দেহ উত্তমাঙ্গ সমুদয় অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র কুগঠন এবং স্থূল ২। মস্তিষ্ক আর্দ্র। ৩। মস্তক—পশ্চাদ্ভাগে চাপা। ৪। কর্ণ—ক্ষুদ্র।

উৎকৃষ্ট বিচার শক্তি।

(প্রধান লক্ষণ তিন প্রকার)

চক্ষু—ঈষৎ চঞ্চল। ধাতু—অপেক্ষাকৃত রুক্ষ। স্বর—অনুচ্চ, সুস্বর, অব্যবহিত ও ব্যবস্থিত অথচ সহজ।

প্রজ্ঞা বিবেক।

(প্রধান লক্ষণ চতুর্দ্দশ প্রকার)

আকৃতি ও গঠন—অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র। মস্তক—সম্মুখভাগে নিম্ন ও পশ্চাৎভাগে ঈষৎ বৰ্দ্ধিত। মুখমণ্ডল—অপেক্ষাকৃত ঈষৎ বিশাল ও ঈষৎ মাংসল ললাট- ঈষৎ চতুরস্র ও দীর্ঘল এবং (রগের দিকে টানা) চক্ষু—পূর্ণ, উচ্চ, বিকার ও চঞ্চল জিহ্বা—সূক্ষ্ম ও মসৃণ। নাসা—পরিমিত ও সুগঠন। স্বর—

অতীব্র ও সম ক্কাটীকা (ঘাড)—দক্ষিণভাগে ঈষৎ বঙ্কিম। কণ্ঠঘণ্টী—প্রস্ফুট ও সুন্দর। মেরুদণ্ড—সুদৃঢ় ও সুবদ্ধ বক্ষঃস্থল বিশাল। স্কন্ধদেশ বৃহৎ ও সম বাহুদ্বয়—বিশাল, ও অঙ্গুলি ঈষৎ বৃহৎ, এবং কথোপকথনকালে স্বভাবতঃ চঞ্চল

অ-বিবেক (বিবেচনাশক্তিহীনতা)।

(প্রধান লক্ষণ বিংশতি প্রকার)

আকৃতি ও গঠন—অপেক্ষাকৃত বৃহৎ এবং দেহভাগ বামভাগে ঈষৎ বঙ্কিম মস্তক—বর্ত্তুলাকার এবং সম্মুখভাগে ও পশ্চাৎভাগে নিম্ন কেশ—ঘোর কৃষ্ণবর্ণ এবং ঊর্দ্ধাভিমুখে ধাবিত। মুখমণ্ডল—অতিবিশাল ও মাংসল চক্ষু—ক্ষুদ্র, আরক্তিম বা স্তিমিত (মিটমিটে) মলিন, অল্পচাঞ্চল্যযুক্ত, ঊর্দ্ধ ভাগে ভগ্ন, এবং ঈষৎ স্ফীত কর্ণ—বৃহৎ, দীর্ঘ, এবং ঋজু (খাড়া); নাসা—অসংলগ্নবিমিত ও কুগঠন

ললাট—অতি ক্ষুদ্র, উচ্চ ও বর্ত্তুল গণ্ড—ঈষৎ আকুঞ্চিত ও নিম্নাবনতবৎ। মুখ—স্ফীত (ফুলা) অথবা বিদীর্ণ (চেরা) বৎ ওষ্ঠ ও অধর—বৃহৎ ও স্ফীত স্বর—অত্যুচ্চ, তীব্র ও মধুর। বাক্য—মৃদু বহুল ও অসম্বদ্ধ হাস্য—গুরু ও পৌনঃপুনিক। ক্কাটিকা—ঋজু (খাড়া) অথবা সংযত (চাপা)। স্কন্ধ রোমাবৃত পার্শ্বদেশ—মাংসল হস্ত—অতি খর্ব্ব এবং সন্ধিস্থানে দীর্ঘল, স্থূল অথচ তীক্ষ্ণবৎ অঙ্গুলি—

খর্ব্ব ও মাংসল গতি (চলন)—অনবহিত, ঈষৎ কুব্জবৎ, এবং মুখের আকৃতি অস্থির

ধার্ম্মিকতা।

(প্রধান লক্ষণ সপ্তম প্রকার)

মুখমণ্ডল—পরিষ্কার ও মনোরম। ললাট—নাতিনির্ম্মল নাতিমলিন। চক্ষু (আকৃতি)—স্ফুরিত, বৃহৎ ও সুন্দর চক্ষু (প্রকৃতি) আর্দ্র, উজ্জ্বল ও বিকসিত দৃষ্টি—বিনীত ও নম্র স্বর—সম, নাতিউচ্চ নাতিনিম্ন। হাস্য—অনধিক ও মৃদু

অধার্ম্মিকতা।

(প্রধান লক্ষ দ্বাদশ প্রকার)

মুখমণ্ডল—কুগঠিত কর্ণ—দীর্ঘ ও অপ্রসর চক্ষু—বিবর্ণ শুষ্ক স্ফুরিত ও উজ্জ্বল ভ্রূ—লোমশ ও সংযুক্ত। মুখ ক্ষুদ্র অথচ বহির্ভাগে স্ফুরিত দন্ত দীর্ঘ ঋজু ও দৃঢ়। অধর—সূক্ষ্ম ও নিম্ন এবং দশনবিকাশক স্বর—ক্ষুদ্র দ্রুত ও অনুনাসিক গলদেশ—আবক্র। পৃষ্ঠ—ঈষৎ কুব্জবৎ। ত্বক্ ও পাদদেশ—অপেক্ষাকৃত সমধিক খর্ব্ব ও সূক্ষ্ম পাদতল—ঋজু বা কুব্জ

ন্যায়পরায়ণতা।

(প্রধান লক্ষণ ও ষড়্বিধ)

দেহভাগ—পরিমাণ বিশিষ্ট ললাট—দীর্ঘল ও উভয়পার্শ্বে বর্দ্ধিত কেশ—স্বল্প সুন্দর ও সম চক্ষু—ঈষৎ বৃহৎ, স্ফুরিত, জ্যোতিযুক্ত ও উভয়পার্শ্বে বর্দ্ধিত। স্বর গম্ভীর। আকৃতি গম্ভীর ও প্রশংসিত।

অ-ন্যায়পরায়ণতা।

(প্রধান লক্ষণ দ্বিবিধ)

চক্ষু নীলবর্ণের আভাবিশিষ্ট, শুষ্ক, ঈষৎ চঞ্চল, ঘূর্ণিত এবং দৃষ্টি স্থির তীব্র। আকৃতি—কর্কশ ও ভীতিপ্রদ।

শক্তি ও সাহস।

(প্রধান লক্ষণ অষ্টাদশ প্রকার)

শরীর—সরল ও ঋজু। মস্তক অপেক্ষাকৃত বৃহৎ। কেশ—নাতিকুঞ্চিত নাতিসরল ললাট—পরিমিত ও চতুরস্র। চক্ষু—পরিমিত বিকশিত ও নীল, পীত, লোহিত, তিনবর্ণের আভাবিশিষ্ট। ভ্রূ—ঋজু ও বঙ্কিম। নাসা—ললাটের নিম্নে ঋজু অথবা অগ্রভাগে বর্ত্তুলবৎ ও স্থূল (ভোঁতা) মুখ—বৃহৎ চিবুক চতুরস্র ও লোমশ। অধরোষ্ঠ—সূক্ষ্ম (পাতল)। স্বর—উচ্চ ও ঝঙ্কারযুক্ত। নিঃশ্বাস—সবল অবিরাম। গলদেশ—বর্দ্ধিত ও সরল। বক্ষঃস্থল—পূর্ণ ও বিশাল। পৃষ্ঠভাগ

প্রশস্ত ও কঠিন স্কন্ধ দীর্ঘ ও বিশাল। সন্ধিস্থান—প্রস্ফুট সুসম্বদ্ধ ও বিশাল গতি (চলন)—স্কন্ধের চাঞ্চল্য ও বিশাল বিক্ষেপ।

অসামর্থ ও ভীরুতা।

(প্রধান লক্ষণ উনবিংশতি প্রকার)

শরীর—ঈষৎ বঙ্কিম ব ন্যুব্জ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ—অপেক্ষাকৃত কৃশ ও রোমরহিত রোমরাজি—অতি বিরল ও কোমল। অঙ্গভঙ্গী শ্রান্তিব্যঞ্জক। বর্ণ—মলিন সীসকবৎ জ্যোতি-বিশিষ্ট। মস্তক—সম্মুখ ও পশ্চাৎ ভাগে সংবত ও নিম্ন কেশ—অমতিকৃষ্ণবর্ণ ও অপেক্ষাকৃত বিরল মুখমণ্ডল। অপেক্ষাকৃত জ্যোতিহীন ও ঈষৎ বিষণ্ণ ললাট—বৃহৎ ও মাংসল অথবা অস্থিসার। মুখ—ক্ষুদ্র ও রেখাবৎ ওষ্ঠবিশিষ্ট। নিশ্বাস—ক্ষুদ্র দুর্ব্বল ও মন্থর স্বর—তীব্র ও মসৃণ (চাঁচা), অথবা শিথিল, এবং ঈষৎ ভগ্ন ও অনুনাসিক বাক্য তীব্র দুর্ব্বল ও অল্প গলদেশ—দীর্ঘল ও কৃশ। বক্ষঃস্থল—অপ্রসর সম ও দুর্ব্বল। শিরা সন্ধিস্থান—কোমল অস্ফুট ও দুর্ব্বল। বহু—খর্ব্ব জঙ্ঘা—ক্ষুদ্র ও কৃশ হস্ত—দীর্ঘ ও ক্ষুদ্র

নির্ভীকতা।

(প্রধান লক্ষণ দ্বাদশ প্রকার।)

ললাট—অনির্ম্মল ও অবনত। ভ্রূ—দীর্ঘ। চক্ষু—শুষ্ক, আরক্ত, বিকসিত, উজ্জ্বল ও তীক্ষ্ণ মুখশ্রী—কঠিন ও কর্কশ

নাসিকা দীর্ঘ ও মুখভাগ পর্য্যন্ত বর্দ্ধিত মুখ বৃহৎ ও প্রকাশিত দন্ত তীক্ষ্ণ, বিরল, দীর্ঘ ও সরল গলদেশ—খর্ব্ব ও অপূর্ণ। বক্ষঃস্থল বিশাল স্কন্ধ অতি বৃহৎ। বাহু দীর্ঘ ও বিশাল অঙ্গুলি খর্ব্ব ও ঘন।

মিতাচার।

(প্রধান লক্ষণ চারি প্রকার।)

কেশ—নাতিপ্রবল নাতিবিরল ললাট—অনতি নির্ম্মল চক্ষু—বৃহৎ ও উজ্জ্বল, এবং মধ্যাকার তারকবিশিষ্ট অঙ্গ পরিমাণ নাভি হইতে গুহ্য যত পরিমাণ, কণ্ঠ হইতে নিম্নবক্ষ তত পরিমাণ।

অমিতাচার।

(প্রধান লক্ষণ নয় প্রকার)

মুখমণ্ডল—ঈষৎ পাণ্ডুবর্ণের জ্যোতিবিশিষ্ট। চক্ষু—বৃহৎ, ঈষৎ আর্দ্র, স্ফুরিত, আরক্তিম, তীক্ষ্ণ ও অনুজ্জ্বল। মুখ—নিম্ন ও কুগঠন বাক্য—উচ্চ ও ক্ষীণ নিশ্বাস—দ্রুত, ও স্থূল গলদেশ স্থূল, এবং কণ্ঠঘণ্টী অপ্রকাশিত উদর বিশাল কোমল, ও নিম্নাবনত হস্ত—কৃশ অঙ্গপরিমাণ—নিম্নবক্ষঃ হইতে কণ্ঠের পরিমাণ যত, নাভি হইতে নিম্নবক্ষের পরিমাণ তদধিক।

মদনোন্মাদ (কামুকতা)।

(প্রধান লক্ষণ সপ্তদশ প্রকার)

মস্তক—বিষম, কর্কশ ও কেশবহুল। কেশ ঋজু ঘন কঠিন ও কৃষ্ণবর্ণ। চক্ষু—নিম্ন, পরিষ্কার ও কটাক্ষবিশিষ্ট। পক্ষ—সর্ব্বদা চঞ্চল। ললাট—উত্তমার্দ্ধ কেশাবৃত অথবা ভ্রূর উপান্ত পর্য্যন্ত কেশ সমানত। কর্ণ—অতি ক্ষুদ্র। গণ্ড—হাস্যকালে আকুঞ্চিত নাসা—নিম্নতাবিশিষ্ট চিবুক—কেশবহুল গলদেশ—বামভাগে ঈষৎ বঙ্কিম বক্ষঃস্থল—লোমশ, বৃহৎ ও কৃশ। স্তনাগ্র—নিম্নমুখে অবনত জঙ্ঘা—কৃশ, বিষম ও কঠিন। উদর—স্থূল ও লোমশ। বাহু—দৃঢ় ও দুর্ব্বল এবং প্রস্ফুটশির পদাঙ্গুলি—অপেক্ষাকৃত সংলগ্নবৎ গতি (চলন) ধীর ও মন্থর, এবং মধ্যে মধ্যে স্থিরতা ও অঙ্গদর্শন।

বিশ্বস্ততা।

(প্রধান লক্ষণ তিন প্রকার)

ললাট—কঠিন ও হ্রীয়মান ভ্রূ—সঙ্কুচিত ও সংযত চক্ষু—নাতিনিম্ন, নাতিবৃহৎ, ঘোর কৃষ্ণাভ ও উজ্জ্বল।

অবিশ্বস্ততা।

(প্রধান লক্ষণ পঞ্চ প্রকার)

মস্তক—অতি ক্ষুদ্র, অযথাপরিমিত, সুগঠন ও পশ্চাৎ ভাগে ক্ষীণ ললাট—বিষম, তীক্ষ্ণ ও কূপ বহুল চক্ষু—

ক্ষুদ্র নিম্ন, শুষ্ক, অস্ফুট, চঞ্চল ও তীক্ষ্ণদৃষ্টিবিশিষ্ট। স্কন্ধ—অত্যুচ্চ ও পূর্ণ করদ্বয়—ক্ষুদ্র ও কৃশ

বিনয় ও শিষ্টাচার।

(প্রধান লক্ষণ সপ্ত প্রকার)

দেহভাগ—ঈষৎ অবনত। অঙ্গভঙ্গী মৃদু ও মন্থর। চক্ষু—অপেক্ষাকৃত অপরিস্ফুট, অনতিবিকশিত ও অর্দ্ধ উন্মীলিত—বৎ। ভ্রু—অনতিচঞ্চল। গণ্ড—লজ্জাদিকালে আরক্তিমা বিশিষ্ট স্বর ও বাক্য-গম্ভীর, চিন্তিত, বিলম্বিত ও মন্থর বর্ণ—ঈষৎ রক্তবর্ণের আভা বিশিষ্ট

অশিষ্টাচরণ ও অবিনয় (বেহায়া)।

(প্রধান লক্ষণ ত্রয়োদশ প্রকার)

শরীর—ঋজু ও তীক্ষ্ণ বর্ণ জ্যোতিহীন। মস্তক—মধ্যাংশে ক্রমসূক্ষ্ম ও উচ্চ এবং দৈর্ঘ্যে বর্দ্ধিত কেশ—স্ফুটিতাগ্র মুখমণ্ডল—অতিবর্ত্তুল বা অতি দীর্ঘ চক্ষু—পূর্ণবিকশিত ও উজ্জ্বল পক্ষ্ম—লোমবহুল ও ঋজু ভ্রু—অতি দীর্ঘ বাক্য—নির্লজ্জ উত্তেজিত ও লাঞ্ছনাপ্রকাশক নাসা—অতি মাংসল ও স্থূলাগ্র (ভোঁতা) এবং ললাটের নিকট ঋজু বা কুঞ্চিত। বক্ষঃ—উচ্চ ও সম। পদাঙ্গুলি ও নখ—অবক্র। গতি (চলন) ক্ষিপ্র ও হটতাযুক্ত।

নম্রতা ও সুশীলতা।

(প্রধান লক্ষণ নয় প্রকার)

মস্তক—অপেক্ষাকৃত বৃহৎ দেহভাগ—ঈষৎ অবনত। দেহের প্রকৃতি—আম্রবৎ, কোমল, সম, ও অল্পরোমযুক্ত। কেশ—কোমল, চাকচিক্যবিশিষ্ট ও সম। চক্ষু—কৃষ্ণবর্ণ ভ্রূ—অনতি বঙ্কিম। স্বর—কোমল, ধীর ও গুরত্ব বিশিষ্ট। বাক্য—বিনীত অনবহিত ও শিথিল। গতি (চলন) ধীর, মন্থর ও অনবহিত

নিষ্ঠুরতা, হটকারিতা (গোঁয়ার্ত্তামি) অসূয়া অহিতাকাঙ্ক্ষা প্রভৃতি দুষ্টাচরণ।

(প্রধান লক্ষণ ত্রয়োবিংশতি প্রকার)

দেহভাগ—সরল ঋজু ও হীনতা বিশিষ্ট বর্ণ—জ্যোতিঃহীন। মুখমণ্ডল—গোলাকার ললাট—গোলাকার অথবা আকুঞ্চিত ভ্রূ—বিপরীতভাগে কুব্জ ও বর্দ্ধিত চক্ষু—বৃহৎ পুষ্ট আরক্ত ও তীক্ষ্ণোজ্জ্বল প্রান্তললাট (রগ)—উচ্চ, স্ফুরিতবৎ, এবং শিরাপ্রকাশিত নাসা—নিম্নভাগে তীক্ষ্ণ নাসাপুট—বৃহৎ, বিস্তৃত ও কুণ্ডগভীর, মুখ—ঈষৎ প্রকম্পিতবৎ, দন্ত—ঋজু ও তীক্ষ্ণ জিহ্বা—জড়তাযুক্ত ও ক্ষিপ্র স্বর—উচ্চ ও ব্যাহত, অথবা তীক্ষ্ণ ও উগ্র, অথব প্রথম উচ্চ বা নিম্ন এবং শেষ তীক্ষ্ণ বা সূক্ষ্ম। বাক্য—ক্ষিপ্র, স্বল্পপরিণত, কঠোর ও পুনরুক্তিপূর্ণ। মুখশ্রী—কর্কশ ও নির্দ্দয় গলদেশ—দীর্ঘ, স্থূল ও প্রস্ফুটশির কণ্ঠ—বিষম ও স্ফুরিত বক্ষঃ—বৃহৎ,

ক্ষীণ ও সুগঠন স্কন্ধ—বৃহৎ স্কন্ধপার্শ্ব—বিস্তৃত সন্ধি-স্থান বৃহৎ ও দৃঢ় স্বভাব—কথনসময়ে অঙ্গুলির চাঞ্চল্য শব্দ—দন্তে দন্তে পীড়ন।

অযত্ন ও অনবধানতা।

(প্রধান লক্ষণ ত্রয়োদশ প্রকার)

কেশ কোমল ও চিক্কণ। মুখমণ্ডল—বিশাল ও পুষ্ট ললাট—অপ্রসর ও ক্ষুদ্র ভ্রূ—নাসিকাভিমুখে আনত কর্ণ—অতি ক্ষুদ্র চক্ষু—ঘোর কৃষ্ণবর্ণ মুখ—কুগঠন ও বিদীর্ণ (চেরা) বৎ অধরোষ্ঠ—স্থূল দন্ত—ঘন ও সম স্বর-অপরিস্ফুট বা তীক্ষ্ণ। বাক্য—দ্রুত ও সম, কিম্বা ধীর ও ক্ষীণ গলদেশ—স্থূল ও মাংসল। উদর—রোমশ, কোমল ও নিম্ন-মুখাবনত

সাধুতা ও সত্যকথন।

(প্রধান লক্ষণ দুই প্রকার)

আকৃতি—মুখমণ্ডল মধ্যবিধ নাতিদীর্ঘ, নাতি বর্ত্তুল, এবং গণ্ড ও প্রান্ত-ললাট যথাপরিমিত ও স্থির এবং ঈষৎ মাংসল স্বর—নিম্ন নাতিদীর্ঘ নাতিহ্রস্ব।

মিথ্যাকথন।

(প্রধান লক্ষণ অষ্ট প্রকার)।

দেহভাগ—কুগঠিত ও ঈষৎ কুব্জ মুখমণ্ডল—মাংসল।

নাসা—মধ্যস্থানে উচ্চ। চক্ষু—আনন্দিত প্রফুল্ল ও ঈষৎ কটাক্ষ-যুক্ত। ভ্রূ—নিম্নমুখে অবনত। পক্ষ্ম—নিম্নপক্ষ্ম ধনুবৎ ও রাম-ধনুর ন্যায় বর্ণ ও জ্যোতিবিশিষ্ট। বাক্য অপেক্ষাকৃত দ্রুত, চাটুতা ব্যঞ্জক ও ঈষৎ সানুনাসিক হাস্য—ব্যঙ্গবিকাশক।

প্রতারণা ও প্রবঞ্চনা।

(প্রধান লক্ষণ ষড়্‌বিধ।)

মুখমণ্ডল—মাংসল, ও আবল্য বিশিষ্ট ললাট—কুঞ্চিত ও বিষম ভ্রূ—প্রান্তললাটের নিকট নত বক্র ও সংলিপ্ত। চক্ষু—ক্ষুদ্র ঈষৎগোল ও উজ্জ্বল। স্বর—অনতিস্ফুট ও শিথিলবৎ। গতি এরূপ চাঞ্চল্যবিশিষ্ট, ও সর্ব্বদা অস্থির।

চাটুতা (খোসামোদ।)

(প্রধান লক্ষণ পঞ্চ প্রকার)

মুখমণ্ডল -জ্যোতিহীন ও ঈষৎ আকুঞ্চিত। ললাট—অতি পরিষ্কার ওনির্ম্মল। চক্ষু—ক্ষুদ্র ও চঞ্চল। আকৃতি ও স্বর—মনোজ্ঞ এবং কৃত্রিম গতি ও ক্রিয়া—বিবিধ নৈপুণ্য প্রকাশক, বৈচিত্র বিশিষ্ট, এবং ইতস্ততঃ ধবেনাত্মক

উদারতা ও সদাশয়তা।

(প্রধান লক্ষণ চারি প্রকার)

কেশ—স্বভাবতঃ নাসাভিমুখে অবনত গলদেশ —পশ্চাৎ

ভাগে উচ্চতাবিশিষ্ট। স্কন্ধ—দৃঢ়তাসম্পন্ন। অঙ্গুলি ও বাহু—অঙ্গুলি সকল পশ্চাৎদিকে ঈষৎ বঙ্কিম, এবং বাহুদীর্ঘ

প্রলোভন পরায়ণতা।

(প্রধান লক্ষণ সপ্তপ্রকার)

মুখমণ্ডল অতিক্ষুদ্র। চক্ষু—অতি হ্রস্ব। ভ্রূ নাসাভিমুখে আবক্র পৃষ্ঠ কুব্জ বা কুগঠন। স্কন্ধ—সুন্দর সম্বদ্ধ নহে, বক্ষঃস্থলের দিকে অবনমিত। অঙ্গুলি অপেক্ষাকৃত কঠিন, সঙ্কোচযুক্ত ও সম্মুখ ভাগে আবক্র। গতি—পদ-বিক্ষেপ, ক্ষিপ্র ও দ্রুত।

সভ্যতা ও সমাজিকতা।

(প্রধান লক্ষণ পঞ্চ প্রকার)

ললাট বিশাল মাংসল, চতুরস্র ও সম চক্ষু আর্দ্র ও উজ্জ্বল। আকৃতি—হর্ষ সন্তোষ ও প্রফুল্লতা বিশিষ্ট। স্বর—মনোরম ও সুন্দর। অঙ্গভঙ্গী ধীর ও মন্থর

অমার্জ্জিত বা ইতর প্রকৃতি।

(প্রধান লক্ষণ ষড়বিধ)

শরীরের গঠন অপেক্ষাকৃত কৃশ; ও হীনতাবিশিষ্ট ললাট—মলিন, কুঞ্চিত ও অতি বিষম। চক্ষু—নিম্নাভিমুখ

তীক্ষ্ণ দৃষ্টি বিশিষ্ট জিহ্বা—ক্ষিপ্র। গতি (চলন)—ক্ষুদ্র ও দ্রুত বিক্ষেপ। স্বভাব—ভ্রমণ সময়ে একান্তে আত্মগত আলাপ।

শ্রমশীলতা।

(প্রধান লক্ষণ ষড়্‌বিধ)

মস্তক—ক্ষুদ্র বা অনতি বৃহৎ। শরীরের প্রকৃতি—রুক্ষ ও কঠিন মুখমণ্ডল—কৃশ ও অস্থিবিশিষ্ট। চক্ষু—চঞ্চল ও ক্ষিপ্র জিহ্বা—ক্ষিপ্র গতি—দ্রুত ও দীর্ঘবিক্ষেপ

আলস্য ও বিশ্রামলিপ্‌সা।

(প্রধান লক্ষণ দশ প্রকার)

মস্তক—প্রকাণ্ড। শরীরের প্রকৃতি—আর্দ্র ও কোমল। মুখমণ্ডল—মাংসল ও ঈষৎ পাণ্ডুবর্ণের আভাযুক্ত। ললাট—বিশাল চক্ষু—অনতিচঞ্চল ও শিথিল নাসা—নিম্নভাগে স্থূল। গণ্ড—প্রস্ফুরিত জিহ্বা—ধীর আলাপ ও বাক্য অনধিক গতি—ধীর, মন্থর ও ঔদাস্যযুক্ত।

ঔদাস্য, দীর্ঘসূত্র, উদ্যমহীনতা ও অসন্তোষ।

(প্রধান লক্ষণ ষড়্‌বিধ)

দেহভাগ—অধমাঙ্গ হইতে উত্তমাঙ্গ অযথা পরিমাণে বৃহত্তর 'শরীরের প্রকৃতি—শ্লেষ্মাধিক্য। মস্তক—অত্যধিক

প্রস্ফুরিত। চক্ষু—প্রস্ফুরিত বা অতি পুষ্ট। আকার—আবল্য যুক্ত ও নিরুদ্যম নাড়ীপ্রকৃতি—অপেক্ষাকৃত ক্ষীণ

অতিবিনয়, নিরহঙ্কার ও নীচতা।

(প্রধান লক্ষণ পঞ্চপ্রকার)

দেহভাগ—ঈষৎ অবনত বা বঙ্কিম চক্ষু অপ্রসন্ন ও শান্ত জিহ্বা মধ্যবিধ। হাস্য—কচিৎ গতি—মন্থর ও নম্র।

অহঙ্কার ও গর্ব্ব।

(প্রধান লক্ষণ দশ প্রকার)

দেহভাগ—ঋজু ও সবল ভ্রূ—স্ফুরিত ও অতিবক্র। চক্ষু—বৃহৎ, উজ্জ্বল, খঞ্জনবৎ ও ঊর্দ্ধসঞ্চালিত-তারক-বিশিষ্ট। স্বর—তীব্র ও গম্ভীর হাস্য—বর্দ্ধিত ও বিকৃত গলদেশ—স্থূল ও দীর্ঘ। কণ্ঠ—তীক্ষ্ণ ও বর্দ্ধিত। অঙ্গুলি—ক্ষুদ্র ও দীর্ঘ গতি—বৈচিত্র্যজ্ঞাপক ও গর্ব্বপূর্ণ, কৃকাটিকা (ঘাড়) বঙ্কিম ও ইতস্ততঃ অপাঙ্গে দৃষ্টি স্বভাব—ভ্রমণকালে মধ্যে মধ্যে স্থির ভাব।

অতি বিশ্বস্ততা।

(প্রধান লক্ষণ চারি প্রকার)

দেহভাগ—অধমাঙ্গ হইতে উত্তমাঙ্গ ঈষৎ ক্ষুদ্র ও পরিমিত।

কর্ণ মধ্যবিধ পরিমাণ বিশিষ্ট, মস্তকের সহিত সুসংলিপ্ত ও খেদিতবৎ। জিহ্বা ধীব অধরোষ্ঠ—সঙ্কোচযুক্ত

বাবকতা বা বাচালতা।

(প্রধান লক্ষণ ত্রয়োদশ প্রকার)

দেহভাগ—অধমাঙ্গ হইতে উওমাঙ্গ বৃহত্তর মুখশ্রী—ঈষৎ পাণ্ডুবর্ণের আভাবিশিষ্ট কর্ণ—বৃহৎ ও ঋজু নাসা—সরল। গণ্ড অতিদীর্ঘল মুখ—বৰ্দ্ধিত ও বিদীর্ণবহ্ন। চিবুক—অতি দীর্ঘ ওষ্ঠাধব অধরের উপর ওষ্ঠ পতিত। জিহ্বা—তীব্র ও অজস্র। গলদেশ—দীর্ঘ ও কৃশ। কণ্ঠ—তীক্ষ্ণ ও বিষম। পার্শ্ব—প্রকাশিত অস্থি অঙ্গুলি—দীর্ঘ ও কৃশ

হিতৈষিতা

(প্রধান লক্ষণ তিন প্রকার)

মুখশ্রী—সুন্দর ও প্রীতিপদ ললাট দীর্ঘ, নিম্নমুখ, বিষন্ন ও ঈষৎ তীক্ষ্ণ চক্ষু—মাংসল ও হাস্যযুক্ত অথচ অধিকাংশ-কালে অপ্রসন্ন

অ-হিতৈষিতা।

(প্রধান লক্ষণ ষড়বিধ)

প্রান্ত ললাট (বগ্)—বক্র ও নিম্ন। ভ্রু—রোমশ ও সংযুক্ত চক্ষু—ক্ষুদ্র ও বিমলিন মুখ—কুগঠিত। দন্ত—দীর্ঘ। বাহু—খর্ব্ব।

পরশ্রীকাতরতা।

(প্রধান লক্ষণ সপ্ত প্রকার)

দেহ—অপেক্ষাকৃত কৃশ ও ক্ষীণ মুখমণ্ডল সমান এবং ঈষৎ নীলবর্ণের আভাবিশিষ্ট কর্ণ—দীর্ঘ ও অপ্রসর চক্ষু—ক্ষুদ্র ও মলিন। স্বর—মধুর মনোরম ও সুন্দর বাক্য তীব্র ও তীক্ষ্ণ। হাস্য—অপ্রকাশিত অথচ সময়ে হর্ষ প্রকাশক

ক্ষিপ্রকারিতা।

(প্রধান লক্ষণ দুই প্রকার)

স্বর—প্রথমে নিম্ন ও গম্ভীর এবং শেষে উচ্চ তীব্র ও তীক্ষ্ণ দন্ত—বিমিশ্র, অর্থাৎ কতক প্রশস্ত ও ঘন, এবং কতক ক্ষুদ্র ও বিরল।

বীরত্ব ও মহত্ত্ব।

(প্রধান লক্ষণ ষোড়শ প্রকার)

গঠন—সবল ঋজু ও যথাপরিমিত বর্ণ অপরিস্ফুট আরক্তিম। মস্তক—পরিমিতরূপে প্রশস্ত সুবৃত্ত ও উভয় পার্শ্বে বর্দ্ধিত। কেশ—সুন্দর ও সম মুখমণ্ডল—পরিষ্কার সুন্দর ও জ্যোতির্বিশিষ্ট ললাট—চতুরস্র, পরিমিত ও অনতি নির্ম্মল চক্ষু—বিশাল আকৃতি—শ্রদ্ধা ও ভীতি ব্যঞ্জক। কর্ণ—পরিপাটি, পরিমিত, ঈষৎ চতুরস্র ও তীক্ষ্ণ শ্রবণশক্তি

যুক্ত। মুখ—বৃহৎ অথচ সুন্দর বাক্য—বিনীত ও গম্ভীর। ইর্ষভাব—অনতিরিক্ত। বক্ষঃস্থল—বিশাল ও সুদৃঢ় সম্বন্ধ। করদ্বয়—মুক্ত ও বিশাল। অঙ্গুলি—পরিমিত রূপে দীর্ঘ, সুত্র, সুন্দর ও ঈষৎ পশ্চাৎদিকে বক্র গতি—ধীর, মন্থর, গম্ভীর, ও মহত্ত্বব্যঞ্জক।

বর্ব্বরপ্রকৃতি।

(প্রধান লক্ষণ উনবিংশতি প্রকার)

গঠন—শিরোভাগে বক্রতাসম্পন্ন মস্তক—কঠিন ও কর্কশ অথবা সূক্ষ্ম। কেশ—কর্কশ ঘন ও বিষম। মুখমণ্ডল—কুগঠিত ও মলিন। ললাট—কঠিন ও বিষম কর্ণ—অতি বৃহৎ ও প্রলম্বিত চক্ষু—ক্ষুদ্র, রুক্ষ, গর্ত্তবৎ, অস্ফুট ও ধূসর এবং পীতবর্ণের আভাযুক্ত। ভ্রূ—লোমশ ও যুক্ত। দৃষ্টি—তীক্ষ্ণ ও তীব্র। আকৃতি— ভীষণ। গণ্ড—দীর্ঘ ও কেশবহুল। মুখ—দীর্ঘ, প্রসর ও ছদ্মবাক্যবিশিষ্ট। স্বর ও বাক্য—তীক্ষ্ণ, ভেদক ও ছদ্ম পৃষ্ঠদেশ—কেশযুক্ত। স্কন্ধ—স্থূল ও উন্নত। উদর—বিশাল। পদতল—খর্ব্ব ও মাংসল। নখ—কুব্জ, অপ্রসর ও দীর্ঘ অঙ্গুলি—খর্ব্ব ও ঘন।

মনুষ্য প্রকৃতির সমস্ত লক্ষণগুলি এস্থলেই আমরা শেষ করিলাম, ইহাতে চরিত্রানুমানবিদ্যা সহজে সিদ্ধ হইবে।

দৈব-জ্ঞান।

গার্হস্থ্য জীবনের অবশ্যম্ভাবী দৈনন্দিন সুখদুঃখ এবং তদ্গত নিত্যপ্রতিপাদ্য অপ্রতিবিধেয় ও অভিলাষিত কর্ম্মাদির ভাবী শুভাশুভ ফলের সহজ পরিজ্ঞানের নিমিত্ত, তত্ত্বজ্ঞ ত্রিকালদর্শী আর্য্য জ্যোতির্ব্বিদ্গণ বহুবিধ পবিত্র ও বিচিত্র দৈব বিধানাবলীর নির্দ্ধার সাধন করিয়াছেন কতিপয় মাত্র তন্মধ্যে সর্ব্ববাদী-সম্মত, সহজ ও সাক্ষাৎফলপ্রদ বলিয়া প্রাচীন বা আধুনিক, পাশ্চাত্য বা প্রাচ্য সমগ্র জ্যোতির্ম্মণ্ডলীর মধ্যেই সর্ব্বত্র সমভাবে সমাদৃত ও অব্যর্থ বলিয়া পরিগণিত ও পরিগৃহিত হইয়া থাকে। ইহার মধ্যে শাকুনশাস্ত্র বা কাকচরিত্র, প্রত্যঙ্গ নৃত্য বা স্পন্দন চরিত্র, ক্ষুৎপল্লীবিজ্ঞান, জ্যেষ্ঠীপতনসংবাদ ও নরাঙ্কিত বা পতাকা এই পঞ্চবিধান সর্ব্বাপেক্ষা বহুলপ্রচলিত ও প্রকৃষ্ট। সহজে ও সংক্ষেপে যথাক্রমে ইহাদের বিবরণ প্রকাশিত হইল।

কাকচরিত্র।

কাক জাতিভেদে পঞ্চপ্রকার ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র ও অন্ত্যজ

আকার বৃহৎ, বর্ণ ঘোরকৃষ্ণ, স্বর দৃঢ়, ও মুখভাগ দীর্ঘ ও

স্থূল হইলে কাক ব্রাহ্মণজাতীয় হয় দেহ ও বর্ণ নীল বা পীঙ্গল ও অঙ্গ বলিষ্ঠ হইলে কাক ক্ষত্রিয় যে সকল কাকের শরীর নীলমিশ্রিত পাণ্ডুবর্ণ, নীলমিশ্রিত শুভ্র তাহাদিগকে বৈশ্যজাতিয় কহে রুক্ষ, চঞ্চল ও পাংশুবর্ণবিশিষ্ট যে সকল কাক শব্দোচ্চারণে বহু ককার ধ্বনিত হয় তাহারা শূদ্র থাকে। অন্ত্যজ জাতীয় কাক বিভিন্নরূপ, ইহাদের স্বর ও মতি স্থির, কণ্ঠদেশ চিক্কণ এবং অঙ্গ ও মু সূক্ষ্ম।

ব্রাহ্মণজাতীয় কাকের সূচিত ফল সদ্য, ক্ষত্রি তিন দিবসে, বৈশ্যের সপ্তাহে, শূদ্রের দশাহে কাকের ফল পক্ষ মধ্যে প্রকাশিত হয়।

সূর্য্যোদয় সময়ে পূর্ব্বদিকে প্রশস্ত স্থানে ব কাহারও সম্মুখভাগে রব করিতে থাকে, তবে কার্য্যসিদ্ধি ও স্ত্রীবস্ত্র লাভ হইবে

প্রভাতে অগ্নিকোণে মনোরম স্থানে বসিয় অভিমুখে রব করে, তাহার শত্রুক্ষয় ও নারীলাভ

প্রভাতে দক্ষিণদিকে বসিয়া কঠোর রব রোগ, মনস্তাপ ও মৃত্যু উপস্থিত হয়, যদি শান্ত হয়, তবে ইষ্টবস্তু ও স্ত্রীলাভ হয়

প্রাতঃকালে নৈঋত কোণে কাকে রব করি দিন কোনও ক্রূরকর্ম্ম সাধন করিতে হয়; হইতে কোনও ব্যক্তি আগমন করে, এবং যু হয়।

ঈশানদিকে মধুর রব হইলে, ভোজ্য ও জয়লাভ হইবে, কর্কশ শব্দ হইলে, হানি ও কলহ উপস্থিত হইবে

মস্তকের উপরিভাগে হইলে, তিল তণ্ডুল তাম্বুলাদি ভোজ্য (ভোজ ?) লাভ হইবে।

(চতুর্থ প্রহর)

পূর্ব্বদিকে হইলে, রাজপূজা, ভয়বৃদ্ধি, রোগ এবং অর্থলাভ হয়।

অগ্নিকোণে হইলে, ভয়, রোগ, মৃত্যু অথবা কোনও শিষ্ট ব্যক্তির আগমন হয়

দক্ষিণ দিকে হইলে, তস্কর ভয় বা শত্রু ভয় হয়, এবং অগ্নিকোণজনিত ফল; অর্থাৎ রোগ ও মৃত্যুভয় বা শিষ্ট ব্যক্তির আগমন হয়।

নৈঋতকোণে হইলে, অভীষ্টসিদ্ধি ও সমৃদ্ধি লাভ হয়, এবং পথিমধ্যে চোরের সহিত বিবাদ বা কলহ উপস্থিত হয়

পশ্চিমদিকে হইলে, অর্থ ও জয়লাভ, ব্রাহ্মণ বা নারীর আগমন, জলবর্ষণ, ও মধ্যবিধ যাত্রাসিদ্ধি হয়

বায়ুকোণে হইলে, কোনও প্রিয়মানিনী নারীর আগমন হয়, এবং সপ্তাহমধ্যে কিছু কালের জন্য প্রবাসযাত্রা উপস্থিত হয়

উত্তরদিকে হইলে, পথিকের আগমন, তাম্বুল বা উপঢৌকন লাভ, কুশলবার্ত্তা, অর্থলাভ, ও যাত্রায় ঐশ্বর্য্যলাভ হয়; এবং যদি গৃহে রোগী থাকে, তবে তাহার মৃত্যু বা জীবনসঙ্কট উপস্থিত হয়

ঈশানকোণে হইলে, সুবর্ণ বার্ত্তা লাভ হয়, এবং গৃহে রোগী থাকিলে তাহার বিনাশ হয়

মস্তকের উপরিভাগে হইলে, ইষ্টসিদ্ধি হয় ও মধ্যবিধ যাত্রা-সিদ্ধি হয়।

দণ্ডভেদ।

দিবার প্রথমদণ্ডে পূর্ব্বপার্শ্বে "অয়ি অয়ি" ধ্বনি হইলে, পৌরুষ্য অর্থাৎ সুখ্যাতি লাভ হয়। দ্বিতীয় দণ্ডে অগ্নিকোণে 'অয় অয়' ধ্বনি হইলে, শোকবার্ত্তা উপস্থিত হয় তৃতীয় দণ্ডে দক্ষিণ দিকে 'মুয় মুয়, ধ্বনি হইলে, বিত্তলাভ হয়। চতুর্থ দণ্ডে নৈঋতকোণে 'মুয়া মুয়া' ধ্বনি হইলে, অগ্নিভয় অথবা চৌরভয় ঘটে। পঞ্চমদণ্ডে পশ্চিমদিকে 'আহা আহা' ধ্বনি হইলে বিত্তলাভ হয় ষষ্ঠদণ্ডে পশ্চিমদিকে 'কাহা কাহা' ধ্বনি হইলে, ইষ্টসিদ্ধি বা কার্য্যলাভ হয়। ষষ্ঠদণ্ডে বায়ুকোণে 'আহে আহে' ধ্বনি হইলে, নিকটস্থ কোনও ব্যক্তি ব্যাধিগ্রস্ত হইবে এবং সেই রোগেই তাহার মৃত্যু হইবে। সপ্তমদণ্ডে উত্তরদিকে 'যা যা' ধ্বনি হইলে, অন্যবার্ত্তা অর্থাৎ কোনও রূপ সংবাদ উপস্থিত হয় অষ্টমদণ্ডে ঈশানকোণে 'হা হা' ধ্বনি হইলে মরণবার্ত্তা উপস্থিত হয় নবমদণ্ডে ব্রহ্মস্থানে অর্থাৎ মস্তকোপরি 'হা হা' ধ্বনি হইলে, পূর্ব্ব প্রার্থনা সিদ্ধ হয় দশদণ্ডে সম্মুখভাগে 'আবা আবা' ধ্বনি হইলে, কোনও শুভবার্ত্তা উপস্থিত হয় অথবা প্রবাসযাত্রা ঘটে একাদশদণ্ডে অগ্নিকোণে 'ভজ ভজ' ধ্বনি হইলে, ছত্রলাভ হয় দ্বাদশদণ্ডে বায়ুকোণে 'জয় জয়' ধ্বনি হইলে, শোকবার্ত্তা উপস্থিত হয় ত্রয়োদশ দণ্ডে নৈঋত-কোণে 'কা কা' ধ্বনি হইলে, মহাদুঃখবার্ত্তা উপস্থিত হয়, অথবা

সে দিবস অতি কষ্টে অতিবাহিত হয় চতুর্দ্দশদণ্ডে উত্তরদিকে 'কোব কোব' ধ্বনি হইলে, শত্রুভয় উপস্থিত হয়। পঞ্চদশদণ্ডে ঈশানকোণে 'যা যা' ধ্বনি হইলে, মহাদুঃখবার্ত্তা প্রকাশ করে। যোড়শদণ্ডে পূর্ব্বদিকে 'কোবা কোবা' ধ্বনি হইলে, মিত্রলাভ হয় সপ্তদশদণ্ডে দক্ষিণদিকে 'আয় আয়' ধ্বনি হইলে, বহুদুঃখ উপস্থিত হয় অষ্টাদশদণ্ডে বায়ুকোণে 'থাবা থাবা' ধ্বনি হইলে, মহৎকার্য্যলাভ হয় ঊনবিংশতিদণ্ডে পশ্চিমদিকে 'মহ মহ' ধ্বনি হইলে, প্রবাসগমন হয় বিংশতিদণ্ডে উত্তরাভিমুখে 'অয় অয়' ধ্বনি হইলে, ভূমিলাভ হয়। দ্বাবিংশতিদণ্ডে পূর্ব্বদিকে 'আকা আকা' ধ্বনি হইলে, বাস্তলাভ হয় ত্রয়োবিংশতি দণ্ডে অগ্নিকোণে 'অদয় অদয়' ধ্বনি হইলে সর্ব্বলাভ হয়। চতুর্ব্বিংশতি দণ্ডে দক্ষিণদিকে 'ওয়া ওয়া' ধ্বনি হইলে অকালচক্র অর্থাৎ মিথ্যাকলহ উপস্থিত হয়। পঞ্চবিংশতি দণ্ডে নৈঋতকোণে 'থায়ে থায়ে' ধ্বনি হইলে বিবিধ ভয় উপস্থিত হয়। ষড়্বিংশতি দণ্ডে পশ্চিমদিকে 'আহা আহা' ধ্বনি হইলে সর্ব্বত্র লাভ হয়

সপ্তবিংশতি দণ্ডে উত্তরদিকে 'আকা আকা' ধ্বনি হইলে মহৎ সুখ লাভ হয় অষ্টবিংশতি দণ্ডে ঈশান কোণে 'সা সা' ধ্বনি হইলে মনোরথ সিদ্ধ হয় ঊনত্রিংশ দণ্ডে মস্তকোপরি 'আথা আথা' ধ্বনি হইলে সুখলাভ হয় ত্রিংশদণ্ডে ভূমিতে বসিয়া 'আবা আবা' ধ্বনি করিলে কোনও রূপ দুঃখ উপস্থিত হয়

স্বরভেদ।

কাকমুখে 'কা' শব্দ হইলে তাহা নিষ্ফল হয়. 'ক ক' শব্দ

হইলে মিত্রলাভ হয়, 'কা কা শব্দে ব্যাঘাত কারক হয়, এবং 'কব' শব্দ কেবল কাকের সন্তুষ্টি প্রকাশ করে।

কাকমুখে 'কাকটি' শব্দ হইলে সেই দিবস আহারদোষ ঘটে; 'টাকু টুকু' শব্দ হইলে যুদ্ধ বা বিবাদ উপস্থিত হয়; এবং 'কে কে' 'টাকু' 'টীণ্টিকী' এই তিন শব্দ হইলে সমস্ত বাটীর বা গ্রামের অতি অমঙ্গল ঘটে

কাকমুখে 'কা কা কা কে কে' ধ্বনি হইলে মহা শুভ-ফলপ্রদ হয়; 'কোগা' ধ্বনি হইলে বাহন বিনাশ ও 'কুঁরু কুরু' ধ্বনি হইলে হর্ষের কারণ হয়

'কব কব' শব্দ হইলে আমিষ ভোজন, 'কতি কতি' শব্দে উপবাস সংঘটন, 'থুরু থুরু' শব্দে প্রবাস হইতে কাহারও আগমন, এবং 'শব শব' শব্দে কোনও ব্যক্তির মরণের কারণ হয়

'কর কর' রবে কলহ, 'কণ কণ' রবে রোগ ও পীড়া, 'কুলু কুলু' রবে প্রিয়সমাগম ও 'কট কট' রবে দধিভোজন হয়

যদি কোনও সময়ে কাক শ্রমদৈন্যযুক্ত ও উৎসাহহীন হইয়া অনবধানতা বশতঃ প্লুতস্বরে * সুদীর্ঘ 'কা ।।।' শব্দ উচ্চারণ করে, তবে সেই কালীন সকল কার্য্য ধ্বংস হয়

শব্দভেদ।

বিচক্ষণ ব্যক্তিগণ কাকমুখের শব্দভেদে সকল প্রকার ভাবী

---

*"একমাত্রো ভবেদ্ধ্রস্বো দ্বিমাত্রো গুরুরুচ্যতে।
ত্রিমাত্রস্তু প্লুতো জ্ঞেয়ো ব্যঞ্জনঞ্চার্দ্ধ মাত্রকম্॥"

শুভাশুভ ফলের নির্ণয় করিতে পারেন নিম্নে বিভিন্ন প্রকার শব্দ ও তাহার ফল সংক্ষেপে প্রকাশিত হইল

শব্দ	ফল।
'কক'	কল্যাণ লাভ
'কঃ কঃ'	রাজোপদ্রপ।
'করকং করকং'	বহুজনের সহিত সাক্ষাৎ
'কেতং-কেতং	স্বত্বহানি।
'করকো-করকো'	কলহ।
'কোলো কোলো'	নিষ্ফল বা ক্ষতি
'কোয়ং-কোয়ং'	রাজা বা প্রভু বিনাশ।
'কেরং কেবং'	অত্যাহিত বা মৃত্যু।
'কুরমু কুরমু'	মঙ্গল লাভ
'কঃকুকুং কঃকুকুং'	শব দর্শন।
'ক্লেনং-ক্লেনং'	মিত্রনাশ
'কুরুতং-কুরুতং'	বিবাদ ও কলহ।
'কুয়ং কুয়ং'	পরার্থে মৃত্যু
'কোচ্ছু কোচ্ছু,	স্বাস্থ্যহানি।
'কৈ-কৈ'	সতী সমাগম।
'কুলুর কুলুর'	মৃত্যু।
'ক্রেং ক্রেং ক্রেং'	দ্রব্য লাভ।
'কোং কোং-কোং'	চোরভয়
'ক্রী ক্রী'	সুন্দরী নারী লাভ।
'কাবং-কোবং'	স্ত্রী ও পশু বিনাশ।
'কুল কু,লং'	বধ বন্ধন।

শব্দ	ফল।
'কোই কোই'	জ্ঞানলাভ
'ক্রেতং ক্রেতং'	বৃষ্টি।
'ক্রোং ক্রো ক্রো'	মঙ্গল।
'কৈকং কৈকং'	মিলন।
'কাবং-কোংব'	সমৃদ্ধি।
'কুরুটং-কুরুটং'	নিরুপদ্রব।
'কুরুণু-কুরুণু'	লক্ষ্মীলাভ
'কুল কুল'	বস্ত্রলাভ।
'কৈকং কে-কৈকং কে'	বন্ধু সমাগম
'কাওয়া কাওয়া'	প্রবাসীর আগমন।

দিবাভাগে যে সময়ে কাক আপন মনে রব করিতে থাকে কোনও রূপ নির্দিষ্ট শব্দ উচ্চারিত করে না, সেই সময়ে যদি রবি প্রকাশিত থাকে তবে ফল প্রত্যাশী বিচক্ষণ ব্যক্তি নিম্নলিখিত মতে তাহা হইতে ফল সংগ্রহ করিতে পারেন

(গণনা)।

"কাক যদি ডাকে আপনমনে, ছায়া মাপি করিবে দ্বিগুণ
সাতে হরিলে থাকে যে, কাকের প্রমাণ কহে সে।
'একে ভোজন করি, 'দুয়ে' জীব লক্ষ্মী,
'তিনে' মৃত্যুযাত্রা কয়, 'চারে' কলহ অনল জ্বালায়
'পাঁচ' যদি থাকে তায়, তবে খোস খবর পায়,
যদি থাকে শূন্য' 'ছয়, তবে কাক আপন বুলি কয়,
সপ্তাঙ্গুলি পরিমিত, ছায়া দ্বিগুণীকৃত"

কাক-যাত্রা।

যাত্রাকালে কাকদর্শ অথবা দৃ স্থিতি ও শব্দাদি ভেদে যাত্রার মঙ্গলামঙ্গল যাত্রায় রক্তপাত য় বিঘ্ন উপ হইয়া থাকে সংক্ষেপে তদ্বিষয় বর্ণিত হইতেছে য়।

কোনও বিশেষ কার্যে শান্ ণ নিকট বা দূর-যাত্রাকালে যদি সম্মুখে কাক দৃষ্টিগোচর হয়, তবে জ্ঞানীব্যক্তিগণ তাহাকে নমস্কার পূর্ব্বক বলি * (দধিমিশ্রিত অন্ন) প্রদান করিয়া অভীষ্ট কার্য্যের চিন্তা করিতে করিতে প্রস্থান করিয়া থাকেন; এরূপ করিলে উদ্দিষ্ট কর্ম্ম সুসিদ্ধ হয় কি না, আধুনিক ধর্ম্মাভিমানী নব্য সম্প্রদায় তাহা পরীক্ষা করিলেই সহজে উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

কাক যদি মনোহর ধ্বনি করিতে করিতে, বামদিক হইতে দক্ষিণ দিকে গমন করে, তবে বুঝিবে শুভযাত্রা হইতেছে—সর্ব্বার্থ সিদ্ধি করিয়া নিরাপদে প্রত্যাগমন হইবে।

কাক যদি যাত্রাকালে প্রদক্ষিণ করিয়া বামদিকে নিবর্ত্তিত হয়, তবে কার্য্যসিদ্ধি ও নিরাপদ প্রত্যাগমন হইবে

কাক যদি দক্ষিণদিক হইতে বামদিকে গিয়া শব্দ করে, তবে কার্য্যসিদ্ধি, আর যদি বামদিক হইতে দক্ষিণদিকে গিয়া শব্দ করিতে থাকে, তবে সকল কার্য্যই পণ্ড হইবে।

যদি সহজ শব্দ করিতে করিতে কাক পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন

---

*বলি ও নমস্কারের মন্ত্র যথা ;—

ভুঙ্‌ক্ষ্ব বলিং পক্ষিমু মন্ত্রপূতং ত্বং প্রাপ্নু প্রাণিমিক্ বর্দ্ধলক্ষং।
গুপ্তেন চ স্ত্রীং ভজসে নমোঽস্তু তুভ্যং খগেন্দ্রায় সত্বপক্ষায়

করে অথবা শব্দ করিয়া সম্মুখে যায় কিম্বা চঞ্চু দ্বারা মস্তক মুখ বা পদ কণ্ডূয়ন [illegible] জ্ঞানলাভ অভীষ্ট সিদ্ধি হয়

জলপূর্ণ ঘট, [illegible] বৃষ্টি। [illegible]দ, ধান্যস্তূপ, হর্ম্ম্য, শস্য-পূর্ণ ভূমি তৃণাচ্ছাদিত [illegible] মঙ্গল [illegible] অশ্ব বা ধ্বজের উপরে কাক দৃষ্ট হইলে যাত্রায় শুভফল [illegible]লন।

যদি কাকের মুখে অন্ন ফল, [illegible] মূল, পুল, বা মৎস্য দৃষ্ট হয়, তবে যাত্রায় শুভফল ও বাঞ্ছিত সিদ্ধি হয়

যদি মনোরম অঙ্কুর, পত্র, ফল, পুষ্প ও ছায়াশোভিত বৃক্ষের উপরে বসিয়া যাত্রাকালে কাক মধুর ধ্বনি করে, তবে যাত্রায় মনোরথ পূর্ণ হয়।

যদি কাকের মুখে সরস তৃণ দৃষ্ট হয়, অথবা যদি ধান্য যব দধি বা ঘৃতের প্রতি নেত্রপাত করিয়া তাহাকে রব করিতে দেখা যায়, তবে যাত্রায় অবশ্য মঙ্গল হয়

গোপৃষ্ঠ গোময় বা দূর্ব্বাক্ষেত্রে যদি কাক চঞ্চু ঘর্ষণ করিতেছে দৃষ্ট হয়, তবে যাত্রিকের সেই দিবস অন্নের আহারীয় দ্রব্য ভক্ষণ হয়।

কাক শয্যার উপরে বসিয়া শান্তরব করিতেছে, দৃষ্ট হইলে সেই যাত্রায় সাধুদর্শন হয়; পঙ্কমগ্ন বরাহ পৃষ্ঠে ঐরূপ দৃষ্ট হইলে অবশ্য লাভ হয়; এইরূপ, মহিষপৃষ্ঠে সদ্যজ্বর, শবোপরি মৃত্যু, শূন্য গৃহোপরি কার্য্যনাশ, শুষ্ক কাষ্ঠে কলহ, রাসভ-পৃষ্ঠে শত্রুভয় বা নিধন, শূকরপৃষ্ঠে বিনাশ, গজ-পৃষ্ঠে কল্যাণ-লাভ, গোপৃষ্ঠে রত্নলাভ, এবং পৃষ্ঠভাগে বা বট কিম্বা অপর সুন্দর বৃক্ষে ঐরূপ শান্ত রব করিতেছে দৃষ্ট হইলে সর্ব্বার্থসিদ্ধি হয়।

যাত্রাকালে কাক দক্ষিণ ভাগে শব্দ করিলে, বা রব করিতে করিতে সম্মুখে আসিলে, অথবা পৃষ্ঠভাগে বিপরীত গমন করিলে কোনও কারণে সেই যাত্রায় রক্তপাত হয়। বামভাগে বিপরীত গমন করিলে, যাত্রায় বিঘ্ন উপস্থিত হয় এবং গৃহে বসিয়া কিঞ্চিৎ লাভের সংঘটন হয়।

যাত্রাকালে পূর্ব্ব ও ঈশানকোণ এই উভয় দিকের মধ্যবর্ত্তী স্থানে কাক ধ্বনি হইলে, ভার্য্যার অমঙ্গল ঘটে যদি এক পদে স্থিত হইয়া কাক চঞ্চুদ্বারা পুচ্ছ কণ্ডূয়ন করিতে করিতে উচ্চ রব করে এবং পরক্ষণেই যাত্রিকের প্রতি নেত্রপাত করে, তবে সেই যাত্রায় কারাদণ্ড হয়।

সাধারণ ফল।

অকস্মাৎ কতকগুলি কাক একত্র হইয়া শব্দ উৎপাদন করিলে স্থানীয় দুর্ভিক্ষের সঞ্চার হয়; যদি চক্রাকারে একত্র হয় ও শব্দ করে, তবে স্থানীয় পীড়ার সঞ্চার হয়; যদি বাম ও দক্ষিণে ভ্রমণ করিয়া সকলে শব্দ করে, তবে বিবিধ ভয় উপস্থিত হয়। যদি রাত্রিকালে কাকচক্র লক্ষিত হয়, অর্থাৎ ঐরূপে বহুসংখ্যক কাক একত্র ভীষণ শব্দোৎপাদিত করে, তবে নিশ্চিত সেই স্থানে উচ্ছেদ-ব্যাধি অর্থাৎ মড়ক উপস্থিত হয়। বর্ষাকালে কাকচক্র হইলে বৃষ্টি হয়, অন্যকালে ভয়ের কারণ হয়, এবং যে কোনও কালে ধূলাবলুণ্ঠিত কাক দৃষ্ট হইলে অনতিবিলম্বে জল বর্ষণ হয়

মধ্যাহ্নে গৃহচূড়ে ভীষণ কাকধ্বনি হইলে গৃহস্থের তস্কর ভয় ও বিবিধ বিপদ উপস্থিত হয় মুখে তৃণ লইয়া কাক রব করিতেছে দৃষ্ট হইলে নিশ্চিত অগ্নি ভয় হয়; এবং গমন বা

উপবেশন সময়ে সম্মুখে আসিয়া রব করিলে তিন দিনের মধ্যে তাপ সংঘটিত হয় ছায়ায় বসিয়া রব করিলে লাভ হয়, জলে বসিয়া রব করিলে বিপৎপাত হয় প্রস্তরে বসিয়া রব করিলে কার্য্য নাশ হয়, গমন উপবেশন যে কোনও সময়ে দৃষ্টি হইলে উক্ত ফল ঘটিয়া থাকে।

যদি রুধিরানুলিপ্ত কাক দ্বারদেশে উপস্থিত হয়, তবে বাটীর মধ্যে কোনও শিশু সন্তানের মৃত্যু ঘটিবে যদি গৃহে বসিয়া কাক পক্ষ প্রকম্পিত করিতে করিতে রব করে, তবে নিশ্চিৎ অমঙ্গল উপস্থিত হয়

মন্ত্রসিদ্ধি বাণিজ্য ও বিবাহাদি কার্য্য কালে কাক যদি অন্ন বিষ্ঠা বা মাংস মুখে ধরিয়া রব করে, তবে তাহা মঙ্গলপ্রদ হয়

মৈথুনরত কাক ও ধবল কাক এই উভয়ের দর্শনকে শাকুন-শাস্ত্রবিদ্ পণ্ডিতগণ কাকোৎপাৎ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন,—ইহাতে উদ্বেগ, বিদ্বেষ, ভীতি, প্রবাসকষ্ট আঘাত ধনক্ষয়, ব্যাধি ও বিবিধ অত্যাহিত উপস্থিত হইয়া থাকে কাকোৎপাৎ দর্শনে হইলে জ্ঞানী ব্যক্তিগণ তৎক্ষণাৎ তাহার শান্তিসাধনা করেন।

বর্ষ ফল।

শাকুন শাস্ত্রবিদ্ জ্যোতির্জ্ঞ পণ্ডিতগণ কাকের অবস্থান-স্থান দর্শন করিয়া সম্বৎসরের ভাবী শুভাশুভ বিনির্ণয় করিয়া থাকেন।

যদি বৈশাখ মাসে নিরুপদ্রব তরুতে কাকের কুলায় (বাসা) নির্ম্মিত হয়, তবে সে বৎসর শুভপ্রদ হইবে। সকণ্টক, শুষ্ক

বা নিন্দিত বৃক্ষে কুলায় দৃষ্ট হইলে সে বৎসর দুর্ভিক্ষ হইবার বিশেষ সম্ভাবনা প্রশস্ত বৃক্ষের পূর্ব্ব দিগ্ভাগস্থিত সুন্দর শাখায় কুলায় নির্ম্মিত হইলে সেই বর্ষে প্রভূত পরিমাণে বারিবর্ষণ হয়, জীবগণ স্বচ্ছন্দে কালাতিপাত করে এবং সেই বর্ষে রাজা যত যুদ্ধে ব্যাপৃত হন, সর্ব্বত্র বিজয় লাভ হয় যদি বৃক্ষের অগ্নিকোণবর্ত্তী কোনও শাখায় কুলায় নির্ম্মাণ হয়, তবে সেই বৎসর প্রচুর বারি বর্ষণ হয়, অথচ দুর্ভিক্ষ, কলহ, শত্রুভয়, বিবিধ শঙ্কা ও চতুষ্পদ জন্তুর রোগ সংঘটিত হয়। যদি দক্ষিণ দিগ্বর্ত্তী শাখায় কুলায় নির্ম্মিত হয়, তবে বর্ষণ, পীড়া, মৃত্যু শত্রুবিরোধ ও ইতস্ততঃ দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয় নৈঋত কোণের শাখায় কুলায় হইলের বর্ষায়-বর্ষণ, পীড়া, তস্করভয়, দুর্ভিক্ষ ও যুদ্ধ সংঘটিত হয় পশ্চিমভাগস্থিত শাখায় কুলায় নির্ম্মিত হইলে সম্বৎসরে প্রভূত বারিবর্ষণ, আরোগ্য সুভিক্ষবৃদ্ধি সম্পত্তি ও সর্ব্বত্র আনন্দ পরি-দৃষ্ট হয় বায়ুকোণে হইলে মন্দবর্ষণ, প্রবল পবন, মূষিকোপদ্রব শস্যনাশ, উদ্বেগ ও শত্রুবিরোধ ঘটে। উত্তরদিকে হইলে, বর্ষায় আবশ্যক মত বর্ষণ, সুভিক্ষ, সঞ্চয়, আরোগ্য ও আনন্দে বর্ষের অতিবাহন হয় ঈশান কোণে হইলে, অল্পবর্ষণ, শত্রু-বৃদ্ধি, প্রজাক্ষয়, বহুবিবাদ ও অবমানাদির সংঘটন হয়। বৃক্ষের অগ্রভাগে হইলে, বর্ষার প্রথমে প্রচুর বর্ষণ, মধ্যে মধ্য-বিধ বর্ষণ ও শেষভাগে মন্দ মন্দ বর্ষণ হইয়া থাকে এবং সুখে দুঃখে বৎসরের অবসান হয় যদি মৃত্তিকায় কুলায় নির্ম্মিত হয় তবে অনাবৃষ্টি ও রোগ, যদি শুষ্ক বৃক্ষে কুলায় নির্ম্মিত হয়,

তবে সমস্ত দেশে দারুণ দুর্ভিক্ষ, যদি প্রাচীরগর্ত্তে কুলায় নির্ম্মিত হয়, তবে বিবিধ ভয়, এবং যদি মৃত্তিকার নিয়ে, বৃক্ষ গহ্বরে, বল্মী মধ্যে বা লতাগুল্মের অভ্যন্তরে কাকের কুলায় নির্ম্মাণ হইতে দেখা যায়, তবে সেই বৎসর বর্ষণ দোষে বহুবিধ রোগপীড়া ভয় ও অনিয়মাদিতে প্রজাগণের বহুকষ্ট ভোগ হইয়া থাকে।

স্পন্দন-চরিত্র।

মানবের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের নৃত্য অর্থাৎ স্পন্দন দৃষ্টে ভাবী শুভাশুভ জ্ঞান অবধারিত হয় পুরুষের দক্ষিণ অঙ্গ-স্পন্দন ও নারীর বাম অঙ্গ স্পন্দন শুভজনক, এবং পুরুষের বাম ও নারীর দক্ষিণ অঙ্গ প্রত্যঙ্গের অশুভ স্পন্দন জনক হইয়া থাকে নিম্নে সমুদয় অঙ্গ প্রত্যঙ্গের পৃথক্ পৃথক্ ফল প্রকাশিত হয়

স্পন্দিত প্রত্যঙ্গ	ভাবী ফল।
মস্তকভাগ	রাজ্য বা রাজ সম্মান।
কেশ	কেশ ক্ষয়।
ললাটদেশ	ঐশ্বর্য্য ও ভোগ
ভ্রু	প্রিয় সঙ্গম
দক্ষিণ নেত্র	অর্থলাভ অথবা মিত্রদর্শন।
দক্ষিণ নেত্রের নিম্নভাগ	ক্লেশ পীড়া।
বাম চক্ষু	অর্থহানি কলহ ও রাজভয়
বাম চক্ষুর উর্দ্ধভাগ	অর্থলাভ
মুদিত নেত্র	সুখলাভ
অপাঙ্গ	নারী লাভ

স্পন্দিত প্রত্যঙ্গ	ভাবী ফল
উভয় নেত্র	পীড়া ও রোগ।
নেত্রের মধ্যভাগ	উদ্বেগ ও মৃত্যু
নাসিকা	মৃত্যু বা সাংঘাতিক পীড়া।
দক্ষিণ নাসা পুট	গাত্র পীড়া
বাম নাসাপুট	মৃত্যু সংবাদ লাভ।
ওষ্ঠ	উৎকৃষ্ট ভোজন।
অধর	আকস্মিক বেদনা
জিহ্বা	বহুলাভ
তালু	কলহ ও লাভ।
দক্ষিণ ক	কুটুম্বলাভ, বিদ্যালাভ ও স্ত্রীলাভ
বামকর্ণ	শিরোবেদনা।
উভয় কর্ণ	অর্থ ও তুষ্টি লাভ।
কর্ণ প্রান্ত	প্রিয় সংবাদ লাভ
দক্ষিণস্কন্ধ	সুবর্ণ লাভ।
বামস্কন্ধ	যৎকিঞ্চিৎ লাভ
উভয় স্কন্ধ	শিরশ্ছেদ
শিরা	বস্ত্র ও তুষ্টি লাভ
কণ্ঠ	জ্বরাতিসার
বক্ষঃস্থল	সর্বাঙ্গ বেদনা ও জয়লাভ।
পৃষ্ঠদেশ	শূলরোগ ও পরাজয়
কপোল	রাজদ্বার দর্শন।
স্তন	অর্থলাভ
বাহু	বন্ধু স্নেহ

স্পন্দিত প্রত্যঙ্গ	ভাবী ফল
কুক্ষি	প্রীতিলাভ
উদর	সৌখ্য ও পুত্রলাভ
দক্ষিণ হস্ত	বলবৃদ্ধি।
বাম হস্ত	কলহ
অস্ত্র	ধনলাভ
জানু	শত্রুর সহিত মিত্রতা
জঙ্ঘা	কুসংবাদ প্রাপ্তি।
কটি	আমাশয় পীড়া
নাভি	দুঃস্বপ্ন দর্শন ও স্থানচ্যুতি
নিতম্ব	পীড়া।
গুহ্য	শিরশ্ছেদ।
পদ	সৌখ্য ও দূর যাত্রা।
অঙ্গুলি	তিক্ত দ্রব্য ভোজন

ক্ষুৎ পল্লী-বিজ্ঞান।

ক্ষুৎ (হাঁচি) ও পল্লী (টিকটিকি) এই উভয় হইতে যে-রূপে ভাবী শুভাশুভ ফলের পূর্ব্বাভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়, নিবিষ্ট চিত্তে পরীক্ষা করিয়া দেখিলেই তাহার সম্পূর্ণ সাফল্য অনুভূত হইবে সন্দেহ নাই।

কফজনিত হাঁচি, শিশু বা বৃদ্ধের হাঁচি, ও কৃত্রিম হাঁচি সর্ব্বত্র নিষ্ফল হইয়া থাকে অর্থাৎ ইহা হইতে শুভ বা অশুভ কিছুই নির্দ্ধারিত হয় না। শয়নকালে, ভোজন সময়ে, উপ-

বেশন সময়ে, দানকার্য্যে, বিবাহে, বিবাদে ও বস্ত্রপরিধান কালে যদি হাঁচি বা টিক্‌টিকি ধ্বনি হয়, তবে তাহা শুভজনক হইবে। এতদ্ভিন্ন যেকোনও কার্য্যকালে উক্তরূপ ধ্বনি হইলে নিশ্চয় তাহাগত অশুভ উপস্থিত হইবে, ইহাতে বিন্দুমাত্রও সংশয়ের বিষয় নাই যাত্রাকালে উর্দ্ধভাগে ক্ষুধ-পল্লী ধ্বনি হইলে ধন-লোভ ও কার্য্যসিদ্ধি হয় পূর্ব্বদিকে বা অগ্নিকোণে হইলে কোনও ভয়ের কারণ উপস্থিত হয়। দক্ষিণদিকে হইলে অগ্নি ভয় হয় ও কলহ ঘটে, পশ্চিমে হইলে মিত্রতা, উত্তরে হইলে সদ্ভাব, বায়ুকোণে হইলে নববস্ত্র ও সুগন্ধ দ্রব্য লাভ এবং ঈশানে বা নৈঋতে হইলে রোগ ও মৃত্যুর কারণ হয়। হাঁচি ও টিক্‌টিকি একত্রে ধ্বনিত হইলে সেই যাত্রায় নারীলাভ হইয়া থাকে।

পূর্ব্বদিকে, সূর্য্যোদয় কালে টিক্‌টিকীর শব্দ হইলে রাজভয়, এক প্রহরের সময় হইলে অগ্নিভয়, দ্বিপ্রহরের সময় হইলে দূতমুখে সংবাদলাভ, এবং অপরাহ্ণ ব সন্ধ্যার সময়ে হইলে কোনও রূপে ধনাগম হয় রাত্রিকালে প্রথম প্রহরে হইলে দ্রব্যলাভ, দ্বিতীয় প্রহরে হইলে অভিলষিত সিদ্ধি, তৃতীয় প্রহরে হইলে যুবতীলাভ ও চতুর্থ প্রহরে হইলে অর্থহানি হয়

অগ্নিকোণে দিবার প্রথম প্রহরে হইলে মৃতসংবাদ প্রাপ্তি, দ্বিতীয় প্রহরে হইলে মিষ্টান্নলাভ, তৃতীয় প্রহরে হইলে অর্থলাভ এবং চতুর্থ প্রহরে ব শেষভাগে হইলে সুখলাভ হয় রাত্রি-কালে প্রথম প্রহরে সৌখ্য, দ্বিতীয় প্রহরে অগ্নিভয়, তৃতীয় প্রহরে ধনলাভ এবং চতুর্থ প্রহরে বা শেষভাগে হইলে কোনও আশ্চর্য্য বিষয়ের দর্শন লাভ হইয়া থাকে।

দক্ষিণদিকে, সূর্য্যোদয়কালে শুভকার্য্য ঘটনা, প্রথম প্রহরে

বন্ধুসম্মিলন, দ্বিতীয়প্রহরে পণ্যদ্রব্য প্রাপ্তি, তৃতীয় প্রহরে কোনও স্ত্রীলোকের আগমন এবং চতুর্থ প্রহরে বা শেষভাগে হইলে পরস্ত্রীসঙ্গম হয় রাত্রিকালে প্রথম প্রহরে প্রবাসী বন্ধুর কুশল সংবাদ, দ্বিতীয় প্রহরে, আত্মীয়জনের সহিত বিবাদ, তৃতীয় প্রহরে ধনলাভ এবং চতুর্থপ্রহরে বা শেষভাগে হইলে মহাকলহ উপস্থিত হয়

নৈঋতকোণে, সূর্য্যোদয়কালে কার্য্যসিদ্ধি, প্রথমপ্রহরে কোনও ব্রাহ্মণের আগমন, দ্বিতীয় প্রহরে প্রেরিত দূতের প্রত্যাবর্ত্তন, তৃতীয় প্রহরে রক্ষালাভ, এবং চতুর্থ প্রহরে হইলে রহস্য শ্রবণ হয়। রাত্রিকালে প্রথম প্রহরে পথিকের আগমন, দ্বিতীয় প্রহরে রক্তপাত, তৃতীয় প্রহরে মৃত্যু বা সংশয় এবং চতুর্থ প্রহরে বা শেষভাগে হইলে পীড়া ও রোগ হয়

পশ্চিমদিকে, প্রাতঃকালে আচার্য্যের আগমন, প্রথম প্রহরে শান্তিলাভ, দ্বিতীয় প্রহরে অর্থহানি, তৃতীয় প্রহরে কুমারীর আগমন এবং চতুর্থ প্রহরে হইলে রাজ প্রসাদলাভ হয় রাত্রি কালে, প্রথম প্রহরে অগ্নিভয়, দ্বিতীয় প্রহরে রাজবার্ত্তা শ্রবণ, তৃতীয় প্রহরে মহালাভ এবং চতুর্থ প্রহরে হইলে শারীরিক অবসাদ লাভ হইয়া থাকে।

বায়ুকোণে, প্রভাতে চৌরবার্ত্তা শ্রবণ, প্রথম প্রহরে ভৃত্যের আগমন, দ্বিতীয় প্রহরে রাজা বা রাজতুল্য মহদ্ব্যক্তির আগমন বা দর্শন, তৃতীয় প্রহরে পণ্ডিতের আগমন এবং চতুর্থ প্রহরে হইলে বিঘ্ন সংঘটন ও দূতের আগমন হয়। রাত্রিকালে প্রথম প্রহরে সমৃদ্ধি, দ্বিতীয় প্রহরে ইষ্টসিদ্ধি, তৃতীয় প্রহরে শুভবার্ত্তা লাভ ও চতুর্থ প্রহরে অভিলষিত অর্থলাভ হয়

উত্তরদিকে, সূর্য্যোদয়কালে ধনাগম, প্রথম প্রহরে মিত্রা-গমন, দ্বিতীয় প্রহরে অগ্নিভয়, তৃতীয় প্রহরে প্রিয়ব্যক্তির আগমন, এবং চতুর্থ প্রহরে হইলে প্রিয়সম্মিলন হয়। রাত্রিকালে প্রথম প্রহরে শিষ্টসমাগম ও কলহ, দ্বিতীয় প্রহরে দ্রব্যলাভ, তৃতীয় প্রহরে তস্করভয়, এবং চতুর্থ প্রহরে হইলে ঐশ্বর্য্যলাভ হয়।

ঈশানকোণে,প্রাতঃকালে অভীষ্টার্থলাভ,প্রথম প্রহরে আত্মীয়ের আগমন, দ্বিতীয় প্রহরে সমৃদ্ধি, তৃতীয় প্রহরে রক্ষালাভ, এবং চতুর্থ প্রহরে হইলে কন্যাসমাগম হয় রাত্রিকালে প্রথম প্রহরে অর্থলাভ ও বৃদ্ধি, দ্বিতীয় প্রহরে কন্যাগম তৃতীয় প্রহরে বিবিধ ভয় এবং চতুর্থ প্রহরে বা শেষভাগে হইলে ভয়ঙ্কর ঘটনা উপস্থিত হয়।

ঊর্দ্ধভাগে সূর্য্যোদয়সময়ে স্ফুৎ পল্লীধ্বনি হইলে কোনও বিশেষ শুভ ঘটনা উপস্থিত হয়।

জ্যেষ্টি-পতন-সংবাদ।

মানবের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের উপরি জ্যেষ্টি (টিকটিকি) নিপতিত হয়; ইহা বোধ হয় অনেকেই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, কিন্তু ইহা হইতে যে কোনও অবশ্যম্ভাবী ঘটনাবিশেষের পূর্ব্বাভাস সূচিত হইতে পারে, অধিকাংশ আধুনিক কৃতবিদ্যগণ বোধ হয় কুত্রাপি কেহই তাহা স্বীকার করেন না; নথবা অন্তরের অন্তস্তলে

স্বীকার করিয়াও প্রকাশ্যে তাহার সারকথা সম্পূর্ণ উপেক্ষিত করিয়া থাকেন জ্যোটি-পতন সংবাদ যে অভ্রান্ত জ্যোতিষিক বিধান দৈব-জ্ঞান তাঁহারা পরীক্ষা করিলেই তাহা সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন—পূর্ব্ব ভ্রমেরও অপনোদন হইবে। জ্যেষ্ঠিপতন বামাঙ্গে হইলে শুভজনক, ও দক্ষিণাঙ্গে হইলে অশুভপ্রদ হয় বিশেষ বিবরণ সংক্ষেপে নিম্নে প্রকাশিত হইল।

জ্যেষ্ঠিস্পৃ অঙ্গ	পূর্ব্বাঙ্গান-ফল
মস্তক	সম্পদ বৃদ্ধি।
হনু ও কপোল	ঐশ্বর্য্য লাভ
কর্ণ	ভূষণ লাভ
নেত্র	মিত্র সম্মিলন।
নাসা	সুগন্ধ লাভ
মুখ	মিষ্টান্ন ভোজন।
গলদেশ	সিদ্ধি ও সম্পদ।
স্তন	সৌভাগ্য
বক্ষঃ	সৌখ্য
পৃষ্ঠ	ভূমি লাভ।
পার্শ্ব	বন্ধুদর্শন।
কটি	বসন লাভ।
গুহ্য	মৃত্যু
উরু	বাহন লাভ
জানু ও জঙ্ঘা	অর্থক্ষয়।
গুল্ফ	ভ্রমণ।

নরাঙ্কিত বা পতাকা।

অভিলাষিত বিষয়ের কল্পনা বা সাধনকালে তৃতীয় ব্যক্তির আকস্মিক উক্তিবিশেষের দ্বারা অন্তরে যে প্রতিঘাত উৎপন্ন হয় তাহাকে নরাঙ্কিত বা পতকা কহে। কেহ কেহ ইহাকেই দৈববাণী বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকেন যথা ;—

রামনাথ নামকে কোনও ব্যক্তি কালীনাথ নামক কাহারও সহিত সাক্ষাৎ কবিবার জন্য গ্রামান্তর যাত্রা করিতেছে, কিন্তু মনে মনে ভাবনা হইতেছে এক্ষণে সাক্ষাৎ 'হইবে' কি 'না'— এমন সময়ে, হরিদাস নামক কোনও ব্যক্তি পথিমধ্যে ভোলা রজকের দেখা পাইয়া, বস্ত্র পাওয়া যাইবে কি না জিজ্ঞাসা করিয়াছে, ভোলা দূর হইতে উত্তর করিতেছে—'আজ পাবে না—া'" এখানে রামনাথেব অভিলষিত বিষয়—কালীনাথের সাক্ষাৎকার লাভ, আর তাহার সাধনা ঐ গ্রামান্তর যাত্রা অর্থাৎ দূরগমন, এই সময়েই তৃতীয় ব্যক্তি ভোলা রজকের "আজ পাবে না।া" এই আকস্মিক উক্তিবিশেষে রামনাথের অন্তরে দৈব প্রতিঘাত হইল, যদি রামনাথ সাক্ষাতার্থ যাত্রা করে, কদাপি সাক্ষাৎলাভ হইবেক না এস্থলে রামনাথের বৃথা যাত্রা স্থগিত রাখিয়া অপর কর্ম্মে মনোনিবেশ করাই জ্যোতিষিক যুক্তি এবং ইহাকেই "নরাঙ্কিত" বা "পতকা" কহে কেহ কেহ ইহাকেই 'দৈববাণী, বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করেন।

শিবনাথ, পুত্রের সঙ্কট পীড়ায় যারপরনাই উৎকণ্ঠিত হইয়া

বিষণ্ণমনে চিন্তা করিতেছে—পুত্র রক্ষা 'পাইবে' কি 'না"—এমন সময়ে দূরে কে কাহাকে উচ্চৈস্বরে কহিতেছে "ভয় নাই, পাবে পাবে-ৎৎ" শিবনাথের পুত্র কখনই এ রোগে প্রাণত্যাগ করিবে না—ইহা এই অভ্রান্ত জ্যোতিষ মতে নিশ্চিৎ নির্দ্ধারিত হইল।

পাঠকবৃন্দ ও শিক্ষার্থীগণ অনায়াসেই এই বক্ষ্যমাণ সহজ সিদ্ধ জ্ঞান সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারিবেন। বাহুল্যভয়ে অধিক উদাহরণ প্রদত্ত হইল না।

খনার বচন।

খনা বিক্রমাদিত্যের নবরত্ন সভার অন্যতম প্রসিদ্ধ বরাহাচার্য্যের পুত্রবধূ ও প্রথিত নাম মিহিরাচার্য্যের পত্নী ভূমণ্ডলে নারী-জাতির মধ্যে জ্যোতিঃ-শাস্ত্রে প্রতিভাসম্পন্না ও বিদুষী কামিনী খনারন্যায় দ্বিতীয় দৃষ্ট হয় না সংস্কৃত গণিত ও ফলিত জ্যোতিঃ-শাস্ত্রের সার সংকলন করিয়া, গার্হস্থ্য জীবনের নিত্য প্রয়োজনীয় ক্ষুদ্র ও সামান্য অসংখ্য বিভিন্ন প্রকৃতির জ্যোতির্গণনা খনা, সরল, ও সুমধুর কবিতায় সাধারণ্যে প্রচারিত করিয়াছিলেন। সগ্রাম বঙ্গের মধ্যে কুত্রাপি এরূপ গৃহ নাই যেখানে এক জন-না-এক-জনের মুখে খনার বচনের একটী-না-একটীরও-মাত্র আবৃত্তি শ্রুত হয় সহজ সামান্য ও সর্ব্বদা প্রয়োজনীয় খনার বচনের যতদূর সংগৃহিত

হইতে পারিয়াছে তাহাই শিক্ষার্থীগণের সুখবোধের নিমিত্ত কৃষিজ্ঞান, বর্ষাজ্ঞান এবং বর্ষাজ্ঞান, বিবিধজ্ঞান ও গণনা এই চারি শ্রেণীতে পরিনিবিষ্ট করিয়া যথাক্রমে নিম্নে প্রকাশিত হইল।

কৃষি-জ্ঞান।

---

১ সাধারণ

মানুষ মরে যাতে, গাছলা সারে তাতে।
পচলা সরায় গাছলা সারে, গোঁধলা দিয়ে মানুষ মারে।

বাপ বেটায় চাষ চাই; তা, অভাবে সহোদর ভাই।

খাটে খাটায় লাভের গাঁতি, তার অর্দ্ধেক কাঁধে ছাতি।
ঘরে ব'সে পুছে বাত, তার ঘরে হা ভাত॥

থাকে বলদ না বয় হাল, তার দুঃখ সর্ব্বকাল।

অমা পূর্ণিমায় যে ধরে হাল, তার দুঃখ সর্ব্বকাল।

১। পচাগোবর প্রভৃতি যে সকল দুর্গন্ধ বিশিষ্ট *ঠি পদার্থ মানবের স্বাস্থ্য হানি করে, তাহাতেই উদ্ভিদের পুষ্টি সাধি হয়, অর্থাৎ ঐ সকল দ্রব্যই ভূমির উৎকৃষ্ট সার। কাঁধে ছাতি— যে স্বয়ং না খাটিয়া সম্মুখে উপস্থিত থাকিয়া খাটায়।• অমাবস্থ

তার বলদের হয় বাত, নাহি থাকে ঘরে ভাত।
খনা বলে আমার বাণী, যে চসে তার প্রমাদ গণি

বাড়ীর কাছে ধান পা, যার যার অ গে ছা।
চিনিস্ বা না চিনিস্, খুঁজি দেখে কিনিস্।

খনা বলে শুন কৃষকগণ, হাল লয়ে মাঠে যাবে যখন।
শুভক্ষণ দেখে করিবে যাত্রা, পথে যেন না হয় অশুভ বার্ত্তা
মাঠে গিয়ে আগে দিক্ নিরূপণ,
পূর্ব্বদিক হতে কর হল চালন;
তাহলে তোর সমস্ত আশয়,
হইবে সফল নাই সংশয়

---

২ ধান্য

কোল পাতলা ডাগর গুছি, লক্ষ্মী বলেন ঐ ধানে থাকি। পল্লী ধানসম্পন্না

আউসের ভুঁই বেলে, পাটের ভুঁই আটালে সংস্কৃত

---

৩ পূর্ণিমা তিথিতে হলচালন জ্যোতিষিক মতে নিষি নূতন
বৎসরে শুভদিন শুভক্ষণ স্থির করিয়া প্রথম ক্ষেত্র কর্ষণ, এবং
পথে অশুভ দর্শন হইলে যাত্রা পরিবর্ত্তন ও ক্ষেত্রে উপস্থিত
হইয়া প্রথমে পূর্ব্বভাগ হইতে কর্ষণ আরম্ভ বিধেয়। ইহাতে
জ্যোতিষিক মতে সুন্দর ও প্রচুর শস্য উৎপাদিত হয়।

২। কোল পাতলা—ধান্যের ঝাড় মোটা ও ফাক্ ফাক্

বৈশাখের প্রথম জলে, আশু ধান দ্বিগুণ ফলে।

আউশ ধানের চাষ, লাগে তিন মাস।

শ্রাবণের পুর, ভাদ্রের বার, এর মধ্যে যত পার॥

আষাঢ়ে কাড়ান্ নামকে, শ্রাবণে কাড়ান্ ধান্‌কে
ভাদরে কাড়ান শীষকে, আশ্বিনে কাড়ান্ কিসকে॥

আগে বেঁধে দিবে আলি, তাতে রুইয়ে দিবে শালি।
তাতে যদি না হয় শালি, খনার নামে দিও গালি॥

থোড় তিরিশে, ফুলো বিশে, ঘোড়ামুখো তের দিন,
জগে ট্যাকে বুকে রেখে যা দিগে যার আছে হীন।

শিষ্ দেখে বিশ্ দিন, কাট্‌তে মাড়্‌তে দশ দিন

হইলে অধিক ধান্য জন্মে। প্রথম বৈশাখে বৃষ্টি হইলে আশু-ধান্যের দ্বিগুণ ফসল হয়। ১২ই ভাদ্র পর্য্যন্ত। ধান্য রোপণের প্রকৃতি কাল কাড়ান—বৃষ্টি। শালি—আমন ধান্য। ধান্যের থোড় জন্মিলে এক মাস, ফুলিলে অর্থাৎ গর্ভে শীষ জন্মিলে ২০ দিন ও ঘোড়ামুখো অর্থাৎ শীষভরে অবনত হইলে, ধান্য আর

আষাঢ়ে পোঁতী, পৌষে ছোটটী, মাঘে নাড়া, ফাগুণে ফাঁড়া।

---

৩ কলাই।

ভাদরের চারি আশ্বিনের চারি, কলাই রোব যত পারি।

আশ্বিনের উনিস—কার্ত্তিকের উনিস॥
বাদ দিয়ে যত পারিস, মঠর কলাই বুনিস।

সরিষা বনে কলাই মুগ, বুনে বেড়াও চাপড়ে বুক॥

---

৪ সরিষা।

খনা বলে চাষারপো শরতের শেষে সরিষা রো।

৫ সরিষা—রাই—কাপাস।

ঘন সরিষা পাতলা, রাই নেঙ্গে নেঙ্গে কাপাস বাই।

---

২৩ দিনমাত্র পরেই কাটিবার উপযুক্ত হয়। অগ্রহায়ণে কাটিলে পূর্ণ ফসল, পৌষে কাটিলে স্থানে স্থানে ফসল, মাঘে কাটিলে পল মাত্র ফসল এবং ফাল্‌গুণে কাটিলে কৃষকের কোনও রূপ ফসলই লাভ হয় না।

৩। ভাদ্রের শেষ কদিন ও আশ্বিনের প্রথম ক দিন এই অষ্টাহ কলাই বপনের প্রকৃত কাল। আশ্বিনের শেষ উনিশ দিন ও কার্ত্তিকের শেষে ১৯দিন বাদ দিয়া মটর কলাই বুনিবে। সরিষা ও মুগ একত্রে উত্তম জন্মে, এবং তাহাতে কৃষকের একবারে দুইটী ফসল লাভ হয়।

৫। নেঙ্গে নেঙ্গে—ডিঙ্গাইয়া ডিঙ্গাইয়া; সরিষা ঘন বুনিবে,

৬ কাপাস—কোষ্টা।

কাপাস বলে কোষ্ট ভাই, জ্ঞাতি পানি যেন না পাই

---

৭ শণ—পাট—ধান।

হ'লে ফুল কাট শণা, পাট পাকিলে লাভ দ্বিগুণা
পৌষের মধ্যে ধান লাফা, খনা বলে দ্বিগুণের জাফা।

---

৮ তিল।

ফাগুণে আট চৈতের আট। সেই তিলে দায়ে কাট।

---

৯ তিল মাস।

কোদালে মাস, তিলে হাল, কাতেন্ ফাঁকার, মাষে কাল।

লাউ-ঝাল।

ছায়ে লাউ, উঠানে ঝাল কর বাপু চাষার ছাওয়াল॥

রাই তদপেক্ষা বিরল বুনিবে, এবং কার্পাস এত বিরল বুনিবে যেন কার্পাস তুলিবার সময় নির্ব্বিবাদে একগাছের নিকট হইতে অন্য গাছের নিকট ডিঙ্গাইয়া যাওয়া যায়।

৬। কার্পাস ও কোষ্টা একত্র রোপন নিষিদ্ধ। পাট গাছের জল কার্পাস বৃক্ষে লাগিলে উহা মরিয়া যায়।

৮ ফাল্গুণের শেষ ৮ দিন ও চৈত্রের প্রথম ৮ দিন এই ষোল দিনের মধ্যে তিল বুনিলে প্রচুর তিল উৎপন্ন হইবে।

৯। হলকর্ষণ করিয়া কার্ত্তিকমাসে ফাকা তিল ও মাষ

১০ ভুট্টা।

যদি থাকে টাকা করিবার গোঁ,
তবে চৈত্রমাসে ভুট্টা গিয়া রো।

---

১১ মূলা।

খনা-বলে শুনশুন, শরতের শেষে মূল ॥

---

১২ মূলা—ইক্ষু

মূলার ভুঁই তুলা, কুশরের ভুঁই ধূলা।

---

১৩ পটল।

শুনরে বাপু চাষার বেটা, মাটীর মধ্যে বেলে যেটা।
তাতে যদি বুনিস পটল, তাতেই তোর আশার সফল ॥

পটল বুনলে ফাগুনে, ফল বাড়ে দ্বিগুণে।

---

১৪ তামাক।

তামাক বনে গুড়িয়ে মাটী, বীজ পুঁত গুটি গুটি।
ঘন রূপে পুত না, পৌষের অধিক রেখ না ॥

মাসে কৃষ্ণ তিল বুনিবে। মানকচু বুনিতে কোদাল দিয়া কর্ষণ করিবে। ভস্মমিশ্রিত মৃত্তিকায় লাউ ও তদ্রূপ স্থানে লঙ্কা রোপণ করিবে।

১২। কুশর—অর্থাৎ ইক্ষু। উভয় ক্ষেত্রেরই পারিপাট্য আবশ্যক।

১৫ ধান ও পান।

খনা ডেকে ব'লে যান, রোদে ধান ছায়ায় পান।

—

এক আঘনে ধান, তিন শাওনে পান॥

—

১৬ বেগুন।

ব'লে গেছে বরাহের পো, দশটি মাস বেগুন রো।
চৈত্র বৈশাখ দিবি বাদ, ইথে নাই কোনো বিবাদ।
পোকা ধল্লে দিবি ছাই, এ হ'তে ভাল উপায় নাই।
খবা ভুঁয়ে ড'ব্বি জল, সকল মাসে পাবি ফল॥

—

১৭ ওল।

ফাগুণে না রুলে ওল, শেষে হয় অণ্ড গোল।

—

ছায়ার ওলে চুলকায় মুখ, কিন্তু তাতে নাইক দুখ॥

—

১৮ কচু।

কচু বনে যদি ছড়াস্ ছাই, খনা বলে তার সংখ্যা নাই॥

—

নদীর ধারে পুঁতলে কচু, কচু হয় তিন হাত নিচু।

—

১৫। আঘণ—অগ্রহায়ণ মাস। শাওণ—শ্রাবণ মাস।
১৭। ফাল্গুনের পরে ওল বুনিলে অতি-ক্ষুদ্র ওল হইবে।

১৯ হরিদ্রা

বৈশাখ জ্যৈষ্ঠেতে হলুদ রোও,
দাবা পাশা খেলা ফেলিয়ে থোও,
আষাঢ় শ্রাবণে নিড়া'য়ে মাটি,
ভাদ্দরে নিড়া'য়ে ক'রবে খাঁটি
অন্যথা নিয়মে পুতিলে হলুদি,
পৃথিবী বলেন তাতে কি ফল দি

২০ লাউ কুমড়া-শশা-ঝাল।

উঠান ভরা শশা, খনা বলে লক্ষীর দশা

চাল ভরা কুমড়াপাতা লক্ষী বলেন আমি তথা ॥

লাউয়ের বল মাছের জল, ধেনো মাটিতে ঝাল প্রবল

২১ লঙ্কা

ভাদরে আশিনে না রুয়ে ঝাল,
যে চাষা ঘুমা'য়ে কাটায় কাল,
পরেতে কাত্তিক আঘণ মাসে,
বুড় গাছ ক্ষেতে পুতিয়ে আসে ;—
সে গাছ মরিবে ধরিবে ওলা,
পুরিতে হবেনা ঝালের ঝোলা

২০ লাউগাছে আমীষ জল ও লঙ্কাগাছে ধান্যের জল দিবে, ইহাতে প্রচুর ফল জন্মিবে

২২ আলু।

বাঁশ বনের ধারে বুনলে আলু, আলু হয় গাছ বেড়ালু।

২৩ পান।

আষাঢ়ে পান চাষাড়ে খায়, শ্রাবণে পান [illegible] পায়

২৪ বাঁশ।

ফাগুণে আগুণ চৈতে মাটি, বাঁশ বলে শীঘ্র উঠি।
শুন বাপু চাষার বেটা, বাঁশঝাড়ে দিও ধানের চিটা।
চিটা দিলে বাঁশের গোড়ে, দুই কুড়া ভুঁই বেড়বে ঝাড়ে।

২৫ বাঁশ-গুপারি-নারিকেল-ওল মান।

গোয়ে গোবর, বাঁশে মাটি, অফলা নারিকেল শিকড় কাটি
ওলে কুটি, মানে ছাই, এইরূপে কৃষি করগে ভাই

২৬ নারিকেল ও বাঁশ

দাতার নারিকেল বখিলের বাঁশ, কমে না বাড়ে বার মাস

২২। গাছ-বেড়াই অতি বৃহৎ বৃহৎ

২৩। 'আষাঢ় ও শ্রাবণ দুই মাসে পান রোপণ করিলে এত অধিক পরিমাণে' পান জন্মে যে, ইতর-রাক্ষসেরাও খাইয়া শেষ করিতে পারে না

২৭ গুবারি-নারিকেল-আম-কাঁঠাল

গো নারিকেল নেড়ে পো, আম টুকুরে কাঁঠাল ভো
আঁটা চার গুয়ে, আম নাড়ায় টুকটুকি কাঁঠাল নাড়ায় ভুও
তিন নাড়ায় গুয়ো, দুয়ে দুয়ে তিনে খাঁটি, আগে কাট কুও

---

২৮ গুপারি

শোন্‌রে বাপু চাষার পো, গুপারি বাগে মান্দার রো।
মান্দার পাতা প'ড়লে গোড়ে, ফল বাড়ে ঝটপট ক'রে

---

২৯ নারিকেল।

হাতে হাত ছোঁয় না, মরা খাঁটি রয় না
খনা বলে যখন চায়, তখন কেন লয় না

খনা ডাকিয়ে বলে, চিটা দিলে নারিকেল মূলে
গাছ হয় তাজা মোটা, শীঘ্র শীঘ্র ধরে গোটা

নারিকেল গাছে নুনে মাটি, শীঘ্র শীঘ্র বাঁধে গুটি

---

২৭ গুপারি ও নারিকেল স্থানান্তরিত করিয়া রোপণ করিতে হয় আম ঐরূপ স্থানান্তরিত করিলে অর্থাৎ ভিন্ন স্থানে নাড়িয়া পুঁতিলে ফল ক্ষুদ্র হয় কাঁঠাল নাড়িয়া পুঁতিলে ভো অর্থাৎ কোষহীন হয় গুপারি চারা তিনবার নাড়িতে হয়

২৯ হাতে হাত ছোঁয় না—এক বৃক্ষের পত্র অপর বৃক্ষ স্পর্শ করে না, মরা খাঁটি—মস্তকস্থিত শুষ্ক আবর্জ্জনা রাশি

৩০ নারিকেল ও গুপারি।

নারিকেল বার, গুপারি আট, এর ঘন তখনি কাট

৩১ তাল

বার বছরে ফলে তাল, যদি না লাগে গরুর নাল

৩২ খর্জ্জুর

খড় বাতাসে খেজুর ছড়া, আপনি দিবে মাথা কাড়া

৩৩ আম ও কাঁঠাল

হাত বিশে করি ফাক্, আম কাঁঠাল পুঁতে রাখ্
গাছ গাছালি ঘন সবে না, গাছ হবে তার ফল হবে না

৩৪ কলা

কি কব শ্বশুর মিছে খেটে, ফাগুণে এটে পোঁত কেটে
বেধে যাবে ঝাড়কি ঝাড়, কলা বইতে ভাঙ্গবে খাড়

যদি পোঁত ফাগুণে কলা, তবে হবে মাস ফসলা

---

৩০ নারিকেল বার ইত্যাদি—নারিকেল বৃক্ষ বার হাত অন্তর এবং গুপারি বৃক্ষ আট হাত অন্তর রোপণ করিবে

৩৩ আম ও কাঁঠাল বৃক্ষ পরস্পর বিংশতি হস্ত অন্তরে বসাইবে

৩৪ ফালগুন মাস কলা রোপণের প্রকৃত সময়, আর

সাতে হাতে তিন বিঘতে, কলা লাগাবে মায়ে পুতে।

কলা পুঁতে কেট না পাত, তাতেই কাপড় তাতেই ভাত।

তিন শ' ষাট কলা রুয়ে, থাক্ গৃহস্থ ঘরে শুয়ে।

নলেকান্তর গজেক বাই, কলা রুয়ে খেও ভাই

ডাক দিয়ে বলে খনা, আষাঢ় শাওণে কলা পুঁতনা।
রুবি বটে খাবিনে, কলাতলায় যাবিনে
লেগে যাবে জুঁয়ে, কলা প'ড়বে শুয়ে

সিংহ মীন ব'র্জ্জে, কলা খাবে আ'র্জ্জে।

ভাদরে ক'রে কলা রোপণ, সবংশে মরিল রাবণ।

৩৫ বাগিচা।

আগে পুঁতে কলা, বাগ বাগিচা ফলা।
শোন্‌রে বলি চাষাব পো, পরে নারিকেল ক্রমে গো,
নারিকেল বার শুপারি আটার এর ঘন তখনি কাট

শ্রাবণ বা ভাদ্র মাসে কলা বসাইলে সে কলায় জুঁয়ে ধরিবে। সাত হাত অন্তর, দেড়হাত গর্ত্তে, কলা পুতিবে; অথবা নলেকান্তর গজেক বাই অর্থাৎ ৮ হাত অন্তর ও দুই হাত গভীর গর্ত্তে পুতিবে। ভাদ্র ও চৈত্র এ দুই মাস কলা রোপণ নিষিদ্ধ।

৩৬ কলম।

শোনরে মালি বলি তোবে, কলম রো শাওণের ধাবে

বর্ষা-জ্ঞান।

চৈতে থর থব, বৈশাখে ঝড় পাথর
জ্যৈষ্ঠেতে তারা ফুটে, তবে জা'নব বর্ষা বটে

দিনে জল রেতে তাবা, এই দে'খবে শুখোব ধাবা॥

আষাঢ়ে নবমী শুকুল পখা, কি কব শ্বশুর লেখা জোখা।
যদি বর্ষে মুষল ধারে মধ্য সমুদ্রে বগা চরে
যদি বর্ষে ছিটে ফোটা, পর্ব্বতে হয় মীনের ঘটা।
যদি বর্ষে নিমিঝিমি, শস্যের ভার না সহে মেদিনী
হেসে সূর্য্য বসেন পাটে, চাষার গরু বিকোয় হাটে

---

৩৬ শ্রাবণ মাসেব বৃষ্টির সময় কলমের চারা রোপণ করিলে অক্ষয় হয়

আষাঢমাসের শুক্লনবমী তিথিতে যদি মুষলধারে বৃষ্টি হয়, তাহা হইলে সে বৎসর অত্যল্প বর্ষা হয় ও অত্যল্প শস্য জন্মে, যদি ছিটে ফোটা বৃষ্টি হয়, তবে সে বৎসর ভয়ঙ্কব বর্ষা ও শস্য হানি হয়; যদি নিমিঝিমি বা মন্দ মন্দ বৃষ্টি হয়, তবে সে বৎসব পরিমিতি সুবৃষ্টিপাত হয়, ও শস্য অতি প্রচুর উৎপন্ন হয়, এবং যদি ঐ দিন সূর্য্যাস্তকালে আকাশ পরিষ্কার থাকে, তবে সে বৎসব নিশ্চয় দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয় ও শষ্যাদি কিছুমাত্র জন্মে না

পৌষ গরমি বৈশাখ জাড়া, প্রথম আষাঢে ভ'রবে গাড়া।
খনা বলে শুন হে স্বামি, শ্রাবণ ভাদর হবে না পানি ॥

কর্কট ছরকট সিংহে শুখা, কন্যা কানে কান্
বিনা বাতে বর্ষে তুল কোথায় রাখবি ধান

যদি বরে আগণে, রাজা যান মাগনে।
যদি বরে পুষে, কড়ি করে তুষে।
যদি বর্ষে মাঘের শেষ, ধন্য রাজার পুণ্যদেশ।
যদি বরে ফাগুণে, চিনা কাউন দ্বিগুণে

মাঘ মাসে বর্ষে দেবা, রাজা ছেড়ে প্রজার সেবা।
জ্যৈষ্ঠে খরে আষাঢ়ে ঝরে, কেটে মেড়ে গোলা ভরে
কি কর শশুর লেখা জোখা, মেঘেই বুঝবে জলের লেখা
কোদালে কুড়ুলে মেঘের গা, মধ্যে মধ্যে দিচ্ছে বা'
চাষাকে বল গে বাঁধ্‌তে আল্, আ'জ না হয় হবে কা'ল

পৌষে গ্রীষ্ম ও বৈশাখে শীতবোধ হইলে প্রথম আষাঢ়ে প্রবল বৃষ্টি হয়, এবং শ্রাবণ ও ভাদ্রে বর্ষা হয় না শ্রাবণে নিরত বৃষ্টি, ভাদ্র শুখো, আশ্বিনে ভাসা ও কার্ত্তিকে বিনা বাতাসে বর্ষণ হইলে প্রচুর ধান্য জন্মে বৎসরের ফসলের পক্ষে অগ্রহায়ণ পৌষ ও ফাল্‌গুণের বৃষ্টি অতি ক্ষতিকর এবং

পূর্ব্বেতে উঠিল কাড়, ড্যাঙা ডোবা একাকার।

দূর সভা নিকট জল, নিকট সভা রসাতল॥

চাঁদের সভা মধ্যে তারা, বর্ষে পানি মুষল ধারা॥

পচিমের ধনু নিত্য খরা, পূবের ধনু বর্ষে ঝরা।

প্রথম বছরে ঈশানে বয়, বর্ষা হবে খনায় কয়॥
আঁধার পরে চাঁদের কলা, কতক কালা কতক ধলা।

উত্তরে উঁচু দক্ষিণে কা'ত, ধাবায় ধাবায় ধানের ধা'ত
ধান চা'ল হবে সস্তা, লোকে কবে মিটি কথা॥

দিনে রোদ রাতে জল, তাতে বাড়ে ধানের বল
কার্ত্তিকের ঊন জলে, খনা বলে, দুনো ফলে।

মাঘের বৃষ্টি অতি শুভ পূর্ব্বদিকে রামধনুব উদয় হইলে অতি শীঘ্র প্রবল বৃষ্টি হয় চন্দ্রের চতুর্দ্দিকে দূবপথ ঘেরিয়া যদি মণ্ডলাকার হয় তবে শীঘ্র বৃষ্টি হয়, আর যদি নিকট ঘেরিয়া ক্ষুদ্র মণ্ডল হয় তবে অনাবৃষ্টি বুঝিবে কৃষ্ণপক্ষের পর যে চন্দ্রোদয় হয়, তাহার কতক অংশ কৃষ্ণবর্ণ ও কতক অংশ শুভ্রবর্ণ দেখায়, যে বৎসর প্রথম শুক্লপক্ষে ঐ চন্দ্র উত্তরাংশে উচ্চ ও দক্ষিণাংশে নিম্নবৎ দেখাইবে সেই বৎসব সুবৃষ্টি ও সুফসল হইবে কার্ত্তিক·

চৈতে বৃষ্টি নাশে রিষ্টি, চাষার ক্ষেতে শুভ দৃষ্টি

কার্ত্তির পূর্ণিমে কর আশা, খনা বলে ডেকে শোন্ রে চাষা ;
নির্মল মেঘে যদি বাত্ বয়, রবি খন্দের ভয়া ধরা না সয়
মেঘ করে রাত্রে আর হয় জল, তবে জেনো মাঠে যাওয়াই
বিফল ॥

ভাদ্দরে মেঘে বিপরীত বয়, সে দিন বড় বৃষ্টি হয়

ব্যাঙ ডাকে ঘন ঘন, বৃষ্টি হবে শীঘ্র জেনো ॥

যদি বর্ষে মকরে, ধান হবে টিকরে ॥

জ্যৈষ্ঠে শুখো আষাঢ়ে ধারা, শস্যের ভার না সয় ধরা ॥

চৈতে কুয়া ভাদরে বান, নরের মুণ্ড গড়াগড়ি যান

পূর্ণিমার দিন আকাশ পরিষ্কার থাকিলে ও মন্দ মন্দ বাতাস বহিলে সে বৎসর সুফসল হয়, আর এই দিন মেঘ ও জল হইলে সে বৎসর ফসল উত্তম হয় না ভাদ্র মাসের কোনও দিন মেঘ করিয়া যদি বিপরীত বাতাস বহিতে থাকে, তবে সেই দিন নিশ্চয় প্রবল বৃষ্টি হইবে। মাঘমাসে বৃষ্টি হইলে অতি টিকর অর্থাৎ উচ্চ ভূমিতেও ধান্য উৎপন্ন হয় চৈত্রমাসে কুয়াসা

খনার বচন।

পৌষের কুয়া বৈশাখের ফল, যদ্দিন কুয়া তদ্দিন জল ॥
শনির সাত মঙ্গলের তিন, আর সব দিনে দিন দিন ॥

পূর্ণ আষাঢ় দক্ষিণা বয়, সেই বৎসর বন্যা হয়।

বাংলা বামুন বান, দক্ষিণা পেলেই যান।

বর্ষা জ্ঞান।

সাগরে গুঁটি শস্যে ভরা সুখবছরা বসুন্ধরা

কানার ছাতা বুধের মাথায়, ক্ষেতের ফসল্ রা'খব কোথায়।

ও ভাদ্রমাসে বন্যা হইলে সে বৎসর মহা মড়ক হয়। পৌষ-মাসে যে কয় দিন কুয়াসা দৃষ্ট হয়, বৈশাখমাসে ঠিক সেই কয় দিন বৃষ্টিপাত হইবে। যদি শনিবারে আরম্ভ হয় তবে সপ্তাহ, যদি মঙ্গলবারে আরম্ভ হয় তবে তিন দিবস এবং অন্যবারে হইলে সেই দিন মাত্র বৃষ্টি হইয়া থাকে। সমগ্র আষাঢ় মাষ যদি দক্ষিণবায়ু প্রবহমান থাকে, তবে সেই বৎসর নিশ্চয়ই বন্যা হইবে বাদলা বৃষ্টি ও বন্যা দক্ষিণা বাতাসে নিবারিত হয়, আর ব্রাহ্মণ দক্ষিণা পাইলেই নিরস্ত হন।

যে বৎসর সাগরে গুটিকাপাত হয়, সে বৎসর ধান্যাদি প্রচুর উৎপন্ন হইবে। বুধ রাজা ও শুক্র মন্ত্রি হইলে প্রচুর

শনি রাজা, মঙ্গল পাত্র, চষ খোঁড় কেবল মাত্র।

পাঁচ রবি মাসে পায়, ঝরায় কিম্বা খরায় খায়

চৈতে তের শনির ঘরে, কাঠার ফসল কুড়োয় ধরে।

ফাগুণে রোহিণী যত্নে চাই, আগামী বৎসর গণিয়ে পাই
সপ্তমী অষ্টমী হয় ধান, নবমীতে হয় বান।
দশমীতে পাতান খায়, খনা বলে অসংশয়

মধুমাসে প্রথম দিবসে হয় যে সে বার,
রবি চোষে, মঙ্গলে বর্ষে, দুর্ভিক্ষ হয় বুধবার।

শস্য উৎপন্ন হয় যে বৎসর শনি রাজা ও মঙ্গল মন্ত্রি হয় সেবার দুর্ভিক্ষ হইবে এক মাসের মধ্যে পাঁচ রবিবার হইলে সে বৎসর অনাবৃষ্টি বা অতিবৃষ্টি বশত ফসল নষ্ট হইবে। চৈত্র মাসের ১৩ ই তারিখে শনিবার হইলে সে বৎসর অতি অল্প মাত্র শস্য উৎপন্ন হয়। ফাল্গুনমাসে রোহিণী নক্ষত্র যে দিন পড়ে সেই দিনের তিথি বুঝিয়া সম্বৎসরের শুভাশুভ বুঝিতে পারা-যায় উক্ত দিন সপ্তমী বা অষ্টমী তিথি হইলে অতিশয় সুফসল হয়। নবমী তিথি হইলে বন্যাযোগে শস্যক্ষয় হয়, এবং দশমী তিথি হইলে সে বৎসর পাতান অর্থাৎ খড় অতাল্প মাত্রই জন্মে। চৈত্রমাসের প্রথম দিবসে রবিবার হইলে অনাবৃষ্টি, মঙ্গলবার হইলে সুবর্ষা ও বুধবার হইলে সে বৎসর দুর্ভিক্ষ হইবে,

সোম শুক্র গুরুবার, পৃথিবী না স'য় শস্যের ভার

পাঁচ শনি পায় মীনে, শকুনি মহামাংস না খায় ঘৃণে ॥

ডাক দিয়ে বলে মিহিরের স্ত্রী শুন পতির পিতা,
ভাদ্রমাসে জলের মধ্যে নড়েন বসুমাতা
রাজ্য নাশে, গো নাশে, হয় অগাধ বান।
হাতে কাঠা গৃহী ফিরে কিনতে না পায় ধান ॥

ধর্ম্ম করিস্ গো পোয়াতি, দুই ছেলের জন্ম তিথি
শয়ন উত্থান পাশমোড়া, তার মধ্যে ভীমে ছোঁড়া,
পাগলার চৌদ্দ পাগলীর আট, এই ধ'রে বছর কাট

আমে ধান—তেঁতুলে বান।

সোম শুক্র বা বৃহস্পতিবার হইলে অত্যন্ত সু ফসল হয়। চৈত্র-মাসে পাঁচ শনিবার পড়িলে সে বৎসর নিশ্চয় মরক উপস্থিত হইবে ভাদ্রমাসে ভূমিকম্প হইলে বন্যা উপস্থিত হয়, গো মনুষ্যাদি ধ্বংস হয়, এবং অতি দুর্ভিক্ষ ঘটে ধর্ম্মার্থে ব্রত ও উপবাস করিতে হইলে বৎসরের মধ্যে জন্মাষ্টমী, রামনবমী, শয়ন একাদশী, উত্থান একাদশী, পার্শ্বপরিবর্ত্তন একাদশী ও ভীম একাদশী এবং শিবচতুর্দ্দশী ও মহাষ্টমী এই অষ্ট দিবস রক্ষা করিলেই গৃহস্থের সকল মঙ্গল হয় যে বৎসর আম্র অধিক জন্মে সে বৎসর ধান্যও প্রচুর জন্মিবে, এবং যে বৎসর

যদি না দেখ আষাঢ়ে বৃষ্টি, তবে না হবে কাঁঠালের সৃষ্টি ॥

বিবিধ জ্ঞান ও গণনা।

আয়ুজ্ঞান।

নরা গজা বিশে শ'য়, তার অর্দ্ধেক বাঁচে হয়।
বাইশ বলদা, তের ছাগলা, তার অর্দ্ধেক বরা পাগলা।

সাত পাঁচ তিন কুশল বাত, নয়ে একে হাতে হাত,
কি করিবে ছুটে চটে, কার্য্য নষ্ট হয়ে অ'টে

অগ্রহায়ণ মাসে বৃষ্টি না হয়, সে বৎসর কাঁঠাল ফল অতি দুষ্প্রাপ্য হইবে।

মনুষ্য ও হস্তির পরমায়ু ১২০ বৎসর, অশ্বের আয়ু তাহার অর্দ্ধপরিমিত ৬০ বৎসর এবং বৃষের ২২ ছাগের ১৩ ও বরাহের ৬½ বৎসর ৬ মাস মাত্র।

প্রশ্নকর্ত্তা ও শ্রোতা এই উভয়ের নামাক্ষর যত অঙ্ক হয় তাহার সহিত বার তিথি নক্ষত্র ও তারিখের অঙ্ক যোগ করিয়া সমষ্টিকে ১০ দিয়া হরণ করিলে সাত পাঁচ বা তিন যদি অবশেষ থাকে তবে কুশল এবং যদি চারি বা ছয় অধিক হয় তবে প্রশ্নের কিছুই ফল হইবে না বুঝিবে।

চন্দ্রগ্রহণ।

যে যে মাসের যে যে রাশি, তার সপ্তমে থাকে শশী।
সে দিনে হয় পৌর্ণমাসী, অবশ্য তার রাহু গ্রাসী।
দুই তিন পাঁচ ছয়, একাদশে দেখ্‌তে হয়।

তিথি গণনা।

খালি ছাগ্‌লা বৃষে চাঁদা, মিথুনে পূরিয়ে বেদ।
সিংহে বসু কর কি ব'সে, আর সব পূরিবে দশে

নক্ষত্র গণনা।

মাস নখতা তিথিযুতা, তা দিয়ে হর বে'পুতা,
আঁধারে দশ আলোতে এগার, ইহা দিয়ে নক্ষত্র সার।

আয়ুর্গণনা

কিসের তিথি কিসের বার, জন্ম-নক্ষত্র কর সার॥
কি কর শ্বশুর মতিহীন, পলকে জীবন বার দিন

যদি পূর্ণিমার দিন মাসাধিষ্ঠিত রাশির সপ্তম রাশিতে চন্দ্র থাকেন তবে অবশ্যই সেই দিন গ্রহণ হয়। গ্রহণ দিনে যে যে ব্যক্তির চন্দ্র দ্বিতীয়, তৃতীয়, পঞ্চম, ষষ্ঠ বা একাদশ স্থান স্থিত থাকে তাহাদিগের গ্রহণ দর্শনে শুভ হয়

মেষে শূন্য, বৃষে ১, মিথুনে ৪, সিংহে ৮ ও অপরাপর মাসে ১০ মাসাঙ্ক হইবে—তিথি গণনা দেখ

মাসনখতা মাসাধিষ্ঠিত নক্ষত্র, যেমন বৈশাখে বিশাখা,

দম্পতির মৃত্যু গণনা।

অক্ষর দ্বিগুণ চৌগুণ মাত্রা, নামে নামে করি সমতা,
তিন দিয়ে হ'বে আন, তাতে মরা বাঁচা জান।
একে শূন্যে মরে পতি দুই থাকিলে মরে যুবতী

গর্ভস্থ সন্তান গণনা।

বাপের পৃষ্ঠে দিয়ে বাং, পেটের ছেলে গ'ণে আন
নামে মাসে ক'রবে এক, আটে হ'রে সন্তান দেখ।
এক তিন থাকে বাণ, তবে নারীর পুত্র জান।
দুই চারি থাকে ছয়, অবশ্য তার কন্যা হয়।
যদি থাকে শূন্য সাত, তবে নারীর গর্ভপাত

গ্রাম গর্ভিণী ফলে যুতা, তিন দিয়ে হর পুতা
একে সুত দু'য়ে সুতা, শূন্য হইলে গর্ভ বৃথা
এ-কথা যদি মিথ্যা হয়, সে ছেলে তার বাপের নয়॥

যত মাসের গর্ভ, নারীর নাম য অক্ষর
যত জন শুনে পক্ষ দিয়ে এক কর।
সাতে হরি চন্দ্র নেত্র বাণ যদি রয়।
ইথে পুত্র পরে কন্যা জানিও নিশ্চয়।

নামে মাসে ক'রে-এক, তার দ্বিগুণ ক'রে দেখ্।
সাতে পূরি আটে হরি, সমে পুত্র বিষমে নারী

যাত্রার শুভাশুভ গণনা।

তিথি বার নক্ষত্র মাসের যত দিন,
একত্র করিয়ে সব সাতে কর হীন।
একে শুভ দুয়ে লাভ তিনে শত্রুক্ষয়,
চতুর্থেতে কার্য্যসিদ্ধি পঞ্চমে সংশয়
ষষ্ঠেতে মরণ হয়, শূন্যে হয় সুখ,
এ দিনে করিলে যাত্রা কভু নহে দুখ

দ্বাদশ অঙ্গুলি কাঠি, সূর্য্যমণ্ডলে দিয়া দিঠি
রবি কুড়ি সোমে ষোল, পঞ্চদশ মঙ্গলে ভাল।
বুধ বৃহস্পতি এগার বার শুক্র শনি চৌদ্দ তের।
হাঁচি জেঠি পড়ে যবে, অষ্টগুণ লভ্য হবে।

রবি গুরু মঙ্গলের ঊষা, আর সব ফুস ফাসা

মঙ্গলের ঊষা বুধে পা, যথা ইচ্ছা তথা যা

যাত্রা গণনায় কেহ বা ইষ্ট দিনের নক্ষত্র কেহ বা যাত্রিকের জন্ম দিনের নক্ষত্র গ্রহণ করিয়া থাকেন

দ্বাদশ অঙ্গুলি কাঠি সূর্য্য কিরণে ধারণ করিলে ঐ 'রবি কুড়ি সোমে ষোল' প্রভৃতি রূপ বার-নির্দ্ধারিত অঙ্গুলি পরিমাণে ছায়া যখন পরিদৃষ্ট হইবে তখনই যাত্রার অতি শুভক্ষণ বুঝিবে, ইহাতে বাধা পড়িলেও বিপদ নাই

উষার লক্ষণ

ডাকয়ে পক্ষী না ছাড়ে বাসা,
উড়িয়ে বৈসে খাবে করি আশা।
ফিরে যায় নিজালয় না পায় দিশা,

উঠে পড়ে খায় না, তখনি কেন যায় না।

যাত্রার লক্ষণ।

শূন্য কলসী শুক্‌না না, শুক্‌না ডালে ডাকে কা'
যদি দেখে মাকুন্দ চোপা, এক পা না যেও বাপা
খনা বলে এরেও ঠেলি, যদি সম্মুখে না দেখি তেলী

ভরা হ'তে শূন্য ভাল যদি ভরিতে যায়,
আগে হ'তে পিছে ভাল যদি ডাকে মায়।
মরা হ'তে তাজা ভাল যদি মরিতে যায়,
বাঁয়ে হ'তে ডাইনে ভাল যদি ফিরে চায়।
বাঁধা হ'তে খোলা ভাল মাথা তুলে চায়,
হাসা হ'তে কাঁদা ভাল যদি কাঁদে বাঁয়

যাত্রাকালে শূন্য কলসী নৌকা, শুষ্ক শাখায় কাকধ্বনি, মাকুন্দ বা অতিশ্মশ্রু ব্যক্তি ও তৈলবিক্রেতা দর্শন হইলে কদাপি যাত্রা করিও না।

জন্মলগ্নের শুভাশুভ গণনা।

খনা বলে, শ্বশুরের পো, কোন্ লগ্ন লিখ।
লগ্নের সপ্তম ঘরে কোন্ গ্রহ দেখ।
আছে শনি সপ্তম ঘরে, অবশ্য তারে খোঁড়া করে
রবি থাকিলে ভ্রমায় ভূ-খণ্ড, চন্দ্র থাকে ধরে নবদণ্ড
মঙ্গল থাকে করে খণ্ড খণ্ড, অস্ত্রাঘাতে যায় তার মুণ্ড।
বুধ থাকে বিদ্বান করায়, গুরুশুক্র থাকে বহু ধন পায়।
লগ্নে আঁকা লগ্নে বাঁকা লগ্নে থাকে ভানুতনুজা।
লগ্নের সপ্তমে অষ্টমে থাকে পাপ, মরে জননী পীড়ে বাপ।

———

সূর্য্য কুজে রাহু মিলে, গাছের দড়ী বন্ধন গলে।
যদি রাখে পারে ত্রিদশনাথ তবু সে খায় নীচের ভাত॥

ডাকের কথা।

—*—

খনার বচনের ন্যায় মধ্যে মধ্যে আর এক শ্রেণীর শ্লোক সাধারণে প্রচলিত দৃষ্ট হয় ইহাকে ডাকের কথা কহে। এই সকল শ্লোকের ভণিতায় 'ডাক' শব্দের ব্যবহার ও কুত্রাপি 'ফুট ভাষে ডাক গোয়ালা' প্রভৃতি জাতিনির্ণায়ক চরণ ভিন্ন অন্য উপায়ে কবির উদ্দেশ বা জীবনী লাভের কোনই সম্ভা-

লগ্নের সপ্তমগৃহ দর্শন করিয়া জাতকের জীবনফল জ্ঞান —কোষ্ঠি প্রকরণ দেখ।

বলা নাই। যাহাই হউক, গোপ কবি যে একজন অসাধারণ ধীশক্তি সম্পন্ন সুনিপুণ প্রবীণ সংসারী ছিলেন এবং জ্যোতির্বিদ্যায় যে তাঁহার ভূয়োদর্শিনী তীক্ষ্ণ প্রতিভা ছিল, তাঁহার মুখ নিসৃত, 'ডাকের কথাই' তাহার প্রদীপ্ত প্রমাণ। পাঠকগণের বিনোদনের নিমিত্তই হউক আর সাধারণের অবশ্য প্রয়োজনীয় সাংসারিকী নীতি শিক্ষার্থেই হউক, ডাকের কথা বহু আয়াসে সংগৃহিত ও যথাযথ * উদ্ধৃত হইয়া নিম্নে প্রকাশিত হইল

পো পোয়াতির কথা। †

জন্ম মাত্র বলে ডাক, পো এড়িয়া পোয়াতি রাখ।
ধুইয়া পুছিয়া দিহ কোলে, যবে ফুল নামিবে তালে
নাভি ছেদ করিয়া দিহ জয়, বলে ডাক এস ভাল হয়।
সচল কাচা নিচল খুঠা, যদি পোয়াতি চাহসি খুটা
এক কাঠে নাড়ি ঝাড়ি, দুই কাঠে ফুক্ পাড়ি,
তিন কাঠে করিয়া এক, চারি কাঠে দিহ সেক
দ্বিতীয় উপাসে দিহ আড়াজা, তবে উঠে পোয়াতির মাজা।
বিবেচনে দিহ পথি তবে হবে পোয়াতির গতি

---

* নিতান্ত অপ্রসিদ্ধ অংশ ও কূটার্থপূর্ণ কবিতা কোথাও পরিত্যক্ত কোথাও বা কথঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে

† অধিকাংশস্থান অতি সহজ বোধ্য ব অতি দুর্ব্বোধ্য গ্রন্থবাহুল্য ভয়েই হউক আর অক্ষমতা প্রযুক্তই হউক অতিকূটার্থের ভার অগত্যা পাঠকবর্গের বিদ্যাবত্তার মস্তকে সমর্পিত করিয়া এ যাত্রা গ্রন্থকার দায়ীত্বের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিলেন।

চা'তি চুন্তি ওঁন পো'য়া'তি, ডা'ক বলে হবে পো'যের গতি।
যবে মায়েব বাখিব জীব, শকতি কবিয়া ঔষধি দিব।
ঝিটিব মূল বৃহতীর বিচি, মাতৃকে দিহ শিলে সিচি।
অপরাজিতা ঈশবমূল, পবশু দিব দশমূল
কেহো ছাওয়াল না দেখিব, কোণের ভিতব শোয়াইযা থোব।
লোক শোয়াইব চাবিপালে, আঁধারে ছাওয়াল শোয়াব কোণে।
আপনা অপহর দিব, তখন তখন মতি কবিব।
সে সি ভালি কুশলানি, যে পোয়াতিকে পিত্তে না দেয় পানি।

সতী—অসতীর কথা।

(সতী)

মা'র মায়াতি, পুতার দযা, আলের পিরিত, তলের ছাযা,
নটীর সুরত চেড়ীর সেবনা।
সেই সে ধেয়ান, সেই সে জেয়ান, সেই বিনে ন জীয়ে পবাণ,—
এই সে সতী—আব ত কেহি না॥

অলক্ষণা

অতি দিঘলী হয় বাঁড়ী, নির্ব্বন হয় ক্ষাড়া গুড়ী
পিঙ্গল আঁখি,চপলমতি, ওষ্ঠ ডাগব অলক্ষণ অতি।

প্রেটু পিট উচ্চ ললাট, তা দেখিয়া ছাড়িহ বাট।
দেবর বধে স্বামী মারে, ডাক বলে আর কিবা করে।

নাক্ বাজ যার নিদ্ গহলে, রুষ্য ভাষে, দুষ্য বলে
ভূমি কাঁপে পায়ের ঘায়ে, তার আযতি ক'দিন রহে।

(অসতী)

বলে ডাক শুন সার, পরের ঘরে উপজে জার॥

যাহার বহু ঝি দূরে যাতি, নিকটে যাহার বৈঠে অসতী
কথা কহিতে করে হাস, বলে ডাক জার নিজ্জাস।

ধোবিনী মালিনী গোয়ালিনী, ছাতানিনী লইয়া রস কাহিনী
কন কথা হাসি সার, ডাক বলে নিজ্জাস জার।

ঘরে আথা বাইরে রাঁধে, অল্প কেশ ফুলিয়ে বাঁধে।
ঘন ঘন চায় উলটে ঘাড়, ডাক বলে এ নারী ঘর উজাড়।

পানি ফেলিয়া পানিকে যায়, আন পুরুষে আড়ে চায়।
বাতি বুলে গীতি গায়, ডাক বলে ডেকে কে রাখে তায়॥

ওড়ন কাড়ে বলে সানে, পা বাড়ায় ধীর মনে।
তাহাকে না বলিহ সতী, স্বরূপে সে দুষ্টমতি।

রাণ্ডী হইয়া ভোগ লাগাই,
ডাক বলে তারে আগে আগলাই

ছাঁসিয়া চাহে আউড দৃষ্টি, বলে ডাক সেই সে নষ্টী।

দূরে হইতে শুন দনিশে, বলে ডাক ছেনারি আইসে

নিযড় পোখরি দূরে যায়, পথিক দেখিয়া আউড়ে চায়।
পর সম্ভাষে বাটে থিকে, ডাক বলে এ নারী ঘরে না টিঁকে।

যত হয় কলা কাপাসে, তত হয় সবিষা সাসে।
যথা কলা কাপাসে বাড়ি, তথা লুব্ধ বহু-ঝিবারি।
ফুট ভাষে ডাক গোয়ালে, কলা কাপাস আভিহস্তালে

যার ঘরে নেই ঢেঁকি মুষল, তার বহুঝির নেই কুশল॥

অলক্ষণা দুষ্টা নাবী, পতি কেন নয় ভিখাবী

ধর্ম্ম-অধর্ম্মের কথা।

ন্যায় হারিলে বড় লাজ, বলে ডাক ন্যায় সাজ।

যে নারী বিধবা হইয়া ভোগবিলাসিনী হয়, তাহার চরিত্র রক্ষার্থে বিশেষ যত্নের প্রয়োজন। যে নারী সর্ব্বদা হাস্যমুখী ও কটাক্ষ বিশিষ্টা সে দুষ্টপ্রবৃত্তি হয়. ধার্ম্মিক হইতে হইলে,

বৃন্দা বুঝিলা এড়িব লুণ্ড, আগল হইলে বারিব তুণ্ড

জেনে শুনে মিথ্যা বলে তার দোলা নরকে দোলে।

সজ্জন পীড়ে গরু মারে, পরের নারী স্থাপ্য হরে,
বার বৎসর ভিক্ষা মাঙ্গে, শেষ ভ্রমিয়া নাহে গাঙ্গে,
প্রায়শ্চিত্ত করিয়া যায়, যাহারি পাপ তাহারি গায়।

স্বর্ণ ভূমি কন্যা দান বলে ডাক স্বর্গে স্থান।

গাছ রুইলে বড় কর্ম্ম, মণ্ডপ দিলে বড় ধর্ম্ম।

অন্নবস্ত্র তিলেক বাট, ঘাট বাট পোখরি কাট,
ডাক গোয়ালে ফুট গায়, তার নিয়ড়ে যম না যায়।

ধর্ম্ম করিতে যবে জানি, পোখরি দিয়া রাখিব পানি।

প্রথমেই স্থায়পরায়ণতা শিক্ষা করিতে হয়। যে ব্যক্তির বাক্য ও আলাপ সংযত সে অধার্ম্মিক নহে।

যথার্থ কথার অপলাপ ধর্ম্মদ্রোহীর নিদর্শন সজ্জন পীড়ন, গো ঘাতন, পরস্ত্রী হরণ ও ন্যস্তধনের অপলাপ, এই কয়েকটী পাপ করিলে, পাপী যদি মুক্তিকল্পে দ্বাদশ বৎসর ভিক্ষাবৃত্তি, তীর্থস্নান ও বহুপ্রায়শ্চিত্ত করে, তথাপি কৃতপাপের মোচন হয় না ছায়া পাদপের রোপণ ও শান্তি মণ্ডপের স্থাপনা, মহা

ধর্ম্মে ডর অধর্ম্ম কর, পরধন পরনারী হর।

সু-গৃহিণী—কু-গৃহিণীর কথা।

—*—

সু গৃহিণী।

মিঠ রান্ধে সরু অকাটে, সে গৃহিণীতে ঘর না টুটে,
চড়কা পীড়ি চড়ক ধুতী, রান্ধে বাড়ে গায় না লাগে কাতি।
অতিথ দেখিয়া মরে লাজে তবু তার পূজায় সাজে
সুশীলা, শুদ্ধ বংশে উৎপতি, মিঠা বোল, স্বামীতে ভকতি।
রৌদ্রে কাঁটাকুটার রান্ধে, খড় কাট বর্ষাকে বান্ধে।
আয় বায় করে শাশুড়ী পূজে, সর্ব্বকাল স্বামীকে ভজে।
কাথে কলসী পানিকে যায়, হেট মুণ্ডে কাংকাহো না চায়।
যেন যায় তেন আইসে, ডাক বলে গৃহিণী সেই সে।

পুণ্যপ্রদ। পরধন ও পরনারী এই দুয়ের হরা অধর্ম্মের সার স্বরূপ

যে গৃহিণীর রন্ধন সুমধুর ও কুট্রন পরিপাটী হয়, এবং রন্ধন-কালে উচ্চ আসন ও দা ... দীর্ঘ বস্ত্র ব্যবহৃত হয় ও গাত্র কলঙ্কশূন্য থাকে যে না ... শুদ্ধ বংশে জন্ম, স্বামীর প্রতি ভক্তি, শশ্রূ আদি গুরু ... প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা ও পরিণাম দর্শিত, প্রভৃতি সদ্গুণ ... যার ভূষণ সেই নারীই সংসারের লক্ষ্মীস্বরূপিণী—যথায় ...

কু গৃহিণী

গৃহিণী হইয়া রূপে বুলে, স্বামীর পীড়ি পায়ে ঠেলে
প্রভাতকালে নিদ্রা যায়, বাসি শয্যা সূর্য্য পায়
উদয়ে ছড়া, সাঁজে ভাড়া তা গৃহিণীর মুখ পোড়া।
যে গৃহিণী আয়ুদড় মুণ্ডী, খায় দায় না পালে হাণ্ডী
ফেলায় খায়, চায় প্রচুর, বলে ডাক নিকালহ দূর
উচিত বলিতে পাড়ে গালি, পোয়ে ঝিয়ে হয় বেআলি।
কান্দনা শুনিয়া বাহির না হয়, নাটে গীত ধাইয়া যায়।
ভাল খায়, আর না বুঝে বোল বলিতে উত্তর যুঝে।
রৌদ্রে বান্ধে কাটে খড়ে, বর্ষাকালে চাল আঁচড়ে
ওদ হাতে কাড়ে লবণ, গুরু গরাসে করে ভোজন
অতিথ দেখিলে কুপিত হয়, পো চেড়িকে প্রবল কয়।
না বুঝে হিয়ার হাসিকান্না, সে গৃহীর কেন ঘরকন্না

যে গৃহিণী রূপের পারিপাট্যে বিব্রত থাকে, স্বামীর প্রতি ভগ্নপ্রীতি প্রদর্শন করে, প্রভাতকালে নিদ্রা যায়, সাময়িক কার্য্য অবহেলা করে গৃহের পারিপাট্য রক্ষায়, কর্ত্তব্যক্রিয়াপালনে, ব্যবহারে ও সম্ভাষণে, এবং সমুদয় সর্ব্বথংপাল্য সাংসারিক রীতিনীতির প্রতিপ্রয়োগে বা অনুসরণে ঔদাস্য পরায়ণা বা বিপরীত ভাবাপন্ন হয়, এবং যে নারী গুরুগাসে ভোজন ভোজনোপবিষ্টা হইয়া লবণাদি গ্রহণ, অতিথির প্রতি পরাঙ্মুখ ভাব প্রদর্শন ও পুত্রভৃত্যাদির প্রতি কটু সম্ভাষণ করে এবং যে নারী পতির মনোবৃত্তির অনুসারিনী না হইয়া যথেচ্ছাব্যবহার-পরায়ণা হয় সেই নারীর স্বামীর গৃহধর্ম্ম বৃথা।

যাত্রা অযাত্রার কথা।

—*—

সু যাত্রা

বার অঙ্গুলি বুড় প্রমাণ, বিনি গণকে যাত্রা জ্ঞান
শুভক্ষণ সাহসি কিসে, বলে ডাক যাত্রা ভাষে
রবি কুড়ি শনি পনের মঙ্গল একুশ যোড়।
বুধ চৌদ্দ শুক্র শনি যব বার বার।
হাঁচি জেঠি যে জন বারে, বিঘ্নের সময় সে জন তারে।
হাতে ভাতে মঙ্গল গায়, হুলাহুলি পড়ে আগে যায়।
চলহ ডাক পড়ে পাছে, আইস ডাকপেড়ে আগে
ডাক হুগ্রমাল যাত্রা কয়, দোলা ঘোড়া ছাৎ পায়।
ছুচ, কলসী, বাটের তিলি গমনকালে না যাব কেলি
দাপে যায় পাঁচ কোশ, আপনি গেলে কিসে মোর দোষ।
রবি শুক্র পূর্ব্বদিক্, সোম শনি যব পশ্চিম দিক্
মঙ্গলে গেলে দক্ষিণ দিশ, উত্তরে গুরু করিব শীষ

দ্বাদশ অঙ্গুলি পরিমাণ শঙ্কু (কাঠি বা গোঁজ) দ্বারা যাত্রার শুভক্ষণ নির্ণয় খনার বচন দেখ এরূপ যাত্রায় যাত্রিকের দোলা ঘোড়া ছাৎ অর্থাৎ ছত্র ও যান (সৌভাগ্য) লাভ হয়। যাত্রাকালে ভোজন (হস্তস্থিত অন্ন) দর্শন ও হুলাহুলি—মঙ্গল ধ্বনি অতি শুভপ্রদ; পশ্চাৎ হইতে আহুত হইলে শুভ ও সম্মুখ হইতে আহুত হইলে অশুভ হয় শূন্য (ছুচ) কলসী ও তৈলবিক্রেতা সন্দর্শন অশুভ জনক হয়। যদি পূর্ব্বদিকে রবি ও শুক্রবারে, দক্ষিণদিকে মঙ্গলবারে, পশ্চিমদিকে সোম ও

এ যাত্রায় যে পা বাড়ায়, ঘরের লক্ষ্মী লইয়া যায়
রবি তাম্বুল সোম দর্পণ, ধরণী চাপিয়া ভূমিনন্দন।
বুধ দুগ্ধ, দধি গুরুবারে চাই, শুক্রে সর্ষা, শনি মীন পোড়
খাই
পাছু যে উলটিয়া চাহে, তবে দ্রব্য কভু না হারাবে
শরের মাথায় দিয়া পা, যথা ইচ্ছা তথা যা
কি তোর বার নক্ষত্রে কাজ বিহান হইলে সম্বল সাজ।
ঊষা যোগে যে জন যায়, ডাকবলে সিদ্ধি সেই সে পায়
কাক রটে ভূমে না পড়ে, গাছে উড়িয়া গাছে পড়ে
হাতের লোম না দেখে যবে, বলে ডাক ঊষা তবে ॥

কু যাত্রা।

পাছে আগু কহি আসি, ডাকে বলে আর না আসি

শনিবারে এবং উত্তরদিকে বৃহস্পতিবারে এই প্রক্রিয়ানুযায়ী যাত্রা করা হয় তাহা হইলে, যাত্রিকের লক্ষ্মীলাভ অর্থাৎ বিশেষ কুশল হয়। রবিবারে তাম্বুলসেবী হইয়া, সোমবারে দর্পণে মুখবিম্ব দেখিয়া, মঙ্গলবারে মৃত্তিকায় পদাঘাত করিয়া এবং বুধ বৃহস্পতি শুক্র বা শনিবার হইলে, যথাক্রমে দুগ্ধ দধি সরিষা ও মৎস্য সেবন করিয়া যাত্রা করিলে অশুভ খণ্ডন হয়। যাত্রাকালে পশ্চাৎ ভাগে দর্শন করিলে সে যাত্রায় কখনও ক্ষতি হয় না। যে সময়ে পক্ষীগণ (কাক) বৃক্ষোপরি উপবিষ্ট থাকিই রব করিতে থাকে, মৃত্তিকায় অবতরণ করে না এবং হস্তের লোম স্পষ্ট দৃষ্ট হয় না সেই সময়কেই ঊষা কহে। ঊষা যাত্রা সর্বত্র প্রশস্ত। যদি কেহ পশ্চাৎ হইতে অগ্রভাগে

কাক নাক ফণি মাকড় গোধা সমুখে দেখিতে পাইক বাধা।
চাল ঠেকি মাথায় যাক্, সে যাত্রায় তায় (না) যায় বাথ।
পাবে দশি ঠেকি উফড়িয়া পড়ে, বলে ডাক কাল তার নিয়ড়ে।
কাঁটা বাজে সম্মুখে তেলি, বাপের ঘর না যাব ফেলি।
শুখান কাটে বটে কাউ, ভাঙি দাপুনি দেখে লাউ।
যোগী আদ্য ছুছু কলসী, তা দেখিলে ঘর না আসি
রাঙা কাপড় আগে সগুনি, লাওা মুণ্ডা বাজুনা শুনি।
ডাহিনে শিয়াল-কুকুর আগে, বলে ডাক এ যাত্রা তখন ভাগে।
কান্দে মড়া দেখিয়া মিলাইয়া আইসে, ডাক বলে এ যাত্রা ঘর না আইসে।
দৈবে কদাচিৎ বাথে যারে, ডাক বলে সে না নিস্তরে
মেষে চৌঠা তিথি নক্ষত্র জ্ঞান, ডাক বলে এই সপ্তীমান।

উপস্থিত হইয়া আহ্বান বা সম্ভাষণ করে তবে সেই যাত্রায় যাত্রিকের আত্মবিনাশের কারণ উপস্থিত হয়, এবং সম্মুখে যদি সর্পাদি প্রাণী দৃষ্টিগোচর হয়, তবে তাহা বিপুল বাধা প্রকাশক হয়। গৃহচ্ছাদ (চাল) প্রভৃতি পদার্থ বিশেষে মস্তক প্রতিহত হইলে, সেই যাত্রা যাত্রিকের নিধনস্বরূপ হয়। বস্ত্রাঞ্চল দ্বারা পদ প্রতিহত হইলে যাত্রিকের মৃত্যু আসন্ন হয়। শুষ্ক কাষ্ঠে কাকধ্বনি, পদযুগে বাধাপ্রাপ্তি ও তৈলিকের দর্শন হইলে সে যাত্রায় কোথাও গমন করিও না শ্রাদ্ধ, যোগী, রোগী, শূন্য কলসী, রক্তবস্ত্রা স্ত্রী, মুণ্ডিত মস্তক ব্যক্তি ও রোদন শব্দ এবং দক্ষিণ ভাগে শৃগাল, কুকুর ও শবদেহ এ সকল দর্শন হইলে সে যাত্রায় যাত্রিকের নিশ্চিৎ মৃত্যু হয়

সোম শনি যব পুবে বাধে, আঙ্গারে উত্তর যাত্রা বাধে।
পশ্চিমে শুক্র রবি মারে দক্ষিণে গুরু নির্ম্মূল করে।
রবি অনুরাধে কার্য্য নহি যে সোমে আষাঢ়া মরণ উপজে
শতভিষা মঙ্গলবারে, বুধে অশ্বিনী নহি নিস্তারে।
সুরগুরুবারে মৃগশিরা নষ্ট মঘাশ্লেষা কার্য্য বিনষ্ট।
হস্তা লইয়া শনিবারে যায়, ফুটভাবে ডাক মরণ গায়

বারি-বর্ষার কথা।

যবে পানি বরিষে ধাবে, কিছু পুছসি জ্যোতিষ সাবে।
চৈত্রের শীত দৈগল কোন বারে, অর্ক শীতল ধ্রুব অন্ধকারে
সোমে আপার মহিসুতে আর্কসানে, ববিয়া বুধ শুক্র-
শুক্রবারে
মেদিনী পাতি মিশাবে বষ, নানা শস্য শালি উদয়।
ছাড়বে পৌষে চৈত্রের যোখা, আষাঢ়ী শুক্ল নবমীরলেখা।
আষাঢ়ে নবমী বর্ষে ফুঁই, তবে পর্ব্বতে ধান কই
যদি হেসে বসে পাটে, কৃষীব গরু বিকোয় হাটে।

সোম ও শনিবারে পূর্ব্বদিকে, মঙ্গলবারে উত্তর দিকে রবি ও শুক্রবারে পশ্চিমদিকে এবং বৃহস্পতিবারে দক্ষিণ দিকে গমন করিও না

রবিবারে অনুরাধা নক্ষত্রে, সোমবারে উত্তরাষাঢ়া ও পূর্ব্বাষাঢ়া নক্ষত্রে, মঙ্গলবারে শতভিষা নক্ষত্রে বুধবারে অশ্বিনী নক্ষত্রে বৃহস্পতিবারে মৃগশিরা নক্ষত্রে, শনিবারে হস্তা নক্ষত্রে এবং যে কোনও দিনে অশ্লেষা বা মঘা নক্ষত্রে কুত্রাপি যাত্রা করিও না

ধন্থ ছাড়িয়া মকরেতে যায়, তাতে বরিষা অবশ্য করায়
মীন ত্যজিয়ে বৈশাখে জাড়, মেঘ বরিষে না পূরে গাড় ।
মাঘ মাসে ক্ষেতে পানি, তবে মন্দ বরিষা জানি ।

জীবন মরনের কথা ।

কোষ্ঠী বিচার ।*

তুঙ্গাতুঙ্গে কি মোর কাজ, যোগাযোগে পাড়োঁ বাজ ।
লগ্নচাঁদ দেখে সমুহে, তাব কোষ্ঠী ফেলাহ গুহে ।
সাতেঁ আঠোঁ খোঁড়া কুজা, সাতোঁ থাকে যবে ভাঁনুজা
চৌঠোঁ কুজা পাচোঁ স্থানে, তাহার কোষ্ঠি ফেলাহ বাগ্নে ॥
হুভিতে কুজা মাঝে লগা, তাহাব কোষ্ঠী ছেদযোগা ।
ত্রিভুবনে না যায় রাখ, কাক ফাক্ শিয়ালে খায় তাক ।
লগ্নস্থানে থাকে আঁকা, তাবে কহিব অগ্নির শঙ্কা ,
যবে মঙ্গল সাতোঁ ঘর, তাবে কহিব মেঘনাদের ডর
কুজার ঘরে শুক্রাব বাস, নানা বিত্ত করে নাশ
যদি ভৃগু দেখি কু সাথে, কি কহিব সে না পুতে ।
সাযের লগন সায়ের চাঁদ, জলে তাকে পাতে ফাঁদ
খোঁড়া কুজা দেখে যবে, জলে পশিয়া মরে তবে
বাপে পোয়ে যাহার সঙ্গ, তাহার কোষ্ঠীতে না বর রঙ্গ ।
যদি হয় ক্ষিতির নাথ, তবু সে খায় নীচের ভাত
লগ্নে শুক্রা লগ্নে কুজা, লগ্নে থাকে ভানুতনুজা

---

* শিক্ষার্থী পাঠকবর্গের অনুশীলন শক্তির সহায়তার নিমিত্ত অবিকল প্রকাশিত রহিল

সাতোঁ যবে ঘোড়া চাহে, সাতোঁ দিনে যমঘরে যাহে।
চারি সাগরে যবে মেলা, তাহার কোষ্ঠীতে না কর হেলা
আছে যোগ হয় সিদ্ধি, অল্পকালে পায় নিধি।
চারি সাগরে রাহুর মেলা, তাহার যাচে ছাতা দোলা।
লগনচাঁদে দেখিক শুভা, নৃপতি তুল্য হয়, প্রভা।
কিতোঁ চারি লাতাপাতা, তৃতীয় পাত্র ধনিক ছাতা।
শুভ দৃষ্টি নাহিক মূল্য শেষি কোষ্ঠী নৃপতি তুল্য।
বাপে পুতে যাকে দেখে, তার বাপে তাকে না রাখে॥
সাতোঁ কুজা দেখে যবে, বাঁশের আগে শুকায় তবে।
লুগ্নচাঁদা বেদ বাখানে, বিনি পড়িয়া আখর জানে॥
নহে রাজা, পাত্র নিধি, বসিল ঠাঞি সাধে সিদ্ধি
রিপু নিধনে থাকে চান্দ, জলে বসিয়া পতিক ফাঁন্দ।
যদি বাপ তাহে দেখে, ঝাঁটা মারে কেহ না রাখে।
যদি সাতোঁ থাকে পাপ, মারে জননী পীড়ে বাপ।
সাতোঁ শনি রবি দো আজোঁ, মঙ্গল সাতোঁ বুধতে আজোঁ
যদি লগ্নে বারহ চান্দ, প্রসব হইয়া বসিয়া কান্দ
মকর মঙ্গল এক ঘরে সঙ্গে, কুম্ভে ঘোড়া থাকে আগে।
কন্যায় বুধে হয় যবে বলে ডাক রাজা তবে।
যত তত লগনে কয়, উচ্চে বৃহস্পতি চাঁদ গরুয়া
আঠে মীন কামিনী মন্মথ, উচ্চ শনি যবে লক্ষ সমর্পয়।
মকরে মঙ্গল লগনে আতা, অবশ্য সে পায় দোলা ছাতা।
চান্দ বৃহস্পতি এক ঘরে থাকে, তাহার মা প্রসবে সুখে।
চান্দ দশমী মঙ্গল ষষ্ঠীয়, রাহু ষষ্ঠা শতেক জীব
চান্দ যবে লগনে দেখে, আপনি লক্ষ্মী পায় সুখে।

মেষের সাযেব্ হয় লগন, অশেষ দোষ করে ভঞ্জন।
শুভ গ্রহ দেখিক যবে, বলে ডাক রাজা তবে
বসহ কুলীর বলে বশঠোঁ, বৃহস্পতিই তুরঙ্গ পইঠোঁ।
কেন্দ্রী বৃহস্পতি ইঠোঁ, বহুক তুরঙ্গ সিহানে বৈঠোঁ।
খোঁড়ার ঘরে সুজার বাস, নানা বিও করে নাশ
কুজা ডাকে মকর ঠাঁই, হারাইল থাকে রাজ্য পাই
সাতের ঘরে লগনে চান্দ, পানির ভিতরে পাতিক ফান্দ
সাতোঁ খোঁড়া দেখে যবে, জলে পশিয়া মরে তবে।

ষড়ষ্টক।

মকর মিথুনে নাহিক সঙ্গ, মেষে ঝিয়ে আবশ্য ভঙ্গ
ধনুক টঙ্কারে বগদা মারে, কুম্ভ দেখিয়া কাঁকড়া হারে

সঞ্জীবনী

শুভের কুম্ভের বান্ধি, মীন মিথুনে নাহিক সন্ধি
কার্ত্তিক চৈত্র লইয়া আষাঢ়, দেহের শুদ্ধি করিব পাখাল।
কার্ত্তিকে ওল, মাঘে বেল, পৌষে কাঁজি, মাঘে তেল॥
ফাগুনে আদা, চৈত্রে তিতা, বৈশাখেতে নিম্নাম্বিতা।
জ্যৈষ্ঠে ঘোল, আষাঢ়ে দহি, ভাদ্রে তাল, শ্রাবণে খহি
আশ্বিনে ভখিবে শশা, সঞ্জীবনী বারমাস্যা।
রাত্রি শেষে পানি পীয়ে, বলে ডাক সে নর শতেক জীয়ে॥

সামান্য কথা।

মাঘ নাশে ঘন চাষে, কুলবধূ নাশে প্রবাসে।
আম্বর নাশে নিত্য গমনে, যো নাশে ঘন পবনে।

নষ্ট গুয়া দক্ষিণ বাবে নষ্ট ঝি দোচারিণী মায়ে।
নষ্ট বহু পরের ঘরে, পুত্র নষ্ট যে পরদার করে

বুড়া গরু, বস্ত্র পুরাণ চোরা গাই, গাঁথিচুরা ধান।
ডাক বলে সেই সিয়ান্, ইহা বিচিতে যে না পুছে আন্॥

বাপ্ খবীরা পো মূরুখ, ডাক বলে এ বড় দুখ।

চোর সেবকা চোরা গাই, খল পড়সি, দুষ্ট ভাই
দুষ্টা নারী পুত্র জুয়ার, ডাক বলে দূরে কর্ পরিহার॥

বাতাস অসময়ে দক্ষিণদিক হইতে বহিতে থাকিলে গুয়াবি-ফল বিনষ্ট হয়, মাতা দ্বিচারিণী হইলে কন্যাও দূষিতচরিত্রা হয়, পরগৃহে কুলবধূ রাখিলে কলঙ্কিনী হয়, এবং পরদার করিলে পুত্র মূর্খ হয়। বুড়া গরু, পুরাণ বস্ত্র ও গাঁথিচুর (পোকাধরা ও ছিটাপড়া) ধান্য বিক্রয়ের সুযোগ হইলে, কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিবে না। বৃদ্ধপিতা ও মূর্খপুত্র একত্র ঘটলে বড়ই দুঃখের হয়।

অজা জ্বালি বুড়া মেষ, দৈষের আগা, ঘোলের শেষ।
শাকের ছা, মাছের মা, ডাক বলে বেছে খা।

পরিহর বিনি কড়িতে হাট, পরিহর বিনি লড়িতে বাট,
পরিহর নদীতীরের গাছা, পরিহর মাতৃবিহনে বাছা।
পরিহর গুয়া কণা ঝুণা পরিহর ঠাকুর কুবচনা।
পরিহর নারি যার দুই সাঞি, পরিহর সেবক দুই গোসাঞি॥
পরিহর যত্নে ঋণশেষ, পরিহর রঙ্গে নাস্ বেশ
পরিহর বিনি ঢাকনে বারি, পরিহর লাজহীনে বহুরী।
পরিহর পাঁচদিন ভুঞ্জন সুখ, পরিহর চিরদিন দুর্জ্জন মুখ।
পরিহর নিত্য রতি পিয়াশ, পরিহর ধনী কুটুম্ব পাশ।

ছুট বুঁদ্ ঘন বরিষে, তবে জানিব বড়।
ছুট ধায় ফিরে চায় তবে জানিব ডর॥

বিনা সংস্থানে ক্রয়বাহুল্য, বিনা যষ্টীতে পথভ্রমণ নদীতীরের বৃক্ষ, অল্পবয়সে মাতৃহীন ব্যক্তি, অপক্ক বা অতিপক্ক গুপারি দুষ্টভাষী আত্মীয় (যতই গুরুজন হউক না), দ্বিচারিণী স্ত্রী, পর সেবা ভৃত্য, অল্পাবশিষ্ট ঋণ, বহুব্যয়ে বিলাসীতা, অনাচ্ছাদিত পানীয় (অ-ঢাকা জল) নিলর্জ্জ স্ত্রী, অমাবস্যা-পূর্ণিমা চতুর্দ্দশী অষ্টমী সংক্রান্তি—এই পঞ্চপর্ব্বে ভোজন, দুর্জনের সহবাস, নিত্য স্ত্রীসঙ্গ ও ধনী কুটুম্ব—সর্ব্বত্র যত্ন করিয়া পরিত্যাগ করিবে

ঘন-ক্ষুদ্র-বিন্দু বর্ষণ ঝড়ের ও পশ্চাৎনেত্রে দ্রুত গমন ভয়ের পরিচায়ক।

যে দেশে নাইক গণক জ্যোতিষা
গোধূলী—লগন, যাত্রা - উষা।

ছাগল পায়রা পোষে হাঁস, সীমার মাঝে রোয বাঁশ
নিতি নিতি অপবাধ করে, বলে ডাক সে কি সবিবু তারে।

স্বপ্ন—সিদ্ধি।

যদি দৈব বিধানে কোনও মনঃকল্পিত অভীষ্ট বিষয়ের সিদ্ধি-অসিদ্ধি বা শুভাশুভ ফলের আভাস দর্শন করিতে হয়, তাহা হইলে, প্রশস্ত তিথিযোগে বিশুদ্ধ ও পবিত্রান্তঃকরণে অপ্রমত্ত ভাবে দিবা অতিবাহন করিবে, নিশাগমে ইষ্টদেবতার স্মরণ করিতে করিতে, যথাকালে, পবিত্রশয্যা গ্রহণ পূর্ব্বক বিহিত-পার্শ্বে সুখশয়নে শাগান ইষ্টমন্ত্রধ্যানে নিদ্রিত হইবে। প্রাতঃ-স্মরণীয় পুণ্যাত্মা আর্য্যজ্যোতির্ব্বিদ্ মুনিঋষিগণের দিব্যবাক্য যদি ভ্রমবিজৃম্ভিত না হয়, যদি সনাতন ধর্ম্মশাস্ত্রসংসারে এবং বহুবিজ্ঞ তত্ত্বজ্ঞ ও প্রজ্ঞাবান পূজ্যপাদ ব্যক্তিগণের বিবেক বিধানে "দৈব" বলিয়া কোনও শব্দ ও তাহার সার্থকতা লক্ষিত হয় তাহা হইলে প্রাগুক্ত সুযুপ্তিযোগে অভিলষিত চিত্র প্রস্ফুটিত করিয়া অনুত্তম অসামান্য কোনও স্বপ্নের চিত্র আসিয়া জাতকের মনোনেত্রপটে সুস্পষ্ট প্রতিভাসিত হইবে - তাহাতে কুত্রাপি কখন ও বিন্দুমাত্রও সংশয়ের বিষয় নাই

ব্যক্তি বিবেক।

ব্যক্তিবিশেষে স্বপ্নসিদ্ধির বা স্বপ্নফলের তারতম্য হইয়া থাকে যাহার যেরূপ ধাতু বা প্রকৃতি, তদনুরূপ স্বপ্ন দর্শন হইলে অধিকাংশ স্থলেই তাহা অ-কার্য্যকর হয় বাশিভেদেও সর্ব্বত্র স্বপ্ন ফলের প্রকারভেদ হইয়া থাকে. ব্যাধিপীড়িত, চিন্তাক্লিষ্ট, দুঃখদগ্ধ বা শোকগ্রস্ত ব্যক্তি যাহা স্বপ্নে দর্শন করে তাহা প্রায় সর্ব্বত্রই বৃথা হয়। ব্যভিচারপরায়ণ অসত্যসক্ত ও মদনোন্মত্ত ব্যক্তির স্বপ্ন কুত্রাপি ফলপ্রদ নহে, এবং অসূয়ামাৎসর্য্যাদিজিত অতি কপটী, খল, লুব্ধ, মুগ্ধ, ক্রোধন্ ও অহঙ্কৃত প্রভৃতি দুর্বৃত্ত ব্যক্তিগণের স্বপ্নদেখা অশান্তিগর্ভ অমূলক চিন্তা মাত্র হয়, এবং সামান্য সুষুপ্তির বিকৃতি ভিন্ন অন্য কিছুমাত্রই প্রকাশ করে না ক্বচিৎ অতিপ্রবল প্রতিকূল বা অনুকূল বিধানবিশেষের সুসংযোগ ঘটিলে প্রাগুপ্ত ক্ষেত্রেও ফল প্রকাশিত হয়

পক্ষান্তরে, যে সকল ব্যক্তি অপেক্ষাকৃত অবহিত, সর্ব্বদা সাধু, জিতেন্দ্রিয়, ধর্ম্মপ্রকৃতি, পবিত্র ও নিষ্ঠাবান্ তাঁহাদের পবিদৃষ্ট স্বপ্ন সর্ব্বত্রই সিদ্ধ হইয়া থাকে।

অবস্থা-বিবেক।

অবস্থাভেদে স্বপ্নের প্রকারভেদ ও ফলভেদ হয়, অপবিত্র অবস্থায় অপবিত্র শয্যায় শয়ন করিলে নিশ্চয় দুঃস্বপ্ন দর্শন হয়। অত্যন্ত শীতলতা বা উষ্ণতা উপভোগ বা অযথা পানভোজন অথবা মাদক সেবন করিয়া নিদ্রিত হইলে, মস্তিষ্কের বিকৃতিবশে

যেরূপ স্বপ্নই পরিদৃষ্ট হউক তাহা অকিঞ্চিৎকর হয়। পুরুষ বামপার্শ্বে ও নারী দক্ষিণপার্শ্বে শয়ান থাকিয়া সুষুপ্তিগ্রস্থ হইলে তজ্জাত স্বপ্ন সর্ব্বত্রই নিষ্ফল হয়।

পক্ষান্তরে, যাঁহারা আত্মপ্রকৃতির স্বাভাবিক অবস্থায় পবিত্র শয্যায়, বিহিত পার্শ্বে সুখ শয়নে, শুচি ও পবিত্র হইয়া নিদ্রাপ্রাপ্ত হন, তাঁহাদিগের পরিদৃষ্ট স্বপ্ন সর্ব্বত্রই সুসিদ্ধ হইয়া থাকে।

স্বপ্ন বিবেক।

ক্ষণভেদে স্বপ্নফলের ফলভেদ হয়। প্রথম প্রহরের স্বপ্ন দর্শন হইলে সম্বৎসরের মধ্যে, দ্বিতীয় প্রহরে স্বপ্ন দর্শন হইলে সাত মাস মধ্যে তৃতীয় প্রহরে হইলে তিন মাস মধ্যে, এবং চতুর্থ প্রহরে বা প্রত্যুষে স্বপ্ন দর্শন হইলে দশদিনের মধ্যে ফল প্রাপ্তি হয়। প্রভাতকালের স্বপ্ন সদ্য ফল প্রদান করে এবং দিবাস্বপ্ন সমাধিক ফলপ্রদ হইয়া থাকে।

তিথি বিবেক।

তিথিভেদে স্বপ্নের ফলভেদ ও কালভেদ হয়। তিথির সংখ্যানুযায়ী ফল ও কাল সংক্ষেপে প্রদর্শিত হইল, যথা, — (১) * বিলম্বে, (২) পরাশ্রগত অর্থাৎ নিজের হইলে অপরের ও অপরের হইলে নিজের, (৩) বিপরীত, (৪) দুই মাস হইতে দুই বৎসরের মধ্যে (৫) দুই মাস হইতে দুই বৎসরের মধ্যে, (৬)

* সংখ্যাক্রমে তিথি— ত্রিবপঞ্জিকা দেখ

সত্যফল, (৭ সত্যফল, (৮) সত্যফল, (৯) সত্যফল (১০) সত্য ফল, (১১) বিলম্বে, (১২) বিলম্বে, (১৩) মিথ্যাফল, (১৪) মিথ্যা-ফল, (১৫) সত্য ও নিশ্চিৎ ফল, (১৬) মিথ্যাফল (১৭) বিলম্বে, (১৮) মিথ্যাফল, (১৯) সত্যফল, (২০) মিথ্যাফল, (২১) মিথ্যা-ফল, (২৬ ক্বচিৎ সত্য—ক্বচিৎ মিথ্যা, (২৭) সত্যফল, (২৮) মিথ্যা ফল, (২৯) সত্যফল, (৩০) মিথ্যা ও ক্ষতি।

বস্তু বিবেক।

স্বপ্নদৃষ্ট বস্তুর মধ্যে সমুদয় শুক্লবর্ণের পদার্থ শুভজনক ও প্রশস্ত ; বর্জ্জিত—কার্পাস ভস্ম ও অস্থি স্বপ্নদৃষ্ট সমুদয় কৃষ্ণ-বর্ণের পদার্থ অশুভদায়ক ও অসঙ্গত, বর্জ্জিত—গো হস্তি ব্রাহ্মণ ও দেবতা।

রাশি বিবেক।

রাশিভেদে মানবের পরিদৃষ্ট স্বপ্নদেখার বিভিন্ন ফল উৎ-পাদন করে স্বপ্নচিত্রে সংসারের যে যে বিষয়ে প্রতিচ্ছায়া সাধারণতঃ পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে, তাহা শ্রেণীবিহিত করিয়া রাশি-নুযায়ী ফলের সহিত যথাক্রমে সহজে ও সংক্ষেপে নিম্নে প্রকাশিত হইল।

আনন্দে—

মেষের—কষ্ট, বৃষের—বন্ধুসমাগম, মিথুনের—অর্থলাভ, কর্কটের—বন্ধু দর্শন, সিংহের—বন্ধু বিচ্ছেদ, কন্যার—আনন্দ,

তুলার—প্রাপ্তি, বৃশ্চিকের—ভ্রাতৃদুঃখ, ধনুর—আনন্দ, মকরের—বন্ধু বিচ্ছেদ, কুম্ভের ভ্রমণ এবং মীনের—মিথ্যা স্বপ্ন

বস্ত্রাদি দর্শনে—

মেষের—শূন্য, বৃষের—আনন্দ, মিথুনের—শূন্য, কর্কটের—স্বাস্থ্যলাভ, সিংহের—শত্রুতা, কন্যার—অপমান, তুলার—বিষাদ, বৃশ্চিকের মান, ধনুর—পীড়া, মকরের—অতিথিলাভ, কুম্ভের মানসিক পীড়া এবং মীনের শূন্য

জল দর্শনে—

মেষের কষ্ট, বৃষের—ভয়, মিথুনের ভোগ, কর্কটের—অলৌকিকতা, সিংহের—ক্ষমতা, কন্যার—ধন, তুলার শূন্য, বৃশ্চিকের আনন্দ, ধনুর—অপমৃত্যু, মকরের অনুযোগ, কুম্ভের—শূন্য, এবং মীনের পীড়া

জলমধ্যে জীবিত জন্তু দর্শনে—

মেষের—ভয়, বৃষের বন্ধন, মিথুনের—ধনলাভ, কর্কটের—মানসিক যন্ত্রণা, সিংহের—ভয়, কন্যার ধনহানি, তুলার—আত্মীয় নাশ, বৃশ্চিকের—জীবন শঙ্কা, ধনুর সুসংবাদ লাভ মকরের—কষ্ট, কুম্ভের পীড়া এবং মীনের—শূন্য

সৌভাগ্য দর্শনে—

মেষের—দুঃখ, বৃষের—শয়ন, মিথুনের—মান, কর্কটের—পীড়া, সিংহ ও কন্যার দুর্ভিক্ষ, তুলার—শত্রুক্ষয়, বৃশ্চিকের—আরোগ্য, ধনুর—নববন্ধু লাভ, মকরের—মনো চাঞ্চল্য, কুম্ভের—সফলতা—এবং মীনের—শূন্য

অট্টালিকাদি দর্শনে—

মেষের—ভয় বৃষের—প্রবলের অত্যাচার, মিথুনের—ক্ষতি, কর্কটের ধন, সিংহের ভ্রমণ, কন্যার—সুসংবাদ, তুলার—সফলতা, বৃশ্চিকের জয়লাভ, মকরের—চিত্ত চাঞ্চল্য, কুম্ভের—সফলতা এবং মীনের শূন্য

সঙ্গীতে—

মেষের—লাভ, বৃষের সৌভাগ্য মিথুনের—ভ্রমণ, কর্কটের—অভিযোগ, সিংহের বন্ধুবিচ্ছেদ, কন্যার—জয়, তুলার—অপমান, বৃশ্চিকের পীড়া, ধনুর—ক্রুরতা, মকরের—ধন, কুম্ভের—শূন্য এবং মীনের—সামান্য লাভ।

বন্ধুসমাগমে—

মেষের পুরস্কার, বৃষ ও মিথুনের—শূন্য, কর্কটের—ধনবৃদ্ধি, সিংহের মানহানি, কন্যার—অর্থলাভ, তুলার—ধীরতা, বৃশ্চিকের—ধনলাভ, ধনুর -মান, মকরের—সুসংবাদ, কুম্ভের—ভ্রমণ ও কষ্ট, মীনের—বিলাসিতা

স্থান পরিবর্ত্তনে—

মেষের—শঙ্কা, বৃষের—স্বাস্থ্য, মিথুনের—সংবাদ, কর্কটের বন্ধুহানি, সিংহের—অতিথিলাভ ও আনন্দ কন্যার—শত্রু, তুলার ক্ষতি, বৃশ্চিকের মান, ধনুর শূন্যতা, মকরের—ক্রোধ, কুম্ভের—বন্ধন ভয়, মীনের—আশ্চর্য্য সংবাদ।

অগ্নি দর্শনে—

মেষের—কষ্ট, বৃষের—অতিথিলাভ, মিথুনের—ধনবৃদ্ধি, কর্কটের—পীড়া, সিংহের ক্ষতি, কন্যার—কষ্ট, তুলার—সংবাদ বৃশ্চিকের—পীড়া, ধনুর—সংবাদ, মকরের সংবাদ, কুম্ভের—চিত্তবিভ্রম, মীনের—মর্ম্মাঘাত

অশ্বাদি আরোহণে—

মেষের—মৃত্যু, বৃষের মান, মিথুনের বন্ধুলাভ, কর্কটের—শূন্য সিংহের দীর্ঘায়ু, কন্যার—বিবাদ, তুলার সন্তানলাভ, বৃশ্চিকের—কষ্ট, ধনুর অপমৃত্যু, মকরের চৌর্য্য, কুম্ভের—অতিথি লাভ, মীনের—মৃত্যুবৎ

হত্যা দর্শনে—

মেষের—বিবাদ, বৃষের—বন্ধুলাভ, মিথুনের দুরভিসন্ধি, কর্কটের ধন, সিংহের—পীড়া, কন্যার—লাভ, তুলার—ধন, বৃশ্চিকের—পাপ, ধনুর মৃত্যু, মকরের—পুত্রস্নান ও আনন্দ, কুম্ভের শূন্য, মীনের—প্রাপ্তি।

শব দর্শনে—

মেষের—ধন, বৃষের—ক্ষতি, মিথুনের—সংবাদলাভ, কর্কটের—ক্রোধ, সিংহের—ধনলাভ, কন্যার—অতিথিলাভ, তুলার—

আনন্দ, বৃশ্চিকের—মিথ্যাফল, ধনুর সুসংবাদ, মকরের জয়, কুম্ভের সুসংবাদ, মীনের শত্রু

ধন দর্শনে—

মেষের—পীড়া, বৃষের কঠিন স্বপ্ন, মিথুনের—বন্ধুবিচ্ছেদ, কর্কটের—অতিথিলাভ, সিংহের ধন, কন্যার—প্রতারণা, তুলার—শত্রুনাশ, বৃশ্চিকের চৌর্য্য, ধনুর মিথ্যাস্বপ্ন, মকরের—আতিথ্য, কুম্ভের—জয়লাভ, মীনের আতিথ্য

মুক্তাদি দর্শনে—

মেষের—অপমান, বৃষের—জয় মিথুনের—প্রেমলাভ কর্কটের উন্নতি, সিংহের—হিংসা, কন্যার—সুসংবাদ, তুলার—শত্রু, বৃশ্চিকের কর্ম্ম, ধনুর স্ত্রীলাভ, মকরের—সংবাদ কুম্ভের শত্রুতা মীনের—জয়লাভ।

পীড়াদি দর্শনে—

মেষের অপমান, বৃষের—জয় মিথুনের -মীমাংসা কর্কটের অর্থহানি, সিংহের—পুরস্কার, কন্যার—ধন, তুলার—শত্রুতা, বৃশ্চিকের বিবাদ ও কলহ, ধনুর—পীড়া মকরের—জয়, কুম্ভের বহু আনন্দ, মীনের—লাভ

ক্রন্দনে।

মেষের—বিচ্ছেদ, বৃষের—বন্ধুভয়, মিথুনের—আনন্দ, কর্ক-

টের—বিষাদ, সিংহের—মান, কন্যার—সৌখ্য, তুলার—হর্ষ, বৃশ্চিকের—জানতা ও শপথ, ধনুর—ভয়, মকরের—বন্ধুনাশ, কুম্ভের—ভ্রমণ, মীনের—সংবাদলাভ

ভয়ে—

মেষের—কর্ম্ম, বৃষের—বিবাদ, মিথুনের—মন্দবুদ্ধি, কর্কটের—সৌভাগ্য, সিংহের—পীড়া, কন্যার—ধনলাভ তুলার—মিথ্যাফল, বৃশ্চিকের মিথ্যাফল, ধনুর—সংবাদ, মকরের—কলহ, কুম্ভের মনকষ্ট, মীনের—অশ্রুপাত

বন্ধুসমাগমে—

মেষের—সংবাদ, বৃষের কলহ ও বিবাদ, মিথুনের শঙ্কা, কর্কটের—আনন্দ, সিংহের কুসংবাদ, কন্যার—কুসংবাদ, তুলার—পীড়া; বৃশ্চিকের—কুসংবাদ, ধনুর—সামান্য হর্ষ, মকরের—শূন্য, কুম্ভের—মিথ্যাস্বপ্ন, মীনের—মিথ্যাভয়

চুম্বনালিঙ্গনে—

মেষের—কষ্ট, বৃষের—মর্ম্মাঘাত, মিথুনের—বন্ধুসমাগম কর্কটের—শত্রুসমাগম সিংহের—উন্নতিলাভ, কন্যার—বিষাদ, তুলার—আতিথ্য, বৃশ্চিকের—হর্ষ, ধনুর—শ্রম, মকরের সংবাদ, কুম্ভের—দুঃখ ও কষ্ট, মীনের—আনন্দ

দৈব-শাস্তি।

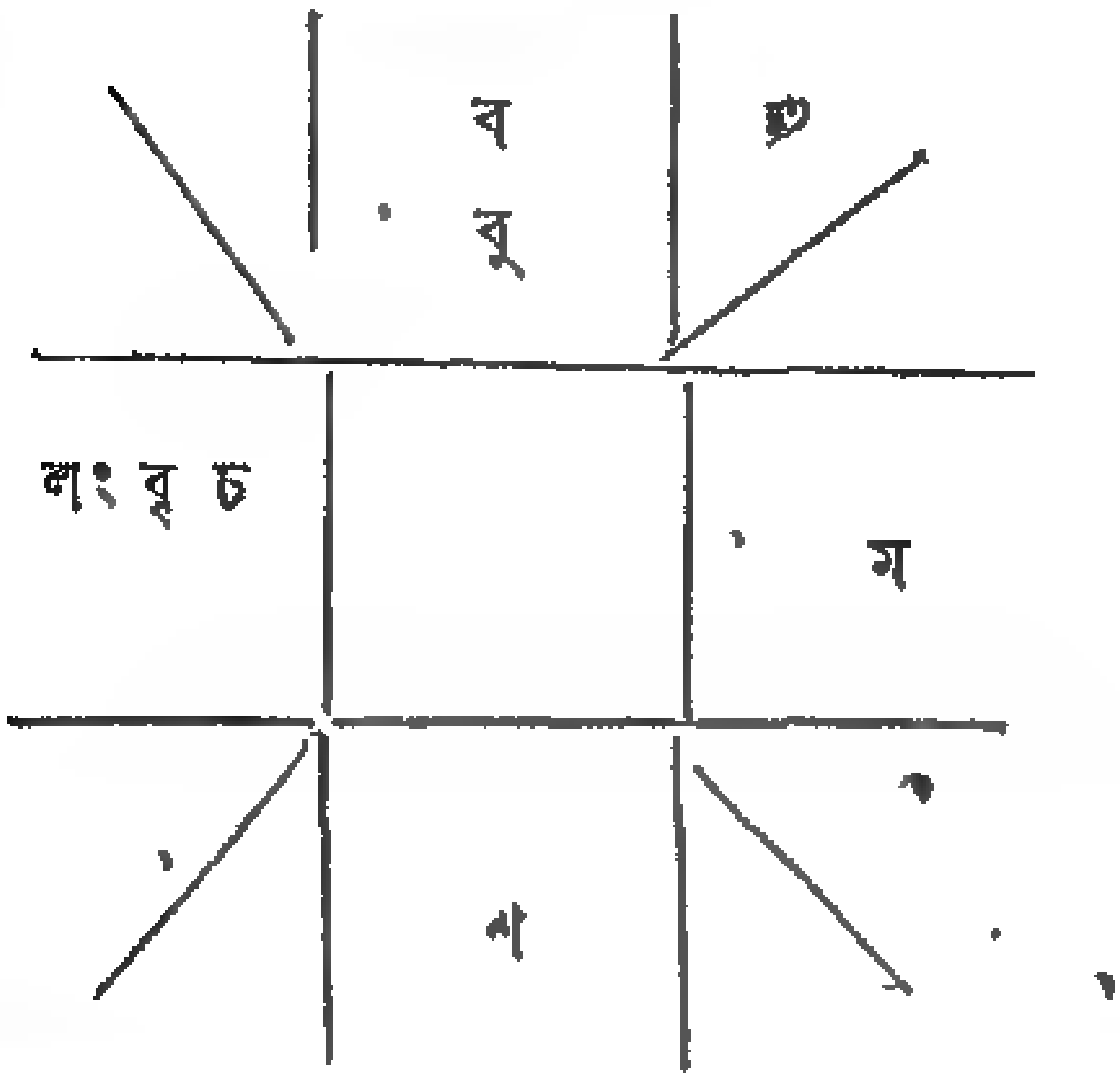
মনুষ্য সংসারে থাকিয়া বিদ্যা, বুদ্ধি, ধন, মান ও প্রতিপত্তি প্রভৃতি যাহা কিছু উপার্জ্জন করিয়া থাকে, সাধারণ লোকে তাহাকেই মনুষ্যের চেষ্ট ও যত্নের ফল নির্দ্দেশ করে বটে, কিন্তু সুক্ষদর্শী বুদ্ধিমান্ মানবের অন্তরে একথা স্থান প্রাপ্ত হয় না এবং হইতেও পারে না। সত্য বটে, মনুষ্য নিশ্চেষ্ট থাকিলে কিরূপে ক্রিয়ার মুখ দর্শন করিতে বা ফললাভের অধিকারী হইতে পারিবে, কিন্তু দৈবের অনুকূলতা ব্যতিরেকে ভাগ্যবান্ বা কর্ম্মক্ষেত্রের পরীক্ষা হইতে উত্তীর্ণ হইবার কোনও সম্ভাবনা নাই। এক ব্যক্তি চিরকাল শাস্ত্রচর্চ্চায় জীবন যাপন করিলেন, হয়ত তাঁহার নাম পর্য্যন্ত জগতে অজ্ঞাত রহিল, অর্থোপার্জ্জন তাঁহার জীবনের উদ্দেশ্য হইলেও তিনি তাহার পথ নির্ণয় করিতে পারিলেন না; এক জন হয়ত উচ্চ শ্রেণীতে জন্ম গ্রহণ করিলেন, কিন্তু পরিচয়ের গৌরব প্রকাশ করিতে পারিলেন না, আর একজন হয়ত ঘোর মূর্খ লেখাপড়ার কোনও ধার ধারে না, অপিচ নীচবংশসমুদ্ভব, সে ব্যক্তি অর্থ প্রভাবে সাধারণের নিকটে অনায়াসে সুপরিচিত হইলেন এবং তাঁহার নাম, যশ ও প্রতিপত্তি দিগদিগন্তপ্রস্থিত হইতে থাকিল, ইহার তাৎপর্য্য কি? সকলের এক লক্ষ্য হইলেও কেহ সিদ্ধ, কেহ স্খলিতপদ হইতেছেন কেন? ফল কথা, যে বিষয় কেবল মাত্র

মনুষ্যের নিজশক্তি-প্রভাবে আয়ত্ত হইতে পারে, শাস্ত্রে ও প্রাচীন গ্রন্থাদিতে তাহাই লৌকিক শক্তি বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এই শক্তি দৃশ্যমান্ জগতে নিরন্তর দৃষ্ট হইয়া থাকে। দেহ ও বুদ্ধিবলে যে কোনও কার্য্য সমাহিত হয়, তৎসমস্তই মানবশক্তির কার্য্য। যাহার ফল ভোগ করা যায় কিন্তু শক্তি লক্ষ্য হয় না, তাহাই দৈব স্বীকার করি, কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য প্রভৃতি যাবতীয় কার্য্যই মনুষ্যের শ্রমের সাক্ষাৎ নিদর্শন, কিন্তু দৈব বা অদৃষ্টফল ইহার অভ্যন্তরে গূঢ়ভাবে নিহিত রহিয়াছে। মানব যত কেন নিজের সামর্থ্য ও চেষ্টা প্রকাশ করুন না দৈবের অপরিবর্ত্তনীয় শক্তি রোধ করা সহজ ব্যাপার নহে। সময়ে কৃষিকার্য্য, শিল্পবিস্তরণ, বা বাণিজ্য প্রচলনের অনুষ্ঠান হইল কিন্তু ভোগকালে মানবকে ফললাভে বঞ্চিত হইতে হয় কেন? এই শুভাশুভফল-বিধাতা কে? কাহার শক্তিতে এই অচিন্ত-নীয় ব্যাপার সমাহিত হইয়া থাকে? জিজ্ঞাসা করিলে যদিও ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ভিন্ন ভিন্ন কথায় ইহার উত্তর পাওয়া যায়, যদিও উত্তরে কেহ অদৃষ্ট, কেহ ভাগ্য, কেহ বা দৈবের নাম নির্দ্দেশ করে শুনিতে পাওয়া যায়, কিন্তু আমরা নামভেদে এই একই শক্তিকে দৈব বলিয়া অবধারণা করি। যেমন ঈশ্বরের শক্তিতে কেহ মায়া, কেহ অবিদ্যা, কেহ ইচ্ছা প্রভৃতি নাম নির্দ্দেশ করেন, কিন্তু ফলিতার্থ তাহা এক, সেইরূপ অদৃষ্ট ও ভাগ্য প্রভৃতি কথার অবতারণা থাকিলেও তাহা দৈব হইতে পৃথক্ পদার্থ নহে।

দৈবের দর্শী জগতে আবহমান জাজ্জ্বল্যমান, ইহার প্রভাবে নির্ধনের অতুলৈশ্বর্য্য-ভোগ এবং ঐশ্বর্য্যশালী পথের ভিখারী

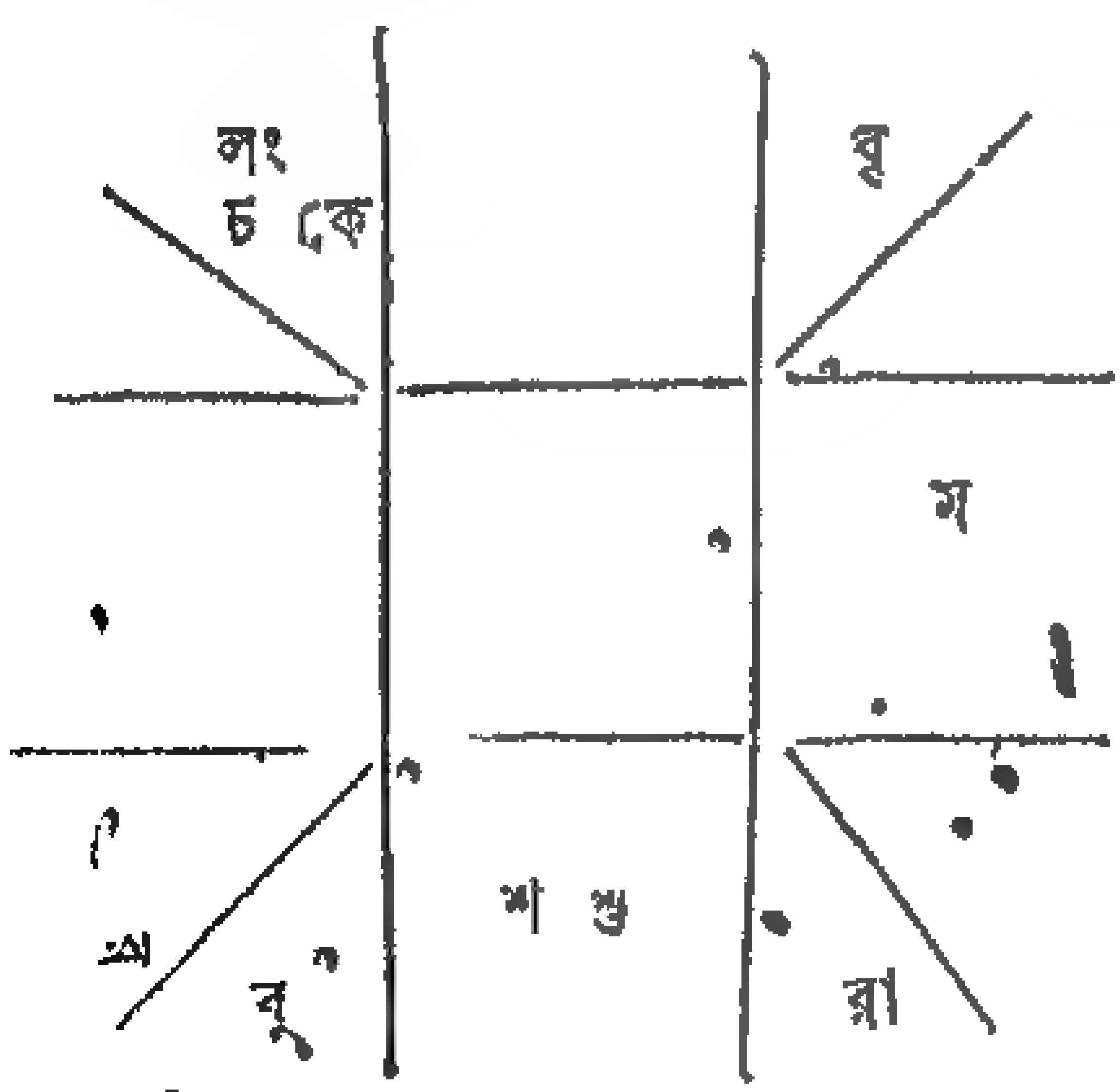
পরিশিষ্ট।

শ্রীরামচন্দ্রের জন্মপত্রিকা।



পঞ্চগ্রহ তুঙ্গী থাকায় রামচন্দ্র অদ্বিতীয় রাজা হইয়াছিলেন। সপ্তম স্থানে মঙ্গল থাকায় স্ত্রী সুখ ঘটে নাই। অথচ রাহু কর্ত্তৃক বন গমন। এরূপ অসাধারণ গ্রহ-সন্নিবেশ ভগবানেই সম্ভব, মানবের নহে।

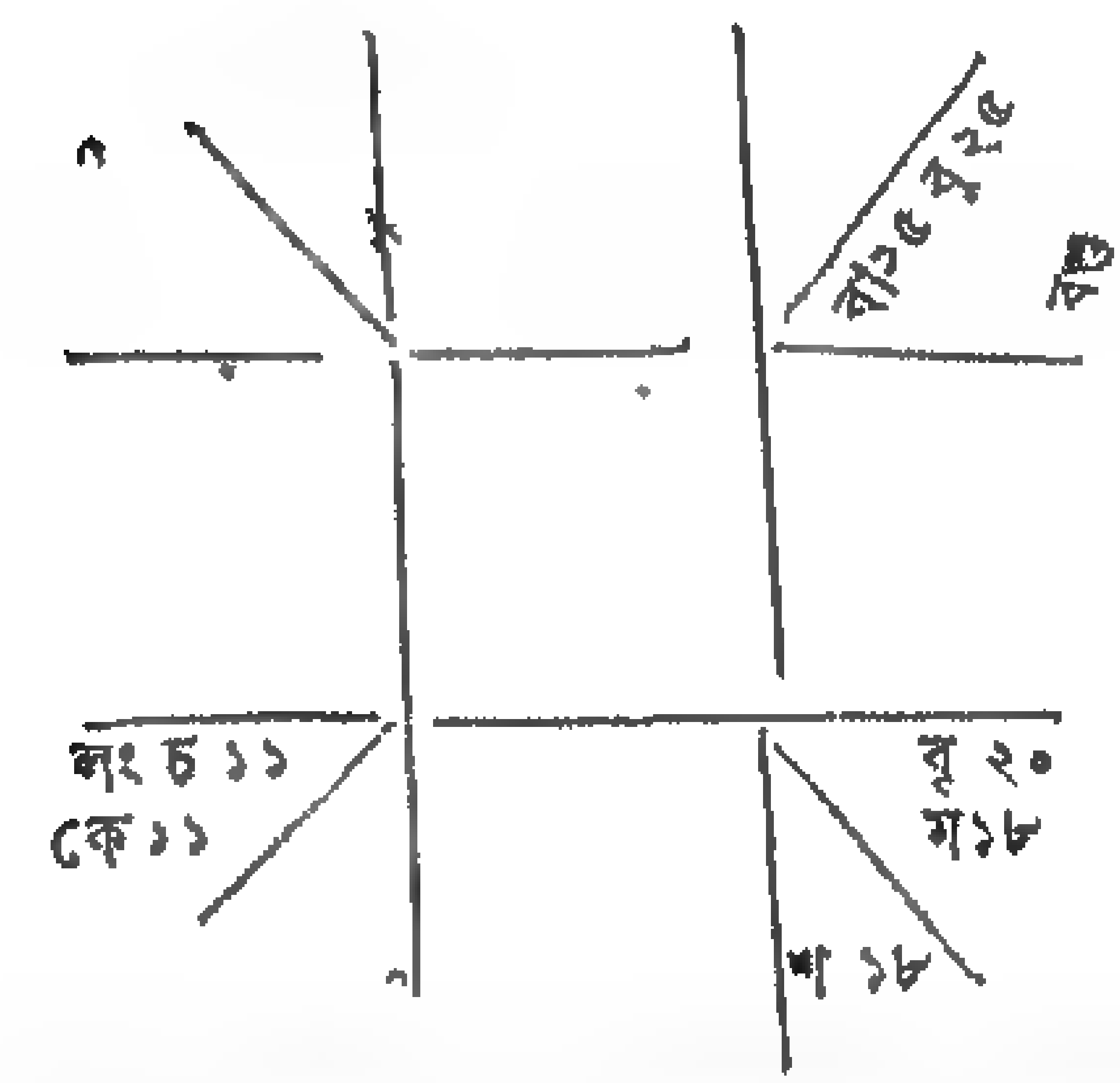
শ্রীকৃষ্ণের জন্ম-পত্রিকা।



উচ্চস্থাঃ শশি ভৌমচান্দ্রিশনয়ো লগ্নং বুধো লাভগো
জীবঃ সিংহতুলালিষু ক্রমবশাৎ পূষো শনো রাহবঃ।
নৈশীথঃ সময়োঽষ্টমী বুধ দিনং ব্রহ্মার্কমত্র ক্ষণে
শ্রীকৃষ্ণাভি ধমম্বুজেক্ষণমভূদাবিঃ পরং ব্রহ্মতৎ ॥

জন্মকালে তিনগ্রহ তুঙ্গী এবং চারটি গ্রহ নক্ষত্রগত থাকায় কৃষ্ণচন্দ্র পূর্ণাবতার রূপে অলৌকিক ক্ষমতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন

শ্রীচৈতন্যদেবের জন্ম-পত্রিকা।



বৃ এবং শু একত্রে 'বৃ' র ক্ষেত্রে থাকায় তিনি তাঁহার সমকালীন পণ্ডিতমণ্ডলী মধ্যে অদ্বিতীয় বলিয়া খ্যাত ও জগৎপূজ্য প্রেমাবতার রূপে জীবশিক্ষা দাতা

গ্রহ সঞ্চার চক্র।

অব্দাবশেষ	গ্রহ	বৈশাখ	জ্যৈষ্ঠ	আষাঢ়	শ্রাবণ	ভাদ্র	আশ্বিন	কার্ত্তিক	অগ্রহায়ণ	পৌষ	মাঘ	ফাল্গুন	চৈত্র
১	ম	২৪	২৪।২৬	২৭ ২০	১	১।১১	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪।১১
	বু	২১ ১৩	২।৮।২০	৬ ৯	৮	৮।১৫	১০।২	১৪।৭	- ১৭	১৭।১৮	১৮ ৫	২৪ ১৪	২৭।২৫
	বৃ	২	২।৯	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪
	শু	২৭।৬	৪ ২১	৬ ১৫	৮ ৮	১০।২	১৫ ২১	১৭ ১৭	২০ ২৫	২০।১৫	২৪	২৪	২৪
	শ	২৩ ২	২৬	২৬	২৭	২৭	২৭।১৫৭	২৪	২৪	২৪।১৯	২৭	- ২৭	২৭
	রা	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫
২	ম	৬	৬।৩	৮।২১	১০	১০ ৬	১৩ ২৯	১৫	১৫ ২	১৮।৪	২০।২৪	২২	২২।৩
	বু	২৭।৯	৪ ৮	৬	৬ ১৩	৮।৮ ২৪	১৩।১০	১৫	১৫।২১	১৮।১০	২২	২২।২৫	২৪।২২
	বৃ	৪	৪।৯	৬	৬	৬	৬	৬	৬	৬	৬	৬	৬
	শু	২৪ ১৩	২।২৪	৪।৩।২৮	৬।২৪	৮ ২৮	১০।২৬	১৩।১০	১৫ ৫ব	২২।১৫	২২।১৫	২৪	২৭।৫।৯
	শ	২৭	২৭ব	২৫	২৭	২৭	২৭	২৭	২৭	২৭	২৭	২৭	২৭
	রা	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩
৩	ম	২২।২৪	২৭।২৬	২	২।৪	৪ ৩	৬	৬ ১৬	৮	৮ ১৫	৬	৬	৬
	বু	২৭।১।২০	৪।১৬	৬	৬ ১৩	১০	১৩ ৩	১৫ -	১৫।১৫	১৭ ১।১৮	২২	২২।২৬	২৪।২৫
	বৃ	৬	৬,৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮ ১০
	শু	৪ ১৩	৬।১৯	৮।২৫	১০।২৫	১০।২৫	১০।১৪	১০।১১	১৩।২৫	১৫।১৫	১৮।১১	২০ ৪	২৪ ২৫
	শ	২৭	২৭	২	২	২	২।৯ব	২৭	২৭	২৭	২৭	২৭ ১৩	২
	রা	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩।১৩	১০	১০	১০	১০	১০	১০

বর্ষের	গ্রহ	বৈশাখ	জ্যৈষ্ঠ	আষাঢ়	শ্রাবণ	ভাদ্র	আশ্বিন	কার্ত্তিক	অগ্রহায়ণ	পৌষ	মাঘ	ফাল্গুন	চৈত্র
৪	ম	৬।১৭	৮	৮ ১	১০।১৬	১৩	১১ ১	১৫ ১০	১৮	১৮ ২	২০ ১৩	২২ ২৩	২৪।২৮
	বু	২ ১৫	২৭।১৩	৪ ২৮	৬ ৬।২২	১০ ৲৮	১৩।৮	১৩।১৭	১৫।৫ ২২	২০।২	২২।২২	২২।১১	২৪ ৭
	বৃ	৯ব	৮	৮ ২৮	১০ ·	১১	১০	১১।১৮	১৩ব	১০।১১	১০	১০	১১
	শু	২৭।২৮	২।১৩	৪ ৲৩	৮।১৩	১০ ১৬	১৩ ১০	১৫ ৪	২০ ১৩	২২।২৩	২৪ ১৫	২৭ ১৫	২।১৮
	শ	২	২	২	২	২	২	২	২	২	২	২	২
	রা	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০
৫	ম	২৭	২৭ ২	২	২।১৮	৪	৪ ৫	৬	৬ ১০	৮ ১৮	১০।১৩	৮	৮
	বু	২ ২৭	৪	৪।১৩।১	৮ ১৫	১০।২	১৩ ৫	১৫ ১।২৭	১৮ ১৮	২০	২০।১৫	২৩।১৫	২৭।১৫
	বৃ	১১	১১	১১	১১।২০	১৩ ৬	১৩	১৩	১৩	১৩।১০	১৫	১৫।২৮ব	১৩
	শু	২৭ ৯	২৭।১	২।১৩	৪।১৪	৬ ১০	৮ ১ ২৫	১৩ ২৫	১৫ ১৯	১৭।১৬	২০।২	২৪।১৩	২৩ ১৯
	শ	২	২	২	২	২	২	২	২	২	২	২	২
	রা	১০ ৮	৯	৯	৯	৯	৯	৯	৯	৯	৯	৯	৯
৬	ম	৯	১০	১০ ১৯	১৩	১৩	১৩ ১	১৫ ৲৮	১৮ ১০	২০ ১২	২২ ২২	২৪	২৭
	বু	২৭ ১০	২ ১৯	৪ ৬ ১১	৮ ৮	১০	১০	১৩।১৮	১৮।৮	২০ ২ব	২০	২২ ৪	২৭ ১৮ব
	বৃ	১৩	৲৩	১৩	১৩	১৩ ১৯	১৫	১৫	১৫	১৫ ১৪	১৭	১০ ১৮ব	১৫
	শু	২।১২	৪।৬	৮ ২৪	১৩ ২৫	১৩।১৫	১৫ ১৩	১৮ ২	১৮	১৮।১৪	২০ ১৪	২২ ১২	২৪
	শ	২৲৮	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪
	রা	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮ ১০	৬	৬	৬	৬

ম	২৭।২০	২।২৪	৪।২৯	৬	৬।১২-	৮।২৯	১০	১০	১০ ২	১৩	১৩	১৩ ৯।১
বু	২২ ২৪	২ ১৪।২৮	৬।১৪	৮ ৩ব	৮	৮ ৬।২৪	১৫ ১০	১৮	১৮ ২২।২৭	২০।৯ ২৬	২৪ ২৪	২৭
বৃ	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫ ১৯	১৭	১৭	১৮'ব	১৭	১৭	১৮
শু	২৪ ২	৪।২০	৪।২	৬ ১৩	৮ ৭	১১।২৫	১৫ ১৯	১৮ ১৪	২০ ২০	২৪ ৩	২৭ ২১	২।১৮
শ	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪
রা	৬	৬	৬	৬	৬	৬	৬	৬	৬	৬	৬	৬
ম	১০	১০।১৫	১৩	১৩।১২	১৫ ১৫	১৮	১৮।৭	২০ ১৮	২২ ২৯	২৪	২৪	২৭ ২৪
বু	২৭।১০	২।৪ব	৬ ৮	৮।১৩অ	১০ ১৫	১৩।১৫	১৫ ১৫	১৫ ২৭	৮।১৩	২২ ১০	২৪	২৪।২৬
বৃ	১৮	১৮	১৮।ব	১৮	১৮	১৮	১৮ ২	২০	২০	২০	২০	২০ ৬
শু	৪।১৪	৬ ১৫	৪ ৫	৬ ১৪	৬ ১৪	৮ ১৫	১০ ১২	১৩ ৮	১৫ ৩ ১৮	২০ ১৩	২২ ১৬	২৪ ১০
শ	৪	৪ ১৬	৬	৬	৬	৬	৬	৬	৬	৬	৬	৬
বা	৬	৬ ১৩	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪
ম	২ ২৬	৪	৪।১০	৬ ১৮	৮	৮ ২৪	১০ ২৫	১১	১৩ ২০	১৫	১৫	১৫
বু	২৭।১৬	৪।১৪	৬।১১ব	৬ ১৯	৮ ৪।৯	১৩ ৮	১৫	১৫ ৮	১৮ ১।৯	২২।১২	২৪।১৬	২৪ ১৯
বৃ	২২	২২	২২।২৪ব	২০	১৯	২০	২০	২০ ৬	২২	২২	২২	২২।১৯
শ	৬	৬	৬	৬	৬	৬	৬	৬	৬	৬	৬	৬
বা	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪ ১৭	২	২	২	২

দশাবশেষ	গ্রহ	বৈশাখ	জ্যৈষ্ঠ	আষাঢ়	শ্রাবণ	ভাদ্র	আশ্বিন	কার্ত্তিক	অগ্রহায়ণ	পৌষ	মাঘ	ফাল্গুন	চৈত্র
১০	ম	১৫	১৫	১৫	১৫।১৯	১৮	১৮।৯	২০।১১	২২	২২ ২৫	২৪।২৩	২৭।১৮	২
	বু	২৭।৮।২৫	৪ ৪	৬	৬।৯ ২৭	১০।১৩	১৩।২৫	১৩ ৮	১৩।১০।২৬	২০।২৫	২২	২২।২৪	২৪।১১
	বৃ	২০	২৪	২৪	২৪	২৪।২৮ব	২২	২২ ২	২৪	২৪	২৪	২৪।২১	২৪।৩
	শ	৬	৬	৬ ২২	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮
	রা	২	২	২	২	২	২	২	২	২	২	২	২
১১	ম	৪ ১৮ব	৪।২৩	৬	৮ ১০	১০	১০	১০।৬	১৩।২৩	১৫	১৫ ১০	১৮	১৮।২১
	বু	২।৫	৪	৪।১৮	৬।৪ ৯	১০	১৩	১৩।১৪	১৫।২৫	১৮।১।২৬	২২।২৮	২২।২৮	২৪।৩ ২০
	বৃ	২৭	২৭	২৭	২৭	২৭	২৭	২৭	২৭	২৭	২৭	২৭	২৭
	শ	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮
	রা	২	২	২	২ ১৮	২৭	২৭	২৭	২৭	২৭	২৭	২৭	২৭
১২	ম	২০	২০	২০	২০	২০ ১০	২২	২২ ৫	২৪।২০	২৭	২৭।৫	২।২০	৪
	বু	২ ১২।২৬ব	২ ২২	৪।১০।১৬	৮।১৩	১০ ১৭ব	১০।১	১৩ ৬ ২৪	১৮।১৬	২০।১০	২২।২২	২৪।৯।২৫	২৭ ১৫
	বৃ	২৭।১৭	২	২	২	২	২	২	২	২	২	২	২
	শ	৮	৮	৮	৮	৮ ৫	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০
	রা	২৭	২৭	২৭	২৭	২৭	২৭	২৭	২৭।২৪	২৪	২৪	২৪	২৪
১৩	ম	৪	৪ ৫	৬।৮	৮	৮।৩	১০ ১৪	১৩	১৩।৫	১৫।২৪	১৮	১৮।১০	২০ ২৮
	বু	২	২	৪।৩।৮	৮ ৪	১০	১০ ১১ ২৮	১৫	১৫।১০	১৮।২৩	২০।২৪	২২ ১ ২৭	২০ ২০
	বৃ	২।২০	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪
	শ	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০
	রা	২৪	২৪	২৪	২৪	২৪	২৪	২৪	২৪	২৪	২৩	২৪	২৪

১৭৪	ম	২২	২২।২০	২৪	২৪	২৪	২৪	২৪	২৪।২০	২৫	২৬।৪	২।১৮	৪
	বু	২৭।৬	২৯।২৫	৬।১০	৮	৮।৫	১০।১০	১৫।৮	১৮	১৮।১৯	২০।২	২৪।২৫	২৭।২৭
	বৃ	৪	৪	৬	৬	৬	৬	৬।১	৮ ২২ব	৬	৬	৬	৬
	শ	১০	১০	১০	১০	১০	১০।২৭	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩
	রা	২৪	২৪	২৪	২৪	২৪ ২১	২২	২২	২২	২২	২২	২২	২২
১৭৫	ম	৪।১৫	৬	৮	৮।১৫	১০	১৩	১৩।১৫	১৫।২৮	১৮	২০ ২৭	২০ ২৭	২২
	বু	২।১১	২।৬।১৭	৬।৭	৮।১৩ব	৮।৯।১২	১৩।১	১৫।৫ব	১৫ ২২	১৮।১	২২ ২৩	২৪	২৪।২৩
	বৃ	৬	৬।১৩	৮	৮	৮	৮	৮।৫	১০	১০	১০ব	৮	৮
	শ	১৩।১০	১০	১০।২৫	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩
	রা	২২	২২	২২	২২	২২	২২	২২	২২	২২	২২	২২	২০
১৭৬	ম	২২।৯	২৪ ২২	২৭	২৭ ১০	২	২	২	২	২	২।১৮	৪	৪ ২২০
	বু	২৭।২	৪।১০	৬	৬।১৬	৮ ১।১২	১৩ ৪	১৫	১৫।১৪	১৮।২	২২।১৮	২৪।১৬	২৪।২৫
	বৃ	৮	৮	৮।৮	১০	১০	১০	১০ ২৬	১৩	১৩	১৩	১৩ ৫ব	১০
	শ	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩।১১	১৫	১৫।২৪ব	১৩
	রা	২০	২০	২০	২০	২০	২০	২০	২০	২০	২০	২০	২০
১৭৭	ম	৬	৬।১২	৮ ২৯	১০	১০।১২	১৩।২৫	১৫	১৫।২৬	১৮।২৯	২০	২০।৪	২২।১৩
	বু	২৭।২	৪	৪ ১৩	৬ ৭	১০ ৯	১৩	১৩।১৮	১৮	২০ ১৪	২২	২২	২৪
	বৃ	১০	১০	১০	১০ ২৭	১৩	১৩	১৩।১৫	১৩।২৬	১৫	১৫	১৫	১৫।২০ব
	শ	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩।৭	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫
	রা	২০	২০	২০	২০	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৯	১৮

অব্দাবশেষ	গ্রহ	বৈশাখ	জ্যৈষ্ঠ	আষাঢ়	শ্রাবণ	ভাদ্র	আশ্বিন	কার্ত্তিক	অগ্রহায়ণ	পৌষ	মাঘ	ফাল্গুন	চৈত্র
১৮	ম	২৪ ২২	২৭	২৭ ২৪	২|২৪	৪	৪ ৪	৬	৬	৬	৬	৫	৬
	বু	২ ১১	৪	৪|১১	৮|১৬	১০|১৮	১৩	১৩ ২৭	১৮ ২৫	২০	২২ ১৬	২৪ ২৪	২৭|১৭
	বৃ	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩ ১	১৫	১৫	১৫	১৫|২৮	১৮	১৮	১৮
	শ	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫
	রা	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮
১৯	ম	৬|৪	৮	৮|১০	১০|১৫	১০	১৩ ৮	১৫ ৯	১৮	১৮ ১	২০|২২	২২|২২	২৪
	বু	২	২ ২০	৪|২	৮ ৮	১০	১০ ১৫	১৩|৩	১৮ ৮	২০ ১৯	২২ ৪	২৪ ৫	২৭ ১৭
	বৃ	১৮	১৮|২৭	১৫	১৫	১৫|৯	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮|২৪	২০	২০
	শ	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫|১৭	১৮	১৮	১৮	১৮
	বা	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫
২০	ম	২৭	২৭|৯	২|১৭	৪|১৯	৬	৬|২৬	৮	৮	৮	৮	৮	৮
	বু	২	২|২৩	৬|১৫	১০ ৭	১১|২৪	১৩ ৯	১৫|১৯	১৬|১৯	১৮ ১৩	২০|১০	২৪|১৫	২৭
	বৃ	২০	২০	২০|২৯	১৮	১৮	১৮ ২২ব	২০	২০	২১	২০	২০|১৩	২২
	শ	১৮|ব	১৭|৫	১৫	১৫	১৫|২৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮
	বা	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫|২	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩
২১	ম	৮	৮|১৫	১০	১০ ১৩	১৩|২৭	১৯ ১৯	১৮	১৭ ৯	২০|২০	২২|১৯	২৪	২৪|৯
	বু	২৭|২০	১৬	৬|৮	৮|১৩	১৩	১৩|১৫	১৫ ৫	১৮|১৩	১৯ ১৫	২০ ২	২৪	২৪|১৬
	বৃ	২২	২২	২২	২২	২২|২৪ব	২০ ২৫	২২	২২	২২	২১	২২	২২|১
	শ	৬	৬	৬	৬ ২	৮	৮	৮	৮	৮	৮ ৯ব	৮	৯
	বা	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩

২২	ম	২৭।২৬	২।২৮	৪	৪।৭	৬ ২১	৮	৮ ৩	১০	১০ ১৮	১৩ ২৭	১৩ ১২	১০
	বু	২।৩	৪ ১৩	৬	৬ ১৭	৮ ৫	১৩ ৮	১৫ ২	১৫।৯	১৮।৬	২২ ২৪	২৪	২৪ ২০
	বৃ	২৪	২৪	২৪	২৪	২৪	২৪	২৪	২৪	২৪	২৪	২৪	২৪।১৫
	শ	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮ ১৬	১৯	১৯	১৯
	রা	১৩।২	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০
২৩	ম	১০	১০	১০ ৫	১৩।২৪	১৫	১৬ ৬	১৮ ১৭	২০।১৭	২২	২২ ৮	২৪ ১৭	২৭।২৭
	বু	২৭।৩	৪।৮	৬	৭ ১১	১০।২৪	১৩ ২৯	১৫ ২০	১১।১৬	২০।২৬	২১ ২৫	২৪ ১২	২৭ ২৮
	বৃ	২৭	২৭	২৭	২৭	২৭	২৭	২৭	২৭	২৭	২৭	২৭	২৭ ২৪
	শ	১৯	২০	২০	২০	২০	২০	২০	২০	২০	২০	২০	২০
	বা	২০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০
২৪	ম	২	২।৭	৪ ১৭	৬	৮	৮ ১৫	১০	১০ ২৭	১৩	১৩ ২৪	১৫	১৫।২২
	বু	২।১৫	৪	৬।১১	৬।৪	১০ ৬	১৩	১৩।১২	১৫ ৩	২০ ৮	২১ ১৮	২২ ১৮	২৪।৫০
	বৃ	২	২	২	২	২	২	২	২	২	২	২	২
	শ	২০	২০	২০	২০	২০	২০	২০	২০	২০	২০	২০	২০।১৫
	রা	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮
২৫	ম	১৩	১৩	১৩ ১৫	১৫	১৫ ৯	১৭।২১	২০	২০ ৩	২২ ৫	২৪ ২৬	২৭	২৭।৭
	বু	২।১০	৪ ২২ব	৪ ১৬	৮ ১২	১০ ২	১০।১৭	১৩ ৬	১৮ ১৫	২০	২০ ২৩	২২ ১০	২৭।১৪
	বৃ	২।৩	৪	৪	৪	৪	৪ ১১	৪।১৫ব	৪	৪	৪	৪	৪।১৩
	শ	২২	২২।১৫ব	২২।১৫ব	২০	২০	২০	২০	২০	২০	২০	২০ ১৫	২২
	রা	৮	৮	৮২	৬	৬	৬	৬	৬	৬	৬	৬	৬

জন্মবিশেষ	গ্রহ	বৈশাখ	জ্যৈষ্ঠ	আষাঢ়	শ্রাবণ	ভাদ্র	আশ্বিন	কার্ত্তিক	অগ্রহায়ণ	পৌষ	মাঘ	ফাল্গুন	চৈত্র
২৬	ম	২।১৮	৪	৬	৬।১২	৮।২৬	১০	১০।২৫	১৩	১৩।৬	১৫	১৫।২৮	১৮
	বু	২	২।১৮	৪।৫	৮।৫	১০	১০।২০	১৫।২১	১০।৭ব	১৮।১৫	২০।১৫	২২।৩	২৭
	বৃ	৬	৬	৬	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮ ৬ব	৬	৬
	শ	২২	২২	২২	২২	২২	২২	২২	২২	২২	২২	২২	২২
	রা	৬	৬	৬	৬	৬	৬	৬	৬	৬	৬	৬	৬
২৭	ম	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮।১৯	২০	২০।১	২২।৬	২৪	২৪ ২	২৭।১৫	২।১৫
	বু	২৭।২৪	২।১	৬।১৪	৮।১৪	৮।১৫	১০।৪	১৫।১৭	১৮	১৮।২৭	২০।৭	২৫ ১৮	২৭।১৬
	বৃ	৬।২৪	৮	৮	৮	৮	৮।১৩	১০	১০	১০	১০	১০।২৪ব	৮
	শ	২২	২২	২২	২২	২২	২২	২২	২২	২২	২২	২২।২৩	২৪
	রা	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪
২৮	ম	৪	৪।১	৬।১৫	৮	৮ ৯	১০।২৪	১৩	১৩।১২	১৫।২০	১৮	১৮।২০	২০
	বু	২৭।১৮	৪।৩	৬।১৫	৮	৮।১০	১৩।১৩	১৫ ৩	১৫।২২	১৮।১২	২২ ৬	২৪	২৪
	বৃ	৮	৮।১৬	১০	১০	১০	১০	১০ ৪	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩
	শ	২৪	২৪	২৪	২৪	২৪	২৪	২৪	২৪	২৪	২৪	২৪	২৪
	রা	৪	৪	৪।৩	২	২	২	২	২	২	২	২	২
২৯	ম	২০ ১৬	২২	২২	২২	২২	২২ ২৫	২৫	২৪।২৫	২৭	২৭ ১৯	২।৭	৪
	বু	১৭।১০	৪।১২	৬	৬ ১৫	৮।২	১৩ ৫	১৫	১৮ ২	২০ ১২	২২।২৬	২৪।২৭	২৪ ২৭
	বৃ	১৩ ২৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩।৮	১৫	১৫	১৫	১৫
	শ	২৪	২৪	২৪	২৪	২৪	২৪	২৪	২৪	২৪	২৪	২৪	২৪
	রা	২	২	২	২	২	২	২	২	২	২।১৮	২৭	২৭

৩০	ম	৪।১৯	৬	৬৮	৮ ২২	১০	১০।৭	১৩।২২	১৫	১৫।৮	১৮।২২	২০।৮	২২
	বু	২৭।৪	৪ ৯০	৪।২০	৬ ৯	১০ ১১	১৩ ২	১৩ ১৮	১৫ ৭	২০ ২৪	২২	২২।২২	২৪।৩
	বৃ	১৫	১৫ ৩৭	১৩	১৩ ১৫	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫।৮	১৭	১৭	১৭
	শু	২৪	২৪	২৪	২৪	২৪	২৪	২৪	২৪	২৪	২৪	১৪।২৬	২৭
	রা	২৭	২৭	২৭	২৭	২৭	২৭	২৭	২৭	২৭	২৭	২৭	২৭
৩১	ম	২২ ২০	২৪	২৪ ২	২৭	২৭ ৫	[illegible]	২	২	২	২	২।৯	৪
	বু	২।১১	৪	৪।১৬	৬ ৪	১০ ৪	১৩	১৩ ২৩	১৮।২৭	২০।১৭	২৪।১৬	২২।২৬	২৪।৪
	বৃ	১৭	১৭	১৮ব	১৫।২৯	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮ ১৭	২০	২০
	শু	২৭	২৭	২৭	২৭	২৭	২৭	২৭	২৭	২৭	২৭	২৭	২৭
	রা	২৭	২৭	২৭	২৭	২৭ ২৬	২৪	২৪	২৪	২৪	২৪	২৪	২৪
৩২	ম	৪।১	৬।১৯	৮	৮।৫	১০।২৩	১৩	১৩ ৩	১৫।১৭	১৮।২৪	২০।১৪	২২।২৪	২২।২২
	বু	২	২।১৭	৪।৭	৮।১০	১০	১০।১৬	১৩ ৪	১৭।৯	২০	২০।২০	২২।৭	২৭ ২৩
	বৃ	২০	২০	২০	২০	২০	২০	২০	২০	২০	২০	২২	২০
	শু	২৭	২৭	২৭	২৭	২৭	২৭	২৭	২৭	২৭	২৭	১	১
	রা	২৪	২৪	২৪	২৪	২৪	২৪	২৪	২৪	২৪	২৪	২৪	২৪।১২
৩৩	ম	২৪।২৫	২৪	২৬।২	২ ২৯	৪	৪	৪।৫	৬।২ব	৪	৪	৪।৪	৬
	বু	২।২	৪।১০	৬।১৬	৮।১৬	১১ ১০রা	১১।০।৯	১৫।২৩	১৭	১৮ ২৪	২০।১২	২৪।১৫	২৭
	বৃ	২২	২২	২২	২২	২২	[illegible]	২২	২২	২২	২২	২২।১৫	২৪
	শু	২৭।৮	২	২	২	২	[illegible]	২	২	২	২	২	২
	রা	২২	২২	২২	২২	২২	২২	২২	২২	২২	২২	২২	২২

বিশেষ	গ্রহ	বৈশাখ	জ্যৈষ্ঠ	আষাঢ়	শ্রাবণ	ভাদ্র	আশ্বিন	কার্তিক	অগ্রহায়ণ	পৌষ	মাঘ	ফাল্গুন	চৈত্র
৩৪	ম	৬।২৯	৮	৮।১৭	১০	১১ ১	১৩ ১	১৫ ২৭	১৭	১৭।৯	২০ ২০	২২।০	২৪
	বু	২৭।২	২।৯	৬ ৯	৮	৮ ১১	১৩।২৭	১৬ ২৬	১৭।২২ব	১৭।১৬	১৭।১৬	২২।৯	২৪।২৪
	বৃ	২৪	২৪	২৪	২৪	২৪	২৪	২৪	২৪	২৪	২৪	২৪।৭	২৭
	শ	২	২	২	২	২	২	২	২	২	২	২	২
	রা	২২	২২	২২	২২	২২	২২ ২০	২০	২০	২০	২০	২০	২০
৩৫	ম	২৪।৯	২৭।১৮	২।২৭	৪	৪ ১০	৬	৬ ১৪	৮	৮	৮ ১১ব	৬	৬।১৫
	বু	২৭ ৫	৪ ১৫	৬ ৮ ২৬ব	৬।১৭	৯।১৭	১৩ ১০	১৫	১৫ ২০	১৭ ৯	২২।২৫	২৪	২৪ ১৫
	বৃ	২৭	২৭	২৭	২৭	২৭	২৭	২৭	২৭	২৭	২৭	২৭	২৭
	শ	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪
	রা	২০	২০	২০	২০	২০	২০	২০	২০	২০	২০	২০	২০
৩৬	ম	৮ ৭	৮ ১৬	১০	১০।১৬	১৩।২৩	১৫	১৫।১৭	১৭ ১৯	২০।১৯	২২	২২ ২৭	২৪।১৭
	বু	২৭ ৬	৪ ১	৬	৬ ২	১০।২৫	১৩।৩	১৫ ২১ব	১৫।২২	২০ ১৭	২২৭	২২।২৭	২৪ ২৫
	বৃ	২৭।২৭	২	২	২	২	২	২	২	২	২	২৪	২।২৬
	শ	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪
	রা	২০ ১২	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮
৩৭	ম	২৭ ২৭	২	২।৫	৪।১৫	৬	৮	৮।২০	১০	১০	১০	১০ ৮ব	৯
	বু	২।২৫	৪	৪।১৮	৬।৪	১০।২৭	১১	১৩ ১১	১৫ ৪	১৯।১১	২২ ১৯ব	২২।২৯	২৪ ৫
	বৃ	৪	৪	৪	৪।১৮	৬	৬	৬	৬	৬।২ব	৪	৪	৪
	শ	৪	৪	৪	৪ ৪	৬	৬	৬	৬	৬।১৫ব	৪	৪	৪ ২৮
	রা	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫

৩৮	ম	৯ ১৮	১০	১০।১৮	১৩	১৩ ৩	১৫ ১৫	১৭ ২৬	১৯	২০ ৬	২২ ১৬	২৪ ২৪	২৭
	বৃ	২।১২	৪ ২২ব	৪।১৩	১০ ১৫	১০ ৩	১৩ ১৭	১৭ ৯	১৮।১৩	১৯	২০।১৮	২২ ২২	২৭।১৫
	বু	৬	৬	৬	৬	৬ ৪	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮
	শ	৬	৬	৬	৬	৬	৬	৬	৬	৬	৬	৬	৬
	রা	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫
৩৯	ম	২৭ ৫	২।১৩	৪।১৫	৬	৬ ৭	৮ ১৩	১০	১০ ১৭	১৩	১৩	১৩	১৩
	বৃ	২	২।১৮	৪।৫ ১১	৮	৬ ১০	১০ ৩	১৫ ১৭	১৮ ৭	২০।১৭ব	২০ ১৯	২৪ ১	২৭
	বু	৮	৮	৮	৮	৮ ৬	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০
	শ	৬	৬	৬	৬	৬ ১৬	৮	৮	৮	৮।৭ব	৬	৬	৬
	রা	১৫	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩
৪০	ম	১৩	১৩	১৩	১৩ ২৫	১৫।২০	১৭	১৭ ২	২০ ২৩	২২।২৪	২৪	২৪।৫	২৭ ১৬
	বৃ	২৭।১৯	২ ২	৬।১৩	৮ ২৬ব	৮ ১৫	১০।১৫	১৫।৯	১৮	১৮ ২৯	২০ ৮।২	২৪ ২৫	২৭
	বু	১০	১০	১০	১০	১০	১০ ১২	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩
	শ	৬।৩	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮
	রা	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩।১০	১০	১০	১০
৪১	ম	২।১৫	৪	৪ ৬	৬ ১৯	৮	৮ ৪	১১ ১২	১৩	১৩	১৩।১৫	১৩	১৫
	বৃ	২৭ ৮	২ ৮	৪ ১	৬ ১১	১০।১১	১৩	১৩।৪বু	১৫ ২২	১৮ ৩	২২।২৭	১০	
	বু	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩।১১	১৫	১৫	১৫		
	শ	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	১০ব	১০।		
	বা	১০	১০										

৪২	ম	১৫	১৫	১৫	১৫।১৮	১৮।২০	২০	[illegible]	২২।২৮	২৪	২৪।২১	২৭।১৩	
	ব	২৭।১	২২	৪ ১৩	৬।১৫	৮ ৩	১৩।৬	[illegible]	১৫।১৭	১৮ ৫	২২	২২।২৮	২৩ ১৮
	বৃ	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫ ২	১৭	১৭	১৭	১৭
	শ	৮	৮	৮	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০
	রা	১০	১০	১০।২৬	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮
৪৩	ম	২৫	৪ ১৯	৬	৮	৮।১৫	১০	১২ ২	১৫।২১	১৫ ১১	১৮	১৮	১৮ ৯
	ব	২৭ ৩	৪ ৮	৬	৬ ৯	১০ ১২	১১।১৩	১৩ ১৯	[illegible]।১৫	১৮ ৯	২২	২২ ২৪	২৪ ১০
	বৃ	১৭	১৭	১৭	১৭	১৭	১৭	১৭	১৭	১৮ ২০	২০	২০	২০
	শ	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০
	রা	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮।১০	৬	৬	৬
৪৪	ম	২০	২০	২০	২০।৬	২০।২১	২২	২২ ২০	২৪	২৪ ১৩	২৭ ১৯	২	২ ১৬
	ব	২ ১৩	৪	৪ ১৫	৬ ২	১০ ৪	১৩	১৩ ১৩	১৭ ১৬	২০।৯	২০ ২৬	২২ ২৬	২৪ ২
	বৃ	২০	২০	২০	২০	২০	২০	২০	২০	২০	২০।২৪	২২	২২
	শ	১০	১০	১০	১০ ২	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩
	রা	৬	৬	৬	৬	৬	৬	৬	৬	৬	৬	৬	৬
৪৫	ম	৪	৬	৬ ১৩	৮।১০	১০	১০ ১৭	১৩	১৫	১৫।১৭	১৮	১৮ ২	১৯ ১৮
	ব	২৭ ২	২।১৩	৪ ১৮	৮।১০	১০।১৮	১০ ১৭	১০।১৫	১৮।১০	২৪ ২১ব	২২	২৪ ১৮	২৭ ১৬
	বৃ	২২	২২	২২	২২	২২	২২	২২	২২	২২	২২।১৯	২৪	২৪
	শ	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩
	রা	৬	৬	৬	৬।১৫	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪

গ্রহ সঞ্চার-চক্র।

৪৬	ম	২২	২২ ৮	২৪	২৪ ৭	২৭	২৭	২৭	২৭	২৭।২৩	২	২।২১	৪
	বৃ	২	২ ১৫	৪।১ ১৭	৮ ১৩	১০	১০ ১০	১৫।১৬	১৮।২৮	২০।৩।২০	২৪।১৮	২৭।ব	৪
	বৃ	২৩	২৪	২৪	২৪	২৪	২৪	২৪	২৪	২৪	২৪	২৪ ১২	২৭
	শ	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩।২২	১৫	১৫	১৫	১৫
	রা	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪।২২	২
৪৭	ম	৬।২০	৬ ২৭	৮	৮ ১৮	১০ ২৫	১৩	১৩ ১	১৫।১৫	১৮	১৮।৯	২০।২৯	২২
	বৃ	২৭	২৭	২৭	২৭	২৭	২৭	২৭	২৭	২৭	২৭।২৯	২	২
	শ	১৫	১৩	১৩	১৩ ১২	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫
	রা	২	২	২	২	২	২	২	২	২	২	২	২
৪৮	ম	২২।১	২৪।১৩	২৭ ২০	২।২০	২।২০	৪	৪	৪ব	২	৪	৪	৪ ৭০
	বৃ	২	২	২	২ ২৪	৪	৪	৪	১।৩ব	২	২	২।২২	৪
	শ	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫	১৮	১৮	১৮।১২ব
	রা	২	২	২	২	২	২।২	২৭	২৭	২৭	২৭	২৭	২৭
৪৯	ম	৬	৬।৯	৮ ২৬	১০০	১০ ৯	১৩।২২	১৫	১৮।১৭	১৯।১৯	২২	৬	২২।৯
	বৃ	৪	৪	৪	৪ ৮	৬	৬	৬	৬	৬	৬	৬	৬
	শ	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫ ৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮
	রা	২৭	২৭	২৭	২৭	২৭	২৭	২৭	২৭	২৭	২৭	২৭	২৭
	ম	২৪।১৮	২৭।২৭	২	২২	৪ ২৩	৬	৬	৬	৬	৬	৬।১৫	৮।১৫
	বৃ	৬	৬	৬	৬।২	৮	৮	৮	৮	৮	৮ ৯ব	৮	
	শ	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	[illegible]	[illegible]

৫৬	ম	২	২।২০	৪।২৩	৬।২৭	৮	৯ ১১	১০	১০।১০	১৩	১৩।৩	১৫	১৫
	বু	২১	২০	২০	২০	২০	২০	২০	২০	২০	২০।২৮	২২	২২
	শু	২২	২২	২২	২২	২২	২২	২২	২২	২২	২২	২২	২২
	রা	১৮	১৮	১৮।৩	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫
৫৭	ম	১৫।২৭	১৩ ১৮	১৫	১।২৯	১৮	১৮ ২৬	২০ ৭	২২	২২।৯	২৪ ২৬	২৭	২৭।৩
	বু	২২	২২	২২	২২	২২	২২	২২	২২	২২	২২।১৫	২৪	২৪
	শু	২২	২২	২২	২২	২২	২২	২২	২২	২২ ১৫	২৪	২৪	২৪
	রা	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫।২৯	১৩	১৩	১৩
৫৮	ম	২।১৫	৪।১৫	৬	৬ ৭	৮ ২১	১১	১১ ৯	১৩ ২৯	১৫	১৫।২৪	১৮	১৮
	বু	২৪	২৪	২৪	২৪	২৪	২৪	২৪	২৪	২৪	২৪।১৩	২৬	২৬
	শু	২৪	২৪	২৪	২৪	২৪	২৪	২৪	২৪	২৪	২৪	২৪	২৪
	রা	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩
৫৯	ম	১৯।১৬	২৭।৭	১৮	১৮ ২০	২০	২০ ৫	২২ ৫	২২ ১১	২৪।২৫	২৭	২৭।১৭	২।২৫
	বু	২৭	২৭	২৭।৯	২০	২	২।৭ব	২৭	২৭	২৭	২৭।২৮	২	২
	শু	২৪	২৪	২৪	২৪	২৪	২৪	২৪	২৪	২৪	২৪	২৪	২৪
	রা	১৩	১৩	১৩	১৩।১৮	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০
৬০	ম	৪	৪।৮	৬।২২	৮	৮ ৫	১০ ২০	১৩	১৩।৭	১৫।৫	১৮	১৮।১৮	২০
	বু	২	২	২।১০	৪	৪	[illegible]	৪	৪	৪	৪	৪	৪
	রা	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০।২